49. 24.3.83

NATIONAL LIBRARY.

This book was taken from the Library on the date last stamped. A late fee of 1 anna will be charged for each day the book is kept beyond a month.

7 NOV 1958

N. L. 44.
MGIPC—S4—39 LNL/56—15-4-57—20,000.

182. Jb. 83. 1.

THE

HOLY BIBLE,

TRANSLATED FROM

THE ORIGINAL TONGUES

INTO

THE BENGALEE LANGUAGE.

BY

THE SERAMPORE MISSIONARIES.

ধর্ম্মপুস্তক

আদি যে২ ভাষাতে লিখিত ছিল তাহাহইতে

বাঙ্গলা ভাষায় তর্জ্জমা করা গেল

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।

১৮৩২

SERAMPORE.

1832.

NATIONAL LIBRARY
File Jmb-4222
DATE 18/9/09
CALCUTTA

নির্ঘণ্ট।

পর্ব্ব।

মোশহেতে রচিত আদিপুস্তক। ৫০
মোশহেতে রচিত যাত্রাপুস্তক। ... ৪০
লৈব ব্যবস্থা। ২৭
মোশহের গণনাখ্য পুস্তক। ৩৬
মোশহের দ্বিতীয় বাক্য। ৩৪
য়িহোশূয়া পুস্তক। ২৪
বিচারকর্ত্তারদের পুস্তক। ২১
রূতাখ্য পুস্তক। ৪
শিমূএলের প্রথম পুস্তক। ৩১
শিমুলের দ্বিতীয় পুস্তক।... ... ... ২৪
রাজাবলির প্রথম পুস্তক। ২২
রাজাবলির দ্বিতীয় পুস্তক। ২৫
কালঘটিত বাক্য প্রথম পুস্তক। ২৯
কালঘটিত বাক্য দ্বিতীয় পুস্তক। ... ৩৬
এজরা পুস্তক। ১০
নিখেমিয়াহ্ পুস্তক। ১৩
এস্তেরবিষক পুস্তক। ১০
আয়োব পুস্তক। ৪২
দাউদের গীত। ১৫০
হিতোপদেশ।... ... ... ৩১

পর্ব্ব।

ধর্ম্মোপদেশক।... ... ... ২১
শলমনের গীত। ৮
য়িশাঈয়াহ্। ৬৬
য়িরিমিয়াহ্। ৫২
য়িরিমিয়াহের বিলাপ। ৫
য়িখেজকিএলের আচার্য্যবাক্য। ... ৪৮
দানিএল আচার্য্যের বাক্য। ১২
হোসেত্ত্ব আচার্য্যের বাক্য। ১৪
য়োএল আচার্য্যের বাক্য। ৩
আমোস্ আচার্য্যের বাক্য। ৯
ওবদীয়াহ্ আচার্য্যের বাক্য। ১
য়োনাহ্ আচার্য্যের বাক্য। ৪
মীকাহ্ আচার্য্যের বাক্য। ৭
নখুম আচার্য্যের বাক্য। ৩
খবকুক্ আচার্য্যের বাক্য। ৩
সিফনীয়াহ্ আচার্য্যের বাক্য।... ... ৩
খগঈ আচার্য্যের বাক্য। ২
জিখরীয়াহ্ আচার্য্যের বাক্য।... ... ১৪
মলকী আচার্য্যের বাক্য। ৪

মোশহেতে রচিত আদিপুস্তক।

১ প্রথম পর্ব্ব।

---

[১] প্রথমে ঈশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন। [২] পৃথিবী অস্থিরাকারা ও শূন্যা এবং গম্ভীর স্থলের উপরে অন্ধকার ছিল ও ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে দোলায়মান হইলেন। [৩] পরে ঈশ্বর বলিলেন যে দীপ্তি হউক তাহাতে দীপ্তি হইল। [৪] তখন ঈশ্বর দেখিলেন যে দীপ্তি উত্তম তৎপরে ঈশ্বর দীপ্তি ও অন্ধকার বিভিন্ন করিলেন। [৫] ঈশ্বর দীপ্তির নাম দিবস ও অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে প্রথম দিবস হইল।

[৬] এবং ঈশ্বর কহিলেন জলের মধ্যস্থলে আকাশ হউক এবং সে জল এ জলহইতে পৃথক্ করুক। [৭] অতএব ঈশ্বর আকাশের সৃষ্টি করিলেন ও আকাশের উপরিস্থ জলকে নীচস্থ জলহইতে পৃথক্ করিলেন তাহাতে সেমত হইল। [৮] এবং ঈশ্বর আকাশের নাম স্বর্গ রাখিলেন এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে দ্বিতীয় দিবস হইল।

[৯] পরে ঈশ্বর বলিলেন স্বর্গের নীচস্থ জল এক স্থানে একত্র হউক ও শুষ্ক ভূমি প্রকাশিত হউক তাহাতে সেই মত হইল। [১০] পরে ঈশ্বর শুষ্ক ভূমির নাম পৃথিবী রাখিলেন ও একত্রীভূত জলের নাম সমুদ্র রাখিলেন এবং ঈশ্বর দেখিলেন যে তাহা উত্তম। [১১] পরে ঈশ্বর বলিলেন পৃথিবী কোমল ঘাস ও বীজদায়ক তৃণ ও পৃথিবীর উপরিস্থ স্বমধ্যবর্ত্তি আত্মানুরূপ বীজদায়ক ফলদ বৃক্ষ উৎপন্ন করুক তাহাতে সেই মত হইল। [১২] অতএব ঘাস ও স্বজাত্যনুরূপ বীজদায়ক তৃণ ও স্বস্বজাত্যনুযায়ি স্বমধ্যবর্ত্তি বীজধারি ফলদায়ক বৃক্ষ পৃথিবী উৎপন্ন করিল পরে ঈশ্বর দেখিলেন যে তাহা উত্তম। [১৩] এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে তৃতীয় দিবস হইল।

[১৪] তখন ঈশ্বর কহিলেন দিব[illegible] বিভিন্ন করিবার কারণ স্বর্গের আকাশের মধ্যে জ্যোতি হউক ও তাহারা কাল ও দিবস ও বৎসর নিরূপণের কারণ চিহ্ন হউক [১৫] ও তাহারা পৃথিবীর উপর উজ্জ্বল করিতে স্বর্গের আকাশে জ্যোতি হউক তাহাতে সেমত হইল। [১৬] এবং ঈশ্বর দুই বড় জ্যোতি নির্ম্মাণ করিলেন তাহারদের মধ্যে দিবসের কর্ত্তৃত্বকারি মহাজ্যোতি ও রাত্রির কর্ত্তৃত্বকারি ক্ষুদ্র জ্যোতি তিনি তারারদিগেরও সৃষ্টি করিলেন। [১৭] এবং পৃথিবীতে উজ্জ্বল করিতে ও দিবারাত্রির উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে ও দীপ্তি ও অন্ধকার বিভিন্ন করিতে ঈশ্বর তাহারদিগকে স্বর্গের আকাশে স্থাপিত করিলেন [১৮] ও ঈশ্বর দেখিলেন যে তাহা উত্তম [১৯] এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে চতুর্থ দিবস হইল।

[২০] তার পর ঈশ্বর বলিলেন জল উরোগামি জন্তুরদিগকে অতিশয়রূপে উৎপন্ন করুক এবং পক্ষী পৃথিবীর উপরে স্বর্গের আকাশে উড়ুক। [২১] ঈশ্বর স্বস্বজাত্যনুসারে জলেতে উৎপন্ন শুসকাদি ও গতিকারি প্রতিবড় জন্তুকে ও স্বস্বজাত্যনুসারে প্রতিপক্ষিকে নির্ম্মাণ করিলেন এবং ঈশ্বর দেখিলেন যে তাহা উত্তম। [২২] পরে ঈশ্বর তাহারদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন যে বর্দ্ধমানবংশ ও বহুপ্রজ হও সমুদ্রের জল পূর্ণ কর এবং পৃথিবীর উপরে পক্ষীও বর্দ্ধমানবংশ হউক। [২৩] এবং সন্ধ্যাকাল ও প্রাতঃকাল হইলে পঞ্চম দিবস হইল।

[২৪] পরে ঈশ্বর কহিলেন পৃথিবী স্বস্বজাত্যনুযায়ি জীবকে অর্থাৎ পশুরদিগকে ও উরোগামিরদিগকে ও স্বস্বজাত্যনুযায়ি বন্য পশুরদিগকে উৎপন্ন করুক এবং সেই মত হইল। [২৫] এবং ঈশ্বর স্বস্বজাত্যনুযায়ি বন্য পশুরদিগের ও স্বস্বজাত্যনুযায়ি পশুরদিগের ও পৃথিবীর উপরিস্থ স্বস্বজাত্যনুযায়ি উরোগামি প্রতিজন্তুরদিগের নির্ম্মাণ করিলেন এবং ঈশ্বর দেখিলেন যে তাহা উত্তম।

[২৬] পরে ঈশ্বর বলিলেন আমরা আপনারদের প্রতিমূর্ত্তি ও সাদৃশ্যেতে মনুষ্য নির্ম্মাণ করি ও তাহারা সমুদ্রের জলচরেরদের উপরে ও শূ

ন্যের পক্ষিরদের এবং পশুরদের ও সকল পৃথি
বীর উপরে ও পৃথিবীতে উরোগামি প্রতিজন্তুর
উপরে প্রভুত্ব করুক। [২৭] অতএব ঈশ্বর আ
পনার প্রতিমূর্ত্তিতে মনুষ্য নির্ম্মাণ করিলেন ঈশ্ব
রের প্রতিমূর্ত্তিতেই তিনি তাহার সৃষ্টি করিলেন
তিনি পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহারদের সৃষ্টি করি
লেন।

[২৮] পরে ঈশ্বর তাহারদিগকে আশীর্ব্বাদ
করিলেন ও ঈশ্বর তাহারদিগকে কহিলেন যে বর্দ্ধ
মানবংশ ও বহুপ্রজ হও ও পৃথিবী পরিপূর্ণ কর
ও তাহা জয় কর ও সমুদ্রের জলচরেরদের ও
পক্ষিরদের ও পৃথিবীতে গতিকারি সমস্ত জন্তুর
উপরে প্রভুত্ব কর। [২৯] এবং ঈশ্বর বলিলেন
দেখ পৃথিবীর মুখের উপরিস্থ বীজজনক প্রত্যেক
তৃণ ও স্বমধ্যবর্ত্তি বীজজনক ফলোৎপাদনকারি স
মস্ত বৃক্ষ আমি তোমারদিগকে দিয়াছি তাহা তো
মারদিগের ভক্ষ্য হইবে। [৩০] প্রাণবিশিষ্ট পৃ
থিবীর সকল জন্তুকে ও শূন্যের পক্ষিরদিগকে ও
পৃথিবীর সমস্ত উরোগামি জীবেরদিগকে আমি
ভক্ষ্যের কারণ সমস্ত তৃণ দিয়াছি তাহাতে সেই
মত হইল। [৩১] ঈশ্বর যাহা নির্ম্মাণ করিয়া
ছিলেন সে সকলের উপরে তিনি দৃষ্টিপাত করি
লেন এবং দেখ তাহা অত্যুত্তম। সন্ধ্যা ও প্রাতঃ
কাল হইলে ষষ্ঠ দিবস হইল।

২ পর্ব্ব।

[১] এই মতে স্বর্গের ও পৃথিবীর ও তাহার
দের সমস্ত সৈন্যের সৃষ্টি সমাপ্তা হইল। [২]
পরে ঈশ্বর স্বনির্ম্মিত সমস্ত কর্ম্ম সপ্তম দিনে স
মাপ্ত করিলেন এবং সপ্তম দিনে স্বনির্ম্মিত সমস্ত
কর্ম্মহইতে বিশ্রাম করিলেন। [৩] পরে ঈশ্বর
সপ্তম দিনকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ও পবিত্র করি
লেন কেননা ঈশ্বর নির্ম্মাণার্থ যে সকল কার্য্য সৃ
ষ্টি করিয়াছিলেন সে সমস্তহইতে তিনি তাহাতে
বিশ্রাম করিলেন। [৪] য়িহুহ ঈশ্বর যে কালে
স্বর্গের ও পৃথিবীর ও পৃথিবীতে স্থাপিতহওনের
পূর্ব্বে মাঠের প্রত্যেক তৃণের ও তাহার বর্দ্ধনের
পূর্ব্বে ভূমির প্রত্যঙ্কুরের নির্ম্মাণ যে দিনে করি
লেন অর্থাৎ তাহারদের সৃষ্টিকালে স্বর্গ ও পৃথি
বীর উৎপত্তির বিবরণ এই। [৫] কেননা য়িহুহ
ঈশ্বর পৃথিবীতে বৃষ্টি করিয়াছিলেন না এবং ভূ
মির কৃষি করিতে কেহ ছিল না। [৬] কিন্তু কুজ্ঝ
টী উঠিল ও সকল ভূমিতে জল দিল। [৭] য়ি
হুহ ঈশ্বর পৃথিবীর ধূলিতে মনুষ্যনির্ম্মাণ করিলেন
ও তাহার নাসিকায় হাঁই করিয়া প্রাণরূপ নিঃ
শ্বাস দিলেন তাহাতে মনুষ্য জীবৎপ্রাণ হইল।

[৮] পরে য়িহুহ ঈশ্বর পূর্ব্বদিগে এদেনে এক
উদ্যান করিলেন ও সে স্থানে স্বনির্ম্মিত মনুষ্যকে
স্থাপিত করিলেন। [৯] এবং য়িহুহ ঈশ্বর প্রিয়
দর্শন ও ভক্ষ্যোপযুক্ত প্রত্যেক বৃক্ষ এবং উদ্যানের
মধ্যস্থলস্থ জীবনদায়ক বৃক্ষ ও সদসৎজ্ঞানবৃক্ষও
মৃত্তিকাহইতে বর্দ্ধিত করিলেন। [১০] এবং উ
দ্যানে জল দিবার নিমিত্তে এক নদী এদেনহইতে
নির্গতা হইল ও সেই স্থানে ভিন্ন২ হইয়া চতুর্ম্মু
খ হইল। [১১] প্রথমের নাম পীশোন্ সে এই
যে ভ্রমণ করিয়া স্বর্ণবিশিষ্ট খবীলাহ্ সমস্ত দেশ
বেষ্টন করে। [১২] সে দেশের স্বর্ণ উত্তম সে
স্থানে গুগ্গুলু ও বৈদূর্য্যমণি। [১৩] দ্বিতীয় ন
দীর নাম গীখোন্ সে এই যে কুশ্ সমস্ত দেশ বে
ষ্টন করে। [১৪] তৃতীয় নদীর নাম খিদেকেল
সে এই যে আশূরদেশের পূর্ব্বদিগে গতি করে
চতুর্থ নদীর নাম ফরাৎ। [১৫] য়িহুহ ঈশ্বর
এদেন্ উদ্যানের কার্য্য করিতে ও তাহার রক্ষা
করিতে মনুষ্যকে তাহার মধ্যে রাখিলেন। [১৬]
য়িহুহ ঈশ্বর মনুষ্যকে এই আজ্ঞা দিলেন যে উ
দ্যানের প্রত্যেক বৃক্ষের ফল তুমি অনিষিদ্ধরূপে
খাইতে পার। [১৭] কিন্তু সদসৎজ্ঞানবৃক্ষের
ফল খাইও না কেননা যে দিনে তাহা খাইবা সে
দিনে অবশ্য মরিবা। [১৮] এবং য়িহুহ ঈশ্বর
বলিলেন মনুষ্যের একা থাকা ভাল নয় আমি
তাহার সহকারিতাযোগ্য আর এক জনের নি
র্ম্মাণ করি।

[১৯] য়িহুহ ঈশ্বর মৃত্তিকাহইতে প্রতিজন্তুর ও
শূন্যের সমস্ত পক্ষির নির্ম্মাণকরণানন্তর আদাম
তাহারদের কি নাম রাখিবে ইহা দেখিতে তাহা
রদিগকে তাহার নিকটে আনিলেন এবং আদা
ম প্রতিজন্তুর যে নাম রাখিল সেই তাহারি নাম
হইল। [২০] এবং আদাম সমস্ত পশুরদের
ও শূন্যের পক্ষিরদের ও বন্য পশুরদের নাম রা
খিল কিন্তু আদামের প্রকৃত সহকারী পাওয়া
গেল না। [২১] এহেতুক য়িহুহ ঈশ্বর আদা
মের উপরে বড় নিদ্রা আনিলেন তাহাতে নিদ্রিত
হইলে তিনি তাহার একটি পঞ্জর বাহির করিয়া
লইলেন ও সে স্থান মাংসেতে পূরাইলেন।
[২২] য়িহুহ ঈশ্বর যে পঞ্জর আদামহইতে
লইলেন তাহাতে এক স্ত্রী নির্ম্মাণ করিলেন ও আ
দামের নিকটে আনিলেন। [২৩] তখন আ
দাম কহিল ইহা আমার অস্থিতে জাত অস্থি ও
আমার মাংসেতে জাত মাংস সে নারীনামে বি
খ্যাতা হইবে কেননা সে নরহইতে নির্ম্মিতা।
[২৪] অতএব মনুষ্য আপন পিতামাতাহইতে
পৃথক্ হইবে ও আপন স্ত্রীর সহিত থাকিবে এবং
তাহারা একাঙ্গ হইবে। [২৫] সে দুই জন অ
র্থাৎ পুরুষ ও তাহার জায়া উলঙ্গ ছিল কিন্তু ল
জ্জিত ছিল না।

[৮] পরে জল পৃথিবীহইতে শুষ্ক হইয়াছে
কি না ইহা জানিবার কারণ সে আপন নিকটহ
ইতে এক ঘুঘুকেও পাঠাইল। [৯] কিন্তু ঘুঘু
আপন পা রাখিবার স্থান না পাইয়া পুনর্ব্বার
তাহার কাছে জাহাজে ফিরিয়া আইল কেননা
সমস্ত পৃথিবীর উপরে জল ছিল। তখন সে আ
পন হাত বাড়াইয়া জাহাজে আপনার কাছে
তাহাকে টানিয়া লইল। [১০] পরে সে আর
সাত দিবস গৌণ করিল এবং পুনর্ব্বার জাহা
জের বাহিরে ঘুঘুকে পাঠাইল। [১১] পরে সা
য়ংকালে ঘুঘু তাহার কাছে আইল এবং দেখ
তাহার ঠোঁটে জিতবৃক্ষের ছেঁড়া এক পাতা ছিল
ইহাতে নোখ্ জানিল যে পৃথিবীতে জলের হ্রাস
হইয়াছে। [১২] পরে সে আর সাত দিবস গৌণ
করিয়া পুনর্ব্বার সে ঘুঘুকে পাঠাইল তাহাতে
সে পুনর্ব্বার তাহার নিকটে ফিরিয়া আইল না।

[১৩] ছয় শত প্রথম বৎসরের প্রথম মাসের
প্রথম দিবসে পৃথিবীহইতে জল শুষ্ক হইয়া গেল
পরে নোখ্ জাহাজের চাল খুলিয়া দৃষ্টি করিল
এবং দেখ পৃথিবী শুষ্কা হইয়াছে। [১৪] দ্বি
তীয় মাসের সপ্তবিংশতিতম দিনে ভূমি শুষ্কা
হইল।

[১৫] তখন ঈশ্বর নোখ্কে এ কথা কহিলেন
[১৬] তুমি আপন স্ত্রীকে ও পুত্ত্রেরদিগকে ও পু
ত্ত্রবধূরদিগকে সঙ্গে লইয়া জাহাজহইতে যাও।
[১৭] দেহবিশিষ্ট প্রতিজন্তুকে ও পক্ষিকে ও
পশুকে ও পৃথিবীর উপরে গতিকারি সমস্ত অপদ
জন্তুকে আপন সহিত জাহাজহইতে বাহিরে
আন যে তাহারা পৃথিবীর উপরে অতিশয় বংশ
উৎপন্ন করে ও বর্দ্ধিত হয় ও পৃথিবীতে বহুপ্রজ
হয়। [১৮] পরে নোখ্ ও তাহার পুত্ত্রেরা ও স্ত্রী
ও পুত্ত্রবধূরা তাহার সঙ্গে বাহিরে গেল। [১৯]
প্রতিজন্তু ও প্রতিঅপদজন্তু ও প্রতিপক্ষী ও পৃথি
বীর উপরে যে সমস্ত গতি করে আপন২ প্রকা
রানুযায়ি সমস্তই জাহাজহইতে বাহিরে গেল।

[২০] পরে নোখ্ য়িহুহের উদ্দেশে এক যজ্ঞ
বেদি করিল ও প্রতিশুদ্ধ জন্তুর কতক ও প্রতিপক্ষির
কতক লইয়া বেদির উপরে আহুতি দিল। [২১]
তাহাতে য়িহুহ সুগন্ধ পাইলেন ও য়িহুহ আ
পন মনে বলিলেন যে আমি মনুষ্যের ক্রিয়াহে
তুক আরবার পৃথিবীকে অভিশাপ দিব না কেন
না বাল্যকালাবধি মনুষ্যের অন্তঃকরণের মনন
দুষ্ট এবং যেমন আমি করিয়াছি তেমন আর ক
খনও প্রতিপ্রাণিকে সংহার করিব না। [২২]
যত কাল পৃথিবী থাকে ততকাল কৃষি ও ফসল
ও শীত ও গ্রীষ্ম ও গ্রীষ্মকাল ও শীতকাল ও দি
বারাত্রি বিরত হইবে না।

৯ পর্ব্ব।

[১] পরে ঈশ্বর নোখ্কে ও তাহার পুত্ত্রেরদি
গকে বর দিলেন এবং তাহারদিগকে কহিলেন
বহুপ্রজ ও বর্দ্ধমানবংশ হও ও পৃথিবীকে পরি
পূর্ণ কর। [২] পৃথিবীর প্রত্যেক জন্তুর ও শূন্যের
প্রত্যেক পক্ষির ও পৃথিবীর উপরে গতিকারি
সকল জন্তুর ও সমুদ্রের সকল মৎস্যের উপরে
তোমাবিষয়ক ভয় ও ঘোর শঙ্কা হইবে তা
হারা তোমারদের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। [৩]
প্রতিগতিকারি জন্তু তোমারদের খাদ্য হইবে যে
মন শাক দিয়াছি তেমন সকল দ্রব্যও তোমারদি
গকে দিয়াছি [৪] কিন্তু জীবনযুক্ত অর্থাৎ রক্ত
যুক্ত মাংস খাইও না। [৫] তোমারদের জীব
নের রক্তের দাওয়া নিতান্তই করিব সমস্ত বন্য
পশুর ঠাঁই এবং মনুষ্যেরদের স্থানেও আমি
তাহার দাওয়া করিব। প্রতিমনুষ্যের ভ্রাতার
স্থানে আমি মনুষ্যেরদের জীবনের দাওয়া ক
রিব। [৬] যে জন মনুষ্যের রক্ত পাত করে
মনুষ্যের হাতেতে তাহার রক্ত পাত করা যাই
বে কেননা ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতে তিনি মনুষ্যকে
নির্ম্মাণ করিলেন। [৭] তোমরা বহুসন্তান ও
বর্দ্ধমানবংশ ও বহুপ্রজ পৃথিবীতে হও এবং তা
হাতে বর্দ্ধিত হও।

[৮] তার পর ঈশ্বর নোখ্কে ও তাহার সহিত
তাহার পুত্ত্রেরদিগকে বলিলেন। [৯] আমি
দেখ আমিই তোমার সহিত ও তোমার পরে
তোমার সন্তানেরদের সহিত [১০] এবং তোমার
দের সহবাসি পৃথিবীর সমস্ত জীবৎপ্রাণি ও পক্ষি
ও পশু ও পৃথিবীর বন্য পশুরদেরও সহিত অর্থাৎ
জাহাজহইতে যে সকলে বাহির হইল তদাদি করি
য়া পৃথিবীর সকল জন্তুরদের সহিত আপন নির্দ্ধা
রণ দৃঢ় করি। [১১] এবং তোমারদের সহিত আ
মি আপন নির্দ্ধারণ স্থির করি অর্থাৎ প্রলয়ের
জলেতে সমস্ত জীবের সংহার আর কখনও হই
বে না পৃথিবীর সংহার করিবার কারণ জলপ্লা
বন আর কখনও হইবে না। [১২] তারপর ঈশ্বর
কহিলেন আমি পুরুষপরম্পরাপর্য্যন্ত তোমার
দের সহিত ও যে প্রতিজীবৎ প্রাণী তোমারদের
সহবর্ত্তী ও আছে তাহারদেরও সহিত যে নির্দ্ধারণ
করিয়াছি তাহার চিহ্ন এই। [১৩] আমি মেঘে
আপন ধনুক রাখি এবং পৃথিবীর সহিত যে আ
মার নির্দ্ধারণ তাহার লক্ষণ তাহা হইবে। [১৪]
এবং এমত হইবে যখন আমি পৃথিবীর উপরে
মেঘ আনি তখন মেঘে ধনুক দেখা যাইবে।
[১৫] এবং আমার ও তোমার ও সমস্ত জীবৎ
প্রাণির সঙ্গে আমার যে নির্দ্ধারণ তাহা আমি
তখন মনে করিব এবং সমস্ত প্রাণিকে সংহার

করণার্থে প্রলয়রূপে জল আর বাড়িবে না। [১৬] মেঘে ধনুক থাকিবে এবং পৃথিবীর উপরিস্থ সমস্ত জীবৎ প্রাণির সঙ্গে ঈশ্বরের যে অনন্ত নির্দ্ধারণ তাহার স্মরণ করিবার কারণ আমি ধনুকের প্রতি দৃষ্টি করিব। [১৭] পরে ঈশ্বর নোখ্কে বলিলেন পৃথিবীর উপরিস্থ সমস্ত জীবের সঙ্গে আমি যে নির্দ্ধারণ দৃঢ় করিয়াছি তাহার লক্ষণ এই।

[১৮] নোখের যে পুত্রেরা জাহাজহইতে বাহিরে গেল তাহারা শেম ও খাম ও য়াফেত এবং খাম কনআনের পিতা। [১৯] এই নোখের তিন পুত্র তাহারদেরকর্ত্তৃক সকল পৃথিবী ব্যাপ্তা হইল। [২০] পরে নোখ্ কৃষক হইতে লাগিল ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র করিল। [২১] সে দ্রাক্ষারস পান করিয়া মত্ত হইল ও আপন তাম্বুতে অনাবৃত হইয়া রহিল। [২২] তখন কনআনের পিতা খাম আপন পিতার উলঙ্গতা দেখিয়া বাহিরে আপন দুই ভাইকে বলিল। [২৩] তাহাতে শেম ও য়াফেত এক বস্ত্র স্কন্ধে করিয়া লইল এবং মুখ পশ্চাদ্দিগে করিয়া পাছে২ যাইয়া আপন পিতার উলঙ্গতা আচ্ছাদন করিল অতএব তাহারা আপন পিতার উলঙ্গতা দেখিল না। [২৪] তৎপরে নোখের মত্ততা গেলে সে জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া আপন কনিষ্ঠ পুত্র তাহাকে যাহা করিয়াছিল তাহা জানিতে পাইল। [২৫] তাহাতে নোখ্ কহিল কনআন শাপগ্রস্ত হউক সে আপন ভ্রাতারদের দাসানুদাস হইবে। [২৬] পরে বলিল যে শেমের ঈশ্বর য়িহুহ ধন্য হউন ও কনআন শেমের দাস হইবে। [২৭] ঈশ্বর য়াফেতকে বাড়াইবেন এবং সে শেমের তাম্বুতে বাস করিবে ও কনআন তাহার দাস হইবে।

[২৮] এবং নোখ্ জলপলাবনের পরে সাড়ে তিনশত বৎসর বাঁচিল [২৯] তাহাতে নোখের পরমায়ু নয়শত পঞ্চাশ বৎসর হইল পরে সে মরিল।

১০ পর্ব্ব।

[১] শেম ও খাম ও য়াফেত নোখের এই তিন সন্তানের বংশাবলি এই জলপলাবনের পর তাহারদিগের পুত্রেরা জন্মিল।

[২] য়াফেতের পুত্রেরা গোমের ও মাগোগ ও মাদঈ ও যাবান ও তুবাল ও মেশেক্ ও তীরাস। [৩] গোমেরের পুত্রেরা আস্কিনজ ও রীফত ও তোগরমাহ্। [৪] এবং যাবানের পুত্রেরা এলীশাহ্ ও তার্শীশ্ ও কিতীম ও দোদানীম। [৫] ইহারদের দ্বারা অন্য দেশীয়েরদের উপদ্বীপস্থ রাজ্য আপন২ ভাষা ও আপন২ পরিজন ও জাত্যনুসারে বিভক্ত হইল।

[৬] খামের পুত্রেরা কুশ্ ও মিস্রঈম ও ফুট ও কনআন। [৭] কুশের পুত্রেরা শিবা ও খবীলাহ্ ও সবতাহ্ ও রঅমাহ্ ও সবতিকা। রঅমাহের পুত্র শিবা ও দিদান। [৮] কুশ্ নিমরোদের জন্মদাতা সে পৃথিবীর মধ্যে শক্তিমান হইতে লাগিল। [৯] সে য়িহুহের সম্মুখে শক্তিমান শিকারী হইল সেহেতুক সকলে বলে যথা য়িহুহের সম্মুখে নিমরোদ শক্তিমান শিকারী। [১০] এবং শিনআরদেশস্থ বাবেল ও এরেক্ ও অকদ ও কলনেহ্ তাহার রাজ্যের আরম্ভ ছিল। [১১] পরে আশূর সে দেশহইতে যাইয়া নিনিবেহ্ ও রিখোবোত ও কালখ [১২] এবং নিনিবেহ্ ও কালখের মধ্যবর্ত্তি রেসেন এ সকল শহর নির্ম্মাণ করিল সে রেসেন বড় শহর। [১৩] পরে মিস্রঈম লূদীমকে ও অনামীমকে ও লিহাবীমকে ও নপ্তখীমকে [১৪] ও পৎরুসীমকে ও পলশ্তীয়েরদের জন্মদাতা কস্লূখীমকে ও কফতোরীমকে জন্ম দিল।

[১৫] পরে কনআন তাহার প্রথম জাত সন্তান সীদোনকে জন্ম দিল [১৬] পরে খেতকে ও য়িবসীয়কে ও এমোরীয়কে ও গিরগাশীয়কে [১৭] ও খিবীয়কে ও অবকীয়কে ও সীনীয়কে [১৮] ও অরবাদীয়কে ও জিমারীয়কে ও খমাতীয়কে জন্ম দিল তৎপরে কনআনীয়েরদের বংশ ব্যাপিয়া গেল। [১৯] কনআনীয়েরদের সীমা সীদোনহইতে গিরারের পথে অজাহ্পর্য্যন্ত সদোম ও অমোরাহ্ ও আদমাহ্ ও সিবোয়ীম লাশআপর্য্যন্ত [২০] আপন২ বর্গের মধ্যে আপন২ বংশানুসারে ও আপন২ ভাষানুসারে ও আপন২ দেশানুসারে এই২ সকল খামের সন্তান।

[২১] এবেরের সকল সন্তানেরদের পিতা ও য়াফেতের বড় ভ্রাতা যে শেম তাহার সন্তানেরা হইল। [২২] শেমের সন্তান এলাম ও আশূর ও অরফক্শদ ও লুদ ও অরাম [২৩] অরামের পুত্রেরা ঊস্ ও খুল ও গেতের ও মশ্। [২৪] অরফক্শদ শালখের জন্মদাতা ও শালখ এবেরের জন্মদাতা। [২৫] এবেরের দুই পুত্র ছিল তাহার মধ্যে এক জনের নাম পেলেগ কেননা তাহার সময়ে পৃথিবী বিভক্তা হইল তাহার ভ্রাতার নাম য়াক্টান। [২৬] য়াক্টান অলমোদাদকে ও শীলেফকে ও খসরমাবেতকে ও য়ারখকে [২৭] ও অদোরামকে ও উজালকে ও দিক্লাহ্কে। [২৮] ও ওবালকে ও আবীমাএলকে ও শিবাকে ও ওফিরকে [২৯] ও খবীলাহ্কে ও য়োবাবকে জন্ম দিল এই সমস্ত য়াক্টানের পুত্রগণ। [৩০] মেশাহইতে পূর্ব্বদিগের পর্ব্বত সিফারে

৩ পর্ব্ব।

[১] যিহুহ ঈশ্বরেতে নির্ম্মিত সমস্ত মাঠের জন্তুর
মধ্যে সর্প ধূর্ত্ততম ছিল পরে নারীকে সে বলিল
ওগো এ কি সত্য যে ঈশ্বর তোমারদিগকে কহি
য়াছেন যে উদ্যানের প্রত্যেক বৃক্ষের ফল খাইও
না। [২] নারী সর্পকে বলিল আমরা উদ্যা
নের বৃক্ষের ফল খাইতে পারি। [৩] কিন্তু ঈ
শ্বর বলিয়াছেন যে উদ্যানের মধ্যস্থ বৃক্ষের ফল
খাইও না ও তাহা স্পর্শ করিও না পাছে তো
মরা মর। [৪] তাহার পরে সর্প নারীকে কহিল
তোমরা নিতান্ত মরিবা না [৫] কেননা ঈশ্বর
জানেন যে তোমরা যে দিনে তাহা খাও সে দিনে
তোমারদের চক্ষু খোলা যাইবে ও তোমরা ঈশ্ব
রের ন্যায় ভদ্রাভদ্রজ্ঞ হইবা। [৬] নারী দেখিল
যে সে বৃক্ষের ফল উত্তমভক্ষ্য ও প্রিয়দর্শন এবং
জ্ঞানদানের জন্যে অভ্যেষ্ট্য অতএব ফল পা
ড়িয়া খাইল ও আপন স্বামিকে দিল তাহাতে
সেও খাইল। [৭] ইহাতে তাহারদের দুই জ
নের চক্ষু খোলা গেল ও তাহারা জানিল যে আ
পনারা উলঙ্গ পরে বটের পত্র সেলাই করিয়া
আপনারদের কারণ ঘাঘরা করিল। [৮] এবং
তাহারা দিনের শীতকালে উদ্যানে ভ্রমণকারি
যিহুহ ঈশ্বরের শব্দ শুনিল তাহাতে আদাম ও
তাহার জায়া যিহুহ ঈশ্বরের সম্মুখহইতে উদ্যা
নের বৃক্ষের মধ্যে আপনারদিগকে লুকাইল।
[৯] তখন যিহুহ ঈশ্বর আদামকে ডাকিয়া বলি
লেন যে তুমি কোথায়। [১০] সে কহিল
আমি উদ্যানে তোমার শব্দ শুনিলাম এবং উলঙ্গ
হওয়াতে ভীত হইয়া আপনাকে লুকাইলাম।
[১১] ঈশ্বর কহিলেন তোমাকে কে বলিল যে
তুমি উলঙ্গ আমি যে বৃক্ষের ফল খাইতে তো
মাকে মানা করিলাম তুমি কি সে বৃক্ষের ফল
খাইয়াছ। [১২] তখন আদাম কহিল আমার
সহিত থাকিবার কারণ তোমাকর্ত্তৃক দত্তা নারী
সে বৃক্ষের ফল আমাকে দিল ও আমি তাহা খা
ইলাম। [১৩] তখন যিহুহ ঈশ্বর নারীকে কহি
লেন এ কি যে তুমি করিয়াছ নারী বলিল সর্প
আমাকে প্রবঞ্চনা করিল ও আমি খাইলাম।
[১৪] পরে যিহুহ ঈশ্বর সর্পকে বলিলেন এই
কার্য্য করাতে তুমি সমস্ত জন্তু ও সমস্ত বন্য পশু
অপেক্ষা অধিক শাপগ্রস্ত তুমি পেট দিয়া গতি
করিবা ও তোমার সমস্ত পরমায়ু ধূলা খাইবা।
[১৫] এবং আমি তোমার ও নারীর ও তোমার
ও তাহার বংশের পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব সে
তোমার মাথা চেপ্টা করিবে ও তুমি তাহার ধড়
মুড়ার হিংসা করিবা। [১৬] তিনি নারীকে কহি
লেন আমি তোমার দুঃখ ও গর্ব্ভধারণ অতিশয়
বাড়াইব তুমি ব্যথাতে অপত্যপ্রসব করিবা ও
তোমার ইচ্ছা তোমার স্বামির বশীভূতা হইবে
ও সে তোমার উপর প্রভুত্ব করিবে। [১৭]
এবং তিনি আদামকে বলিলেন আপন স্ত্রীর
বাক্য শুনিয়া তাহা খাইও না আমি এ কথা ক
হিয়া তোমাকে যে বৃক্ষের ফল খাইতে নিষেধ
করিয়াছিলাম সে বৃক্ষের ফলখাওয়াতে ভূমি
তোমাহেতুক শাপগ্রস্তা হইয়াছে তুমি আপনার
সমস্ত পরমায়ু শ্রমদ্বারা তাহাহইতে ভক্ষ্য পাই
বা। [১৮] কণ্টক ও শিয়ালকাঁটা সে তোমার
কারণ উৎপন্ন করিবে ও তুমি ক্ষেত্রের শাক ভক্ষণ
করিবা। [১৯] তুমি যেপর্য্যন্ত মৃত্তিকা হইয়া না
যাইবা সেপর্য্যন্ত আপন মুখের ঘামেতে ভক্ষ্য খা
ইবা তুমি তাহাহইতে লওয়া গিয়াছিলা কেননা
তুমি ধূলা ও পুনর্ব্বার ধূলাতে লীন হইবা [২০]
এবং আদাম আপন স্ত্রীর নাম খবাহ রাখিলেন
কেননা সে সমস্ত প্রাণির মাতা। [২১] পরে
যিহুহ ঈশ্বর আদামের ও তাহার স্ত্রীর কারণ
চর্ম্মবস্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন ও তাহারদিগকে পরা
ইলেন।

[২২] যিহুহ ঈশ্বর কহিলেন দেখ মনুষ্য আ
মারদের একের মত ভদ্রাভদ্রজ্ঞ আছে এবং এ
খন সে পাছে হাত বিস্তার করিয়া জীবনবৃক্ষের
ফল পাড়ে ও খাইলে অমর হয় [২৩] এইপ্র
যুক্ত সে যাহাহইতে উৎপন্ন এমত যে ভূমি তা
হার কৃষি করিতে যিহুহ ঈশ্বর এদেনের বাগান
হইতে মনুষ্যকে খেদাইয়া দিলেন। [২৪] তিনি
আদামকে খেদাইয়া দিলেন ও অমৃত বৃক্ষের
পথরক্ষার কারণ কিরূবেরদিগকে ও সর্ব্বদিগা
বর্ত্তি তেজস্বি এক তলোয়ার এদেন উদ্যানের পূ
র্ব্বদিগে স্থাপিলেন।

৪ পর্ব্ব।

[১] খবাহের সহিত আদামের সংসর্গ হই
লে সে গর্ব্ভবতী হইয়া কঈনকে প্রসবিল ও বলি
ল আমি যিহুহহইতে এক মনুষ্যকে পাইয়াছি।
[২] তারপর তাহার ভাই হাবেলকে প্রসবিল হা
বেল মেষের রক্ষক কিন্তু কঈন কৃষক ছিল। [৩]
কিছু কাল পরে কঈন যিহুহের উদ্দেশে ভূমির
কিছু ফল নৈবেদ্য আনিল। [৪] হাবেলও আপ
ন পালের প্রথমজাত ও তাহার হৃষ্টপুষ্ট পশুকে
আনিল এবং যিহুহ হাবেলকেও তাহার নৈবে
দ্যকে আদর করিলেন। [৫] কিন্তু কঈনকে ও তা
হার নৈবেদ্যকে আদর করিলেন না এহেতুক ক
ঈন অতিশয় ক্রুদ্ধ ও বিষণ্ণবদন হইল। [৬] ত
খন যিহুহ কঈনকে কহিলেন তুমি কেন ক্রুদ্ধ হই
য়াছ ও তোমার বদন কেন বিষণ্ণ হইয়াছে [৭]
যদি তুমি সুক্রিয়া কর তবে কি গৃহীত হইবা না

কিন্তু সুক্রিয়া না করিলে পাপ দ্বারে থাকে ও তো
মার ভ্রাতার ইচ্ছা তোমার বশীভূতা হইবে
এবং তুমি তাহার উপরে প্রভুত্ব করিবা। [৮]
তার পর কঈন্ আপন ভ্রাতা হাবেলের সহি
ত আলাপ করিল কিঞ্চিৎ পরে তাহারা মাঠে
উপস্থিত হইলে কঈন্ উঠিয়া আপন ভাইকে বধ
করিল। [৯] তখন য়িহুহ কঈন্কে বলিলেন তো
মার ভাই হাবেল কোথায় সে কহিল আমি জানি
না আমি কি আমার ভাইর রক্ষক। [১০] তিনি
বলিলেন তুমি কি করিয়াছ তোমার ভ্রাতার রক্ত
মৃত্তিকাহইতে আমার প্রতি চেচাঁইয়া ডাকে।
[১১] অতএব তোমার হস্তহইতে তোমার ভ্রাতার
রক্তপান করিতে আপন মুখ বিস্তার করিয়াছে
যে পৃথিবী তাহার উপরে তুমি শাপগ্রস্ত।
[১২] তুমি ভূমির কৃষি করিলে সে আপন ফল
তোমাকে দিবে না তুমি পৃথিবীর উপর সর্ব্বদ্বারী
ও ভ্রমণকর্ত্তা হইবা। [১৩] তখন কঈন্ য়িহুহ
কে বলিল আমার শাস্তি আমাতে অসহ্য। [১৪]
দেখ তুমি অদ্য পৃথিবীর মুখহইতে আমাকে খে
দাইয়া দিয়াছ তোমার সম্মুখহইতেও আমি লুকা
য়িত এবং আমি পৃথিবীর উপর সর্ব্বদ্বারী ও ভ্র
মণকারী হইব অতএব এই মত হইবে যে আমা
কে যে কেহ দেখে সে আমাকে বধ করিবে [১৫]
এবং য়িহুহ তাহাকে কহিলেন যে কেহ কঈন্
কে বধ করে তাহার সাতগুণ দণ্ড হইবে এবং
য়িহুহ কঈনের উপরে চিহ্ন দিলেন পাছে কেহ
তাহাকে দেখিয়া বধ করে। [১৬] তৎপরে ক
ঈন্ য়িহুহের সম্মুখহইতে যাইয়া এদেনের পূর্ব্ব
দিগে নোদ্দেশে বসতি করিল। [১৭] পরে ক
ঈন্ আপন জায়ার সহিত সংসর্গ করিল তাহাতে
সে গর্ভবতী হইয়া খনোক্কে প্রসবিল ও সে এক
নগর বসাইল ও তাহার নাম আপনার পুত্রের
নামানুসারে খনোক্ রাখিল। [১৮] তাহার
পরে খনোক্হইতে ঈরাদ্ জন্মিল এবং ঈরাদ্ মি
খুয়াএলকে জন্ম দিল এবং মিখুয়াএল মিতুশাএ
লকে জন্ম দিল এবং মিতুশাএল লামেক্কে জন্ম
দিল। [১৯] লামেক্ দুই স্ত্রীকে বিবাহ করিল প্র
থমার নাম আঁদাহ্ এবং দ্বিতীয়ার নাম সি
লাহ্। [২০] আঁদাহ্ য়াবাল্কে প্রসবিল সে
টোলে বাসকারিরদের ও পশুপালকেরদের গো
ত্রজনক হইল। [২১] তাহার ভ্রাতার নাম যু
বাল্ সে বীণা এবং অরগানবাদকেরদের গোত্র
জনক হইল। [২২] এবং সিলাহ্ তূবল কঈন্কে
প্রসবিল সে কাংস্যকার ও লোহকারেরদিগের
গোত্রজনক ছিল ও তূবল্ কঈনের ভগিনী নস্রা
মাহ্। [২৩] তখন লামেক্ আপনার দুই স্ত্রী
আঁদাহ্কে ও সিলাহ্কে বলিল যে হে লামে
কের জায়ারা আমার কথা শুন আমার বাক্যে
তে অবধান কর আমি আপনার ব্যথার নিমি
ত্তে এক মানুষের ও আপনার প্রহারের নিমিত্তে
এক যুবা মনুষ্যের বধ করিয়াছি। [২৪] কঈন্
যদি বধের প্রতিফল সাতগুণ পায় তবে লামেক্
সাতাত্তরগুণ অবশ্য পাইবে। [২৫] তার পর
আদাম আপন স্ত্রীর সহিত সংসর্গ করিল তাহা
তে সে পুত্র প্রসবিল ও তাহার নাম শেত রাখিল
কেননা সে বলিল কঈনেতে হত হাবেলের স্থানে
ঈশ্বর আমাকে আর এক বংশ দিয়াছেন। [২৬]
শেতের এক পুত্র ছিল সে তাহার নাম এনোশ্
রাখিল। তখন লোকেরা য়িহুহের নামে প্রার্থ
না করিতে লাগিল।

৫ পর্ব্ব।

[১] এই আদামের পুরুষাবলি পুস্তক। ঈ
শ্বর যে দিনে মনুষ্যের সৃষ্টি করিলেন সে দিনে
ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্ত্তিতে তাহার নির্ম্মাণ করি
লেন পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহারদের সৃষ্টি করি
লেন। [২] পরে তাহারদিগকে আশীর্ব্বাদ দি
য়া সৃষ্টিদিনে তাহারদিগের নাম আদাম রাখি
লেন।

[৩] আদামের বয়ঃক্রম একশত ত্রিশ বৎসর
হইলে সে আপনার প্রতিমূর্ত্তিতে আপনার গু
র্ত্তানুযায়ি এক পুত্রকে জন্মাইল্ এবং তাহার
নাম শেত রাখিল। [৪] শেতের জন্মদেওনের
পর আদাম অষ্টশত বৎসর বাঁচিয়া পুত্র ক
ন্যারদিগকে জন্ম দিল। [৫] এবং আদামের
পরমায়ু নয়শত ত্রিশ বৎসর ছিল তাহার পর
সে মরিল।

[৬] শেতের বয়ঃক্রম এক শত পাঁচ বৎসর
হইলে সে এনোশ্কে জন্ম দিল। [৭] এনোশের
জন্মদেওনের পরে শেত অষ্টশত সাত বৎসর
বাঁচিয়া পুত্রেরদিগকে ও কন্যারদিগকে জন্ম দিল
[৮] এবং শেতের পরমায়ু নয়শত দ্বাদশ বৎ
সর ছিল তাহার পর সে মরিল।

[৯] এনোশের বয়ঃক্রম নব্বই বৎসর হইলে
সে কেনানকে জন্ম দিল। [১০] কেনানের জন্মদে
ওনের পর এনোশ্ অষ্টশত পঞ্চদশ বৎসর বাঁ
চিয়া পুত্রেরদিগকে ও কন্যারদিগকে জন্ম দিল।
[১১] এবং এনোশের পরমায়ু নয়শত পঞ্চ বৎ
সর ছিল তৎপরে সে মরিল। [১২] কেনা
নের বয়ঃক্রম সত্তরি বৎসর হইলে সে মহললিএ
লকে জন্ম দিল। [১৩] মহললিএলের জন্মদেও
নের পরে কেনান অষ্টশত চল্লিশ বৎসর বাঁচি
য়া পুত্রেরদিগকে ও কন্যারদিগকে জন্ম দিল।
[১৪] এবং কেনানের পরমায় নয়শত দশ বৎ
সর ছিল তার পর সে মরিল।

[১৫] মহললিএলের বয়ঃক্রম পঁয়ষট্টি বৎসর হইলে সে য়ারেদ্কে জন্ম দিল। [১৬] য়ারেদের জন্মদেওনের পরে মহললিএল অষ্টশত ত্রিশ বৎসর বাঁচিয়া পুত্ত্রেরদিগকে ও কন্যারদিগকে জন্ম দিল। [১৭] এবং মহললিএলের পরমায়ু অষ্টশত পঁচানব্বই বৎসর ছিল তৎপরে সে মরিল।

[১৮] য়ারেদের বয়ঃক্রম একশত বাষট্টি বৎসর হইলে সে খনোক্কে জন্ম দিল। [১৯] খনোকের জন্মদেওনের পরে য়ারেদ্ অষ্টশত বৎসর বাঁচিয়া পুত্ত্রেরদিগকে ও কন্যারদিগকে জন্ম দিল। [২০] এবং য়ারেদের পরমায়ু নয় শত বাষট্টি বৎসর ছিল তার পরে সে মরিল।

[২১] খনোকের বয়ঃক্রম পঁয়ষট্টি বৎসর হইলে সে মিতূশালখ্কে জন্ম দিল। [২২] মিতূশালখের জন্মদেওনের পরে খনোক্ তিনশত বৎসর ঈশ্বরের সহিত গতায়াত করিল এবং পুত্ত্রেরদিগকে ও কন্যারদিগকে জন্ম দিল। [২৩] এবং খনোকের পরমায়ু তিন শত পঁয়ষট্টি বৎসর ছিল। [২৪] এবং খনোক্ ঈশ্বরের সহিত গতায়াত করিল পরে এখানে স্থিতি করিল না কেননা ঈশ্বর তাহাকে লইলেন।

[২৫] মিতূশালখের বয়ঃক্রম একশত সপ্তাশী বৎসর হইলে সে লামেক্কে জন্ম দিল। [২৬] লামেকের জন্মদেওনের পর মিতূশালখ সাত শত বিরাশী বৎসর বাঁচিয়া পুত্ত্রেরদিগকে ও কন্যারদিগকে জন্ম দিল। [২৭] এবং মিতূশালখের পরমায়ু নয়শত উনসত্তরি বৎসর ছিল তাহার পর সে মরিল।

[২৮] লামেকের বয়ঃক্রম একশত বিরাশী বৎসর হইলে সে এক পুত্রকে জন্ম দিল। [২৯] এবং য়িহুহেতে অভিশপ্ত ভূমিনিমিত্তক যে আমারদের হাতের কর্ম্ম ও পরিশ্রম তাহার বিষয়ে সে আমারদিগকে সান্ত্বনা করিবে ইহা কহিয়া তাহার নাম নোখ্ রাখিল। [৩০] নোখের জন্মদেওনের পর লামেক্ পাঁচশত পঁচানব্বই বৎসর বাঁচিয়া পুত্ত্রেরদিগকে ও কন্যারদিগকে জন্ম দিল। [৩১] এবং লামেকের পরমায়ু সাত শত সাতাত্তর বৎসর ছিল তার পর সে মরিল।

[৩২] নোখের বয়ঃক্রম পাঁচ শত বৎসর হইলে সে শেম ও খাম ও য়াফেতকে জন্ম দিল।

৬ পর্ব্ব।

[১] মনুষ্য পৃথিবীর উপরে বাড়িলে ও তাহারদের কন্যাগণ জন্মিলে এই মত হইল যে [২] ঈশ্বরের পুত্ত্রেরা মনুষ্যের কন্যারদিগকে রূপবতী দেখিল অতএব তাহারা যে যাহাকে ইচ্ছা করিল সে তাহাকে বিবাহ করিল। [৩] তখন য়িহুহ বলিলেন আমার আত্মা সদা মনুষ্যেরদের সহিত প্রাতিকূল্য করিবে না কেননা তাহারা মাংসমিশ্রিত তথাপি তাহারদের আয়ুর্দ্দিন এক শত বিশ বৎসর হইবে। [৪] সে কালে পৃথিবীতে দানবগণ ছিল আরও ঈশ্বরের পুত্ত্রেরা মনুষ্যের কন্যারদের সহিত সংসর্গ করিলে তাহারা শিশুরদিগকে প্রসবিল এবং তাহারা শক্তিমান ও পূর্ব্বকালে নামলব্ধ মনুষ্য হইল। [৫] ঈশ্বর দেখিলেন যে পৃথিবীর উপরে মনুষ্যেরদের কুক্রিয়া অতিশয় ও তাহারদের অন্তঃকরণের প্রত্যেক মননের কল্পনা সর্ব্বদা মন্দব্যতিরিক্ত আর কিছু নহে। [৬] অতএব পৃথিবীতে মনুষ্যের নির্ম্মাণকরাতে য়িহুহ অনুতাপ করিলেন এবং অন্তঃকরণে শোকান্বিত হইলেন। [৭] তখন য়িহুহ কহিলেন আমি আপন সৃষ্ট মনুষ্যকে পৃথিবীহইতে সংহার করিব অর্থাৎ মনুষ্য ও পশু ও অপদ জন্তু ও শূন্যের পক্ষিরদিগকে কেননা তাহারদের নির্ম্মাণকরণেতে আমার অনুতাপ হইল। [৮] কিন্তু নোখ্ য়িহুহের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইল।

[৯] এই নোখের বংশাবলি নোখ্ সাধু মনুষ্য ছিল ও আপন কালে সম্পূর্ণ ধর্ম্ম এবং নোখ্ ঈশ্বরের সহিত গতায়াত করিল। [১০] এবং নোখ্ তিন পুত্রকে অর্থাৎ শেম ও খাম ও য়াফেতকে জন্ম দিল।

[১১] কিন্তু ঈশ্বরের গোচরে পৃথিবী দুষ্টা ছিল ও পৃথিবী দৌরাত্ম্যেতে পরিপূর্ণা ছিল। [১২] তখন ঈশ্বর পৃথিবীতে দৃষ্টি করিলেন এবং দেখ তাহা দুষ্টা কেননা সর্ব্ব প্রাণী পৃথিবীর উপরে আপন২ পথ সদোষ করিয়াছিল। [১৩] এবং ঈশ্বর নোখকে কহিলেন আমার গোচরে সমস্ত প্রাণির অন্তকাল হইয়াছে কেননা তাহারদের দ্বারা পৃথিবী দৌরাত্ম্যেতে পরিপূর্ণা এবং দেখ আমি পৃথিবীর সহিত তাহারদিগের সংহার করিব।

[১৪] তুমি গোফরকাষ্ঠের এক জাহাজ নির্ম্মাণ কর ও তাহার মধ্যে কুটরি২ কর ও তাহার ভিতরে এবং বাহিরে ধূনার লেপ দেহ। [১৫] সে জাহাজ এই মত নির্ম্মাণ কর দীর্ঘে তাহার পরিমাণ তিনশত হাত প্রস্থে পঞ্চাশ হাত এবং ঊর্দ্ধে ত্রিশ হাত। [১৬] জাহাজেএক বাতায়ন কর ও উপরে এক হস্ত পরিমাণ মট্কা কর জাহাজের এক পার্শ্বে দ্বার কর এবং তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালা কর। [১৭] দেখ স্বর্গের তলহইতে জীবনের নিঃশ্বাসধারি সমস্ত প্রাণির সংহার করিবার কারণ আমি আমিই পৃথিবীর উপর জলপ্লাবন করিব এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী মরিবে। [১৮] কিন্তু তোমার সহিত আমি

আপন নির্দ্ধারণ স্থির করিব এবং তুমি ও তোমার পুত্রেরা ও তোমার স্ত্রী ও পুত্রবধূরা জাহাজে প্রবেশ করিবে। [১৯] সমস্ত জীববান জন্তুর প্রতিজাতির এক২ দম্পাতিকে অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষকে তোমার সহিত প্রাণরক্ষার জন্যে জাহাজে আন। [২০] পক্ষিরা তাহারদের প্রকারানুযায়ি ও পশুরা তাহারদের প্রকারানুসারে ও প্রতি অপদ জন্তু তাহারদের আপন২ প্রকারানুসারে সমস্ত জাতির দুই২ তাহারদের প্রাণরক্ষার জন্যে তোমার কাছে আসিবে।

[২১] এবং তুমি সমস্ত ভক্ষ্য দ্রব্য লইয়া আপনার কাছে একত্র কর তাহা তোমার ও তাহারদের ভক্ষ্য হইবে। [২২] সেই মত নোখ্ করিল ঈশ্বর তাহাকে যে সমস্ত আজ্ঞা করিলেন সে তদনুসারে করিল।

৭ পর্ব্ব।

[১] তৎপরে য়িহুহ নোখ্‌কে বলিলেন তুমি ও তোমার বাটীর সকলে আসিয়া জাহাজে প্রবেশ কর কেননা এ পুরুষের মধ্যে আমি আপন সম্মুখে তোমাকে সাধু দেখিয়াছি। [২] প্রতি শুচি জন্তুর সাত২ দম্পাতি এবং অশুচি জন্তুর দুই২ দম্পতি আপনার নিকটে লও। [৩] এবং পৃথিবীর উপরে শূন্যের পক্ষিরদের বংশরক্ষার্থে তাহারদের সাত২ দম্পতিও লও [৪] কেননা সাত দিনের পরে আমি চল্লিশ দিবারাত্রি পৃথিবীতে বৃষ্টি করিব এবং আমি যে সমস্ত জন্তু নির্ম্মাণ করিয়াছি তাহারদিগকে পৃথিবীহইতে সংহার করিব। [৫] য়িহুহ যেমত তাহাকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন নোখ্ সেই সকলানুসারে করিল। [৬] নোখের ছয় শত বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে পৃথিবীর উপরে জলপ্লাবন হইল। [৭] তখন নোখ্ ও তাহার পুত্রেরা ও তাহার স্ত্রী ও তাহার পুত্রবধূরা তাহার সহিত জলপ্লাবন প্রযুক্ত জাহাজে প্রবেশ করিল। [৮] যেমত ঈশ্বর নোখ্‌কে আজ্ঞা করিয়াছিলেন সেমত শুদ্ধ জন্তু ও অশুদ্ধ জন্তু ও পক্ষী ও পৃথিবীস্থ প্রতিপ্রকার অপদ জন্তু [৯] নোখের কাছে জাহাজের মধ্যে দুই২ দম্পতি প্রবেশ করিল। [১০] তখন সাত দিনের পরে প্রলয়ের জল পৃথিবীর উপরে উঠিল। [১১] নোখের বয়ঃক্রমের ছয় শত বৎসরের দ্বিতীয় মাসের পঞ্চদশ দিবসে সেই দিনে সমস্ত বৃহৎ গভীরের উনই ভাঙ্গিল ও আকাশের দ্বার মুক্ত হইল। [১২] চল্লিশ দিবারাত্রি পৃথিবীর উপরে বৃষ্টি হইল। [১৩] সেই দিনে নোখ্ এবং শেম ও খাম ও য়াফেত নোখের এই তিন পুত্র ও নোখের ভার্য্যা ও তাহার পুত্রেরদের তিন বধূ জাহাজে গেল। [১৪] তাহারা ও প্রতিপশু আপন প্রকারানুসারে ও সকল বন্য পশু তাহারদের প্রকারানুসারে ও পৃথিবীর উপরে গতিকারি প্রতিঅপদ জন্তু তাহারদের প্রকারানুসারে [১৫] ও সর্ব্বপ্রকার পক্ষী আপন২ প্রকারানুসারে জীবনের নিঃশ্বাসধারি সমস্ত জীবই দুই২ দম্পাতি নোখের কাছে জাহাজে প্রবেশ করিল [১৬] ঈশ্বর যেমত তাহাকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন সেই মত সমস্ত প্রাণী পুরুষ ও স্ত্রী তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল পরে য়িহুহ জাহাজের দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

[১৭] তৎপরে চল্লিশ দিবারাত্রি পৃথিবীর উপর জলপ্লাবন হইল ও জল বাড়িয়া পৃথিবীর উপরে জাহাজ ভাসাইল। [১৮] তখন জল পৃথিবীর উপরে অতিশয় বাড়িল তাহাতে জলের উপরে জাহাজ ভাসিল। [১৯] এবং পৃথিবীর উপর জল অত্যন্ত প্রবল হইল তাহাতে সমুদায় স্বর্গের নীচে সমস্ত উচ্চ পর্ব্বত জলাচ্ছাদিত হইল [২০] তাহার উপর পঞ্চদশ হাত জল প্রবল হইল এবং পাহাড় জলাচ্ছাদিত হইল। [২১] যে প্রাণী পৃথিবীর উপর গতি করিল সেই সমস্ত মরিল অর্থাৎ পক্ষী ও পশু ও বন্য পশু ও পৃথিবীর উপরে গতিকারি প্রতিঅপদ জন্তু ও প্রতিমনুষ্য [২২] জীবনের নিঃশ্বাসধারি স্থলচর সমস্তই মরিল। [২৩] এবং পৃথিবীর উপরিস্থ প্রতি প্রাণী অর্থাৎ মনুষ্যের ও পশুর ও অপদ জন্তুর ও শূন্যের পক্ষির সংহার হইল। তাহারা সমস্তই ধ্বস্ত হইল কেবল নোখ্ ও যাহারা তাহার সহিত জাহাজে ছিল তাহারাই বাঁচিল। [২৪] এবং পৃথিবীর উপর দেড় শত দিনপর্য্যন্ত জল বাড়িল।

৮ পর্ব্ব।

[১] পরে ঈশ্বর নোখ্‌কে ও প্রতিপ্রাণিকে ও যে সমস্ত পশু তাহার সহিত জাহাজে ছিল সে সকলকেও স্মরণ করিলেন তাহাতে ঈশ্বর পৃথিবীর উপর বায়ু বহাইলেন ও জল থামিল। [২] ও অগাধ জলের উনই ও আকাশের দ্বার রুদ্ধ হইল ও আকাশহইতে বৃষ্টি নিবৃত্তা হইল। [৩] এবং জল বহিতে২ পৃথিবীহইতে গেল দেড়শত দিনের পরে জলের হ্রাস হইল [৪] পরে সপ্তম মাসের সপ্তদশ দিনে আরারাট পাহাড়ের উপরে জাহাজ লাগিয়া রহিল। [৫] দশম মাসপর্য্যন্ত জলের ক্রমে২ হ্রাস হইল দশম মাসের প্রথম দিবসে পর্ব্বতের শৃঙ্গ দেখা গেল। [৬] এবং চল্লিশ দিনের পরে নোখ্ আপন নির্ম্মিত জাহাজের জানালা খুলিল। [৭] তার পর এক দাঁড়কাককে পাঠাইয়া দিল ও সে পৃথিবীহইতে জল শুষ্কহওনপর্য্যন্ত দিগ্‌দিগন্তরে বেড়াইল।

র পথপর্য্যন্ত তাহারদের নিবাস ছিল। [৩১] তা
হারদের বংশানুসারে তাহারদের ভাষানুসারে
আপন২ দেশের মধ্যে আপনারদের বর্ণানুসা
রে এই২ শেমের সন্তান। [৩২] তাহারদের বং
শের মধ্যে তাহারদের পুরুষানুসারে এই২ স
কল নোখের পুত্রেরদের বংশ এবং ইহারদের
দ্বারা জলপলাবনের পরে পৃথিবীতে সকল বর্ণ
বিভক্ত হইল।

১১ পর্ব্ব।

[১] অপর সমস্ত পৃথিবীতে এক ভাষা ও এক
কথা ছিল। [২] তাহারা পূর্ব্বদিগ্‌হইতে ভ্রমণ
করিতে২ শিন্‌আরদেশে এক মাঠ পাইল ও সে
খানে বসতি করিল। [৩] পরে তাহারা পরস্পর
বলিল যে আইস আমরা ইষ্টক নির্ম্মাণ করি ও
তাহা সুন্দররূপে পোড়াই তাহাতে তাহারদের
পাথরের স্থলে ইষ্টক হইল ও জোড়ার কারণ
গারা। [৪] ও তাহারা বলিল আইস আমরা
আপনারদের নিমিত্তে এক নগর পত্তন করি ও
এমন এক গড় গাঁথি যে তাহার মস্তক গগণস্পর্শ
করে এবং আমরা নামলব্ধ হইব পাছে সকল
পৃথিবীর উপরে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ি। [৫]
তখন মনুষ্যেরদের পুত্রেরা যে নগর ও গড় নি
র্ম্মাণ করিতে লাগিল তাহা দেখিতে য়িহুহ নামি
লেন। [৬] তাহাতে য়িহুহ কহিলেন যে দেখ
লোকই এক ও এক ভাষাবাদী এবং তাহারা
ইহা করিতে প্রবৃত্ত হইলে এখন তাহারদের মনো
গত কোন কার্য্যের নিবারণ হইবে না। [৭] আ
ইস আমরা নামিয়া সে স্থানে তাহারদিগের
ভাষা লণ্ডভণ্ড করি যে তাহারা এক জন আর
এক জনের কথা না বুঝে।

[৮] এবং য়িহুহ সে স্থানহইতে সমস্ত পৃথি
বীর উপরে তাহারদিগকে ছিন্নভিন্ন করিলেন ও
তাহারা নগরের নির্ম্মাণ ছাড়িয়া দিল [৯] এতদ
র্থে তাহার নাম বাবেল হইল কেননা য়িহুহ স
মস্ত পৃথিবীর ভাষা সেই স্থানে উল্টাপুল্টা করি
লেন এবং য়িহুহ সে স্থানহইতে সমস্ত পৃথিবীর
উপর তাহারদিগকে ছিন্নভিন্ন করিলেন।

[১০] এই শেমের সন্তানেরা জলপলাবনের
পরে দুই বৎসর গতে শেম একশত বৎসরবয়
স্ক হইয়া অরফক্‌শদকে জন্ম দিল। [১১] অর
ফক্‌শদের জন্মদেওনের পর শেম পঞ্চশত বৎ
সর বাঁচিয়া পুত্রেরদিগকে ও কন্যারদিগকে জন্ম
দিল। [১২] অরফক্‌শদ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়ঃ
ক্রমে শালখকে জন্ম দিল। [১৩] শালখকে
জন্মদেওনের পরে অরফক্‌শদ চারি শত তিন
বৎসর বাঁচিয়া পুত্রেরদিগকে ও কন্যারদিগকে
জন্ম দিল। [১৪] শালখ ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্র
মে এবেরকে জন্ম দিল। [১৫] এবেরকে জন্ম
দেওনের পরে শালখ চারি শত তিন বৎসর বাঁচি
য়া পুত্রেরদিগকে ও কন্যারদিগকে জন্ম দিল।
[১৬] এবেরের বয়ঃক্রম চৌত্রিশ বৎসর হই
লে সে পেলেগ্‌কে জন্ম দিল। [১৭] পেলেগের
জন্মদেওনের পর এবের চারি শত ত্রিশ বৎ
সর বাঁচিয়া পুত্রেরদিগকে ও কন্যারদিগকে জন্ম
দিল। [১৮] পেলেগের বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর
হইলে সে রিউকে জন্ম দিল। [১৯] রিউর জন্ম
দেওনের পর পেলেগ দুইশত নয় বৎসর বাঁচি
য়া পুত্রেরদিগকে ও কন্যারদিগকে জন্ম দিল।
[২০] রিউর বয়ঃক্রম বত্রিশ বৎসর হইলে সে
শিরুগ্‌কে জন্ম দিল। [২১] শিরুগের জন্মদেওনের
পরে রিউ দুই শত সাত বৎসর বাঁচিয়া পুত্রের
দিগকে ও কন্যারদিগকে জন্ম দিল। [২২] শিরু
গের বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর হইলে সে নাখোরকে
জন্ম দিল। [২৩] নাখোরের জন্মদেওনের পর
শিরুগ্‌ দুইশত বৎসর বাঁচিয়া পুত্রেরদিগকে ও
কন্যারদিগকে জন্ম দিল। [২৪] নাখোরের বয়ঃ
ক্রম উনত্রিশ বৎসর হইলে সে তেরখ্‌কে জন্ম
দিল [২৫] তেরখের জন্মদেওনের পর না
খোর এক শত উনিশ বৎসর বাঁচিয়া পুত্রেরদি
গকে ও কন্যারদিগকে জন্ম দিল। [২৬] তের
খের বয়ঃক্রম সত্তরি বৎসর হইলে সে অবরা
মকে ও নাখোরকে ও খারাণকে জন্ম দিল।

[২৭] এই২ তেরখের সন্তান তেরখ অবরাম
ও নাখোর ও খারাণের জন্মদাতা ও খারাণ
লোটের জন্মদাতা। [২৮] এবং খারাণ আ
পন পিতা তেরখের পূর্ব্বে আপন জন্মদেশে কা
শিদীয়েরদের উরনগরে মরিল। [২৯] পরে
অবরাম ও নাখোর বিবাহ করিল অবরামের
স্ত্রীর নাম শারয়ী ও নাখোরের স্ত্রীর নাম মিল
কাহ্ সে খারাণের কন্যা সে খারাণ মিলকাহের
ও য়িস্কাহের পিতা। [৩০] কিন্তু শারয়ী বন্ধ্যা
হইল তাহার সন্তান হইল না। [৩১] পরে তে
রখ আপন পুত্র অবরামকে ও আপন পৌত্র
খারাণের পুত্র লোটকে ও আপন পুত্রবধূ অব
রামের স্ত্রী শারয়ীকে লইল ও তাহারদের সহিত
কাশিদীয়েরদের উরনগরহইতে কন্‌আনদেশ
গমনার্থে প্রস্থান করিল এবং তাহারা খারাণে
উত্তরিয়া সেখানে বাস করিল। [৩২] এবং
তেরখের বয়ঃক্রম দুই শত পাঁচ বৎসর হইল
পরে তেরখ খারাণে মরিল।

১২ পর্ব্ব।

[১] পরে য়িহুহ অবরামকে বলিলেন তুমি
আপন দেশ ও আপন কুটুম্ব ও আপন পিতার
বাটী ছাড়িয়া আমি তোমাকে যে দেশ দেখাইব

সেই দেশে যাও। [২] এবং আমি তোমাহইতে
বড় এক জাতি উৎপন্ন করিব ও তোমাকে আশী
র্ব্বাদ করিব ও তোমার বড় নাম করিব এবং তুমি
মঙ্গলদাতা হইবা। [৩] যাহারা তোমাকে আ
শীর্ব্বাদ করে আমি তাহারদিগকে আশীর্ব্বাদ
করিব এবং যে তোমাকে অভিসম্পাত করে আ
মি তাহাকে অভিসম্পাত করিব এবং তোমার
দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত বংশ ধন্য হইবে।
[৪] য়িহুহ যেমন তাহাকে কহিয়াছিলেন
তেমন অবরাম প্রস্থান করিল ও লোট তাহার
সঙ্গে গেল। অবরাম যখন খারাণহইতে প্র
স্থান করিল তখন তাহার বয়ঃক্রম পঁচাত্তর বৎ
সর ছিল [৫] তৎকালে অবরাম আপন স্ত্রী শা
রঈ ও আপন ভ্রাতৃপুত্র লোট ও তাহারা যত
ধন সঞ্চয় করিয়াছিল ও খারাণে যত প্রাণিকে
পাইয়াছিল সে সকল লইয়া কন্‌আনদেশে
প্রস্থান করিল এবং কন্‌আনদেশে পঁহুছিল।
[৬] পরে অবরাম সমস্ত দেশ দিয়া শিকে
মের স্থানে মোরেহের মাঠপর্য্যন্ত ভ্রমণ করিল
তখন কন্‌আনীয়েরা সে দেশে বাস করিল। [৭]
এবং য়িহুহ অবরামকে দর্শন দিয়া বলিলেন
তোমার সন্তানেরদিগকে আমি এ দেশ দিব তা
হাতে সে তদ্দর্শনদায়ি য়িহুহের উদ্দেশে সে
স্থানে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিল। [৮] তৎপরে
সে স্থান ছাড়িয়া সে বীৎএলের পূর্ব্বদিগে এক
পর্ব্বতে গেল এবং বীৎএলকে পশ্চিমদিক্‌স্থ
ও হাঈকে পূর্ব্বদিক্‌স্থ করিয়া সে স্থানে আপ
ন তাম্বু খাড়া করিল ও সেখানে য়িহুহের উদ্দে
শে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিল ও য়িহুহের না
মে প্রার্থনা করিল। [৯] তৎপরে অবরাম ভ্রমণ
করিতে২ দক্ষিণ দিগে গেল।
[১০] তখন সে দেশে অকাল হইলে অবরাম
মিস্‌রে বাস করিতে সেখানে গেল কেননা সে
দেশে বড় দুর্ভিক্ষ হইল। [১১] সে মিস্‌রদেশে
প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়া আপন স্ত্রী শারঈকে
বলিল দেখ আমি জানি যে তুমি সুন্দরী। [১২]
অতএব মিস্‌রীয়েরা তোমাকে দেখিয়া বলি
বে এ ইহার ভার্য্যা তাহাতে তাহারা আমাকে
বধ করিবে ও তোমাকে বাঁচাইয়া রাখিবে।
[১৩] কহ যে তুমি আমার ভগিনী তাহাতে তো
মার নিমিত্তে আমার ভাল হইবে ও আমার
প্রাণ তোমার দ্বারা বাঁচিবে।
[১৪] পরে অবরাম মিস্‌রে প্রবেশ করিলে
মিস্‌রীয়েরা সে স্ত্রীকে অতিসুন্দরী দেখিল।
[১৫] ফরওহের অধ্যক্ষেরাও তাহাকে দেখিল
ও ফরওহের সাক্ষাৎ তাহার প্রশংসা করিল তা
হাতে ফরওহের বাটীতে সে নারী নীতা হইল।
[১৬] অতএব সে তাহার জন্যে অবরামকে স
মাদর করিল এবং তাহার মেষ ও গরু ও গাধা
ও দাস ও দাসী ও গাধী ও উট ছিল। [১৭]
এবং য়িহুহ অবরামের স্ত্রী শারঈপ্রযুক্ত ফরওহ্
কে ও তাহার পরিজনকে বড় পীড়াতে আহত ক
রিলেন। [১৮] পরে ফরওহ্ অবরামকে ডাকিয়া
বলিল তুমি আমার প্রতি কি করিয়াছ কেন আ
মাকে বলিলা না যে সে তোমার ভার্য্যা। [১৯]
কেন কহিলা যে সে আমার ভগিনী ইহাতে আমি
তাহাকে বিবাহ করিতাম অতএব এখন দেখ
আপন ভার্য্যাকে লইয়া যাও। [২০] পরে ফ
রওহ্ তাহার বিষয়ে আপন চাকরেরদিগকে আ
জ্ঞা করিল অতএব তাহারা তাহাকে এবং তা
হার জায়াকে ও তাহার সকলকে বিদায় করিল।

১৩ পর্ব্ব।

[১] তার পর অবরাম ও তাহার ভার্য্যা ও তা
হার সমস্ত সম্পদ্ ও লোট মিস্‌রহইতে প্রস্থান
করিয়া দক্ষিণ দেশে গমন করিল। [২] অব
রাম পশুতে ও রূপ্যোতে ও স্বর্ণেতে অতিশয় ধনি
বান্ ছিল। [৩] পরে সে দক্ষিণ দেশ ছাড়িয়া
প্রস্থান করিতে২ বীৎএলে গেল অর্থাৎ বীৎএল
ও হাঈর মধ্যবর্ত্তি যে স্থানে তাহার তাম্বু প্রথমতঃ
খাড়া হইয়াছিল অর্থাৎ যে স্থানে প্রথমে যজ্ঞ
বেদি নির্ম্মাণ করিয়াছিল [৪] পরে সে স্থানে অ
বরাম য়িহুহের নামে প্রার্থনা করিল।
[৫] এবং অবরামের সহগামি লোটের মেষ
গবাদিপাল ও তাম্বু ছিল। [৬] এবং দেশ তা
হারদিগকে সহিতে পারিল না যে তাহারা একত্র
বাস করে কেননা তাহারদের সম্পত্তি এত বড়
ছিল যে তাহারা একত্র বাস করিতে পারিল না।
[৭] পরে অবরামের রাখালেরদের ও লোটের
রাখালেরদের পরস্পর বিরোধ হইল তখন কন্
আনীয় ও পিরিজীয় সে দেশে বাস করিত। [৮]
এবং অবরাম লোটকে বলিল আমি তোমাকে
মিনতি করি যে তোমার ও আমার মধ্যে ও তো
মার রাখালেরদের ও আমার রাখালেরদের
মধ্যে বিরোধ না হয় কেননা আমরা ভাই২ [৯]
তোমার সম্মুখে কি সকল দেশ নাই আমাহই
তে পৃথক্ হও তুমি যদি বামে যাও তবে আমি
দক্ষিণে যাইব কিম্বা তুমি যদি দক্ষিণে যাও তবে
আমি বামে যাইব।
[১০] পরে লোট আপন চক্ষু উঠাইল ও
সোআর যাওনের পথে য়রদনের সকল মাঠে
দৃষ্টি করিয়া দেখিল যে সর্ব্বত্র উত্তমরূপে জলযু
ক্ত এবং য়িহুহকর্ত্তৃক সদোমের ও অমোরাহের
সংহারহওনের পূর্ব্বে য়িহুহের উদ্যানের মত
ও মিস্‌রদেশের মত সেই দেশ ছিল। [১১]

তখন লোট যরদনের সমস্ত মাঠ পসন্দ করিল
পরে লোট পূর্ব্বদিগে গমন করিল তাহাতে তা
হারা এক জন আর এক জনহইতে আপনারদিগ
কে ভিন্ন করিল। [১২] অবরাম কন্‌আনদে
শে বাস করিল ও লোট সমভূমির শহরে বাস
করিল ও সদোমের দিগে আপন তাম্বু খাড়া ক
রিল। [১৩] কিন্তু সদোমের লোকেরা দুষ্ট ও
য়িহুহের সম্মুখে অতিশয় দুরাচার।

[১৪] পরে অবরামহইতে লোট ভিন্ন হইলে
পর য়িহুহ অবরামকে বলিলেন তুমি আপন
চক্ষু উঠাও ও আপন স্থানহইতে উত্তর দক্ষিণ পূ
র্ব্ব পশ্চিমদিগে দেখ [১৫] কেননা তুমি যে সক
ল ভূমি দেখিতেছ তাহা আমি তোমাকে ও তো
মার সন্তানেরদিগকে সর্ব্বকালার্থে দিব। [১৬]
এবং আমি তোমার সন্তানেরদিগকে পৃথিবীস্থ
ধূলির মত করিব তাহাতে যদি কেহ পৃথিবীর ধূ
লি গণিতে পারে তবে তোমার বংশ গণনা করা
যাইবে। [১৭] উঠ সে দেশের দীর্ঘপ্রস্থে ভ্র
মণ কর কেননা আমি তোমাকে তাহা দিব।
[১৮] তখন অবরাম আপন তাম্বু উঠাইল ও
খেবরোণাখ্য মমরের সমভূমিতে যাইয়া বাস ক
রিল এবং সেখানে য়িহুহের উদ্দেশে এক যজ্ঞ
বেদি করিল।

১৪ পর্ব্ব।

[১] পরে শিন্‌আরের রাজা অমরাফেলের
ও এলাসারের রাজা অরিয়োকের ও এলামের
রাজা কিদারলাওমেরের ও অন্যান্য জাতির রা
জা তিদ্‌আলের কালে এমত হইল [২] যে তাহা
রা সদোমের রাজা বেরআর ও অমোরাহের রা
জা বিরশআর ও অদমাহের রাজা শিন্‌আবের
ও সিবোইমের রাজা শেম্‌এবেরের ও সোআ
রের রাজা বেলআর সহিত যুদ্ধ করিল। [৩]
এই সকলে শিদ্দীমের মাঠে অর্থাৎ লবণসমুদ্রে
তে একত্র হইল। [৪] তাহারা দ্বাদশ বৎসর
কিদারলাওমেরের সেবা করিল কিন্তু ত্রয়োদশ
বৎসরে তাহার কর্ত্তৃআতিক্রম করিল। [৫] চতু
র্দ্দশ বৎসরে কিদারলাওমের ও তাহার সহায়
রাজারা আইল ও অশ্‌তিরোতকরণইমদেশে
রিফায়ীরদিগকে ও হামদেশে জূজীমেরদিগকে ও
শাবেহ্‌কির্য্যাতায়িমদেশে এমীমেরদিগকে [৬] ও
আপনারদিগের শেঈরপর্ব্বতের মধ্যে খোরীয়ের
দিগকে অরণ্যস্থ এলপারাণপর্য্যন্ত মারিল। [৭]
পরে তাহারা ফিরিয়া কাদেশের এনমিশ্‌ফাটে
আইল এবং অমালেকীয়েরদিগের সকল দেশ
ও খস্‌সোনতামারস্থ এমোরীয়েরদিগকে মারিল
[৮] এবং সদোমের রাজা ও অমোরাহের রা
জা ও অদমাহের রাজা ও সিবোইমের রাজা ও
বেলাআ অর্থাৎ সোআরের রাজা এ সকলে বাহি
র হইয়া তাহার সহিত শিদ্দীমের মাঠে যুদ্ধ করি
ল। [৯] অর্থাৎ এলামের রাজা কিদারলাও
মরের ও আর২ জাতীয়েরদের রাজা তিদ্‌আলের
ও শিন্‌আরের রাজা অমরাফেলের ও এলা
সারের রাজা অরিয়োকের সহিত অর্থাৎ পাঁচ
রাজার সহিত চারি রাজা যুদ্ধ করিল। [১০] শি
দ্দীমের মাঠে অনেক পঙ্কের খাত ছিল তাহাতে
সদোম ও অমোরাহের রাজারা পলাইয়া তা
হার মধ্যে পড়িল এবং যাহারা অবশিষ্ট রহি
ল তাহারা পর্ব্বতে পলাইল [১১] তখন তা
হারা সদোম ও অমোরাহের সমস্ত ধন ও ভক্ষ্য
লইয়া চলিয়া গেল। [১২] ও তাহারা অবরা
মের ভ্রাতৃপুত্র সদোমবাসি লোটকে ও তাহার
সামগ্রী লইয়া প্রস্থান করিল।

[১৩] পরে কেহ পলাইয়া এবরীয় অবরাম
কে সমাচার দিল কেননা সে এশ্‌কোল ও আনে
রের ভাই এমোরীয় মমরের সমভূমিতে বাস ক
রিল ইহারাও অবরামের সহায় ছিল। [১৪]
পরে অবরাম আপন ভাইকে লইয়া যাওনের
কথা শুনিয়া আপন গৃহজাত তিনশত অষ্টাদশ
জন ভৃত্যকে অস্ত্রশস্ত্রেতে সাজাইল ও তাহার
দের পাছে২ দানপর্য্যন্ত গেল। [১৫] সে ও
তাহার চাকরেরা আপনারদিগকে পৃথক্‌২ করিল
ও তাহারদিগকে মারিল ও দমাশেকের বামব
র্ত্তি খোবাহ্‌পর্য্যন্ত তাহারদিগকে তাড়িয়া দিল।
[১৬] পরে সে সকল সম্পত্তি ও আপন ভাই
লোটকে এবং লোটের সম্পত্তি ও স্ত্রীরদিগকে ও
তাহার লোকেরদিগকে ফিরিয়া আনিল।

[১৭] পরে শাবেহ্‌ প্রহাতে অর্থাৎ রাজার
প্রহাতে কিদারলাওমরের ও তৎসহবর্ত্তি রাজার
দিগকে মারণহইতে অবরাম ফিরিলে পর সদো
মের রাজা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহি
রে আইল। [১৮] পরে শালেমের রাজা মে
লকিসেদেক রুটি ও দ্রাক্ষারস আনিল এবং সে
সর্ব্বাধ্যক্ষ ঈশ্বরের যাজক ছিল। [১৯] পরে সে
তাহাকে বর দিল ও কহিল যে স্বর্গ ও পৃথিবীর
অধিকারি সর্ব্বাধ্যক্ষ ঈশ্বরকর্ত্তৃক অবরাম ধন্য।
[২০] এবং তোমার শত্রুরদিগকে তোমার হস্তে
সমর্পণ করিয়াছেন যে সর্ব্বাধ্যক্ষ ঈশ্বর তিনিও
ধন্য পরে অবরাম সকলের দশমাংশ তাহাকে
দিল। [২১] পরে সদোমের রাজা অবরাম
কে কহিল তুমি প্রাণিরদিগকে আমাকে দেও ও
আপনার কারণ সম্পত্তি লও। [২২] পরে
অবরাম সদোমের রাজাকে বলিল আমি স্বর্গ
ও পৃথিবীর অধিকারি সর্ব্বাধ্যক্ষ য়িহুহের প্রতি
আপন হস্ত উঠাইয়া কহিয়াছি। [২৩] যে যুবা

লোকেরা যাহা খাইয়াছে ও আমার সঙ্গি লোক
আনের ও এশ্‌কোল ও মমরে [২৪] তাহার
দের ভাগমাত্রব্যতিরেকে আমি এক গাছ সূতা
ও জূতার ফিতা দি কোন কিছু লইব না পাছে
তুমি কহ যে আমি অবরামকে ধনবান করিয়াছি
তাহারা আপন২ ভাগ লউক।

১৫ পর্ব্ব।

[১] এই সকল কথার পরে য়িহুহের বাক্য
এক দর্শনেতে অবরামের স্থানে আইল হে অব
রাম ভয় করিও না আমি তোমার ঢাল ও কর্ম্মের
অতিবড় ফল। [২] পরে অবরাম কহিল হে
য়িহুহ ঈশ্বর তুমি আমাকে কি দিবা কেননা আ
মি নিঃসন্তান এবং আমার বাটীর অধ্যক্ষ এই
দমাশেকীয় এলীএজের। [৩] পরে অবরাম
বলিল দেখ তুমি আমাকে সন্তান দেও নাই ও
দেখ আমার গৃহজাত এক জন আমার ধনাধি
কারী হইবেক।
[৪] পরে দেখ য়িহুহের বাক্য ইহা কহত তা
হার নিকটে আইল এ তোমার ধনাধিকারী হই
বে না কিন্তু যে জন তোমার বীর্য্যহইতে নির্গত হই
বে সে তোমার ধনাধিকারী হইবে। [৫] পরে
তিনি তাহাকে বাহিরে আনিলেন ও বলিলেন
এখন আকাশের প্রতি দৃষ্টি কর ও যদি তারা গ
ণিতে সমর্থ হও তবে তাহা গণন কর। পরে তি
নি তাহাকে কহিলেন সেইরূপ তোমার বংশ
হইবে। [৬] পরে সে য়িহুহেতে প্রত্যয় করিল
ও ঈশ্বর ধর্ম্মের কারণ তাহার প্রতি তাহার আ
রোপ করিলেন। [৭] পরে য়িহুহ তাহাকে
কহিলেন যে তোমার অধিকারের নিমিত্তে এ
দেশ দিতে কাশ্দীয়েরদিগের উরহইতে তোমা
কে বাহির করিয়াছেন যে য়িহুহ আমিই তিনি।
[৮] পরে সে বলিল হে য়িহুহ ঈশ্বর আমি কি
সেতে জানিব যে সে দেশ অধিকার করিব। [৯]
পরে তিনি বলিলেন তুমি তিন বৎসরের এক বা
ছুরকে ও তিন বৎসরের এক ছাগীকে ও তিন বৎ
সরের এক ভেড়াকে ও এক ঘুঘুকে ও কবুতরের
এক বাচ্চাকে লও। [১০] পরে সে সে সকল
লইল ও তাহারদিগকে খণ্ড২ করিল ও এক খণ্ড
অন্য খণ্ডের সম্মুখে রাখিল কিন্তু পক্ষিদিগের
খণ্ড করিল না। [১১] পরে পক্ষিরা সে মৃতের
দের উপরে পড়িলে অবরাম তাহারদিগকে খে
দাইয়া দিল। [১২] তারপর এমন হইল সূর্য্য
অস্ত হইলে অবরামের ঘোর নিদ্রা হইল ও দেখ
বড় অন্ধকাররূপ মহাভিয় তাহাকে আকর্ষণ
করিল। [১৩] পরে তিনি অবরামকে কহিলেন
তুমি নিশ্চয় জান যে তোমার সন্তানেরা আপ
নারদের অনধিকৃত দেশে প্রবাসী হইবে ও তা
হারদিগকে সেবা করিবে এবং তাহারা চারি শত
বৎসরপর্য্যন্ত তাহারদিগকে ক্লেশ দিবে। [১৪]
পরে তাহারা যে জাতির সেবা করিবে তাহার বি
চার আমি করিব পরে তাহারা যথেষ্ট ধন পাই
য়া বাহির হইয়া আসিবে। [১৫] এবং তুমি
আপন পিতৃলোকেরদের নিকটে সুখে যাইবা
ও উত্তম বার্দ্ধক্যে কবরে যাইবা [১৬] পরে চতুর্থ
পুরুষে তাহারা পুনর্ব্বার এখানে আসিবে কেন
না এমোরীয়েরদের পাপ এখন সম্পূর্ণ নয়।
[১৭] পরে সূর্য্যাস্ত গেলে অন্ধকার হইলে দেখ
দোধূয়মান উনন ও প্রজ্বলিত প্রদীপ সেই২ খণ্ডের
মধ্য দিয়া গতি করিল। [১৮] সেই দিনে য়ি
হুহ অবরামের সহিত নিয়ম করিলেন ও কহি
লেন যে মিস্রনদীহইতে বড় নদীপর্য্যন্ত অর্থাৎ
ফরাৎ নদীপর্য্যন্ত তোমার বংশকে এ দেশ আ
মি দিয়াছি। [১৯] অর্থাৎ কেনীয়েরদিগের ও
কিনিজীয়েরদিগের ও কদমোনীয়েরদিগের [২০]
ও খিত্তীয়েরদিগের ও পিরিজীয়েরদিগের ও রি
ফায়ীয়েরদিগের ও এমোরীয়েরদিগের ও কন্
আনীয়েরদিগের ও গিরগাশীয়েরদিগের ও য়িবু
শীয়েরদিগের।

১৬ পর্ব্ব।

[১] অপর অবরামের স্ত্রী শারঈর কোন সন্তা
ন ছিল না আর তাহার এক দাসী ছিল তাহার
নাম হাগার। [২] পরে শারঈ অবরামকে ব
লিল দেখ য়িহুহ আমাকে বন্ধ্যা করিয়াছেন তু
মি আমার দাসীতে অভিগমন কর হইতে পারি
বে যে আমি তাহার দ্বারা সন্তানপ্রাপ্তা হইব তা
হাতে অবরাম শারঈর বাক্যেতে অবধান করিল
[৩] ও অবরামের স্ত্রী শারঈ অবরামের দশ বৎ
সর কন্‌আন দেশে বাসের পরে আপন মিস্রী
য়া দাসী হাগারকে লইয়া আপন স্বামি অবরা
মকে ভার্য্যার্থে দিল।
[৪] পরে হাগারের সহিত তাহার সংসর্গ ক
রাতে সে গর্ভধারণ করিল। পরে যখন সে দে
খিল যে সে গর্ভধারণ করিয়াছে তখন তাহার ক
র্ত্রী তাহার দৃষ্টিতে তিরস্কৃতা হইল। [৫] পরে
শারঈ অবরামকে কহিল যে আমার অন্যায়
তোমার প্রতি হউক আমি আপনার দাসীকে তো
মার হৃদয়ে সমর্পণ করিয়াছি পরে যখন সে দে
খিল যে সে গর্ভধারণ করিয়াছে তখন আমি তা
হার দৃষ্টিতে তিরস্কৃতা হইলাম য়িহুহ আমার ও
তোমার মধ্যে বিচার করুন। ৬] পরে অবরাম
শারঈকে কহিল দেখ তোমার দাসী তোমার হা
তে আছে তোমার দৃষ্টিতে যাহা ভাল হয় তাহা
তাহার প্রতি কর পরে শারঈ তাহাকে ক্লেশ দি
লে সে তাহার সম্মুখহইতে পলাইল।

[৭] অপর শূরের পথে এক উনইর নিকটে
বনেতে য়িহুহের দূত তাহাকে পাইয়া কহিল
[৮] হে শারঈর দাসী হাগার তুমি কোথাহইতে
আইলা ও কোথা যাইবা। সে কহিল আমি
আপন কর্ত্রী শারঈর সম্মুখহইতে পলাইয়া আ
সিয়াছি। [৯] তাহাতে ঈশ্বরের দূত তাহাকে
বলিল তুমি আপন কর্ত্রীর নিকটে ফিরিয়া যাও
ও তাহার হস্তবশা হও। [১০] পরে ঈশ্বরের
দূত তাহাকে বলিল আমি তোমার বংশ অতি
শয় বাড়াইব যে বহুত্বপ্রযুক্ত তাহারা গণিত হই
তে পারিবে না। [১১] তার পরে ঈশ্বরের দূত
তাহাকে বলিল দেখ তুমি গর্ভবতী হইয়াছ ও
পুত্র প্রসব করিবা ও তাহার নাম য়িশমাএল রা
খিবা কেননা য়িহুহ তোমার দুঃখোক্তি শুনিয়া
ছেন। [১২] সে বনমানুষ হইবে তাহার হস্ত
সকলের বিপরীতে হইবে ও সকলের হস্ত তাহার
বিপরীতে হইবে এবং সে আপন সকল ভ্রা
তারদের গোচরে বাস করিবে। [১৩] এবং
তাহার সহিত বাক্যবাদি য়িহুহের নাম সে মদ্দ
র্শী ঈশ্বর রাখিল কেননা সে কহিল যিনি আমা
কে দেখিতেছেন আমি কি এ স্থানে তাঁহার অ
ন্বেষণ করিয়াছি। [১৪] অতএব সে কূপের
নাম মদ্দর্শী সচেতের কূপ রাখা গেল দেখ হাতা
কাদেশ ও বারেদের মধ্যস্থলস্থ।
[১৫] পরে হাগার অবরামার্থে এক পুত্র প্র
সব করিল ও অবরাম হাগারেতে জনিত আ
পন পুত্রের নাম য়িশ্মাএল রাখিল। [১৬]
অবরাম ছিয়াশী বৎসরবয়স্ক হইলে হাগার অ
বরামের নিমিত্তে য়িশ্মাএলকে জন্মাইল।

১৭ পর্ব্ব।

[১] অবরাম নিরানব্বই বৎসরবয়স্ক হইলে
য়িহুহ অবরামকে দর্শন দিলেন ও তাহাকে কহি
লেন যে আমি সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর আমার সম্মু
খে চল ও সম্পূর্ণ হও। [২] আমি আপনার
ও তোমার মধ্যে স্বীয় নিয়ম স্থির করিব ও
তোমাকে অতিশয় বাড়াইব। [৩] পরে অব
রাম অধোমুখ হইয়া পড়িল ও ঈশ্বর তাহার
সহিত এতদ্রূপ কথা কহিলেন। [৪] দেখ তো
মার সহিত আমার নিয়ম স্থিরীকৃত হইয়াছে
তুমি অনেক জাতিরদের বীজপুরুষ হইবা। [৫]
ইহার পর তোমার নাম অবরাম কহা যাইবে না
কিন্তু তোমার নাম অবরাহাম হইবে কেননা আ
মি অনেক জাতিরদের পিতৃরূপে তোমাকে নিশ্চ
য় করিয়াছি। [৬] ও তোমাকে আমি বহুবংশ
করিব ও তোমাতে বহু জাতি উৎপন্ন করিব ও
তোমাহইতে রাজবর্গেরা উৎপন্ন হইবে। [৭]
তোমার ও আমার মধ্যে ও তোমার পরে পুরু
সপরম্পরাতে তোমার বংশের মধ্যেও অনন্ত
নিয়ম স্থিরার্থে আমি আপন নিয়ম স্থাপন ক
রিব যে আমি তোমার ও তোমার পর তোমার
সন্তানেরদের ঈশ্বর হইব। [৮] এবং আমি তো
মাকে ও তোমার পরে তোমার সন্তানেরদিগকে
তোমার প্রবাসদেশ অর্থাৎ কন্‌আনসকল দেশ
নিত্য অধিকারের নিমিত্তে দিব ও আমি তাহার
দের ঈশ্বর হইব।
[৯] পরে ঈশ্বর অবরামকে কহিলেন তুমি আ
মার নিয়ম পালন কর অর্থাৎ তুমি ও তোমার
পরে তোমার সন্তানেরা তাহারদের পুরুষপর
ম্পরাতে। [১০] এই আমার নিয়ম যে তুমি
আমার ও তোমারদের মধ্যে ও তোমার পরে
তোমার সন্তানেরদের মধ্যে পালন করিবা তো
মারদের মধ্যে সকল পুরুষসন্তানের ত্বক্‌ছেদ
হইবে। [১১] তোমারদের পুরুষাঙ্গাগ্রচর্ম্মের
ছেদ করা যাইবে তাহাই তোমার ও আমার
মধ্যে নিয়মের চিহ্ন হইবেক [১২] তোমার
দের পুরুষপরম্পরাতে তোমারদের মধ্যে আট
দিবসবয়স্ক প্রতিপুরুষ বালকের ত্বক্‌ছেদ হইবে
অর্থাৎ তোমার গৃহজাত কিম্বা ধনদ্বারা কোন
অন্যদেশীয়হইতে ক্রীত যে তোমার সন্তান নয়
তাহার। [১৩] যে তোমার গৃহজাত কিম্বা ধন
দ্বারা ক্রীত তাহার ত্বক্‌ছেদ অবশ্যই কর্ত্তব্য
এবং তোমারদের মাংসেতে অনন্ত নিয়মার্থ
সে আমার নিয়ম হইবে। [১৪] অচ্ছিন্নপুরু
ষাঙ্গত্বক্ পুরুষবালক আপন লোকহইতে উচ্ছি
ন্ন করা যাইবে কেননা সে আমার নিয়ম ভাঙ্গি
য়াছে।
[১৫] পরে ঈশ্বর অবরাহামকে কহিলেন
তোমার স্ত্রী শারঈর বিষয় এই তুমি তাহার নাম
শারঈ আর কহিবা না কিন্তু তাহার নাম শারাহ্
[১৬] এবং আমি তাহাকে বর দিব ও তাহাহই
তে উৎপন্ন এক পুত্রও তোমাকে দিব তাহাকে
এইরূপই বর দিব যে সে জাতিরদের জননী হ
ইবে ও তাহাহইতে রাজগণেরা উৎপন্ন হইবে।
[১৭] পরে অবরাহাম অধোমুখ হইয়া পড়িল
ও হাসিল ও আপন মনে বলিল কি এক শত
বৎসরবয়স্ক পুরুষের পুত্র জন্মিবে কি নব্বই বৎ
সরবয়স্কা শারাহ্ পুত্র প্রসব করিবে। [১৮] প
রে অবরাহাম ঈশ্বরকে বলিল হায় য়িশ্মাএল
তোমার সম্মুখে বাঁচিয়া থাকুক। [১৯] পরে
ঈশ্বর কহিলেন সত্য তোমার ভার্য্যা শারাহ্ তো
মার কারণ পুত্র প্রসব করিবে ও তাহার নাম তু
মি য়িস্‌খাক রাখিবা এবং অনন্ত নিয়মনিমি
ত্তে আমি তাহার সহিত আপনার নিয়ম স্থির
করিব। [২০] য়িশ্মাএলের বিষয়েও আমি তো

মার কথা শুনিয়াছি দেখ আমি তাহাকে বর দিব
ও তাহাকে সমৃদ্ধ করিব ও তাহাকে অতিশয় বা
ড়াইব সে দ্বাদশ রাজার জন্ম দিবে ও তাহাকে
আমি বড় জাতি করিব। [২১] এবং শারাহ্
আগামি বৎসরে এই কালানুসারে তোমার কা
রণ যে য়িস্‌খাককে প্রসব করিবে তাহারে সহিত
আমি আপন নিয়ম স্থির করিব [২২] পরে
ঈশ্বর তাহার সহিত কথোপকথন সমাপ্ত করিয়া
অবরাহামের নিকটহইতে উঠিলেন।

[২৩] পরে অবরাহাম আপন পুত্র য়িশ্‌মাএ
লকে ও আপন গৃহজাত সকলকে ও ধনদ্বারা
ক্রীত সকলকে অর্থাৎ অবরাহামের ঘরের মনু
ষ্যেরদের মধ্যে সকল পুরুষকে আনিল ও ঈশ্বর
যেমন তাহাকে কহিয়াছিলেন সেইরূপ সেই দি
নে তাহারদের পুরুষাঙ্গচর্ম্মচ্ছেদন করিল। [২৪]
অবরাহাম নিরানব্বই বৎসরবয়স্ক হইলে তা
হার অক্‌ছেদ হইল। [২৫] এবং তাহার পুত্র
য়িশ্‌মাএল ত্রয়োদশ বৎসরবয়স্ক হইয়া আপন
পুরুষাঙ্গে ছিন্নত্বক্ হইল [২৬] সেই দিনে
অবরাহাম ও তাহার পুত্র য়িশ্‌মাএলের অক্
ছেদ করা গেল। [২৭] ও তাহার ঘরের সক
ল মনুষ্যেরদের ও তাহার গৃহজাতসকলের ও
বিদেশিহইতে ধনদ্বারা ক্রীতসকলের অক্‌ছেদ
তাহার সহিত করা গেল।

১৮ পর্ব্ব।

[১] পরে য়িহুহ তাহাকে মমরের আলোন
বনে দেখা দিলেন দিনের গ্রীষ্মসময়ে সে তাম্বুর
দ্বারে বসিয়া রহিয়াছিল। [২] এবং সে আপ
ন চক্ষু উঠাইল ও দেখিল তাহাতে দেখি তিন ম
নুষ্য তাহার নিকটে দাঁড়াইল পরে সে তাহারদি
গকে দেখিয়া তাম্বুর দ্বারহইতে তাহারদের নিক
টে দৌড়িয়া গেল [৩] ও ভূম্পৃষ্ঠমুখ হইয়া
প্রণাম করিল ও কহিল হে আমার প্রভু যদি এ
খন তোমার নিকটে আমি কৃপা পাইয়া থাকি
তবে আপন দাসহইতে প্রস্থান করিও না। [৪]
এখন কিঞ্চিৎ জল আনা যাউক ও আপনার
দের পাদপ্রক্ষালন করিয়া বৃক্ষের তলেতে বিশ্রা
ম করুন। [৫] এবং আমি রুটির এক খণ্ড আ
নিয়া দি তাহাতে তোমরা আপন২ অন্তঃকরণ
আপ্যায়িত কর তারপরে প্রস্থান করিবা কেন
না এই নিমিত্তে তোমরা আপনারদের দাসের
নিকটে আসিয়াছ পরে তাহারা বলিল যেমত
কহিয়াছ সেমত কর। [৬] তাহাতে অবরাহাম
তাম্বুতে শারাহের নিকটে শীঘ্র যাইয়া কহিল
তিন শের ময়দা শীঘ্র করিয়া ছান ও তাহা দিয়া
চুলাতে রুটি প্রস্তুত কর। [৭] পরে অবরাহাম
গরুর পালে দৌড়িয়া যাইয়া কোমল এবং উৎ
কৃষ্ট এক বাছুর লইয়া আপন এক যুবা লোক
কে দিল তাহাতে সে তাহা পাক করিতে ত্বরা
করিল। [৮] পরে সে মাখন ও ক্ষীর ও যে
বাছুর পাক করিয়াছিল তাহা লইয়া তাহারদের
সম্মুখে রাখিল ও তাহারদের নিকটে বৃক্ষের ত
লেতে দাঁড়াইল পরে তাহারা খাইতে লাগিল।

[৯] পরে তাহারা তাহাকে কহিল তোমার
স্ত্রী শারাহ্ কোথায় সে কহিল দেখ তাম্বুতে।
[১০] তাহাতে সে বলিল আমি অবশ্য এই কা
লানুসারে তোমার কাছে ফিরিয়া আসিব ও দে
খ তোমার স্ত্রী শারাহের এক পুত্র হইবে এবং
শারাহ্ তাম্বুর দ্বারে তাহার পশ্চাৎ থাকিয়া সে
কথা শুনিল। [১১] ঐ সময়ে অবরাহাম ও
শারাহ্ বৃদ্ধ ও বহুবয়স্ক ছিল ও শারাহের স্ত্রী
ধর্ম্মসময় অতীত হইয়াছিল। [১২] পরে শা
রাহ্ আপন মনে এ কথা কহত হাসিল যে আ
মার বার্দ্ধক্যসময়ে কি আমার আহ্লাদ হইবে
আমার স্বামীও বৃদ্ধ। [১৩] পরে ঈশ্বর অব
রাহামকে বলিলেন শারাহ্ এ কথা কহত কেন
হাসিল যে আমি বৃদ্ধা কিরূপে সন্তান জন্মাইব।
[১৪] কোন কর্ম্ম কি য়িহুহের দুঃসাধ্য নিরূ
পিত সময়ে আমি কালক্রমে তোমার নিকটে
ফিরিয়া আসিব এবং শারাহের পুত্র হইবে।
[১৫] পরে আমি হাসি নাই এ কথা কহত
শারাহ্ অপহ্নব করিল কেননা সে ভীতা ছিল
তাহাতে তিনি কহিলেন এমন নয় কিন্তু তুই হা
সিলি।

[১৬] পরে সে মনুষ্যেরা সেখানহইতে উঠি
য়া সদোমের দিগে মুখ করিল ও তাহারদিগকে
পথ দেখাইতে অবরাহাম তাহারদের সহিত চ
লিল। [১৭] পরে য়িহুহ বলিলেন আমি যা
হা করি তাহা কি অবরাহামহইতে লুকাইব
[১৮] অবরাহাম বলবান ও বড় জাতি হইবে
এবং পৃথিবীর সকল জাতিরা তাহাতে আশী
র্ব্বাদপ্রাপ্ত হইবে। [১৯] কেননা আমি তাহা
কে জানি যে য়িহুহ অবরাহামের প্রতি যাহা ক
হিয়াছেন তাহা যে করেন তদর্থে সে আপনার
পরে আপন ঘরে ও আপন সন্তানেরদিগকে
আজ্ঞা করিবে ও তাহারা ন্যায় ও বিচারকরণা
র্থে য়িহুহের পথ পালন করিবে। [২০] পরে
য়িহুহ বলিলেন সদোমের ও অমোরাহের শব্দ
বড় ও তাহারদের পাপ অতিশয় অসহনীয় হ
ইয়াছে [২১] সেহেতুক আমি নামিব ও যে
শব্দ আমার নিকটে আসিয়াছে তাহারা সে শ
ব্দানুসারে সর্ব্বথা করিয়াছে কি না তাহা দেখিব
ও যদি না তাহাও জানিব। [২২] পরে সে
মনুষ্যেরা সেখানহইতে ফিরিয়া সদোমের দিগে

মুখ করিল কিন্তু অবরাহাম তখনও য়িহুহের
সাক্ষাৎ দাঁড়াইয়া রহিল।
[২৩] পরে অবরাহাম নিকটে আইল ও ক
হিল তুমি কি পাপিরদের সহিত ধার্ম্মিকেরদিগ
কেও সংহার করিবা। [২৪] যদি নগরের
মধ্যে পঞ্চাশ জন ধার্ম্মিক থাকে তবে কি সং
হার করিবা ও নগরের মধ্যবাসি পঞ্চাশ জন
ধার্ম্মিক মনুষ্যহেতুক কি সে স্থানকে রক্ষা ক
রিবা না। [২৫] এরূপ করা তোমাহইতে না
হউক অর্থাৎ অধার্ম্মিকেরদের সহিত ধার্ম্মিকের
দের নাশকরণ এবং তোমার সাক্ষাৎ ধার্ম্মিকে
রা যেমন সেমত অধার্ম্মিকেরা না হউক সকল পৃ
থিবীর বিচারকর্ত্তা কি ন্যায় করিবেন না। [২৬]
পরে য়িহুহ কহিলেন যদি সদোমের নগরমধ্যে
ই পঞ্চাশ জন ধার্ম্মিক মনুষ্যেরদিগকে পাই তা
হারদের হেতুতে সকল স্থান রক্ষা করিব। [২৭]
পরে অবরাহাম প্রত্যুত্তর করিয়া কহিল দেখ
ধূলা ও ছাইমাত্র যে আমি আমি য়িহুহের সহি
ত কথা কহিতে লাগিয়াছি। [২৮] পঞ্চাশ জন
ধার্ম্মিকেরদের মধ্যে যদি পাঁচ জন ন্যূন হয়
তবে তুমি কি পাঁচ ন্যূনহেতুক সকল নগর
সংহার করিবা পরে তিনি বলিলেন যদি পঁয়তা
ল্লিশ জন ধার্ম্মিককে পাই তবে তাহার সং
হার করিব না। [২৯] পরে অবরাহাম তাঁহাকে
কহিল সেখানে যদি চল্লিশ জন পাওয়া যায় তা
হাতে য়িহুহ কহিলেন চল্লিশ জনপ্রযুক্ত আ
মি তাহা করিব না। [৩০] পরে অবরাহাম
কহিল প্রভু ক্রুদ্ধ না হউন তবে কহি সেখানে
যদি ত্রিশ পাওয়া যায় তাহাতে য়িহুহ কহিলেন
সেখানে যদি ত্রিশ পাই তবে করিব না। [৩১]
পরে অবরাহাম বলিল দেখ এখন আমি য়িহু
হের সহিত কথা কহিতে উদ্যত হইয়াছি সেখা
নে যদি বিশ পাওয়া যায় তাহাতে য়িহুহ কহি
লেন বিংশতি জনহেতুক আমি সংহার ক
রিব না। [৩২] পরে সে কহিল হায়২ প্রভু
ক্রুদ্ধ না হউন আমি কেবল এই একবার কহি
সেখানে যদি দশ পাওয়া যায় তাহাতে তিনি
কহিলেন দশহেতুক আমি সংহার করিব না।
[৩৩] পরে য়িহুহ অবরাহামের সহিত আলা
প সমাপ্ত করিয়া প্রস্থান করিলেন এবং অবরা
হাম স্বস্থানে ফিরিয়া আইল।

১৯ পর্ব্ব।

[১] পরে দুই দূত সদোমে সন্ধ্যাকালে আ
ইল এবং লোট সদোমের দ্বারে বসিয়াছিল
পরে লোট তাহারদিগকে দেখিয়া তাহারদের
সহিত মিলিবার নিমিত্তে উঠিল ও ভূমিপতিত হ
ইয়া তাহারদিগকে প্রণাম করিল। [২] পরে
সে কহিল দেখ আমার প্রভুরা আপনারদের
দাসের ঘরে প্রবেশিয়া রাত্রি প্রবাস করুন ও আ
পনারদের পাদপ্রক্ষালন করুন পরে প্রাতঃ
কালে উঠিয়া পথে প্রস্থান করিবেন তাহাতে তাঁ
হারা কহিলেন যে না কিন্তু আমরা রাত্রি রাস্তা
তে প্রবাস করিব। [৩] পরে লোট তাহারদি
গকে বিস্তর আগ্রহ করিল তাহাতে তাহারা তা
হার ঘরে তাহার নিকটে আইল। পরে সে তা
হারদিগের কারণ ভোজ্য প্রস্তুত করিল ও বেখমির
রুটি পাক করিল ও তাহারা তাহা খাইল।
[৪] কিন্তু তাহারদিগের শয়নের পূর্ব্বে নগ
রের মনুষ্যেরা অর্থাৎ সদোমের মনুষ্যেরা আ
বালবৃদ্ধ সকল অঞ্চলের সকল লোক ঘর ঘে
রিল। [৫] পরে তাহারা লোটকে ডাকিল ও
তাহাকে কহিল যাহারা অদ্য রাত্রিতে তোমার
নিকটে আসিয়াছে সে লোকেরা কোথা তাহার
দিগকে আমারদিগের নিকটে বাহির করিয়া
আন যে আমরা তাহারদিগকে দেখি। [৬] প
রে লোট দ্বারের বাহির হইয়া তাহারদিগের নি
কটে গেল ও আপনার পরেতে দ্বার রুদ্ধ করিল।
[৭] পরে বলিল হে আমার ভাইরা এমন
দুষ্ক্রিয়া করিও না। [৮] দেখ অজ্ঞাতপুরুষা
আমার দুই কন্যা আছে তাহারদিগকে আমি
তোমারদের নিকটে বাহির করিয়া আনি ও তো
মারদের দৃষ্টিতে যেমন অভীষ্ট তেমন তাহার
দের প্রতি কর কেবল এ লোকেরদের প্রতি কিছু
করিও না কেননা এইকারণ তাহারা আমার চা
লের ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছে। [৯] পরে তাহা
রা কহিল সরিয়া দাঁড়াও পুনর্ব্বার তাহারা ব
লিল এ একজন প্রবাস করিবার নিমিত্তে আসিয়া
বিচারকর্ত্তা হইতে চাহে এখন তাহারদের অপে
ক্ষা তোমার অধিক মন্দ করিব তাহাতে তাহা
রা লোটের উপরে ঠেলাঠেলি করিল ও কপাট
ভাঙ্গিবার কারণ নিকটে আইল। [১০] পরে
সে দুই জন আপন হাত বাহির করিয়া ঘরে আ
পনারদের নিকটে লোটকে টানিয়া লইল ও
কপাট বন্ধ করিল। [১১] পরে তাহারা ঘরের
দ্বারের নিকটস্থ মনুষ্যেরদিগকে বালবৃদ্ধপর্য্যন্ত
অন্ধ করিল তাহাতে তাহারা দ্বার অন্বেষণে অ
তিশয় পরিশ্রান্ত হইল।
[১২] পরে সেই দুই জন লোটকে বলিল এ
খানে তোমার আর কে আছে তোমার জামাতা
কে ও তোমার পুত্রেরদিগকে ও তোমার পুত্রীর
দিগকে ও নগরে তোমার যাহা২ থাকে সে সক
লেরদিগকে এ স্থানহইতে বাহির কর [১৩] কে
ননা আমরা এস্থান সংহার করিব যেহেতুক য়ি
হুহের সম্মুখে তাহারদিগের ধ্বনি অতিবড় হই

য়াছে এবং য়িহুহ তাহার সংহার করিতে আ
মারদিগকে পাঠাইয়াছেন। [১৪] পরে লোট
বাহিরে গেল ও আপন কন্যাগ্রহণকারি জামা
তারদিগকে কহিল যে উঠ এই স্থানহইতে বা
হির হও কেননা য়িহুহ এ নগর সংহার করি
বেন কিন্তু লোট আপন জামাতারদিগের দৃষ্টি
তে পরিহাসকের ন্যায় বোধ হইল।
[১৫] প্রভাত হইলে সে দূত লোটকে ইহা ক
হত ত্বরা করিল যে উঠ অত্রোপস্থিত আপন ভা
র্য্যাকে ও আপন দুই কন্যাকে লইয়া যাও পা
ছে নগরের পাপেতে তোমারদের সংহার হয়।
[১৬] পরে লোট বিলম্ব করিতেছিল ইতোম
ধ্যে সে দুই জন তাহার হাত ও তাহার স্ত্রীর হাত
ও তাহার দুই কন্যার হাত ধরিল ও য়িহুহ তা
হার প্রতি দয়ালু হওয়াতে তাহারা তাহাকে বা
হির করিয়া নগরের বাহিরে রাখিল। [১৭]
পরে তাহারদিগকে বাহির করণানন্তর সে কহি
ল আপন প্রাণরক্ষার্থ পলায়ন কর আপন প
শ্চাৎ ফিরিয়া দেখিও না সমভূমির কোনো স্থা
নেতে থাকিও না পর্ব্বতে পলাও পাছে নষ্ট হও
[১৮] লোট তাহারদিগকে বলিল হে আমার
প্রভু এমন নয় [১৯] দেখ এখন তোমার দাস
তোমার দৃষ্টিতে কৃপা পাইয়াছে ও আমার প্রাণ
রক্ষাকরাতে যে দয়া আপনি আমার প্রতি ক
রিয়াছেন সে দয়া বাড়াইয়াছ কিন্তু আমি পর্ব্ব
তে পলাইতে পারি না পাছে আমার কোন
আপদ ঘটে ও আমি মরি। [২০] এখন দেখ প
লায়নের নিমিত্তে এ নগর নিকটবর্ত্তী তাহাও
অতিছোট এখন আমাকে সেখানে পলাইতে
দেহ তাহাতে আমার প্রাণ বাঁচিবে তাহা কি
ছোট নয় [২১] পরে সে তাহাকে বলিল যে
দেখ এ বিষয়েও তোমাকে গ্রাহ্য করিয়াছি এবং
যে নগরের বিষয়ে তুমি কহিয়াছ তাহা সংহার
করিব না। [২২] ত্বরা করিয়া সেখানে পলাও
কেননা তোমার সে স্থানে পঁহুছনের পূর্ব্বে আ
মি কিছু করিতে পারি না অতএব সে নগরের
নাম সোআর খ্যাত হইল।
[২৩] যখন লোট সোআরে প্রবেশ করিল ত
খন পৃথিবীর উপর সূর্য্যোদয় হইয়াছিল।
[২৪] সে সময়ে য়িহুহ সদোমের ও অমো
রাহের উপরে স্বর্গহইতে য়িহুহহইতেই গন্ধক ও
অগ্নি বর্ষাইলেন [২৫] এবং সে নগরেরদিগকে
ও সকল সমভূমিকে ও সেই নগরবাসি সকলকে
ও ভূমিতে জাত সর্ব্ব বস্তুকে নষ্ট করিলেন।
[২৬] পরে তাহার স্ত্রী তাহার পশ্চাৎহইতে
ফিরিয়া দেখাতে লবণস্তম্ভ হইল।
[২৭] অপর অবরাহাম যেখানে য়িহুহের
সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল সেখানে প্রাতঃকালে
গেল। [২৮] পরে সে সদোম ও অমোরাহের
ও সকল সমভূমির দিগে দৃষ্টি করিয়া দেখিল
তাহাতে দেখ কুণ্ডের ধূমের মত দেশের ধূম উ
ঠিল। [২৯] পরে এমত হইল যখন ঈশ্বর সমভূ
মির নগরসকল সংহার করিলেন তখন তিনি অব
রাহামকে মনে করিয়া লোট যে নগরে বাস ক
রিয়াছিল সে নগর যখন সংহার করিলেন তখন
সংহারের মধ্যহইতে লোটকে বাহির করিলেন।
[৩০] অপর লোট সোআর ছাড়িয়া আপ
নার দুই কন্যার সহিত পর্ব্বতে বাস করিল কে
ননা সে সোআরে বাস করিতে ভীত হইল তা
হাতে সে ও তাহার দুই কন্যা পর্ব্বতের কুহরে
বাস করিল।
[৩১] পরে জ্যেষ্ঠা কন্যা কনিষ্ঠাকে কহিল
আমারদিগের পিতা বৃদ্ধ এবং সকল সংসারের
ব্যবহারের মত আমারদের নিকট আসিতে পৃ
থিবীতে মনুষ্য নাই। [৩২] আইস আমরা
পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাই ও তাঁহার সহিত
শয়ন করিয়া আমারদিগের পিতার বংশরক্ষা
করি। [৩৩] পরে তাহারা রাত্রিতে আপন
পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাওণানন্তর জ্যেষ্ঠা
আইল ও আপন পিতার সহিত শয়ন করিল
কিন্তু যখন শুইল ও যখন উঠিল তাহা সে জানি
ল না। [৩৪] পরে পর দিনে জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাকে
কহিল দেখ গত রাত্রিতে আমি আপন পিতার
সহিত শুইয়াছিলাম আইস অদ্য রাত্রিতেও
তাহাকে দ্রাক্ষারস পান করাই এবং তুমি যাই
য়া তাহার সহিত শয়ন কর যে আমরা আপন
পিতার বংশরক্ষা করি। [৩৫] পরে তাহারা
সে রাত্রিতেও আপন পিতাকে দ্রাক্ষারস পান
করাইল ও কনিষ্ঠা উঠিয়া তাহার সহিত শুইল
কিন্তু সে যখন শুইল কি উঠিল তাহা সে জানি
ল না। [৩৬] ঐরূপে লোটের দুই কন্যা আপন
পিতার দ্বারা গর্ভধারণ করিল। [৩৭] পরে
জ্যেষ্ঠা এক পুত্রপ্রসব করিয়া তাহার নাম মো
আব রাখিল সে আজিপর্য্যন্ত মোআবীয়েরদের
পিতা। [৩৮] পরে কনিষ্ঠাও এক পুত্র প্রসব ক
রিল ও তাহার নাম বেনঅমি রাখিল সে আজি
পর্য্যন্ত অমোনের সন্তানেরদের পিতা।

২০ পর্ব্ব।

[১] পরে অবরাহাম সেখানহইতে দক্ষিণ
দেশে প্রস্থান করিয়া কাদেশ ও শূরের মধ্যস্থা
নে বাস করিল ও গিরারদেশে প্রবাস করিল।
[২] পরে অবরাহাম আপন ভার্য্যা শারাহের
বিষয়ে কহিল যে সে আমার ভগিনী তাহাতে
গিরারের রাজা আবিমেলেক লোক পাঠাইয়া

শারাহ্কে লইল। [৩] পরে ঈশ্বর রাত্রিতে স্বপ্নে
আবিমেলেকের নিকটে আইলেন ও তাহাকে ক
হিলেন দেখ তুমি যে স্ত্রীগ্রহণ করিয়াছ তৎপ্রযুক্ত
তুমি মৃত মানুষমাত্র কেননা সে বিবাহিতা [৪]
কিন্তু আবিমেলেক্ তাহার সহিত সংসর্গ করে
নাই তাহাতে সে কহিল হে প্রভু তুমি কি ধা
র্ম্মিক জাতিকেও নষ্ট করিবা। [৫] সে কি আ
মাকে বলে নাই যে সে আমার ভগিনী সে আ
পনিও কহিয়াছে যে সে আমার ভাই আমার
অন্তঃকরণের সারল্যেতে ও হাতের নির্ম্মলতাতে
আমি এ কার্য্য করিয়াছি। [৬] অপর ঈশ্বর স্ব
প্নে তাহাকে কহিলেন আমি জানি যে অন্তঃক
রণের সারল্যেতে তুমি তাহা করিয়াছ বটে কেন
না আমার বিপরীত পাপ করণবিষয়ে আমি
তোমাকে নিবারণ করিয়াছি সেইহেতুক তাহা
কে স্পর্শ করিতে তোমাকে দিলাম না। [৭] এ
খন সে মনুষ্যের ভার্য্যাকে ফিরিয়া দেহ কেননা
সে আচার্য্য এবং সে তোমার কারণ প্রার্থনা
করিবে ও তুমি বাঁচিবা যদি তুমি ফিরিয়া না
দেহ তবে জান যে তুমি অবশ্য মরিবা অর্থাৎ তু
মি ও তোমার সকলেই। [৮] পরে আবিমে
লেক্ প্রাতঃকালে উঠিয়া আপন সকল ভৃত্যের
দিগকে ডাকিয়া সে সকল কথা তাহারদিগের শ্র
বণে কহিল তাহাতে সে লোকেরা অতিশয় ভীত
হইল। [৯] তখন আবিমেলেক্ অবরাহামকে
ডাকিয়া তাহাকে কহিল আমারদিগের প্রতি তু
মি কি করিয়াছ আমি বা তোমার বিপরীতে কি
পাপ করিয়াছি যে আমার উপরে ও আমার রা
জ্যের উপরে এ বড়পাপ আনিয়াছ তুমি আমার
প্রতি অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছ। [১০] পুনর্ব্বার আ
বিমেলেক্ অবরাহামকে বলিল তুমি কি দেখি
য়া এ কর্ম্ম করিয়াছ। [১১] তাহাতে অবরাহাম
কহিল আমি ভাবিলাম যে নিশ্চয় ঈশ্বরবিষয়ক
ভয় এ স্থানে নাই এবং আমার স্ত্রীর নিমিত্তে তা
হারা আমাকে নষ্ট করিবে। [১২] কিন্তু তাহা যা
হা হউক সে নিতান্তই আমার ভগিনী সে আমার
পিতার কন্যা আমার মাতার কন্যা নয় এবং সে
আমার ভার্য্যা হইল। [১৩] পরে এমত হইল য
খন ঈশ্বর আমার পিতার ঘরহইতে আমাকে ভ্র
মণ করাইলেন তখন আমি তাহাকে কহিলাম এ
অনুগ্রহ আমার প্রতি করিবা যে যে কোন স্থানে
আমরা পঁহুছি সে সকল স্থানে আমার বিষয়ে
কহিও যে সে আমার ভাই। [১৪] পরে আবি
মেলেক্ মেষেরদিগকে ও গরুরদিগকে ও দাসের
দিগকে ও দাসীরদিগকে আনিল ও অবরাহাম
কে দিল ও তাহার স্ত্রী শারাহ্কেও তাহাকে অ
র্পণ করিল। [১৫] পরে আবিমেলেক্ কহিল দে
খ আমার দেশ তোমার সম্মুখে তুমি আপন অ
ভিমত স্থানে বাস কর। [১৬] শারাহ্কেও সে
কহিল দেখ আমি তোমার ভাইকে এক হাজার
থান রূপা দিয়াছি দেখ সে তোমার প্রতি ও তো
মার সহিত যাহারা সে সকলের প্রতি এবং অন্য
সকলের প্রতিও চক্ষুর আচ্ছাদনস্বরূপ আছে
এমতে সে অনুযুক্তা হইল।

[১৭] পরে অবরাহাম ঈশ্বরের প্রার্থনা করিল
এবং ঈশ্বর আবিমেলেক্কে ও তাহার স্ত্রীকে ও
তাহার দাসীরদিগকে সুস্থ করিলেন তাহাতে তা
হারা সন্তান প্রসবিল। [১৮] কেননা য়িহুহ অব
রাহামের স্ত্রী শারাহ্প্রযুক্ত আবিমেলেকের গৃহ
স্থিত গর্ভসকলকে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়াছিলেন।

২১ পর্ব্ব।

[১] অপর য়িহুহ শারাহ্কে যেমন কহিয়াছি
লেন তেমন তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিলেন এবং
য়িহুহ যেমন কহিয়াছিলেন তেমন শারাহের প্র
তি করিলেন। [২] কেননা শারাহ্ গর্ভধারণ ক
রিল ও ঈশ্বর তাহাকে যে নিরূপিত কালের বিষ
য়ে কহিয়াছিলেন তাহাতে অবরাহামের বৃদ্ধকা
লেই তাহার এক পুত্র প্রসব করিল। [৩] পরে
অবরাহামের যে পুত্র জন্মিল অর্থাৎ যাহাকে
শারাহ্ তদর্থে প্রসবিল আপন সে পুত্রের নাম
অবরাহাম য়িস্খাক রাখিল। [৪] পরে য়িস্
খাক অষ্টদিনবয়স্ক হইলে যেমন ঈশ্বর তাহাকে
আজ্ঞা করিয়াছিলেন তেমন অবরাহাম তা
হার ত্বক্ছেদ করিল। [৫] অবরাহাম আপন
পুত্র য়িস্খাকের জন্মসময়ে এক শতবৎসরবয়স্ক
ছিল।

[৬] পরে শারাহ্ বলিল ঈশ্বর আমাকে হা
সাইয়াছেন ইহা অবগত হইয়া সকলে আমার
সহিত হাসিবে। [৭] সে কহিল যে কে অবরা
হামকে বলিতে পারিত যে শারাহ্ পুত্রেরদিগ
কে স্তনপান করাইবে কেননা তাহার বৃদ্ধকা
লেই আমি তাহার এক পুত্রকে জন্মাইয়াছি।
[৮] পরে বালক বড় হইলে দুগ্ধ ছাড়িল তাহা
তে য়িস্খাকের দুগ্ধছাড়নের দিনে অবরাহাম
এক বড় ভোজ করিল।

[৯] অপর মিস্রীয় হাগার যে পুত্রকে অব
রাহামের কারণ জন্ম দিয়াছিল তাহাকে শারাহ্
পরিহাস করিতে দেখিল। [১০] তাহাতে সে
অবরাহামকে বলিল এ দাসীকে ও ইহার পুত্র
কে বাহির কর কেননা আমার পুত্র য়িস্খা
কের সহিত এ দাসীর পুত্র অধিকারী হইবে না।
[১১] ঐ কথা আপন পুত্রহেতুক অবরাহামের
দৃষ্টিতে অত্যতুষ্টিকর হইল।

[১২] পরে ঈশ্বর অবরাহামকে কহিলেন যে

বালকের বিষয়ে ও আপন দাসীর বিষয়ে তো
মার দৃষ্টিতে সে কথা অতুষ্টিকর না হউক। শা
রাহ্ তোমাকে যাহা বলিয়াছে সে সকলেতে তা
হার বাক্য শুন কেননা য়িস্‌খাকেতে তোমার
বংশ খ্যাত হইবে। [১৩] এবং দাসীর পুত্র হই
তেও আমি এক জাতি উৎপন্ন করিব কেননা সে
তোমার বংশ। [১৪] পরে অবরাহাম প্রাতঃ
কালে উদ্যোগ করিল এবং রুটি ও জলের এক
পাত্র লইয়া হাগারকে দিল ও তাহার স্কন্ধের উপ
রে বালককে রাখিয়া তাহাকে বিদায় করিল
পরে সে প্রস্থান করিয়া বিএরশেবত্যাবনে ভ্রমণ
করিল। [১৫] অনন্তর পাত্রস্থ জল ফুরাইল তা
হাতে সে এক গাছের নীচে বালককে ফেলিয়া তা
হার সম্মুখে এক তীরক্ষেপ আন্দাজ দূরে যাইয়া
বসিল [১৬] কেননা সে কহিল যে আমি বাল
কের মরণ না দেখি পরে সে তাহার সম্মুখে বসি
য়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিল। [১৭] এবং ঈশ্বর
বালকের স্বর শুনিলেন ও ঈশ্বরের দূত স্বর্গহইতে
হাগারকে ডাকিয়া কহিল হে হাগার তোমার কি
হইয়াছে ভয় করিও না কেননা যেখানে বালক
আছে সে স্থানে ঈশ্বর তাহার রব শুনিয়াছেন।
[১৮] উঠ ও বালককে তুল এবং আপন হা
তে ধর কেননা আমি তাহাকে বড় জাতিস্বরূপ বা
ড়াইব। [১৯] পরে ঈশ্বর তাহার চক্ষুঃ মেলাই
লেন তাহাতে সে জলের এক কূপ দেখিতে পা
ইল পরে যাইয়া পাত্র জলেতে পূর্ণ করিয়া বা
লককে জলপান করিতে দিল। [২০] অপর ঈ
শ্বর সে বালকের সহিত ছিলেন তাহাতে সে বা
ড়িল ও বনে বাস করিল ও ধনুর্দ্ধর হইল। [২১]
সে পারান্ বনে বাস করিল ও তাহার মাতা তা
হার কারণ মিস্রহইতে এক কন্যা গ্রহণ করিল।
[২২] পরে সে কালে এমত হইল আবিমেলেক্
ও তাহার সেনাপতি ফীকোল অবরাহামকে ক
হিল তুমি যাহা করিতেছ সে সকলেতে ঈশ্বর তো
মার সহিত আছেন। [২৩] অতএব এখন আ
মার নিকটে ঈশ্বরেতে দিব্য কর যে তুমি আমার
প্রতি কিম্বা আমার পুত্রের প্রতি কিম্বা আমার
পৌত্রের প্রতি মিথ্যাচরণ করিবা না কিন্তু যেমন
আমি তোমার প্রতি দয়া করিয়াছি তেমন আ
মার প্রতি ও যেখানে তুমি প্রবাস করিতেছ সে
ভূমির প্রতিও দয়া করিবা। [২৪] তাহাতে অব
রাহাম বলিল আমি দিব্য করিব [২৫] পরে আ
বিমেলেকের দাসেরা যাহা হরণ করিয়াছিল এ
মন এক জলকূপের বিষয়ে অবরাহাম আবিমে
লেক্‌কে অনুযোগ করিল। [২৬] তাহাতে আ
বিমেলেক্ কহিল আমি জানি নাই যে কে সে
কার্য্য করিয়াছে তুমিও আমাকে জানাও নাই
এবং এ দিনের পূর্ব্বে আমি শুনি নাই। [২৭]
পরে অবরাহাম মেষেরদিগকে ও গরুরদিগকে
লইয়া আবিমেলেক্‌কে দিল পরে সে দুই জন
নিয়ম করিল। [২৮] পরে অবরাহাম সাতটা
মেষের বাচ্ছা পালহইতে পৃথক্ করিয়া রাখিল।
[২৯] তাহাতে আবিমেলেক্ অবরাহামকে ব
লিল এই যে সাত মেষের বাচ্ছা তুমি পৃথক্ রা
খিয়াছ তাহার আশয় কি। [৩০] সে কহিল আ
মার হাতেতে তুমি এ সাত মেষের বাচ্ছাকে
লইবা তাহাতে আমি যে এই কূপ খুদিয়াছি
তাহারা তাহার সাক্ষী হইবে। [৩১] সেইহেতুক
সেস্থান বিএরশেবত্যা নামে খ্যাত হইল কেননা
সে স্থানে তাহারা দুই জনে দিব্য করিল। [৩২]
এতদ্রূপে তাহারা বিএরশেবত্যাতে নিয়ম করিল
পরে আবিমেলেক্ ও তাহার সেনাপতি ফীকোল
উঠিয়া পলশ্‌তীয়েরদের দেশে ফিরিয়া গেল।
[৩৩] অপর অবরাহাম বিএরশেবত্যায় কতক
বৃক্ষ রোপণ করিল ও সেখানে নিত্যবর্ত্তি ঈশ্বর
যিহুহের নামে আরাধনা করিল। [৩৪] পরে
অবরাহাম অনেক দিন পলশ্‌তীয়েরদের দেশে
প্রবাস করিল।

২২ পর্ব্ব।

[১] অপর ঐ সকল কার্য্যের পর এমত হইল
ঈশ্বর অবরাহামের পরীক্ষা লইলেন ও তাহা
কে কহিলেন হে অবরাহাম তাহাতে সে বলিল
দেখ এই আমি। [২] পরে তিনি কহিলেন
এখন তোমার পুত্রকে অর্থাৎ তোমার একই
প্রিয় পুত্র য়িস্‌খাককে লইয়া মোরীয়াহ্ দেশে
যাও এবং আমি যে এক পর্ব্বতের বিষয়ে তো
মাকে বলিব তাহার উপরে তাহাকে হোম
কর।

[৩] তাহাতে প্রাতঃকালে অবরাহাম গাত্রো
ত্থান করিয়া আপন গাধাকে সাজাইল ও আ
পনার সহিত আপন দুই দাস ও আপন পুত্র
য়িস্‌খাককে লইল ও যজ্ঞের কাষ্ঠ কাটিল ও
উঠিয়া যে স্থানের বিষয়ে ঈশ্বর তাহাকে কহিয়া
ছিলেন সে স্থানে গেল। [৪] অপর তৃতীয়
দিনে অবরাহাম ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া অতিদূরে সে
স্থান দেখিল। [৫] পরে অবরাহাম আপন
যুবা মনুষ্যেরদিগকে কহিল তোমরা গর্দ্দভের স
হিত এখানে থাক কিন্তু আমি ও বালক সে স্থা
নে যাইব ও পূজাকরণানন্তর তোমারদিগের নি
কটে ফিরিয়া আসিব। [৬] তাহাতে অবরাহা
ম যজ্ঞের কাষ্ঠ লইয়া আপন পুত্র য়িস্‌খাকের
স্কন্ধে দিল ও আপন হাতে অগ্নি ও খড়্গ লইল
পরে তাহারা দুই জন একত্র চলিল। [৭]
অপর য়িস্‌খাক আপন পিতা অবরাহামকে

কহিল হে আমার পিতা তাহাতে সে কহিল হে
আমার পুত্র দেখ আমি এখানে। সে কহিল
দেখ অগ্নি ও কাষ্ঠ কিন্তু হোমের কারণ মেষের
বাচ্চা কোথা। [৮] পরে অবরাহাম কহিল হে
আমার পুত্র ঈশ্বর হোমার্থে আপনার নিমিত্তে
মেষের বাচ্চা যোগাইবেন তাহাতে তাহারা দুই
জনই একত্র চলিল। [৯] অপর ঈশ্বর তাহাকে
যে স্থানের বিষয়ে কহিয়াছিলেন তাহারা সে স্থা
নে পঁহুছিলে অবরাহাম সে স্থানে এক যজ্ঞবে
দি নির্ম্মাণ করিয়া কাষ্ঠ সাজাইল ও আপন পু
ত্র য়িস্খাককে বাঁধিয়া বেদির উপরিস্থ কাষ্ঠের
উপরে রাখিল। [১০] পরে অবরাহাম আপ
ন হাত বাড়াইয়া আপন পুত্রকে ছেদনের নি
মিত্তে খড়্গাগ্রহণ করিল।
[১১] তাহাতে ঈশ্বরের দূত স্বর্গহইতে তাহা
কে ডাকিয়া কহিলেন হে অবরাহাম হে অবরা
হাম তাহাতে সে বলিল দেখ এই আমি। [১২]
পরে সে কহিল তুমি বালকের প্রতিকূলে হাত বা
ড়াইও না ও তাহার প্রতি কিছু হিংসা করিও না
কেননা এখন আমি জানি যে তুমি ঈশ্বরকে ভয়
করিতেছ যেহেতুক আমাহইতে তুমি আপনার
পুত্রকে অর্থাৎ আপনার একই পুত্রকে দিতে
অসম্মত হইলা না। [১৩] পরে অবরাহাম ঊর্দ্ধ
দৃষ্টি করিয়া দেখিল তাহাতে দেখ তাহার
পশ্চাৎ লতার মধ্যে শৃঙ্গেতে বাঁধা এক মেষ।
তাহাতে অবরাহাম যাইয়া সে মেষকে ধরিয়া
আপন পুত্রের পরিবর্ত্তে হোমের নিমিত্তে তাহা
কে বলি দিল। [১৪] পরে অবরাহাম সে স্থা
নের নাম য়িহুহ য়িরেহ্ রাখিল যেহেতুক অদ্য
পর্য্যন্ত লোকে বলে পর্ব্বতে য়িহুহ দেখেন।
[১৫] পরে য়িহুহের দূত দ্বিতীয়বার স্বর্গহই
তে অবরাহামকে ডাকিয়া কহিল [১৬] যে য়িহুহ
কহিতেছেন আমি আপনাতে দিব্য করিলাম।
[১৭] যে তোমার এ কার্য্যকরণপ্রযুক্ত ও আপ
নার একই পুত্রকে দিতে অসম্মত না হওনপ্রযুক্ত
আমি তোমাকে অবশ্য আশীর্ব্বাদ করিব ও আ
কাশের তারার ন্যায় ও সমুদ্রতীরস্থ বালির ন্যায়
তোমার বংশ নিতান্ত বাড়াইব ও তোমার বংশ
আপন শত্রুদিগের দ্বারে অধিকার করিবে।
[১৮] এবং পৃথিবীর সকল জাতি তোমার বংশে
তে প্রাপ্তাশীর্ব্বাদ হইবে কেননা তুমি আমার
কথা মানিয়াছ। [১৯] পরে অবরাহাম আপন
দাসেরদের নিকটে ফিরিয়া আইল তার পরে
তাহারা উঠিয়া একত্র বিএরশেবআয় গেল ও
অবরাহাম বিএরশেবআতে বাস করিল।
[২০] ঐ কার্য্যের পরে এমত হইল অবরাহা
মের কাছে এ কথা কথিত হইল যে দেখ তোমার
ভ্রাতা নাখোরহইতে মিলকাহ্ পুত্রেরদিগকে
জন্মাইয়াছে। [২১] তাহার জ্যেষ্ঠ ঊস্‌কে ও
তাহার ভ্রাতা বুজকে এবং অরামের পিতা কিমু
এলকে [২২] ও কেশেদ্‌কে ও খজোকে ও পিল
দাশ্‌কে ও য়িদ্‌লাফকে ও বিতূএলকে। [২৩]
এবং বিতূএল রিবিকাহ্‌কে জন্মাইল অবরাহা
মের ভ্রাতা নাখোরহইতে মিলকাহ্ এই আট
জনকে জন্মাইল। [২৪] এবং রিউমাহ্ নামে
তাহার এক উপপত্নী ছিল সে টেবখ্‌কে ও গখ্
মকে ও তখশ্‌কে ও মঅকাহ্‌কে জন্মাইল।

২৩ পর্ব্ব।

[১] অপর শারাহের পরমায়ু একশত সাতা
ইশ বৎসর হইল এই শারাহের আয়ুর বৎসর।
[২] পরে কনআন দেশস্থ কির্য্যৎঅরবঃ নগরে
অর্থাৎ খেবরোণে শারাহ্ মরিল তাহাতে অব
রাহাম শারাহের কারণ শোক ও বিলাপ করি
তে আইল।
[৩] পরে অবরাহাম আপন স্ত্রীর শবের স
ম্মুখহইতে উঠিয়া খেতের সন্তানেরদিগকে ব
লিল। [৪] তোমারদের মধ্যে আমি বিদেশী
ও প্রবাসী অতএব তোমারদের মধ্যে আমাকে
কবরস্থানের অধিকার দেও যে আমি আপন
স্ত্রীর শব আপন সম্মুখহইতে কবরে দিই। [৫]
পরে খেতের সন্তানেরা অবরাহামকে ইহা কহত
প্রত্যুত্তর করিল। [৬] হে আমার প্রভু আমারদি
গের কথা শুন আমারদিগের মধ্যে তুমি ঈশ্বর
বৎ অধ্যক্ষ আমারদিগের সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ক
বরে আপন স্ত্রীর শবকে গাড় তোমার স্ত্রীর শব
কবরে দেওনবিষয়ে আমারদের কেহ তোমাকে
গোর নিষেধ করিবে না। [৭] তাহাতে অবরা
হাম উঠিয়া দেশবাসি খেতের সন্তানেরদিগকে
প্রণাম করিল। [৮] পরে সে তাহারদিগের সহিত
সম্ভাষ করিয়া কহিল যে আমার সম্মুখহইতে
আমার স্ত্রীর শব কবরে দেওন যদি তোমারদি
গের মনস্থ হয় তবে আমার কথা শুন ও সোখ্
রের পুত্র এফরোণকে আমার কারণ যাচ্ঞা কর
[৯] যে সে তাহার ক্ষেত্রের সীমানায় স্থিত মক্
পেলাহ্ কুহর আমাকে দেয় তোমারদের মধ্যে
কবরের অধিকারের জন্যে পূর্ণমূল্যেতে তাহা
আমাকে দেয়। [১০] এফরোণ খেতের সন্তানের
দিগের মধ্যে বাস করিত পরে আপন নগরের
দ্বারে প্রবেশকারি সকলেরদিগকে ইহা কহত খে
তের সন্তানেরদিগের শ্রবণেতে খেতীয় এফরোণ
অবরাহামকে প্রত্যুত্তর করিল। [১১] হে আমার
প্রভু আমার কথা শুন আমি ক্ষেত্র তোমাকে
দিই ও তাহার মধ্যে যে কুহর তাহাও তোমাকে
দিই আপনার লোকের সন্তানেরদের সাক্ষাৎ

আমি তাহা তোমাকে দিই তুমি আপন স্ত্রীর
শব কবরে দেও। [১২] তাহাতে অবরাহাম দে
শের মনুষ্যেরদিগের সম্মুখে প্রণাম করিল [১৩]
ও তাহারদিগের শ্রবণেতে এফরোণকে কহিল য
দি তুমি নিশ্চয় দিবা তবে আমার কথা শুন আ
মি ক্ষেত্রের মুল্য দিব আমার ঠাঁই তাহা লও প
রে আমি আপন স্ত্রীর শব সেখানে কবরে দিব।
[১৪] পরে এফরোণ অবরাহামকে ইহা কহত
প্রত্যুত্তর করিল। [১৫] হে আমার প্রভু আমার
কথা শুন ক্ষেত্রের মূল্য চারিশত শেকেল রূপা
তোমার ও আমার তাহাতে কি কার্য্য তুমি আ
পন স্ত্রীর শব কবরে দেও। [১৬] তাহাতে অ
বরাহাম এফরোণের কথা শুনিয়া খেতের সন্তা
নেরদের শ্রবণে সে যাহা কহিয়াছিল চলনসহী
সে চারিশত শেকেল রূপা এফরোণকে তৌল
করিয়া দিল।

[১৭] পরে এফরোণের যে ক্ষেত্র মক্‌পেলা
হেতে মমরের সম্মুখে ছিল অর্থাৎ সে ক্ষেত্র ও
তাহাতে যে কুহর ও যে সকল বৃক্ষ তাহার চতু
র্দ্দিক্‌স্থ সীমানায় ছিল [১৮] সে সকলেতে খে
তের সন্তানেরদের ও তাহার নগরদ্বারে প্রবেশ
কারি সকল লোকেরদের সম্মুখে অধিকার নিমি
ত্তে অবরাহামের স্বত্ত্ব স্থিরীকৃত হইল।

[১৯] পরে অবরাহাম মমরের সম্মুখস্থ মক্‌
পেলাহের ক্ষেত্রের কুহরে আপন স্ত্রী শারাহ্‌কে
কবর দিল সেই স্থান কনআনদেশস্থ খেব্রোণ।
[২০] ঐরূপে সে ক্ষেত্র ও তাহাতে যে কুহর সে
সকল কবরস্থানের অধিকারের নিমিত্তে খেতের
সন্তানেরদিগহইতে অব্রাহামের প্রতি স্থিরীকৃত
হইল।

২৪ পর্ব্ব।

[১] অপর অবরাহাম বৃদ্ধ এবং বহুবয়স্ক হ
ইল ও য়িহুহ অবরাহামকে সকল বিষয়ে বর দি
য়াছিলেন। [২] পরে অবরাহাম আপনার স
র্ব্বস্বোপরি কর্ত্তৃত্বকারি বৃদ্ধতম দাসকে কহিল এ
খন আমার উরুর নীচে তোমার হাত দেও।
[৩] এবং আমি তোমাকে স্বর্গের ও পৃথিবীর ঈ
শ্বর য়িহুহের নাম লইয়া দিব্য করাইব যে যে কন
আনীয়েরদের মধ্যে আমি বাস করি তাহারদের
কন্যারদের মধ্যহইতে তুমি আমার পুত্রের নিমি
ত্তে কোন কন্যা লইবা না। [৪] কিন্তু আমার দে
শে ও আমার কুটুম্বের নিকটে যাইয়া আমার
পুত্র য়িস্‌খাকের নিমিত্তে কন্যাগ্রহণ করিবা।
[৫] পরে সে দাস তাহাকে কহিল কন্যা যদি আ
মার সহিত এ দেশে আসিতে অসম্মতা হয় তবে
তুমি যে দেশহইতে বাহির হইয়াছ আমি কি
সে দেশে তোমার পুত্রকে নিতান্ত ফিরিয়া লইয়া
যাইব। [৬] তাহাতে অবরাহাম তাহাকে ব
লিল সাবধান হও যে আমার পুত্রকে সে স্থানে
ফিরিয়া না লইয়া যাও। [৭] যিনি আমার
পিতার ঘরহইতে ও আমার জন্মদেশহইতে আ
মাকে আনিয়াছেন এবং আমার সহিত বাক্য
কহিয়াছেন এবং ইহা কহত আমার প্রতি দিব্য
করিয়াছেন যে তোমার বংশকে আমি এ দেশ
দিব এমত যে য়িহুহ স্বর্গের ঈশ্বর তিনি আপন
দূতকে তোমার অগ্রে পাঠাইবেন এবং তুমি
আমার পুত্রের নিমিত্তে সে স্থানে কন্যাগ্রহণ করি
বা। [৮] যদি সে কন্যা তোমার সহিত আসিতে
সম্মতা না হয় তবে আমার এই দিব্যহইতে তুমি
মুক্ত হইবা কেবল আমার পুত্রকে সে স্থানে পু
নর্ব্বার লইয়া যাইও না। [৯] তাহাতে দাস আ
পনপ্রভু অবরাহামের উরুর নীচে হাত দিয়া সে
বিষয়ে তাহার প্রতি দিব্য করিল।

[১০] পরে সে দাস আপনার প্রভুর উষ্ট্রের
দের মধ্যহইতে দশ উষ্ট্র লইয়া যাত্রা করিল কে
ননা তাহার প্রভুর সকল সম্পত্তি তাহার হাতে
ছিল পরে সে উঠিয়া ও আরম নখরয়িম নামে
নাখোরের নগরে গমন করিল। [১১] অপর
যে কালে জলতোলনার্থে কন্যারা বাহির হয়
অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে নগরের বাহিরে জলকূপের
নিকটে সে দাস উটেরদিগকে বসাইল।

[১২] পরে কহিল হে য়িহুহ আমার প্রভু অব
রাহামের ঈশ্বর অদ্য আমার পথবিষয়ে মঙ্গল
করুন ও আমার প্রভু অবরাহামের প্রতি কৃপা
করুন। [১৩] দেখ আমি জলের কূপের নিকটে
দাঁড়াইয়া আছি ও নগরবাসিরদের কন্যারা জল
তোলনার্থে বাহিরে আগমন করে। [১৪] অত
এব এমত হউক আমি যে কন্যাকে বলি তোমার
জলের কলস নামাও যে আমি পান করি তাহা
তে যদি সে বলে পান কর ও তোমার উষ্ট্রেরদিগ
কেও জলপান করাইব তবে আপন দাস য়িস্‌
খাকের নিমিত্তে যে কন্যাকে প্রস্তুত করিয়াছ সে
সেই হউক তাহাতে আমি জানিব যে তুমি আ
মার প্রভুর প্রতি কৃপা করিয়াছ।

[১৫] অপর ঐ কথা সমাপনের পূর্ব্বে এমন
হইল দেখ অবরাহামের ভ্রাতা নাখোরের ভা
র্য্যা মিলকাহের পুত্র বিতূএলের ঔরস কন্যা রিবি
কাহ্ স্কন্ধে কলস করিয়া বাহিরে আইল। [১৬]
সে কন্যা অতিসুন্দরী এবং অবিবাহিতা কোন
পুরুষকর্ত্তৃক উপগতা হয় নাই পরে সে কূপে উ
ত্তীর্ণা হইয়া আপন কলস পূর্ণ করিয়া উঠিয়া
আসিতেছিল [১৭] ইত্যবসরে ঐ দাস তাহার নি
কটে দৌড়িয়া যাইয়া কহিল তোমার কলসহই
তে আমাকে কিছু জলপান করিতে দেও। [১৮]

তাহাতে হে আমার প্রভু পান কর ইহা কহিয়া
সে ত্বরা করিয়া আপন হাতের উপরে কলস না
মাইয়া তাহাকে পান করিতে দিল। [১৯] পরে
তাহাকে পান করাণ সমাপ্ত করিলে সে তাহাকে
বলিল তোমার উটেরদের নিমিত্তে তাহারদের
পানসমাপ্তি নাহওয়াপর্য্যন্ত জল তুলিব। [২০]
তাহাতে সে ত্বরা করিয়া কলসের জল নিপানে
তে ঢালিয়া পুনর্ব্বার জল তুলিতে কূপের নিকটে
দৌড়িল ও তাহার সকল উটেরদের নিমিত্তে জল
তুলিল। [২১] তাহাতে সে মনুষ্য চমৎকৃত হই
য়া য়িহুহ তাহার পথবিষয়ে মঙ্গল করেন বটে
কি না ইহা বুঝিবার নিমিত্তে চুপ করিয়া রহিল।
[২২] পরে এমত হইল উটেরা জল পান করিলে
সে মনুষ্য অর্দ্ধ শেকেল ওজনের এক সোণার
কড়ি ও তাহার হাতের কারণ দশ শেকেল ওজ
নের দুই বিজটা লইয়া কহিল [২৩] তুমি কাহার
কন্যা আমাকে জানাও তোমার পিতার ঘরে
আমারদিগের রাত্রিপ্রবাসের কারণ কি স্থান আ
ছে [২৪] তাহাতে সে তাহাকে কহিল যে না
খোরহইতে মিলকাহ্ যাহাকে জন্মাইয়াছিল সে
বিতূএলের কন্যা আমি। [২৫] সেও তাহাকে
কহিল আমারদের পোয়াল ও কলাই যথেষ্ট
আছে এবং রাত্রি প্রবাসের স্থানও আছে।
[২৬] তাহাতে সে মনুষ্য মস্তক নোয়াইয়া য়িহু
হকে প্রণাম করিল এবং কহিল [২৭] আমার প্র
ভুকে আপন সত্যতা ও দয়ারহিত না করিয়া
ছেন যে আমার প্রভু অবরাহামের ঈশ্বর য়িহুহ
তিনি ধন্য আমি পথগত হইলে য়িহুহ আমার
প্রভুর ভ্রাতার ঘরে আমাকে আনিয়াছেন।
[২৮] পরে সে কন্যা দৌড়িয়া আপন মাতার
ঘরের লোককে এ কথা জানাইল।

[২৯] অপর রিবিকাহের এক ভ্রাতা ছিল তাহার
নাম লাবান সে লাবান বাহিরে কূপের নিকটে
সে মনুষ্যের প্রতি দৌড়িয়া গেল। [৩০] পরে এ
মত হইল যখন লাবান সে কড়ি ও আপন ভগি
নীর হস্তের উপরে বিজটা দেখিল ও আপন ভগি
নী রিবিকাহের কথা শুনিল যে সে মনুষ্য আমা
কে এরূপ বলিল তখন সে ঐ মনুষ্যের নিকটে
আইল এবং দেখ সে মনুষ্য কূপের কিনারায়
উটেরদিগের নিকটে দাঁড়াইয়া আছে। [৩১]
পরে সে বলিল হে য়িহুহকর্ত্তৃক বরপ্রাপ্ত তুমি
ঘরে আইস বাহিরে কেন দাঁড়াইয়া আছ আমি
ঘর ও উটেরদের কারণ স্থান প্রস্তুত করিয়াছি।

[৩২] পরে সে মনুষ্য ঘরে আইল তাহাতে
সে উটেরদিগের সাজ খুলিয়া পোয়াল ও দানা
উটেরদিগের কারণ দিল এবং তাহার ও তাহার
সঙ্গি লোকেরদের পাদপ্রক্ষালনার্থে জল দিল।

[৩৩] পরে ভোজনের কারণ তাহার সম্মুখে অন্ন
রাখিল কিন্তু সে কহিল আমি আপন বক্তব্য বি
ষয় না বলিয়া খাইব না তাহাতে সে কহিল যে
কহ।

[৩৪] পরে সে কহিল আমি অবরাহামের চা
কর য়িহুহ আমার প্রভুকে অতিশয় আশীর্ব্বাদ
করাতে তিনি বড় হইয়াছেন [৩৫] এবং মেষগবা
দি পাল ও রূপা ও সোণা ও দাস ও দাসী ও উট
ও গাধা ইত্যাদি তাহাকে দিয়াছেন। [৩৬] এবং
আমার প্রভুর ভার্য্যা শারাহ্ আপনার বার্দ্ধক্যে
আমার প্রভুর কারণ পুত্র জন্মাইয়াছে এবং সে
আপনার সর্ব্বস্ব তাহাকে দিয়াছে। [৩৭] এবং
আমার প্রভু ইহা কহত আমাকে দিব্য করাইয়া
ছেন যে আমি যে কনআনীয়েরদের মধ্যে বাস
করি তাহারদের পুত্রীরদের মধ্যে আমার পুত্রের
কারণ কোন কন্যা লইও না। [৩৮] কিন্তু আ
মার পিতার ঘরে ও আমার বংশের নিকটে যাই
য়া আমার পুত্রের নিমিত্তে কন্যাগ্রহণ কর। [৩৯]
তাহাতে আমি আপন প্রভুকে বলিলাম যদি সে
কন্যা আমার সহিত না আইসে। [৪০] পরে তি
নি আমাকে বলিলেন যাঁহার সম্মুখে আমি আচা
র করি সে য়িহুহ আপন দূতকে তোমার সহিত
পাঠাইয়া তোমার পথের মঙ্গল করিবেন এবং
তুমি আমার বংশহইতে ও আমার পিতার ঘর
হইতে আমার পুত্রের জন্যে কন্যাগ্রহণ করিবা।
[৪১] আমার কুটুম্বের নিকটে গেলে তুমি আ
মার দিব্যহইতে মুক্ত হইবা তাহারাই তোমাকে য
দি না দেয় তবে তুমি আমার দিব্যহইতে মুক্ত হই
বা। [৪২] পরে আমি আজি কূপের নিকটে আ
ইলাম ও কহিলাম হে আমার প্রভু অবরাহামের
ঈশ্বর য়িহুহ আমি যে পথে চলি তাহার মঙ্গলদা
য়ক যদি তুমি এখন হও। [৪৩] তবে দেখ আমি
জলের কূপের নিকটে দাঁড়াইয়াছি এখন জল
তুলিবার কারণ যে কন্যা বাহিরে আইসে এবং
আমি তাহাকে বলি তোমার কলসহইতে কিছু
জল আমাকে পান করাও ও সে আমাকে বলে
যে পান কর ও তোমার উটেরদের নিমিত্তেও
আমি জল তুলিব [৪৪] তবে সেই সে কন্যা হউক
যাহাকে য়িহুহ আমার প্রভুর পুত্রের কারণ প্র
স্তুত করিয়াছেন। [৪৫] আমি আপন মনে
এই কথা সাঙ্গকরণের পূর্ব্বে দেখ রিবিকাহ্
স্কন্ধে কলস করিয়া বাহিরে আইল ও কূপের
মধ্যে গিয়া জল তুলিল পরে আমি তাহাকে বলি
লাম আমাকে পান করাও। [৪৬] তাহাতে সে
ত্বরা করিয়া আপনাহইতে কলস নামাইল ও
কহিল পান কর পরে তোমার উটেরদিগকেও
পান করাইব তাহাতে আমি পান করিলাম এবং

সে উটেরদিগকেও পান করাইল। [৪৭] অপর আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলাম তুমি কাহার কন্যা তাহাতে সে কহিল নাখোরের ঔর সে মিলকাহ্ যাহাকে জন্মাইল ঐ নাখোরের সে পুত্র বিতূএলের কন্যা আমি পরে আমি তাহাকে কড়ি পরাইলাম ও তাহার দুই হস্তের উপরে বিজটা দিলাম। [৪৮] অপর আমি ভূমিপতিত হইয়া য়িহুহকে প্রণাম করিলাম ও আমার প্রভুর ভ্রাতৃকন্যাকে তাহার পুত্রের কারণ গ্রহণার্থে আমাকে প্রকৃত পথে আনয়নকারি আমার প্রভু অবরাহামের ঈশ্বর য়িহুহের ধন্যবাদ করিলাম। [৪৯] অতএব এখন যদি তোমরা আমার প্রভুর প্রতি কৃপা ও যথার্থ কর তবে আমাকে কহ ও যদি না তবেও আমাকে কহ যে আমি দক্ষিণে কিম্বা বামে প্রস্থান করিতে পারি।

[৫০] তাহাতে লাবান ও বিতূএল প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল এ বাক্য য়িহুহহইতে নির্গত হইয়াছে আমরা তোমাকে ভাল মন্দ কিছু কহিতে পারি না। [৫১] দেখ রিবিকাহ্ তোমার সম্মুখে আছে তাহাকে লও ও যাও ও যেমন য়িহুহ কহিয়াছেন তেমন সে তোমার প্রভুর পুত্রের ভার্য্যা হউক। [৫২] তাহাতে এমত হইল অবরাহামের দাস তাহারদের বাক্য শুনিয়া ভূমিপতিত হইয়া য়িহুহকে প্রণাম করিল [৫৩] পরে সে দাস রূপার পাত্র ও সোণার পাত্র ও বস্ত্র বাহির করিয়া রিবিকাহ্কে দিল এবং তাহার ভ্রাতাকে ও তাহার মাতাকেও বহুমুল্য দ্রব্য দিল। [৫৪] পরে তাহার সঙ্গি লোকেরা খাইল ও পান করিল ও সে ও রাত্রি প্রবাস করিল পরে প্রাতঃকালে উঠিয়া সে বলিল আমার প্রভুর নিকটে যাইতে আমাকে বিদায় কর। [৫৫] তাহাতে তাহার ভ্রাতা ও তাহার মাতা বলিল কন্যা কিছু দিন আমারদের সহিত থাকুক নিদান দশ দিন পরে সে যাইবে। [৫৬] তাহাতে সে তাহারদিগকে বলিল আমাকে বিলম্ব করাইও না কেননা য়িহুহ আমার পথ সার্থক করিয়াছেন আমাকে বিদায় কর যে আমি আপন প্রভুর নিকটে যাই। [৫৭] পরে তাহারা কহিল আমরা কন্যাকে ডাকি ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করি [৫৮] তাহাতে তাহারা রিবিকাহ্কে ডাকিয়া তাহাকে কহিল তুমি কি এই মানুষের সহিত যাইবা তাহাতে সে কহিল যাইব।

[৫৯] পরে তাহারা আপনারদিগের ভগিনী রিবিকাহ্কে ও তাহার ধাঈকে ও অবরাহামের দাসকে ও তাহার লোকেরদিগকে বিদায় করিল [৬০] এবং তাহারা রিবিকাহ্কে আশীর্ব্বাদ দিয়া তাহাকে বলিল তুমি আমারদের ভগিনী তুমি কোটি২ বংশজননী হও এবং তোমার বংশ আপনারদের ঘৃণাকারিরদের দ্বারের অধিকারী হউক। [৬১] পরে রিবিকাহ্ ও তাহার দাসীরা উঠিল ও উটেরদের উপর আরোহণ করিয়া সে মনুষ্যের পশ্চাৎ চলিল ঐরূপ দাস রিবিকাহ্কে লইয়া প্রস্থান করিল। [৬২] অপর য়িস্‌খাক বিএর লখৃঈ রোঈতে আইল কেননা সে দক্ষিণ দেশে বাস করিল। [৬৩] পরে য়িস্‌খাক সন্ধ্যা কালে ধ্যানের নিমিত্তে মাঠে গেল এবং উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া দেখিল যে দেখ উটেরা আসিতেছে। [৬৪] এবং রিবিকাহ্ উর্দ্ধদৃষ্টি করিল ও য়িস্‌খাককে দেখিয়া উটহইতে নামিল। [৬৫] কেননা দাসকে সে কহিয়াছিল যে আমারদের সহিত মিলনার্থে মাঠে ভ্রমণকারী এ কোন মনুষ্য দাসও তাহাকে কহিয়াছিল যে উনি আমার প্রভু অতএব সে চাদর লইয়া আপনাকে আবৃতা করিল। [৬৬] পরে সে দাস যাহা২ করিয়াছিল সে সকল য়িস্‌খাককে কহিল। [৬৭] এবং য়িস্‌খাক আপন মাতা শারাহের তাম্বুতে তাহাকে আনিল ও রিবিকাহ্কে গ্রহণ করিল তাহাতে সে তাহার ভার্য্যা হইল ও সে তাহাকে প্রেম করিল এবং য়িস্‌খাক আপন মাতার মরণের পরে সান্ত্বনা পাইল।

২৫ পর্ব্ব।

[১] অপর অবরাহাম পুনর্ব্বার বিবাহ করিল তাহার স্ত্রীর নাম কিটূরাহ্। [২] এবং সে জিমরাণকে ও য়াকশানকে ও মিদানকে ও মিদিয়ানকে ও য়িশ্‌বাককে ও শূঅখকে তাহার ঔরসে জন্মাইল। [৩] পরে য়াকশান শিবাকে ও দিদানকে জন্মাইল এবং দিদানের পুত্রেরা এই২ আশূরিম ও লিটূশিম ও লিউমিম। [৪] এবং মিদিয়ানের পুত্রেরা এফাহ্ ও এফের ও খনোক ও অবীদা ও এলদাআহ্ এ সকল কিটূরাহের সন্তান।

[৫] পরে অবরাহাম আপন সর্ব্বস্ব য়িস্‌খাককে দিল। [৬] এবং অবরাহাম আপন উপপত্নীরদের পুত্রেরদিগকেও কিছু২ দিল এবং আপন জীবদ্দশাতে আপন পুত্র য়িস্‌খাকহইতে তাহারদিগকে পৃথক্ করিয়া পূর্ব্বদিগে পূর্ব্ব দেশে বিদায় করিল।

[৭] অপর অবরাহাম এক শত পঁচাত্তর বৎসর বাঁচিল এই তাহার পরমায়ু দিন। [৮] পরে অবরাহাম উত্তম বার্দ্ধক্যে বৃদ্ধ ও সম্পূর্ণায়ুঃ হইয়া মরিল ও আপন লোকেরদের সহিত সংগৃহীত হইল। [৯] এবং মমরের সম্মুখে খেতীয় সোখরের পুত্র এফরোণের ক্ষেত্রেতে মক্‌পেলাহের কুহরে তাহার পুত্র য়িস্‌খাক ও য়িশ্মা

এল তাহাকে কবরে দিল। [১০] খেতের সন্তা
নেরদেরহইতে অবরাহাম যে ভূমি কিনিয়াছিল
তাহাতে অবরাহাম ও তাহার স্ত্রী শারাহ্ কবর
প্রাপ্ত হইল।

[১১] অপর অবরাহামের মরণের পর এমত
হইল ঈশ্বর তাহার পুত্র য়িস্খাককে আশীর্ব্বাদ
করিলেন ও য়িস্খাক লখ্ঈ রোঈ কূপনিকটে
বাস করিল।

[১২] অপর শারাহের দাসী মিসরীয়া হা
গার অবরাহামের ঔরসে যাহাকে জন্মাইয়া
ছিল অবরাহামের সে পুত্র য়িশমাএলের এই২
সন্তান জন্মিল। [১৩] য়িশ্মাএলের পুত্রের
দিগের আপন২ নাম ও আপন২ বংশানুসারে
এই২ তাহারদের নাম জ্যেষ্ঠ নিবায়োৎ তৎপরে
কেদার ও অদ্‌বিএল ও মিবশাম। [১৪] ও মিশ্
মত্ত ও দূমাহ্ ও মশা [১৫] ও খদর ও তীমা ও
য়িটুর ও নাফীস্ ও কেদিমাহ্ ইহারা য়িশ্মাএ
লের পুত্র। [১৬] তাহারদের গ্রাম ও পুরুষানুসা
রে এই২ তাহারদের নাম তাহারদের বংশানুক্র
মে দ্বাদশ জন অধ্যক্ষ। [১৭] এবং য়িশ্মাএ
লের পরমায়ু একশত সাঁইত্রিশ বৎসর ছিল
পরে সে প্রাণত্যাগ করিল আপন লোকেরদের
সহিত সংগৃহীত হইল। [১৮] খবীলাহ্হইতে মি
সরসম্মুখস্থ শূরপর্য্যন্ত যে পথ আশূরের দিগে
যায় সেখানে তাহারা বাস করিল এবং য়িশ্মা
এল্ আপন সকল ভ্রাতারদের সম্মুখে মরিল।

[১৯] অপর অবরাহামের পুত্র য়িস্খাকের বং
শাবলি এই অবরাহাম য়িস্খাককে জন্মাইল।
[২০] এবং য়িস্খাক চল্লিশ বৎসরবয়স্ক হইলে
আরমীয় লাবানের ভগিনী অথচ পদনারমস্থ
বিতূএলের কন্যা রিবিকাহ্কে ভার্য্যার্থে গ্রহণ ক
রিল [২১] পরে য়িস্খাক আপন স্ত্রীর বিষয়ে
য়িহুহকে প্রার্থনা করিল কেননা সে বন্ধ্যা ছিল
এবং তৎকর্ত্তৃক য়িহুহ প্রার্থিত হইলেন তাহাতে
তাহার স্ত্রী রিবিকাহ্ গর্ভধারণ করিল। [২২] প
রে তাহার গর্ভে বালকেরা জড়াজড়ি করিল তা
হাতে সে বলিল যদি এমত হয় তবে কেন আ
মি এমন পরে য়িহুহের নিকটে জিজ্ঞাসা করি
তে গেল। [২৩] তাহাতে য়িহুহ তাহাকে কহি
লেন তোমার জরায়ুতে দুই জাতি আছে তো
মার উদরহইতে দুই প্রকার লোক পৃথক্ করা যা
ইবে এক লোক অন্য লোকহইতে বলবান্ হই
বে ও জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের সেবা করিবে।

[২৪] পরে তাহার প্রসবের দিন সম্পূর্ণ হইলে
দেখ তাহার জরায়ুতে যমক সন্তান হইল। [২৫]
এবং রক্তবর্ণ ও লোমময় বস্ত্রের ন্যায় লোমশ
জ্যেষ্ঠ নির্গত হইল তাহাতে তাহারা তাহার নাম
এশাব রাখিল। তাহার পরে তাহার ভাই নি
র্গত হইল তাহার হাত এশাবের গুড়মুড় ধরিল
ও তাহার নাম য়অ্যাকুব রাখা গেল। [২৬] য়ি
স্খাকের ষাটি বৎসর বয়স হইলে সে তাহার
দিগকে প্রসব করিল। [২৭] পরে সে দুই বা
লক বাড়িল এবং এশাব মৃগয়াজ্ঞ ও বনমানুষ
হইল কিন্তু য়অ্যাকুব সরল মানুষ ও তাম্বুতে বা
সকারী হইল। [২৮] পরে য়িস্খাক এশাবকে
প্রেম করিল কেননা তাহার মুখে মৃগমাংস সুস্বা
দু হইল কিন্তু রিবিকাহ্ য়অ্যাকুবকে প্রেম করিল।

[২৯] পরে য়অ্যাকুব ব্যঞ্জন পাক করিতেছিল
ইতিমধ্যে এশাব ক্ষেত্রহইতে আইল। এবং সে
শ্রান্ত ছিল। [৩০] পরে এশাব য়অ্যাকুবকে ব
লিল এখন আমাকে সে রাঙ্গা ব্যঞ্জন ভোজন
করাও কেননা আমি শ্রান্ত আছি তৎপ্রযুক্ত তা
হার নাম এদোম খ্যাত হইল। [৩১] তাহাতে
য়অ্যাকুব বলিল আজি তোমার জ্যোষ্ঠাধিকার
আমার কাছে বিক্রয় কর। [৩২] তখন এশাব
বলিল দেখ আমি ম্রিয়মাণ অতএব এ জ্যেষ্ঠাধি
কারেতে আমার কি ফল। [৩৩] য়অ্যাকুব ব
লিল আমার প্রতি অদ্য দিব্য কর পরে সে তা
হার প্রতি দিব্য করিয়া আপন জ্যেষ্ঠাধিকার য়
অ্যাকুবের কাছে বিক্রয় করিল। [৩৪] পরে
য়অ্যাকুব এশাবকে রুটি ও মসূরের ব্যঞ্জন দিল
তাহাতে সে খাইল ও পান করিল পরে উঠিয়া
বাহিরে গেল এতদ্রূপে এশাব আপন জ্যেষ্ঠাধি
কার তুচ্ছ করিল।

২৬ পর্ব্ব।

[১] পরে অবরাহামের কালে যে প্রথম দু
র্ভিক্ষ হইয়াছিল তদ্ভিন্ন সে দেশে অন্য এক দু
র্ভিক্ষ হইল তাহাতে য়িস্খাক পলশ্তীয়েরদের
রাজা আবিমেলেকের নিকটে গিরারে আইল।
[২] পরে য়িহুহ তাহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন
তুমি মিসর দেশে যাইও না যে দেশের বিষয়ে
আমি তোমাকে কহিব সে দেশে বাস কর।
[৩] এ দেশে প্রবাস কর এবং আমি তোমার
সহবর্ত্তী হইব ও তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব কে
ননা তোমাকে ও তোমার সন্তানেরদিগকে এ স
কল দেশ দিব তোমার পিতা অবরাহামের প্রতি
যে দিব্য করিয়াছি সে দিব্য নিষ্পন্ন করিব। [৪]
এবং আকাশের তারার ন্যায় তোমার বংশ
বাড়াইব ও তোমার বংশকে এ সকল দেশ দিব।
[৫] এবং তোমার বংশদ্বারা পৃথিবীর সকল
জাতি প্রাপ্তাশীর্ব্বাদ হইবে যেহেতুক অবরাহাম
আমার বাক্য শুনিয়াছে এবং আমার নিয়োগ
ও আমার আজ্ঞা ও আমার বিধি ও আমার
শাস্ত্র পালন করিয়াছে।

[৬] অপর য়িস্‌খাক গিরারদেশে বাস ক
রিল। [৭] পরে সে স্থানের মনুষ্যেরা তাহার
ভার্য্যার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিল তাহাতে সে ক
হিল যে সে আমার ভগিনী কেননা সে আমার
ভার্য্যা ইহা কহিতে সে ভীতা হইল পাছে রিবি
কাহের জন্যে সে স্থানের লোকেরা আমাকে
নষ্ট করে যেহেতুক সে অতিসুন্দরী ছিল। [৮]
পরে এমত হইল সেখানে তাহার বিস্তর বিলম্ব
হইলে পলশ্‌তীয়েরদের রাজা আবিমেলেক্ ঝর
কা দিয়া দেখিল যে দেখ য়িস্‌খাক আপন ভা
র্য্যা রিবিকাহের সহিত ক্রীড়া করিতেছে [৯]
তাহাতে আবিমেলেক্ য়িস্‌খাককে ডাকিয়া ক
হিল দেখ সে নিঃসন্দেহ তোমার ভার্য্যা অত
এব সে আমার ভগিনী ইহা কেন কহিলা য়িস্
খাক তাহাকে কহিল যে আমি কহিলাম পাছে
তাহার কারণ আমার মরণ হয়। [১০] পরে
আবিমেলেক্ কহিল আমারদের প্রতি তুমি কি
করিয়াছ লোকেরদের মধ্যে কেহ যদি তোমার
স্ত্রীর সহিত শয়ন করিত তবে আমারদের উপর
তুমি দোষ আনিতা। [১১] তাহাতে আবিমে
লেক্ ইহা কহত সকল লোককে আজ্ঞা করিল যে
এ মনুষ্যকে কিম্বা ইহার ভার্য্যাকে যে স্পর্শ করে
সে নিতান্ত মারা যাবে। [১২] অপর য়িস্‌খাক
সেই দেশে বীজ বুনিল ও সেই বৎসরেই একশত
গুণ ফল পাইল এবং ঈশ্বর তাহাকে আশীর্ব্বাদ
করিলেন। [১৩] পরে সে মনুষ্য বর্দ্ধিষ্ণু হইল
ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়াতে অতিশয় সমৃদ্ধ হ
ইল। [১৪] কেননা তাহার গোধন ও মেষধন
ও অনেক দাস ছিল তাহাতে পলশ্‌তীয়েরা তা
হাকে ঈর্ষ্যা করিল। [১৫] যেহেতুক তাহার পি
তা অবরাহামের কালে তাহার পিতার দাসেরা
যেং কূপ খনন করিয়াছিল সে সকল কূপ পলশ্
তীয়েরা বন্ধ করিয়াছিল ও মৃত্তিকাতে ভরাই
য়াছিল। [১৬] পরে আবিমেলেক্ য়িস্‌খাক
কে কহিল তুমি আমারদের নিকটহইতে যাও
কেননা তুমি আমারদেরহইতে অতিবলবান্।

[১৭] পরে য়িস্‌খাক সে স্থানহইতে গেল ও
গিরারের তলীতে তাম্বু খাড়া করিয়া সেখানে
বসতি করিল। [১৮] পরে য়িস্‌খাকের পিতা
অবরাহামের কালে তাহারা যেং জলকূপ খুদি
য়াছিল কিন্তু অবরাহামের মৃত্যুর পরে পলশ্
তীয়েরা তাহা মুদিয়াছিল য়িস্‌খাক সে কূপস
কল পুনর্ব্বার খুদিল এবং আপন পিতা তাহার
দের যেং নাম রাখিয়াছিল সে তাহারদের
সেইং নাম রাখিল। [১৯] অপর য়িস্‌খাকের
দাসেরা তলীতে খুদিল ও সে স্থানে প্রবাহি জ
লের এক কূপ পাইল। [২০] তাহাতে গিরারের
রাখালেরা য়িস্‌খাকের রাখালেরদের সহিত এ
জল আমারদিগের ইহা কহত বিবাদ করিল সেই
হেতুক সে ঐ কূপের নাম এশেক্ রাখিল কেননা
তাহারা তাহার সহিত বিবাদ করিল। [২১]
পরে তাহারা অন্য এক কূপ খুদিল ও তাহার
নিমিত্তেও বিবাদ করিল তাহাতে সে তাহার নাম
শিটনাহ্ রাখিল। [২২] পরে সে ঐ স্থানহই
তে প্রস্থান করিয়া অন্য এক কূপ খুদিল তাহার
বিষয়ে তাহারা বিবাদ করিল না অতএব সে তা
হার নাম রিখোবোৎ রাখিল কেননা সে কহিল
যে এখন য়িহুহ আমার নিমিত্তে স্থান করিয়া
ছেন এবং আমরা এ দেশে বর্দ্ধিষ্ণু হইব। [২৩]
অপর সে ঐ স্থানহইতে বিএরশেবায় গেল [২৪]
এবং য়িহুহ তাহার কাছে সেই রাত্রিতে দেখা
দিয়া কহিলেন আমি তোমার পিতা অবরাহা
মের ঈশ্বর ভয় করিও না কেননা আমি তোমার
সহিত আছি ও তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব ও
অবরাহাম আমার দাসপ্রযুক্ত তোমার বংশকে
বাড়াইব। [২৫] পরে সেস্থানে সে এক বেদি
নির্ম্মাণ করিয়া য়িহুহের নামে প্রার্থনা করিল ও
সেখানে আপনার তাম্বু খাড়া করিল পরে য়িস্
খাকের দাসেরা সে স্থানে এক কূপ খুদিল।

[২৬] অপর সে সময়ে আবিমেলেক্ ও তা
হার এক জন সখা আখুজত ও তাহার সেনাপ
তি ফীকোল গিরারহইতে তাহার নিকটে গেল।
[২৭] তাহাতে য়িস্‌খাক তাহারদিগকে বলিল
যে তোমরা কেন আমার নিকটে আসিয়াছ যে
হেতুক তোমরা দ্বেষ করিয়া তোমারদের মধ্যহ
ইতে আমাকে তাড়িয়া দিয়াছ। [২৮] তাহারা
কহিল আমরা নিতান্ত দেখিয়াছি যে য়িহুহ তো
মার সহিত আছেন তাহাতে আমরা কহিয়াছি
যে এখন আমারদের পরস্পর দিব্য হউক অ
র্থাৎ আমারদের ও তোমারদের মধ্যে এবং
আমরা তোমার সহিত এক নিয়ম করি [২৯]
যে যেমত আমরা তোমাকে স্পর্শ করি নাই বরং
তোমার প্রতি কেবল ভালই করিয়াছি এবং তো
মাকে শান্তিতে বিদায় করিয়াছি তেমন তুমি আ
মারদের মন্দ না করিবা এখন তুমি য়িহুহকর্ত্তৃক
আশীঃপ্রাপ্ত হইয়াছ। [৩০] পরে সে তাহার
দের নিমিত্তে ভোজ প্রস্তুত করিল তাহাতে তাহা
রা ভোজন পান করিল [৩১] পরে তাহারা অতি
প্রত্যূষে উঠিয়া পরস্পর দিব্য করিল এবং য়িস্
খাক তাহারদিগকে বিদায় করিল তাহাতে তা
হারা তাহার নিকটহইতে শান্তিতে প্রস্থান করি
ল। [৩২] অপর সেই দিবসে এমত হইল য়িস্
খাকের দাসেরা আসিয়া যে কূপ খুদিয়াছিল
তাহার বিষয়ে তাহাকে জ্ঞাত করাইয়া কহিল যে

আমরা জল পাইয়াছি [৩৩] তাহাতে সে তা
হার নাম শিবাহ্ রাখিল সেইহেতুক সে নগরের
নাম আজিপর্য্যন্ত বিএরশিবা হইল।
[৩৪] অপর যখন এশাব খিতীয় বিএরির
কন্যা য়িহূদীতকে ও খেতীয় এলোনের কন্যা বা
শিমতকে বিবাহ করিল তখন সে চল্লিশ বৎসর
বয়স্ক ছিল [৩৫] এবং তাহারা য়িস্খাক ও রি
বিকাহের অন্তঃকরণে দুখঃদায়িকা ছিল ।

২৭ পৰ্ব্ব।

[১] অপর এমত হইল যখন য়িস্খাক বৃদ্ধ
হইয়া চক্ষুঃক্ষীণতাপ্রযুক্ত দৃষ্টিহীন হইল তখন
সে আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র এশাবকে ডাকিয়া তাহা
কে কহিল হে আমার পুত্র তাহাতে সে তাহাকে
কহিল যে দেখ এই আমি। [২] সে তাহাকে কহি
ল যে দেখ এখন আমি বৃদ্ধ হইয়াছি আমি আ
পন মরণদিন জানি না [৩] অতএব তুমি এখন
আপন অস্ত্র অর্থাৎ তোমার তূণ ও ধনুক লইয়া
বনে যাও [৪] ও আমার কারণ মৃগান্বেষণ
করিয়া আমার যাহাতে রুচি এমত সুস্বাদু ভক্ষ্য
আমার কারণ পাককরণানন্তর আমার নিকটে
আন যে আমি খাই ও আমার মরণের পূর্ব্বে
আমার আত্মা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করে। [৫]
আপন পুত্র এশাবের সহিত য়িস্খাকের কথন
কালে রিবিকাহ্ সে কথা শুনিল পরে এশাব হ
রিণ অন্বেষণ করিয়া আনিতে বনে গেল।
[৬] অপর রিবিকাহ্ আপন পুত্র য়অ্যাকুব
কে কহিল [৭] যে দেখ হরিণমাংস আনিয়া আ
মার কারণ সুস্বাদু ভক্ষ্য পাক কর যে আমি খাই
ও আমার মরণের পূর্ব্বে য়িহুহের সম্মুখে তো
মাকে আশীর্ব্বাদ দি তোমার ভ্রাতা এশাবকে এ
বাক্যবাদি তোমার পিতার এ কথা আমি শুনিয়া
ছি। [৮] অতএব আমার পুত্র এখন আমি তো
মাকে যে আজ্ঞা করি তদনুসারে কর্ম্ম কর। [৯]
এখন পালেতে যাও ও সেখানহইতে ভাল দুই
টা ছাগলের বাচ্চা আন এবং তোমার পিতা
যাহা ভাল বাসেন এমত সুস্বাদু ভক্ষ্য আমি পাক
করিব। [১০] পরে তিনি খাইয়া আপন মর
ণের পূর্ব্বে যে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করেন এই
নিমিত্তে তুমি তাহা তোমার পিতার নিকটে লই
য়া যাইবা। [১১] তাহাতে য়অ্যাকুব আপন
মাতা রিবিকাহ্কে কহিল যে দেখ আমার ভ্রাতা
এশাব লোমশ মানুষ কিন্তু আমি নির্লোমা [১২]
হইতে পারে যে আমার পিতা আমাকে স্পর্শ
করিবেন তাহাতে আমি তাহার দৃষ্টিতে প্রবঞ্চক
স্বরূপ হইয়া আপনার উপরে শাপ আনি কিন্তু
আশীর্ব্বাদ নয়। [১৩] পরে তাহার মাতা তা
হাকে কহিল হে আমার পুত্র সে শাপ আমার
উপরে হউক কেবল আমার কথায় অবধান করি
য়া সে বাচ্চাকে আন। [১৪] তাহাতে সে গেল ও
লইয়া আপনার মাতার নিকটে আনিল পরে
তাহার মাতা তাহার পিতার প্রিয় সুস্বাদু ভক্ষ্য
প্রস্তুত করিল। [১৫] পরে আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র এ
শাবের যে সুন্দর বস্ত্র তাহার নিকটে ঘরে ছিল
রিবিকাহ্ তাহা লইয়া আপন কনিষ্ঠ পুত্র য়অ্যা
কুবের গায়ে দিল। [১৬] ও ছাগলেরদের চর্ম্ম
তাহার দুই হাতের উপরে ও তাহার গ্রীবার
উপরে পরাইল। [১৭] এবং যে সুস্বাদু ভক্ষ্য
ও রুটি পাক করিয়াছিল তাহা আপন কনিষ্ঠ
পুত্র য়অ্যাকুবের হস্তে দিল।
[১৮] পরে সে আপন পিতার নিকটে যাই
য়া কহিল হে আমার পিতা তাহাতে সে বলিল
দেখ এই আমি হে আমার পুত্র তুমি কে। [১৯]
পরে য়অ্যাকুব আপন পিতাকে বলিল আমি
তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র এশাব যেমন তুমি আমাকে
আজ্ঞা করিয়াছিলা তেমন আমি করিয়াছি অত
এব এখন আমি এই নিবেদন করি যে আপনি
উঠুন ও বসিয়া আমার আনীত মৃগমাংস খাউন
যে আপনকার প্রাণ আমাকে আশীর্ব্বাদ করে।
[২০] তাহাতে য়িস্খাক আপন পুত্রকে কহিল
হে পুত্র তুমি যে তাহা এত শীঘ্র পাইয়াছ এ
কেমন সে বলিল তোমার ঈশ্বর য়িহুহ তাহা
আমার সম্মুখে আনিয়া দিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত।
[২১] পরে য়িস্খাক য়অ্যাকুবকে কহিল হে আ
মার পুত্র নিকটে আইস যে আমি তোমাকে
স্পর্শ করিয়া দেখি তুমি নিশ্চয় আমার পুত্র
এশাব কি না। [২২] তাহাতে য়অ্যাকুব আ
পন পিতা য়িস্খাকের নিকটে গেল ও সে তা
হাকে স্পর্শ করিয়া কহিল যে বাক্য য়অ্যাকুবের
বটে কিন্তু হস্ত এশাবের। [২৩] অতএব সে তা
হাকে চিনিল না কেননা যেমন তাহার ভাই এ
শাবের হাত তেমন তাহার হাত লোমযুক্ত ছিল
পরে সে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল
[২৪] তুমি কি নিশ্চয় আমার পুত্র এশাব তাহা
তে সে কহিল আমি সেই [২৫] পরে সে কহিল
হে পুত্র নিকটে আন আমি আপন পুত্রের
আনীত মৃগমাংস ভোজন করি যে আমার প্রাণ
তোমাকে আশীর্ব্বাদ করে পরে সে নিকটে আ
নিল তাহাতে সে খাইল পরে তাহার নিকটে
দ্রাক্ষারস আনিল তাহাতে সে পান করিল।
[২৬] পরে তাহার পিতা য়িস্খাক তাহাকে ব
লিল হে আমার পুত্র নিকটে আসিয়া আমা
কে চুম্বন কর [২৭] তাহাতে সে নিকটে যাইয়া
তাহাকে চুম্বন করিল ও সে তাহার বস্ত্রের ঘ্রাণ
পাইয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল দেখ

য়িজুহেতে আশীঃপ্রাপ্ত কোন ক্ষেত্রের গন্ধের
ন্যায় আমার পুত্রের গন্ধ।[২৮] অতএব ঈশ্বর
স্বর্গের নীহারহইতে ও পৃথিবীর উর্ব্বরা ভূমিহই
তে উৎপন্ন শস্য ও দ্রাক্ষারসের বাহুল্য তোমাকে
দিউন। [২৯] লোকসমূহেরা তোমাকে সেবা
করুক ও ভিন্ন জাতীয়েরা তোমাকে প্রণাম করুক
তুমি আপন ভ্রাতারদের মধ্যে প্রধান হও ও তো
মার মাতৃপুত্রেরা তোমাকে প্রণাম করুক তোমা
কে যে শাপ দেয় সে শাপগ্রস্ত হউক ও তোমাকে
যে আশীর্ব্বাদ দেয় সে আশীঃপ্রাপ্ত হউক।

[৩০] অপর এমত হইল যখন য়িস্‌খ্বাক য়অ্যা
কুবকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সমাপন করিয়াছিল
ও য়অ্যাকুব আপন পিতা য়িস্‌খ্বাকের সম্মুখহই
তে নির্গত প্রায় হয় নাই সে সময়ে তাহার ভ্রা
তা এশাব মৃগয়াহইতে আইল। [৩১] সেও সু
স্বাদু মাংস পাক করিয়া আপন পিতার নিকটে
আনিয়া আপন পিতাকে বলিল হে পিতা উঠুন
ও আপন পুত্রের মৃগমাংসভোজন করুন যে
আপনকার প্রাণ আমাকে আশীর্ব্বাদ করে।
[৩২] তাহাতে তাহার পিতা য়িস্‌খ্বাক তাহাকে
কহিল তুমি কে সে বলিল আমি তোমার পুত্র
তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র এশাবই। [৩৩] তাহাতে
য়িস্‌খ্বাক অতিশয় কাঁপিল ও কহিল কেটা সে
কোথায় যে মৃগ ধরিয়া আমার নিকটে আনি
য়াছে এবং তোমার আইসনের পূর্ব্বে সে সকল
খাইয়া আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছি
এবং সেই আশীঃপ্রাপ্ত হইবে। [৩৪] পরে
এশাব আপন পিতার কথা শুনিয়া অতিশয় বি
লাপপূর্ব্বক অতিকটুরূপে ক্রন্দন করিতে লাগিল
এবং আপন পিতাকে কহিল হে আমার পিতা
আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন আমাকেই। [৩৫]
তাহাতে সে কহিল তোমার ভ্রাতা কপটেতে আ
সিয়া তোমার আশীর্ব্বাদ কাড়িয়া লইয়াছে।
[৩৬] পরে সে কহিল যে তাহার নাম কি যথার্থ
রূপে য়অ্যাকুব নয় কেননা সে আমার প্রতি দুই
বার বঞ্চনা করিয়াছে সে আমার জ্যেষ্ঠাধিকার
কাড়িয়া লইয়াছে এবং দেখ এখন সে আমার
আশীর্ব্বাদও লইয়াছে। অনন্তরে সে বলিল
তুমি কি আমার জন্যে একটী আশীর্ব্বাদ রাখ
নাই। [৩৭] তাহাতে য়িস্‌খ্বাক প্রত্যুত্তর করি
য়া এশাবকে কহিল হে আমার পুত্র দেখ আমি
তাহাকে তোমার প্রভু করিয়াছি ও তাহার সকল
ভ্রাতারদিগকে তাহার দাসহওনের কারণ দিয়া
ছি এবং শস্য ও দ্রাক্ষারসদ্বারা তাহাকে ভরণ
পোষণ করিয়াছি অতএব এখন হে আমার
পুত্র তোমার কারণ কি করিব। [৩৮] তাহাতে
এশাব আপন পিতাকে কহিল হে আমার পিতা
তোমার কি কেবল একই আশীর্ব্বাদ ছিল হে
আমার পিতা আমাকে আমাকেই আশীর্ব্বাদ
করুন পরে এশাব উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লা
গিল। [৩৯] অনন্তর তাহার পিতা য়িস্‌খ্বাক
প্রত্যুত্তর করিয়া তাহাকে কহিল যে দেখ পৃথি
বীর উর্ব্বরা ভূমিতে তোমার নিবাস হইবে ও উ
পরিস্থ স্বর্গের শিশিরেতে প্রতিপালিত হইবা।
[৪০] তুমি আপন করবালোপজীবী হইয়া আ
পন ভ্রাতার সেবা করিবা কিন্তু এমন হইবে য
খন তুমি প্রভুত্বপ্রাপ্ত হইবা তখন তুমি আপন
ঘাড়হইতে তাহার যোঁয়ালি ভাঙ্গিবা।

[৪১] অপর তাহার পিতা তাহাকে যে আ
শীর্ব্বাদ করিল সে আশীর্ব্বাদপ্রযুক্ত এশাব য়অ্যা
কুবের প্রতি দ্বেষ করিল ও আপন মনে কহিল
যে আমার পিতার বিষয়ে শোককরণদিন নি
কটবর্ত্তি হইতেছে হইলে আমি আপন ভ্রাতা
য়অ্যাকুবকে মারিয়া ফেলিব। [৪২] পরে আ
পন জ্যেষ্ঠ পুত্র এশাবের ঐ কথা রিবিকাহের
শ্রবণে কহা গেল তাহাতে সে লোক পাঠাইয়া
আপন কনিষ্ঠ পুত্র য়অ্যাকুবকে ডাকাইয়া কহি
ল যে দেখ তোমার ভ্রাতা এশাব তোমার বধ
মনে স্থির করিয়া তোমার বিষয়ে আপনাকে সা
ন্ত্বনা করিতেছে। [৪৩] অতএব হে আমার
পুত্র সম্প্রতি আমার কথা শুন উঠ ও আমার ভ্রা
তা লাবানের নিকট খ্বারাণদেশে পলাও।[৪৪]
এবং যেপর্য্যন্ত তোমার ভ্রাতার ক্রোধ শীতল না
হয় অর্থাৎ যেপর্য্যন্ত তোমার ভ্রাতার ক্রোধ
তোমাহইতে না ফিরে ও তুমি তাহার প্রতি যাহা
করিয়াছ সে সকল বিস্মৃত না হয় [৪৫] সেপ
র্য্যন্ত অল্প দিবস তাহার সহিত বাস কর পরে
আমি লোক পাঠাইয়া তোমাকে সে স্থানহইতে
আনাইব আমি একই দিনে কেন তোমারদের
দুই জনেতে হীনা হইব। [৪৬] পরে রিবিকাহ্
য়িস্‌খ্বাককে বলিল খেতের কন্যারদের বিষয়ে
আমি আপন প্রাণেতে ক্লিষ্টা আছি দেশের এ
কন্যারা যেমন তদ্রূপা খেতের কন্যারদের ম
ধ্যহইতে যদি য়অ্যাকুব ভার্য্যাগ্রহণ করে তবে
প্রাণধারণে আমার কি সুখ।

২৮ পর্ব্ব।

[১] তদনন্তর য়িস্‌খ্বাক য়অ্যাকুবকে ডাকিয়া
তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিল ও তাহাকে আজ্ঞা
করিয়া কহিল যে তুমি কনঅ্যানের কন্যারদের
মধ্যহইতে কাহাকেও বিবাহ করিবা না। [২]
উঠ ও পাদানআরামে আপন মাতামহ বিতুএ
লের ঘরে যাও ও সেখানে আপন মাতুল লাবা
নের কন্যারদের এক জনকে ভার্য্যার্থে গ্রহণ কর
[৩] এবং সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর তোমাকে আশী

র্ব্বাদ করুন ও তোমাকে বহুপ্রজ করুন ও তোমা
কে সমৃদ্ধ করুন যে তুমি লোকসমূহ হও। [৪]
এবং তোমাকে ও তোমার সহিত তোমার বংশ
কে এমত আশীর্ব্বাদ দিউন যে ঈশ্বর যে দেশ অ
বরাহামকে দিয়াছিলেন সে তোমার প্রবাসদেশ
তুমি অধিকার কর। [৫] পরে য়িস্‌খাক য়আ
কুবকে বিদায় করিল তাহাতে সে পাদানআরা
মে অরামীয় বিতূএলের পুত্র লাবানের নিকটে
প্রস্থান করিল অর্থাৎ য়আকুব ও এশাবের মাতা
রিবিকাহের ভ্রাতার নিকটে।

[৬] অপর য়িস্‌খাক যে য়আকুবকে আশী
র্ব্বাদ করিয়াছিল এবং বিবাহ করিতে তাহাকে
পাদানআরামে বিদায় করিয়াছিল এবং আশী
র্ব্বাদকরণকালে তাহাকে এ কথা কহিয়া আ
জ্ঞা করিয়াছিল যে তুমি কনআনের কন্যারদের
কাহাকেও বিবাহের নিমিত্তে গ্রহণ করিও না।
[৭] এবং য়আকুব যে আপন মাতাপিতার
কথা শুনিয়া পাদানআরামে প্রস্থান করিল এই
সকল দেখিয়া [৮] এবং আপন পিতা য়িস্‌খা
কের দৃষ্টিতে কনআনীয় কন্যারা যে অতুষ্টিকরী
ইহাও দেখিয়া [৯] এশাব য়িশ্‌মাএলের নিক
টে গেল ও আপন দুই ভার্য্যাছাড়া অবরাহা
মের পুত্র য়িশ্‌মাএলের কন্যা অথচ নিবায়ো
তের ভগিনী মখ্‌লতকে ভার্য্যার নিমিত্তে গ্রহণ
করিল।

[১০] পরে য়আকুব বিএরশেবাহইতে প্রস্থান
করিয়া খারাণ প্রতি গেল। [১১] পরে এক স্থান
প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্য অস্তহওয়াতে সে স্থানে রাত্রি
প্রবাস করিল এবং সে সেই স্থানের কতক পাথর
লইয়া বালিশ করিয়া সেখানে নিদ্রার্থে শয়ন
করিল। [১২] পরে সে স্বপ্ন দেখিল তাহাতে
দেখ পৃথিবীর উপরে স্থাপিত এক সই দেখিল
তাহার অগ্র স্বর্গস্পর্শ করিল এবং দেখ ঈশ্বরের
দূতেরা তাহার উপরে উঠিতেছে ও নামিতেছে।
[১৩] এবং দেখ য়িহুহ তাহার উপরে দাঁড়াই
য়া কহিলেন আমি তোমার পিতা অবরাহামের
ঈশ্বর ও য়িস্‌খাকের ঈশ্বর য়িহুহই তুমি যে স্থানে
শুইয়া আছ সে দেশ আমি তোমাকে ও তো
মার বংশকে দিব। [১৪] এবং তোমার বংশ
পৃথিবীর ধূলির ন্যায় হইবে ও তুমি পশ্চিম ও
পূর্ব্ব ও উত্তর ও দক্ষিণদিগেতে বাদ্ধিষ্ণু হইবা ও
তোমাতে ও তোমার সন্তানেতে পৃথিবীর সকল
বংশ প্রাপ্তাশীঃ হইবে। [১৫] এবং দেখ আমি
তোমার সহিত আছি এবং তুমি যে কোন স্থা
নে যাও সে সকল স্থানে আমি তোমাকে রক্ষা
করিব ও এ ভূমিতে তোমাকে পুনর্ব্বার আনাইব
কেননা যাহা তোমার বিষয়ে কহিয়াছি তাহা
যেপর্য্যন্ত সম্পূর্ণ না করি সেপর্য্যন্ত তোমাকে ত্যা
গ করিব না।

[১৬] অনন্তর আপন নিদ্রাহইতে জাগৃত হই
য়া য়আকুব কহিল নিশ্চয় এ স্থানে য়িহুহ আ
ছেন কিন্তু আমি তাহা জানি নাই। [১৭] তাহা
তে সে ভীত হইয়া কহিল যে এ স্থান কেমন অ
তিভয়ঙ্কর ইহা ঈশ্বরের ঘর ও স্বর্গের দ্বারবিনা
অন্য কিছু নয়। [১৮] অপর য়আকুব প্রাতঃ
কালে উঠিয়া যে পাথর বালিশ করিয়াছিল তা
হা লইয়া বেদির জন্যে স্তম্ভরূপে স্থাপন করিল
ও তাহার উপরে তৈল ঢালিল। [১৯] পরে সে
স্থানের নাম বীৎএল রাখিল কিন্তু পূর্ব্বে সে নগ
রের নাম লুজ ছিল। [২০] পরে য়আকুব ইহা
কহত মানন করিল যদি ঈশ্বর আমার সহবর্ত্তী
হন ও আমি যে পথে যাই সেং স্থানে আমাকে
রক্ষা করেন ও আমাকে খাইতে অন্ন দেন ও
পরিধান করিতে বস্ত্র দেন [২১] ও শান্তিতে
আমার পিতার ঘরে পুনর্ব্বার আমাকে ফিরা
ইয়া আনেন তবে য়িহুহই আমার ঈশ্বর হই
বেন। [২২] এবং এ যে পাথর আমি বেদির
জন্যে স্তম্ভরূপ স্থাপন করিয়াছি তাহা ঈশ্বরের
ঘর হইবে এবং তুমি যে সকল আমাকে দিবা
তাহার দশমাংশ আমি নিশ্চয় তোমাকে দিব।

২৯ পর্ব্ব।

[১] অপর য়আকুব যাত্রা করিয়া পূর্ব্বদেশী
য় লোকেরদের দেশে পঁহুছিল [২] পরে সে
অবলোকন করিল এবং দেখ মাঠে এক কূপ
এবং দেখ সেখানে তাহার নিকটে মেষের তিন
পাল শয়ন করিয়া আছে কেননা সে কূপহইতে
লোকেরা পালেরদিগকে জল পান করাইত এ
বং সে কূপের মুখের উপরে বড় এক পাথর
ছিল। [৩] অপর সকল পাল সেস্থানে একত্র
হইয়া রহিয়াছিল এবং কূপের মুখহইতে তাহা
রা পাথর সরাইয়া মেষেরদিগকে পান করাইয়া
পুনর্ব্বার সে পাথর কূপের মুখের উপরে আ
পন স্থানে রাখিত। [৪] পরে য়আকুব তাহার
দিগকে কহিল হে আমার ভাইরা তোমরা কোথা
কার লোক তাহাতে তাহারা কহিল যে আমরা
খারাণের। [৫] পরে সে তাহারদিগকে কহিল
তোমরা কি নাখোরের পুত্র লাবানকে জান তা
হারা কহিল আমরা তাহাকে জানি। [৬] প
রে সে তাহারদিগকে কহিল তাহার কি মঙ্গল
তাহাতে তাহারা কহিল মঙ্গল এবং দেখ তা
হার কন্যা রাখেল মেষেরদিগকে সঙ্গে করি
য়া আসিতেছে। [৭] সে বলিল দেখ এখন
অনেক বেলা আছে এবং মেষাদির একত্র করি
বার সময় হয় নাই মেষেরদিগকে জলপান

করাইয়া চরাও গিয়া। [৮] তাহাতে তাহারা ব
লিল যেপর্য্যন্ত সকল পাল একত্র না হয় ও তা
হারা কূপের মুখহইতে পাথর না সরায় সে
পর্য্যন্ত আমরা পারি না তাহা হইলে মেষেরদিগ
কে পান করাই।

[৯] সে তাহারদিগের সহিত কথা কহিতেছে
ইতিমধ্যে রাখেল আপন পিতার মেষেরদিগকে
সঙ্গে করিয়া আইল কেননা সে তাহারদের পা
লিকা ছিল। [১০] পরে এমত হইল যখন য়
আকুব আপন মাতুল লাবানের কন্যা রাখেল
কে ও আপন মাতুল লাবানের মেষেরদিগকে
দেখিল তখন য়আকুব নিকটে যাইয়া কূপের মু
খের উপরহইতে পাথর সরাইয়া আপন মাতুল
লাবানের মেষেরদিগকে পান করাইল। [১১]
পরে য়আকুব রাখেলকে চুম্বন করিয়া উচ্চৈঃস্ব
রে ক্রন্দন করিল। [১২] পরে য়আকুব রাখেল
কে বলিল যে সে তাহার পিতার ভাই ও রিবি
কাহের পুত্র তাহাতে সে দৌড়িয়া আপন পিতা
কে জানাইল। [১৩] অপর এমত হইল যখন
লাবান আপন ভাগিনেয় য়আকুবের সমাচার
অবগত হইল তখন সে তাহার সহিত মিলিবার
কারণ দৌড়িয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন
করিল ও আপনার ঘরে আনিল এবং সে লাবা
নকে সে সকল কথা কহিল। [১৪] পরে লাবান
তাহাকে কহিল যে নিশ্চয় তুমি আমার অস্থি ও
আমার মাংস পরে সে তাহার সহিত এক মাস
বাস করিল।

[১৫] অপর লাবান য়আকুবকে কহিল তুমি
আমার ভাই সেইহেতুক কি তুমি আমাকে অম
নি সেবা করিবা আমাকে বল যে তোমার বেতন
কি। [১৬] লাবানের দুই কন্যা ছিল জ্যেষ্ঠার নাম
লেআহ্ ও কনিষ্ঠার নাম রাখেল। [১৭] লে
আহ্ মৃদুলোচনা ছিল কিন্তু রাখেল রূপবতী ও
প্রিয়দর্শনা। [১৮] অপর য়আকুব রাখেলকে
স্নেহ করিল তাহাতে সে বলিল তোমার কন্যা রা
খেলের কারণ আমি সাত বৎসর তোমার সেবা
করিব। [১৯] তাহাতে লাবান কহিল যে অন্য
পুরুষকে দানাপেক্ষা তোমাকে তদ্দান উত্তম
আমার সহিত বাস কর। [২০] পরে য়আকুব
রাখেলের কারণ সাত বৎসর সেবা করিল এবং
তাহার প্রতি তাহার যে অনুরাগ তৎপ্রযুক্ত সে
সাত বৎসর অল্প দিনমাত্র বোধ হইল।

[২১] পরে য়আকুব লাবানকে কহিল আ
মার ভার্য্যা দেহ যে আমি তাহার নিকটে যাই
কেননা আমার দিন সম্পূর্ণ হইয়াছে। [২২]
পরে লাবান সে স্থানের সকল মনুষ্যেরদিগকে
একত্র করিয়া ভোজন করাইল। [২৩] পরে
এমত হইল সন্ধ্যাকালে সে আপন কন্যা লেআহ্
কে লইয়া তাহার নিকটে আনিল ও সে তাহার
নিকটে গেল। [২৪] এবং লাবান আপন ক
ন্যা লেআহের দাসীহওনের নিমিত্তে আপন
দাসী জিল্পাহ্কে দিল। [২৫] অপর প্রাতঃ
কালে এমত হইল যে দেখ সে লেআহ্ তাহাতে
সে লাবানকে বলিল এ কি যে তুমি আমার প্রতি
করিয়াছ আমি রাখেলের কারণ কি তোমাকে সে
বা করি নাই তবে কেন আমাকে প্রবঞ্চনা করি
য়াছ। [২৬] পরে লাবান বলিল জ্যেষ্ঠাদা
নের পূর্ব্বে কনিষ্ঠাদান আমারদের দেশে কর্ত্ত
ব্য নয়। [২৭] ইহার সাত দিন পূর্ণ কর তাহা
তে যে অন্য সাত বৎসর আমার সেবা করিবা
সে সেবাপ্রযুক্ত ইহাকেও তোমাকে দিব। [২৮]
পরে য়আকুব সেইরূপ করিয়া তাহার সাত দিন
পূর্ণ করিল পরে সে তাহাকে ভার্য্যার কারণ আ
পন কন্যা রাখেলকেও দিল। [২৯] এবং লা
বান আপন কন্যা রাখেলের সেবার কারণ আ
পন দাসী বিল্হাহ্কে দিল। [৩০] পরে য়আ
কুব রাখেলের নিকটে গেল এবং লেআহ্ অপে
ক্ষা রাখেলের প্রতি অধিক প্রেম করিল এবং
অন্য সাত বৎসর তাহার সেবা করিল।

[৩১] পরে যখন য়িহুহ দেখিলেন যে লে
আহ্ তিরস্কৃতা হইল তখন তিনি তাহার গর্ভমো
চন করিলেন কিন্তু রাখেল বন্ধ্যা হইল। [৩২]
পরে লেআহ্ গর্ভধারণ করিয়া পুত্রপ্রসব করি
ল ও তাহার নাম রিউবেণ রাখিল কেননা সে ক
হিল যে নিশ্চয় য়িহুহ আমার দুঃখ দেখিয়াছেন
অতএব এখন আমার স্বামী আমাকে স্নেহ ক
রিবেন। [৩৩] অপর সে পুনর্ব্বার গর্ভধারণ
করিয়া পুত্রপ্রসব করিল ও কহিল য়িহুহ শুনি
য়াছেন যে আমি তিরস্কৃতা হইয়াছি এপ্রযুক্ত আ
মাকে এই পুত্রও দিয়াছেন পরে সে তাহার
নাম শিমিওন রাখিল। [৩৪] অপর সে পুন
র্ব্বার গর্ভধারণ করিল ও পুত্র প্রসবিয়া কহিল
যে এখন আমার সহিত আমার স্বামির মিল
হইবে কেননা আমি তাহার তিন পুত্র প্রসবিয়া
ছি অতএব তাহার নাম লেবি খ্যাত হইল।
[৩৫] পরে সে পুনর্ব্বার গর্ভধারণ করিয়া পুত্র
প্রসবিয়া কহিল এখন আমি য়িহুহের স্তুতি ক
রিব সেইহেতুক সে তাহার নাম য়িহুদাহ্ রাখি
ল পরে গর্ভধারণে নিবৃত্তা হইল।

৩০ পর্ব্ব।

[১] পরে যখন রাখেল দেখিল যে সে য়আ
কুবের কোন পুত্র প্রসবিল না তখন রাখেল আ
পন ভগিনীকে ঈর্ষা করিয়া য়আকুবকে কহিল
যে আমাকে সন্তান দেও নতুবা মরি। [২] তা

হাতে য়অাকুব রাখেলের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া কহি
ল তোমার গর্ভের ফলনিবারণ করিয়াছেন যে
ঈশ্বর আমি কি তাঁহার স্থানাভিষিক্ত। [৩] অ
নন্তর সে বলিল দেখ আমার দাসী বিল্হাহ্
তাহাতে গমন কর সে আমার জানুর উপরে
পুত্র প্রসব করিবে যে আমি তাহার দ্বারা পুত্র
বতী হই। [৪] পরে সে আপন দাসী বিল্হাহ্
কে ভার্য্যার কারণ তাহাকে দিল তাহাতে য়অা
কুব তাহাতে গমন করিল। [৫] পরে বিল্হাহ্
গর্ভধারণ করিয়া য়অাকুবের এক পুত্র প্রসবিল
[৬] তাহাতে রাখেল বলিল যে ঈশ্বর আমার
ন্যায্য করিয়াছেন ও আমার কথাও শুনিয়া
আমাকে এক পুত্র দিয়াছেন সেইহেতুক সে তা
হার নাম দান রাখিল। [৭] অপর রাখেলের
দাসী বিল্হাহ্ আরবার গর্ভধারণ করিয়া য়অা
কুবের কারণ দ্বিতীয় পুত্রকে প্রসবিল। [৮]
তাহাতে রাখেল কহিল যে আমি আপন ভগি
নীর সহিত অতিকষ্টপূর্ব্বক বলাবলি করিয়াছি
ও জয় করিয়াছি অতএব সে তাহার নাম নপ্তা
লি রাখিল। [৯] অপর যখন লেআহ্ দে
খিল যে সে গর্ভধারণে নিবৃত্তা হইল তখন সে
আপন দাসী জিল্পাহ্কে লইয়া য়অাকুবকে
ভার্য্যার নিমিত্তে দিল। [১০] পরে লেআহের
দাসী জিল্পাহ্ য়অাকুবের এক পুত্র প্রসবিল।
[১১] তাহাতে লেআহ্ বলিল এক দল আসি
তেছে অতএব তাহার নাম গাদ রাখিল। [১২]
পরে লেআহের দাসী জিল্পাহ্ য়অাকুবের দ্বি
তীয় পুত্রপ্রসব করিল। [১৩] তাহাতে লে
আহ্ বলিল আমি ভাগ্যবতী কেননা কন্যারা
আমাকে ধন্য কহিবে অতএব সে তাহার নাম
আশের রাখিল।

[১৪] অপর গোমকাটনের সময়ে রিউবেণ
বাহিরে যাইয়া ক্ষেত্রে দূদাফল পাইল ও তাহা
আপন মাতা লেআহের নিকটে আনিল তখন
রাখেল লেআহ্কে কহিল তোমার পুত্রের কিছু
দূদাফল আমাকে দেহ তাহাতে সে তাহাকে ক
হিল যে এ কি লঘু বিষয় যে তুমি আমার স্বামি
কে লইয়াছ এবং পুত্রের দূদাফলও লইতে চাহ
[১৫] অনন্তর রাখেল বলিল তোমার পুত্রের
দূদাফলের কারণেতে অদ্য রাত্রিতে সে তোমার
সহিত শয়ন করিবে। [১৬] পরে য়অাকুব সন্ধ্যা
কালে ক্ষেত্রহইতে আসিতেছিল ইতিমধ্যে লে
আহ্ তাহার সহিত মিলিবার কারণ বাহিরে গে
ল ও কহিল আমার নিকটে তোমাকে আসিতে
হইবে কেননা আমি আপন পুত্রের দূদাফলরূপ
বেতন দিয়া তোমাকে ভাড়া করিয়াছি তাহাতে
ঐ রাত্রিতে সে তাহার সহিত শয়ন করিল। [১৭]
অনন্তর ঈশ্বর লেআহের কথায় অবধান করি
লেন তাহাতে সে গর্ভধারণ করিয়া য়অাকুবের
পঞ্চম পুত্র প্রসবিল। [১৮] তাহাতে লেআহ্
কহিল ঈশ্বর আমার বেতন দিয়াছেন কেননা
আমি আপন দাসী আমার স্বামিকে দিয়াছি অ
তএব সে তাহার নাম য়িশাকর রাখিল। [১৯]
অপর লেআহ্ পুনর্ব্বার গর্ভধারণ করিয়া য়অা
কুবের ষষ্ঠ পুত্র প্রসবিল। [২০] তাহাতে লে
আহ্ বলিল যে ঈশ্বর আমাকে উত্তম যৌতুকবি
শিষ্টা করিয়াছেন অতএব এখন আমার স্বামী
আমার সহিত বাস করিবেন কেননা আমি তা
হার ছয় পুত্র জন্মাইয়াছি পরে সে তাহার নাম
জিবূলূন রাখিল। [২১] অপর সে এক কন্যা
প্রসব করিয়া তাহার নাম দীনাহ্ রাখিল।

[২২] অনন্তর ঈশ্বর রাখেলকে স্মরণ করিয়া
তাহার কথা শুনিলেন ও তাহার জরায়ু খুলি
লেন। [২৩] পরে সে গর্ভধারণ করিয়া পুত্র প্র
সবিয়া ঈশ্বর আমার অপমান দূর করিয়াছেন
[২৪] এবং য়িহুহ আমাকে অন্য এক পুত্রও
দিবেন ইহা কহত সে তাহার নাম যুসফ রাখিল।

[২৫] অপর এমত হইল রাখেল যুসফকে
জন্মাইলে পর য়অাকুব লাবানকে কহিল আ
মাকে বিদায় কর যে আমি আপন স্থানে ও আ
পন দেশে যাই। [২৬] এবং যাহারদের কারণ
আমি তোমার সেবা করিয়াছি সে আমার ভা
র্য্যারদিগকে ও আমার সন্তানেরদিগকে আমা
কে দিয়া প্রস্থান করিতে দেহ কেননা যেরূপ সে
বাদ্বারা তোমার সেবা আমি করিয়াছি তাহা তু
মি জ্ঞাত আছ। [২৭] অনন্তর লাবান তাহাকে
কহিল যদি তোমার দৃষ্টিতে আমি অনুগ্রহ পাই
য়া থাকি তবে তিষ্ঠ কেননা আমি অনুভব
দ্বারা জানি যে য়িহুহ তোমাহেতুক আমাকে
আশীর্ব্বাদ দিয়াছেন। [২৮] পরে সে বলিল
তোমার বেতন স্থির কর এবং আমি তাহা
দিব। [২৯] তাহাতে সে তাহাকে কহিল আমি
তোমার যেরূপ সেবা করিয়াছি ও তোমার পশু
আমার নিকটে যেরূপ ছিল সে সকল তুমি
জ্ঞাত আছ [৩০] যেহেতুক আমার আগমনের
পূর্ব্বে তোমার সম্পত্তি অল্প ছিল কিন্তু এখন
সে বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া অনেক হইয়াছে এবং আমার
আগমনাবধি য়িহুহ তোমার প্রতি আশীর্ব্বাদ
করিয়াছেন এবং এখন আমি কবে আপনার
ঘরের কারণ সঞ্চয় করিব। [৩১] পরে সে ব
লিল আমি তোমাকে কি দিব তাহাতে য়অাকুব
কহিল তুমি আমাকে কিছুই দিও না যদি তুমি
আমার কারণ এ কার্য্য কর তবে আমি পুনর্ব্বার
তোমার পশুরদিগকে চরাইব ও রাখিব। [৩২]

আমি আজি তোমার সকল পশুপালের মধ্য
দিয়া যাইব ও সেখানহইতে সকল কর্বুর ও চি
ত্রিত পশুকে ও মেষেরদের মধ্যে সকল কপিশ
বর্ণকে এবং ছাগলেরদের মধ্যে কর্বুর ও চিত্রি
তকে অন্তর করিব এবং তাহারাই আমার বে
তন হইবে। [৩৩] ঐ প্রকারে ভাবি দিনে যখন
আমার ধর্ম্ম তোমার সম্মুখে আমার বেতনের
নিমিত্তে আসিবে তখন সে আমার সাক্ষী হই
বে অর্থাৎ ছাগলেরদের মধ্যে যে কর্বুর নয়
কিম্বা চিত্রিত নয় ও মেষেরদের মধ্যে যে কপিশ
নয় সে সকল আমার চৌর্য্য গণিত হইবে।
[৩৪] তাহাতে লাবান বলিল যে দেখ আমার
এই বাঞ্ছা যে তাহা তোমার বাক্যানুযায়ি হয়।
[৩৫] অনন্তর সে সেই দিনেতে চক্রাবক্রা ও
কর্বুরবর্ণ ছাগলেরদিগকে ও সকল চিত্রিত ও
কর্বুরবর্ণা ছাগীরদিগকে ও যাহাতে কিছু শুক্লত্ব
ছিল ও মেষেরদের মধ্যে যত কপিশ সে সকল
কে পৃথক্ করিয়া আপন পুত্ত্রেরদের হাতে দিল।
[৩৬] এবং সে আপনার স্থানইহতে য়ত্যাকুবের
স্থানপর্য্যন্ত তিন দিনের পথ নিরূপণ করিল পরে
য়ত্যাকুব লাবানের অবশিষ্ট পাল চরাইল।
[৩৭] অপর য়আকুব লিবিনেহের ও লূনের
ও অরমোনের তাজা পাঁচুনি লইল ও সে সকল
চাঁচিয়া তাহাতে শুক্লবর্ণ রেখা করিল তাহাতে
পাঁচুনিতে শুক্লতা দেখা গেল। [৩৮] পরে প
শুরদের পানার্থে আইসনসময়ে সে যে পাঁচু
নি চাঁচিয়াছিল তাহা হৌজের নরদামাতে রা
খিল যে তাহারা সে সকলের সম্মুখে জলপান
করিবার কালে গর্ভধারণ করে। [৩৯] তাহা
তে পশুরা সে পাঁচুনির নিকটে গর্ভধারণ করিয়া
চক্রাবক্রা ও কর্বুর ও চিত্রিতবর্ণ পশুরদিগকে
প্রসব করিল। [৪০] অনন্তর য়আকুব মেষের বা
চ্চারদিগকে পৃথক্ করিল এবং লাবনের পালে
স্থিত চক্রাবক্রা ও সকল কপিশ পশুরদিগের
প্রতি পালেরদের মুখ রাখিল এবং সে আপন
পালেরদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া লাবানের পালের
সহিত রাখিল না। [৪১] তাহাতে এমত হইল
যখন বলবতী পশুরা গর্ভধারণ করিল তখন পাঁ
চুনির নিকটে গর্ভধারণের কারণ নরদামাতে প
শুরদের দৃষ্টিতে য়আকুব পাঁচুনি রাখিল। [৪২]
কিন্তু পশুরা দুর্ব্বল হইলে তাহা রাখিল না অত
এব দুর্ব্বল পশুরা লাবানের ও বলবান পশুরা
য়আকুবের হইল। [৪৩] এবং সে মনুষ্য অতি
শয় সমৃদ্ধ হইল এবং তাহার পশু ও দাসী ও
দাস ও গর্দ্দভ বিস্তর হইল।

৩১ পর্ব্ব।

[১] অনন্তর য়ত্যাকুব লাবানের পুত্ত্রেরদের
এ কথা শুনিল যে য়ত্যাকুব আমারদের পিতার
সর্ব্বস্ব লইয়াছে এবং আমারদের পিতার যা
হা২ তাহাহইতে সে এ সকল ঐশ্বর্য্য পাইয়াছে।
[২] তাহাতে য়ত্যাকুব লাবানের মুখ দেখিল
ও দেখ সে তাহার প্রতি পূর্ব্বকালের মত নহে।
[৩] অপর য়িহুহ য়ত্যাকুবকে কহিলেন তুমি
আপন পিতৃলোকেরদের দেশে ও আপন কুটু
ম্বেরদের নিকটে ফিরিয়া যাও এবং আমি তো
মার সহিত হইব। [৪] পরে য়ত্যাকুব ক্ষেত্রে
পশুরদের কাছে রাখেলকে ও লেত্যাহ্‌কে ডাকি
তে পাঠাইল। [৫] এবং তাহারদিগকে কহিল
আমি তোমারদের পিতার মুখ দেখি যে তাহা
আমার প্রতি পূর্ব্বকালের মত নাই কিন্তু আমার
পিতার ঈশ্বর আমার নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন।
[৬] এবং তোমরা জান যে আমি আপন সকল
শক্ত্যনুসারে তোমারদের পিতার সেবা করিয়াছি
[৭] কিন্তু তোমারদের পিতা আমাকে প্রবঞ্চনা
করিয়াছে এবং দশবার আমার বেতনের অন্যথা
করিয়াছে কিন্তু ঈশ্বর আমার ক্ষতি করিতে তাহা
কে দেন নাই। [৮] যখন সে বলিল চিত্রিত পশু
রা তোমার বেতন হইবে তখন সকল পশুরা
চিত্রিতেরদিগকে জন্মাইল এবং যখন সে বলিল
চক্রাবক্রা পশুরা তোমার বেতন হইবে তখন
সকল পশুরা চক্রাবক্রারদিগকে জন্মাইল। [৯]
এমত ঈশ্বর তোমারদিগের পিতার পশু লইয়া
আমাকে দিয়াছেন। [১০] এবং এমত হইল প
শুরদিগের শৃঙ্গারকালে আমি আপন চক্ষু তুলি
য়া স্বপ্নেতে দেখিলাম এবং দেখ যে পাঁঠা পশু
রদের উপরে চড়িতেছে সে চক্রাবক্রা ও চিত্রিত
ও কর্বুর ছিল। [১১] অনন্তর ঈশ্বরের দূত স্ব
প্নেতে আমাকে কহিলেন হে য়ত্যাকুব তাহাতে
আমি কহিলাম দেখ এই আমি। [১২] পরে
তিনি বলিলেন এখন তোমার চক্ষু উঠাও ও দে
খ পশুরদের উপর চড়িতেছে যে সকল পাঁঠারা
সে সকল চক্রাবক্রা ও চিত্রিত ও কর্বুর কেন
না লাবান যাহা তোমার প্রতি করিয়াছে সে সক
ল আমি দেখিয়াছি। [১৩] তুমি যে স্থানে বেদি
অভিষেক করিয়াছিলা ও ব্রত প্রতিজ্ঞা করিয়াছি
লা সে বীৎএলের ঈশ্বর আমি এখন উঠ ও এ
দেশহইতে বাহির হইয়া আপন কুটুম্বেরদের
দেশে ফিরিয়া যাও। [১৪] অপর রাখেল ও
লেআহ্ তাহাকে প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল আমার
দের পিতার ঘরে আমারদের নিমিত্তে কি অন্য
কোন অংশ কিম্বা অধিকার আছে। [১৫]
আমরা কি তাহাকর্ত্তৃক বিদেশিরূপে গণিত নই
কেননা সে আমারদিগকে বিক্রয় করিয়াছে ও
আমারদের ধনও সর্ব্বথা খাইয়া ফেলিয়াছে।

[১৬] যেহেতুক সে সমস্ত ধন ঈশ্বর আমারদি
গের পিতাহইতে লইয়াছেন তাহা আমারদের
ও আমারদের পুত্রেরদের অতএব ঈশ্বর যাহা
তোমাকে কহিয়াছেন এখন তাহা কর।
[১৭] অনন্তর য়্যাকুব উঠিয়া আপন পুত্রে
রদিগকে ও আপন ভার্য্যারদিগকে উটের উপরে
আরোহণ করাইল। [১৮] এবং য়্যাকুব আ
পন সকল পশুরদিগকে ও স্বপ্রাপ্ত সকল সম্পত্তি
অর্থাৎ স্বোপার্জ্জিত যে২ পশুরদিগকে পাদান
আরামে পাইয়াছিল সে সকল আপন পিতা
য়িস্‌খ্যাকের নিকটে কনআন দেশে যাইবার
কারণ লইয়া গেল। [১৯] তৎকালে লাবান
আপন মেষেরদিগের লোম কাটিতে গিয়াছিল
তাহাতে রাখেল আপন পিতার পুত্তলিকারদিগ
কে চুরি করিয়াছিল। [২০] অপর য়্যাকুব অ
রামীয় লাবানের হৃদয় হরণ করিয়া লইয়াছিল
কেননা সে তাহাকে জানাইল না যে পলাইতে
ছে। [২১] এতদ্রূপ সে আপনার সকল বস্তু
লইয়া পলাইল এবং উঠিয়া নদী পার হইয়া
গিলিয়াদ পর্ব্বতের দিগে আপনার মুখ করিল।
[২২] অপর তৃতীয় দিনে লাবানের কাছে জা
নান গেল যে য়্যাকুব পলাইয়াছে। [২৩] তা
হাতে সে আপনার ভ্রাতারদিগকে সঙ্গে লইয়া
তাহার পশ্চাৎ২ সাত দিনের পথপর্য্যন্ত যাইয়া
গিলিয়াদ পর্ব্বতে তাহার উদ্দেশ পাইল। [২৪]
কিন্তু রাত্রিতে ঈশ্বর স্বপ্নে অরামীয় লাবানের
নিকটে আসিয়া তাহাকে কহিলেন সাবধান হও
যে য়্যাকুবকে ভাল মন্দ কিছুই না কহ।
[২৫] অপর লাবান য়্যাকুবের নিকটে পঁহু
ছিল সে সময়ে য়্যাকুব পর্ব্বতে আপন তাম্বু
খাড়া করিয়াছিল কিন্তু লাবান আপন ভ্রাতার
দের সহিত গিলিয়াদ পর্ব্বতে তাম্বু খাড়া করিল।
[২৬] পরে লাবান য়্যাকুবকে কহিল তুমি কি
করিয়াছ যে আমার হৃদয় হরণ করিয়া তরবাল
ধারেতে ধৃত বন্দিরদের ন্যায় আমার দুই কন্যা
কে লইয়া গিয়াছ। [২৭] তুমি কেন লুকাইয়া
পলাইয়াছ ও আমার নিকটহইতে চোরের মত
চলিয়া আসিয়াছ ও কেন আমাকে জানাইলা
না যে আমি তোমাকে আনন্দ ও গীত ও তবলের
ও বীণার বাদ্যপূর্ব্বক বিদায় করিতাম। [২৮]
এবং তুমি আমার পুত্রেরদিগকে ও পুত্রীরদিগ
কে চুম্বন করিতে আমাকে দিলা না ইহা করাতে
তুমি অজ্ঞানকর্ম্ম করিয়াছ। [২৯] তোমার অম
ঙ্গল করিবার শক্তি আমার হস্তে আছে কিন্তু
তোমার পিতার ঈশ্বর গত রাত্রিতে আমাকে ই
হা কহিয়াছেন যে সাবধান হও য়্যাকুবের
প্রতি ভাল মন্দ কিছু কহিও না। [৩০] এবং
এখন তুমি যাইতে উদ্যত আছ বটে কেননা
তুমি আপন পিতার ঘরে যাইতে বড় বাঞ্ছা
করিতেছ কিন্তু কেন আমার ঠাকুরেরদিগকে চুরি
করিয়াছ। [৩১] তাহাতে য়্যাকুব প্রত্যুত্তর ক
রিয়া লাবানকে বলিল যে আমি ভীত হইয়া ক
হিলামপাছে আমাহইতে তুমি আপন দুই কন্যা
কে বলেতে লইয়া যাও। [৩২] যাহার স্থানে
তুমি আপন ঠাকুরেরদিগকে পাও সে না বাঁচুক
আমার নিকটে তোমার যাহা আছে তাহা আ
মারদের ভ্রাতারদিগের সম্মুখে দেখিয়া লও কে
ননা য়্যাকুব জানিল না যে রাখেল তাহারদিগ
কে চুরি করিয়াছিল। [৩৩] অনন্তর লাবান
য়্যাকুবের ও লেআহের ও দুই দাসীর তাম্বুতে
প্রবেশ করিল কিন্তু তাহারদিগকে পাইল না পরে
সে লেআহের তাম্বুহইতে নির্গত হইয়া রাখে
লের তাম্বুতে প্রবেশ করিল। [৩৪] ঐ সময়ে রা
খেল পুত্তলিকারদিগকে লইয়া উটেরদের সাজের
মধ্যে রাখিয়া তাহারদের উপরে বসিয়াছিল
তাহাতে লাবান সকল তাম্বু খুঁজিল কিন্তু তাহার
দিগকে পাইল না। [৩৫] পরে রাখেল আপন
পিতাকে কহিল আমার প্রভু অনাদর জ্ঞান না
করুন যে আমি তোমার সম্মুখে উঠিতে পারি
না কেননা আমার স্ত্রীধর্ম্ম হইয়াছে পরে সে খুঁ
জিল কিন্তু পুত্তলিকারদিগকে পাইল না।
[৩৬] অপর য়্যাকুব ক্রুদ্ধ হইয়া লাবানকে
ভৎর্সনা করত লাবানকে প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল
আমার কি দোষ ও আমার কি পাপ যে তুমি
এমন জ্বলিয়া আমার পশ্চাৎ দৌড়িয়া আসি
য়াছ। [৩৭] তুমি আমার সকল পাত্র খুঁজিয়াছ
তোমার ঘরের সকল পাত্রের কি পাইয়াছ তাহা
আমার ভ্রাতারদের ও তোমার ভ্রাতারদের সম্মু
খে রাখ যে তাহারা আমারদের মধ্যে বিচার
করে। [৩৮] এই বিংশতি বৎসর আমি তোমার
সহিত আছি তোমার মেষীরা ও তোমার ছা
গীরা গর্ভপাত করে নাই এবং তোমার পালের
পাঁঠারদিগকে আমি খাই নাই। [৩৯] যে ছিন্ন
হইয়াছিল তাহা তোমার নিকটে আমি আনি
নাই তাহার ক্ষতি আমি ভোগ করিলাম দিনেতে
কিম্বা রাত্রিতে চোরে গেলে তাহার প্রতিদান
তুমি আমার হস্তহইতে লইয়াছ। [৪০] এ প্রকা
রে আমি তোমার সহিত ছিলাম দিনেতে উত্তাপ
ও রাত্রিতে শিশির আমাকে খাইয়া ফেলিল ও
আমার চক্ষুহইতে নিদ্রা দূরীকৃতা হইল। [৪১]
এতদ্রূপে আমি কুড়ি বৎসরপর্য্যন্ত তোমার ঘরে
ছিলাম তোমার দুই কন্যার কারণ চতুর্দ্দশ বৎ
সর ও তোমার পশুরদের কারণ ছয় বৎসর তো
মার সেবা করিয়াছি তাহার মধ্যে তুমি আমার

লেতন দশবার অন্যথা করিয়াছ। [৪২] যদি
আমার পিতার ঈশ্বর অর্থাৎ অবরাহামের ঈশ্বর
ও য়িস্খাকের ভয়স্থান আমার সহিত না হই
তেন তবে এখন তুমি আমাকে অবশ্য রিক্তহস্তে
বিদায় করিতা আমার দুঃখ ও আমার হস্তের
পরিশ্রম ঈশ্বর দেখিয়া গত রাত্রিতে তোমাকে
অনুযোগ করিয়াছেন।
[৪৩] তাহাতে লাবান য়অ্যাকুবকে প্রত্যুত্তর
করিয়া কহিল এ কন্যারা আমার কন্যাও এ সন্তা
নেরা আমার সন্তান ও এ পশুরা আমার পশু
এবং যাহা২ দেখিতেছ সে সকল আমার এই
কন্যারদের প্রতি এবং তাহারা যে সন্তানেরদিগ
কে জন্মাইয়াছে তাহারদের প্রতি বা আজি আ
মি কি করিতে পারিব। [৪৪] অতএব আইস
আমরা নিয়ম করি অর্থাৎ আমি ও তুমি তা
হাতে সে তোমার এবং আমার মধ্যে সাক্ষী
হউক। [৪৫] অপর য়অ্যাকুব এক পাথর লইয়া
বেদির জন্যে স্থাপন করিল। [৪৬] পরে য়অ্যা
কুব আপন ভ্রাতারদিগকে কহিল তোমরা পাথর
জড় কর তাহাতে তাহারা পাথর আনিয়া ঢিপি
করিল এবং সেখানে ঢিপির উপরে তাহারা ভো
জন করিল। [৪৭] অপর লাবান তাহার নাম য়ি
গরশাহদূতা রাখিল কিন্তু য়অ্যাকুব তাহার নাম
গলিএদ রাখিল। [৪৮] অপর লাবান বলিল
আজি এ ঢিপি আমারদের উভয়পক্ষে সাক্ষী ই
হাতে তাহার নাম গলিএদ [৪৯] ও মিস্পাহ্ রা
খিল কেননা সে কহিল যখন আমরা পরস্পর
অসাক্ষাৎ হই তখন য়িহুহ আমারদের মধ্যে বি
চার করুন। [৫০] যদি তুমি আমার কন্যারদিগ
কে ক্লেশ দেও কিম্বা আমার কন্যাব্যতিরেকে অন্য
স্ত্রী গ্রহণ কর তবে দেখ আমারদের সহিত কেহ
নাহি ঈশ্বরই আমারদের উভয় পক্ষীয় সাক্ষী
আছেন। [৫১] পরে লাবান য়অ্যাকুবকে বলিল
এই যে ঢিপি এবং এই যে বেদি আমারদের মধ্যে
আমি স্থাপন করিয়াছি তাহা দেখ। [৫২] এই
ঢিপি সাক্ষী ও এ বেদি সাক্ষী যে অপকারের নি
মিত্তে আমি এ ঢিপি লঙ্ঘন করিয়া তোমার নিক
টে যাইব না এবং তুমি এ ঢিপি ও এ বেদিলঙ্ঘন
করিয়া আমার নিকটে আসিবা না। [৫৩] অব
রাহামের ঈশ্বর ও নাখোরের ঈশ্বর তাহারদের
পিতার ঈশ্বরই আমারদের উভয় পক্ষে বিচার
করুন পরে য়অ্যাকুব আপন পিতা য়িস্খাকের
ভয়স্থান লইয়া দিব্য করিল। [৫৪] অনন্তর
য়অ্যাকুব সে পর্ব্বতে বলিদান করিল ও রুটি ভো
জনের কারণ আপন ভ্রাতারদিগকে ডাকিল তা
হাতে তাহারা রুটি ভোজন করিয়া পর্ব্বতে সমস্ত
রাত্রি প্রবাস করিল। [৫৫] অপর লাবান প্রাতঃ
কালে উদ্যোগ করিয়া আপন পুত্রেরদিগকে ও
আপন কন্যারদিগকে চুম্বন করিয়া তাহারদিগ
কে আশীর্ব্বাদ করিল পরে লাবান প্রস্থান করি
য়া আপন স্থানে ফিরিয়া গেল।

৩২ পর্ব্ব।

[১] অপর য়অ্যাকুব আপন পথে গেল এবং
ঈশ্বরের দূতেরা তাহার সহিত মিলিল। [২]
পরে য়অ্যাকুব তাহারদিগকে দেখিয়া কহিল এই
ঈশ্বরের সৈন্য তাহাতে সে সেই স্থানের নাম ম
খ্নায়িম রাখিল। [৩] অপর য়অ্যাকুব আপ
নার অগ্রে শেঈরদেশে অর্থাৎ এদোমপর্ব্বতে
আপন ভ্রাতা এশাবের নিকটে দূত প্রেরণ করিয়া
তাহারদিগকে ইহা কহত আজ্ঞা করিল। [৪]
যে আমার প্রভু এশাবকে এইরূপ কথা কহিবা
তোমার দাস য়অ্যাকুব ইহা কহিতেছে যে আমি
এ কালপর্য্যন্ত লাবানের সহিত প্রবাস করিয়া
রহিয়াছি। [৫] এবং আমার গরু ও গর্দ্দভ ও
পশুপাল ও দাস ও দাসী আছে তাহাতে আমি
আপন প্রভুর দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইবার কারণ
ইহা জানাইতে পাঠাইয়াছি।
[৬] পরে দূতেরা য়অ্যাকুবের নিকটে ফিরিয়া
আসিয়া কহিল আমরা তোমার ভ্রাতা এশাবের
নিকটে পঁহুছিয়াছিলাম আর সেও তোমার সহি
ত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছে এবং তাহার সহি
ত চারি শত মনুষ্য। [৭] তাহাতে য়অ্যাকুব অতি
শয় ভীত ও ক্লিষ্ট হইল পরে সে আপন সহবর্ত্তি
লোকেরদিগকে ও গোমেষাদি পালেরদিগকে ও
উটেরদিগকে বিভাগ করিয়া দুই দল করিয়া ক
হিল [৮] যদি এশাব এক দলের নিকটে আসিয়া
তাহা নষ্ট করে তবে অবশিষ্ট দল বাঁচিবে।
[৯] অনন্তর য়অ্যাকুব বলিল তুমি আপন
দেশে ও আপন কুটুম্বের নিকটে যাও ও আমি
তোমার ভাল করিব আমাকে এ কথা কহিয়াছেন
যে হে আমার পিতা অবরাহামের ঈশ্বর ও আ
মার পিতা য়িস্খাকের ঈশ্বর য়িহুহ। [১০] তুমি
আপন দাসের প্রতি যাহা করিয়াছ তাহার মধ্যে
যে অতিক্ষুদ্র দয়াও যাথার্থ্য তদ্যোগ্য আমি নহি
কেননা আমি যষ্টিমাত্র হাতে করিয়া এ য়রদন
পার হইলাম কিন্তু এখন দুই দল হইয়াছি।
[১১] এখন আমার ভ্রাতার হাতহইতে আমা
কে উদ্ধার করুন অর্থাৎ এশাবের হাতহইতে
কেননা তাহাকে আমি ভয় করি পাছে সে আ
সিয়া আমাকে ও বালকসুদ্ধ মাতারদিগকে নষ্ট
করে। [১২] কিন্তু তুমি কহিয়াছ নিশ্চয় আমি
তোমার মঙ্গল করিব ও বহুঅপ্রযুক্ত অগণ্য
সমুদ্রের বালির ন্যায় তোমার বংশ বাড়াইব।
[১৩] অপর সে সেই রাত্রিতে ঐ স্থানে প্রবাস

করিল এবং হাতে যাহা আইল তাহাহইতে আ
পন ভ্রাতা এশাবের কারণ ভেটের দ্রব্য লইল।
[১৪] অর্থাৎ দুই শত ছাগীকে ও বিংশতি
ছাগকে ও দুই শত মেষীকে ও বিংশতি মেষ
কে। [১৫] ও ত্রিশ সবৎসা দুগ্ধবতী উষ্ট্রীকে
ও চল্লিশ গরুকে এবং দশ বৃষকে ও বিংশতি
গাধাকে ও দশ বাছুরকে। [১৬] পরে সে
তাহারদিগকে পৃথক্২ পাল করিয়া আপন দা
সেরদিগের হস্তে অর্পণ করিল ও আপন দা
সেরদিগকে কহিল তোমরা আমার সম্মুখে পার
হও ও পালেরদিগকে পৃথক্২ করিয়া মধ্যে২
স্থান রাখ। [১৭] পরে ইহা কহত সে অগ্র
গামি দাসকে আজ্ঞা করিল আমার ভ্রাতা এ
শাব যখন তোমার নিকট হইয়া ইহা কহত
জিজ্ঞাসা করিবে যে তুমি কাহার লোক ও কোথা
যাইতেছ ও তোমার সম্মুখবর্ত্তি এ সকল কাহার।
[১৮] তখন তুমি কহিবা তোমার দাস য়াআকু
বের এ সকল কহ যে আমার প্রভু এশাবের নি
কটে প্রেরিত ভেটদ্রব্য এই দেখ সেও আমার
দিগের পশ্চাৎ আসিতেছে। [১৯] পরে দ্বিতী
য়কে ও পালের পশ্চাদ্গামি সকলকে এতদ্রূপ
কহিয়া আজ্ঞা করিল যে তোমরা এশাবকে প্রাপ্ত
হইয়া এ কথা কহিবা। [২০] এবং আরও বলি
বা যে দেখ তোমার দাস য়াআকুব আমারদিগের
পশ্চাৎ কেননা সে কহিয়াছে যে অগ্রগামি ভেট
দ্রব্যদ্বারা আমি তাহাকে শান্ত করিব তার পর
তাহার মুখদর্শন করিব হইতে পারিবে যে তিনি
আমাকে গ্রহণ করিবেন। [২১] ঐরূপ তাহার
সম্মুখে ভেটদ্রব্য পার হইয়া গেল কিন্তু সে আ
পনি রাত্রিতে জনতার সহিত প্রবাস করিল।
[২২] পরে রাত্রিতে সে উঠিয়া আপন দুই ভা
র্য্যাকে ও আপন দুই দাসীকে ও আপন একা
দশ পুত্রকে লইয়া য়াবোকঘাট পার হইল।
[২৩] পরে তাহারদিগকে লইয়া সে নদী পার
করাইল ও আপনার সকলকে পারে পাঠাইল।
[২৪]অপর য়াআকুব একাকী রহিল তাহাতে
এক জন মানুষ তাহার সহিত প্রাতঃকালপর্য্যন্ত
কুস্তি করিল। [২৫]পরে যখন সে দেখিল যে
সে তাহাকে জয় করিতে পারিল না তখন সে
তাহার উরুর পশ্চাদ্ভাগ স্পর্শ করিল তাহাতে
তাহার সহিত কুস্তিকরণে য়াআকুবের উরুর হাড়
স্বস্থানচ্যুত হইল। [২৬] অপর সে কহিল আ
মাকে ছাড় কেননা অরুণোদয় হইতেছে তাহা
তে সে কহিল তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ না দিলে
আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব না। [২৭] পরে
সে তাহাকে বলিল তোমার নাম কি তাহাতে
সে বলিল য়াআকুব। [২৮] পরে সে কহিল তো
মার নাম য়াআকুব আর কহা যাইবে না কিন্তু
য়িশ্রাএল কেননা তুমি ঈশ্বরের সহিত ও মনুষ্যে
রদের সহিত রাজবৎ শক্তিমান্ হইয়া জয় করি
য়াছ। [২৯] অপর য়াআকুব জিজ্ঞাসা করিয়া
কহিল যে তুমি আপনার নাম কহ তাহাতে সে
কহিল তুমি আমার নামের বিষয়ে কেন জিজ্ঞা
সা করিতেছ পরে সেখানে সে তাহাকে আশী
র্ব্বাদ করিল। [৩০] পরে য়াআকুব সে স্থানের
নাম পিনীএল্ রাখিল কেননা আমি ঈশ্বরকে
মুখামুখি দেখিয়াছি ও আমার প্রাণরক্ষা হই
য়াছে।
[৩১] অপর সে যখন পিনূএল্ পার হইতে
ছিল তাহার উপর সূর্য্যোদয় হইল এবং সে উরু
তে খোঁড়া হইল। [৩২] তাহাতে য়িশ্রাএলের
সন্তানেরা আজিপর্য্যন্ত উরুর পশ্চাদ্ভাগস্থ সংকু
চিত শিরা খায় না যেহেতুক সে য়াআকুবের উরু
পশ্চাদ্ভাগস্থ কোঁকড়ান শিরাস্পর্শ করিয়াছিল।

৩৩ পর্ব্ব।

[১] অনন্তর য়াআকুব আপনার চক্ষু উঠাই
য়া অবলোকন করিল তাহাতে দেখ এশাব ও
তাহার সহিত চারি শত মনুষ্য আসিতেছে পরে
সে লেআহের নিকটে ও রাখেলের নিকটে ও
দুই দাসীর নিকটে সন্তানেরদিগকে বিভাগ করি
য়া দিল। [২] এবং দাসীরদিগকে ও তাহারদের
সন্তানেরদিগকে অগ্রে তাহার পরে লেআহ্কে ও
তাহার সন্তানেরদিগকে ও শেষে রাখেলকে ও
যুসফকে নিয়োগ করিল। [৩] পরে সে তাহার
দের অগ্রে২ গমন করত আপন ভ্রাতার নিকটে
পঁহুছনপর্য্যন্ত ভূম্পৃষ্ঠমুখ হইয়া সাতবার প্র
ণাম করিল। [৪] অপর এশাব তাহার সহিত
মিলিতে দৌড়িল ও তাহার গলায় পড়িয়া তাহা
কে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিল এবং তাহারা
ক্রন্দন করিল। [৫] পরে সে আপন চক্ষু উঠা
ইয়া স্ত্রীরদিগকে এবং সন্তানেরদিগকে দেখিয়া
কহিল তোমার সহবর্ত্তি ইহারা কে তাহাতে সে
কহিল ঈশ্বর তোমার দাসকে অনুগ্রহ করিয়া
যে সন্তানেরদিগকে দিয়াছেন তাহারা এ। [৬]
পরে দাসীরা ও তাহারদের সন্তানেরা তাহার
নিকটে আসিয়া প্রণাম করিল। [৭] পরে লে
আহ্ ও তাহার সন্তানেরা তাহার নিকটে আসি
য়া প্রণাম করিল। এবং শেষে যুসফ ও রাখেল
নিকটে আসিয়া প্রণাম করিল। [৮] অপর
সে কহিল যে২ পালের সহিত আমার দেখা
হইয়াছে সে সকলেতে তোমার কি অভিপ্রায়।
তাহাতে সে বলিল আমার প্রভুর দৃষ্টিতে অনু
গ্রহ পাইবার কারণ। [৯] পরে এশাব কহিল
হে আমার ভ্রাতঃ আমার যথেষ্ট আছে তোমার

যাহা আছে তাহা আপনার কারণ রাখ। [১০]
অপর য়আকুব কহিল এমন নয় যদি তোমার
দৃষ্টিতে আমি অনুগ্রহ পাইয়া থাকি তবে আ
মার হাতহইতে আমার ভেটদ্রব্য গ্রহণ কর কেন
না আমি ঈশ্বরের মুখদর্শনবৎ তোমার মুখদর্শন
করিয়াছি ও তুমি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছ।
[১১] তোমার নিকটে আনীত আমার ভেটদ্রব্য
গ্রহণ কর কেননা ঈশ্বর আমাকে দয়া করিয়া
ছেন ও আমার যথেষ্ট আছে পরে সে তাহাকে
অতিব্যগ্রতাপূর্ব্বক প্রার্থনা করিলে সে তাহা লই
ল। [১২] অপর সে কহিল আমরা যাত্রা করি
য়া যাই ও আমি তোমার অগ্রসর হইব। [১৩]
অনন্তর সে তাহাকে কহিল আমার প্রভু জানেন
যে বালকেরা কোমল এবং দুগ্ধদায়ি মেষীরা ও
গরুর পালেরা আমার সহিত আছে তাহাতে
লোকেরা তাহারদিগকে এক দিন অতিবাদ চা
লাইলে সকল পশুরা মরিবে। [১৪] অতএব
আমার প্রভু এখন আপনকার দাসের অগ্রে
যাউন ও যেপর্য্যন্ত শেঈরে আমার প্রভুর নিকটে
না পঁহুছি সেপর্য্যন্ত আমি আপন সহবর্ত্তি পশু
রদের পদশক্ত্যনুসারে ও বালকেরদের পদশ
ক্ত্যনুসারে তাহারদিগকে অল্পে২ লইয়া যাইব।
[১৫] পরে এশাব তাহাকে বলিল এখন আমার
সঙ্গি লোকেরদের মধ্যে কতক লোকেরদিগকে
তোমার সহিত রাখি তাহাতে সে বলিল কি আ
বশ্যক আমি আপন প্রভুর দৃষ্টিতে কৃপা পাই।
[১৬] অতঃপরে এশাব্ সেই দিনেতেই শেঈ
রে ফিরিয়া গেল। [১৭] এবং য়আকুব সুকো
তে গেল ও আপনার কারণ ঘর বানাইল ও আ
পন পশুরদের কারণ কুঁড়িয়া বান্ধিল অতএব
সে স্থানের নাম সুকোত খ্যাত হইল।
[১৮] পরে য়আকুব পাদানআরামহইতে ক
নআনদেশ যাইতে শিকেমের শালেমনগরে পঁ
হুছিল ও নগরের সম্মুখে বাস করিল। [১৯]
পরে যেখানে আপন তাম্বু উঠাইয়াছিল সে
ভূমিখণ্ড শিকেমের পিতা খামোরের সন্তানের
দিগের হাতহইতে শত মুদ্রাদ্বারা ক্রয় করিয়া ল
ইল। [২০] এবং সে স্থানে বেদি করিয়া এল্
এলোহে য়িশ্রাএল তাহার নাম রাখিল।

৩৪ পর্ব্ব।

[১] অপর দীনাহ্ নামে যে কন্যাকে লেআহ্
য়আকুবের নিমিত্তে প্রসবিয়াছিল সে তদ্দেশীয়
কন্যারদিগকে দেখিবার কারণ বাহিরে গেল। [২]
পরে দেশাধ্যক্ষ খিবীয় খমোরের পুত্র শিকেম
তাহাকে দেখিল ও তাহাকে লইয়া তাহার সহি
ত শয়ন করিয়া তাহাকে ভ্রষ্টা করিল। [৩]
তাহাতে য়আকুবের কন্যা দীনাহেতে তাহার
প্রাণ লগ্ন হইল ও সে ঐ কন্যাকে প্রেম করিয়া
সে কন্যার সহিত প্রীতিবাক্য কহিল। [৪] পরে
শিকেম আপনার পিতা খমোরকে বলিল আ
মার ভার্য্যার্থে এ কন্যাকে লইয়া দেও। [৫]
পরে য়আকুব শুনিল যে সে আপনার পুত্রী দী
নাহ্কে নষ্টা করিয়াছিল ঐ সময়ে তাহার পু
ত্রেরা পশুরদের সহিত মাঠে ছিল অতএব তা
হারদিগের আগমনপর্য্যন্ত য়আকুব চুপ করিয়া
রহিল।
[৬] অপর শিকামের পিতা খমোর য়আকু
বের সহিত কথোপকথন করিতে তাহার নিকটে
গেল। [৭] পরে য়আকুবের পুত্রেরা তাহা শু
নিয়া মাঠহইতে আইল এবং সে মনুষ্যেরা শো
কাকুল ও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল কেননা সে য়আকু
বের কন্যার সহিত শয়নকরাতে য়িশ্রাএলেতে
অজ্ঞান ও অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছিল। [৮] অ
পর খমোর তাহারদের সহিত কথোপকথন
করিয়া কহিল আমার পুত্র শিকেমের প্রাণ তো
মার পুত্রীকে অতিশয় বাঞ্ছা করে অতএব তাহা
কে তাহার ভার্য্যার্থে দেও। [৯] এবং আমার
দের সহিত বিবাহসম্বন্ধ কর অর্থাৎ তোমারদি
গের কন্যারদিগকে আমারদের কারণ দেও ও
আমারদের কন্যারদিগকে তোমারদের কারণ
লও। [১০] এবং আমারদের সহিত বাস কর
দেশ তোমারদের সম্মুখে আছে সেখানে বাস
কর ও বাণিজ্য কর ও তাহাতে অধিকার কর।
[১১] পরে শিকেম আপন পিতাকে ও আপন
ভ্রাতারদিগকে কহিল তোমারদিগের দৃষ্টিতে
আমি কৃপা পাই তাহাতে আমাকে যাহা কহি
বা তাহা দিব। [১২] যত যৌতুক ও দান আ
মার কাছে লইতে চাহ তাহা আমি তোমার বা
ক্যানুসারে দিব কিন্তু ভার্য্যার কারণ সে কন্যা
আমাকে দেও। [১৩] অনন্তর য়আকুবের
পুত্রেরা শিকেমকে ও তাহার পিতা খমোরকে
ছল প্রত্যুত্তর করিয়া কহিল কেননা সে তাহার
দের ভগিনী দীনাহ্কে ভ্রষ্টা করিয়াছিল। [১৪]
পরে তাহারা তাহারদিগকে বলিল যে অত্বক্
চ্ছেদী মনুষ্যকে আমারদের ভগিনীদানরূপ কর্ম্ম
আমরা করিতে পারি না কেননা তাহা আমার
দিগের অখ্যাতি। [১৫] কিন্তু যদি তোমারদের
সকল পুরুষ আমারদের মত চ্ছিন্নত্বক্ হয়
তবে তোমারদের কথাতে আমরা সম্মত হইব।
[১৬] তাহা হইলে আমারদের কন্যা তোমার
দিগকে দিব ও তোমারদের কন্যা আপনারদের
কারণ গ্রহণ করিব ও তোমারদের সহিত বাস
করিব ও আমরা এক বর্ণ হইব। [১৭] কিন্তু
যদি চ্ছিন্নত্বক্ হওনের কারণ তোমরা আমার

দিগের কথাতে অবধান না কর তবে আমরা আ
পন কন্যাকে লইয়া প্রস্থান করিব। [১৮] অ
পর খমোরের দৃষ্টিতে ও খমোরের পুত্র শিকে
মের দৃষ্টিতে তাহারদের কথা তুষ্টিকর হইল।
[১৯] তাহাতে সে যুবা লোক ঐ কার্য্য করিতে
বিলম্ব করিল না কেননা সে য়অ্যাকুবের কন্যা
তে অনুরক্ত হইয়াছিল এবং সে আপন পিতার
ঘরের সকলহইতে অতিমান্য ছিল।

[২০] অপর খমোর ও তাহার পুত্র শিকেম
আপন নগরের দ্বারে আসিয়া আপন নগরের
লোকেরদের সহিত ইহা কহত কথোপকথন ক
রিল। [২১] এ মনুষ্যেরা আমারদের সহিত
অবিরোধী অতএব তাহারদিগকে দেশে বাস ও
বাণিজ্য করিতে দেও কেননা দেখ দেশ তাহার
দের নিমিত্তে যথেষ্ট আমারদের ভার্য্যার কারণ
তাহারদের কন্যারদিগকে লই এবং তাহারদের
ভার্য্যার কারণ আমারদের কন্যারদিগকে দি।
[২২] কিন্তু তাহারা যেমন ছিন্নত্বক্ তেমন
আমারদের মধ্যে সকল পুরুষের অক্চ্ছেদ
যে হয় কেবল এ নিয়মে এ মনুষ্যেরা আমার
দের সহিত বাস করিতে ও একবর্ণ হইতে আমা
রদের কথায় সম্মত হইবে। [২৩] তাহারদের
পশুরা ও সম্পত্তি ও তাহারদের সকল জন্তু কি
আমারদিগের হইবে না কেবল আমরা তাহার
দের সহিত ইহা স্বীকার করি তাহাতে তাহারা
আমারদের সহিত বাস করিবে। [২৪] পরে
যে সকলে শহরের দ্বারের বাহিরে গেল তাহারা
খমোরের ও তাহার পুত্র শিকেমের কথায় অব
ধান করিল তাহাতে শহরের দ্বারের বহির্গামি
সকল পুরুষেরদের অক্চ্ছেদ করা গেল।

[২৫] অপর তৃতীয় দিবসে এমত হইল তাহা
রা পীড়িত হইলে য়অ্যাকুবের দুই পুত্র দীনাহের
ভ্রাতারা শিমিওন ও লেবি আপন২ তলোআর
লইল ও সাহসেতে শহরের উপরে আসিয়া স
কল পুরুষেরদিগকে বধ করিল। [২৬] এবং
খমোরকে ও তাহার পুত্র শিকেমকেও তাহারা
তলোআরের ধারেতে বধ করিয়া শিকেমের
ঘরহইতে দীনাহ্কে লইয়া চলিয়া গেল। [২৭]
য়অ্যাকুবের পুত্রেরা মৃত লোকেরদের নিকটে
আসিয়া নগর নাশ করিল কেননা তাহারদের
ভগিনীকে তাহারা ভ্রষ্টা করিয়াছিল। [২৮]
তাহারদের মেষেরদিগকে ও গরুরদিগকে ও গা
ধারদিগকে ও নগরস্থ ও ক্ষেত্রস্থ যাবৎ বস্তু সকল
লইল। [২৯] ও তাহারদের সকল ধন লইল
ও তাহারদের সকল সন্তানেরদিগকে ও তাহার
দের ভার্য্যারদিগকে বন্দি করিয়া ঘরে যে কিছু
ছিল সে সকল নষ্ট করিল।

[৩০] পরে য়অ্যাকুব শিমিওনকে ও লেবিকে
কহিল তোমরা দেশবাসিরদিগের মধ্যে অর্থাৎ
কনআনীয়েরদের ও পিরিজীয়েরদের মধ্যে আ
মাকে দুর্গন্ধ করণেতে আমাকে ব্যাকুল করিয়া
ছ এবং আমি অল্পসংখ্যক হওয়াতে আমার
বিপরীতে তাহারা একত্র হইয়া আমাকে বধ ক
রিবে তাহাতে আমি নষ্ট হইব অর্থাৎ আমি ও
আমার ঘর। [৩১] তাহাতে তাহারা বলিল
সে কি আমারদের ভগিনীকে বেশ্যাসমান করি
বে।

৩৫ পর্ব্ব।

[১] অনন্তর ঈশ্বর য়অ্যাকুবকে কহিলেন উঠ
ও বীৎএলে যাইয়া সেখানে বাস কর ও তুমি
আপন ভ্রাতা এশাবের সম্মুখহইতে পলায়মান
হইলে তোমার নিকটে প্রকাশিত হইলেন যে
ঈশ্বর তাঁহার কারণ সে স্থানে এক বেদি কর।
[২] তাহাতে য়অ্যাকুব আপন পরিজনেরদিগকে
ও সঙ্গি লোকেরদিগকে কহিল তোমারদের মধ্যে
যে২ অন্য দেবেরা আছে তাহারদিগকে দূর
কর ও শুদ্ধ হও ও তোমারদিগের বস্ত্র বদলাও।
[৩] এবং আমরা উঠি ও বীৎএলে যাই এবং
আমার দুঃখ দিনে আমার প্রতি প্রত্যুত্তরকারি
এবং যে পথে চলিয়াছিলাম সে পথে আমার
সহবর্ত্তি ঈশ্বরের কারণ সে স্থানে এক বেদি নি
র্ম্মাণ করিব। [৪] পরে তাহারদের হস্তে যে২
অন্য দেবেরা ছিল এবং তাহারদিগের কর্ণেতে
যে২ কুণ্ডল ছিল সে সকল তাহারা য়অ্যাকুবকে
দিল তাহাতে য়অ্যাকুব সে সকল লইয়া শিকে
মের নিকটে স্থিত আলোনবৃক্ষের নীচে পুতিল।
[৫] অপর তাহারা প্রস্থান করিলে তাহারদিগের
চতুর্দ্দিক্স্থ নগরের উপরে ঈশ্বরবিষয়ক ভয় প
ড়িল তাহাতে তাহারা য়অ্যাকুবের পুত্রেরদের
পশ্চাৎ তাড়াইয়া গেল না।

[৬] পরে য়অ্যাকুব ও তাহার সঙ্গি সমস্ত মনু
ষ্যেরা বীৎএলনামে খ্যাত কনআন দেশস্থ
লূজেতে আইল। [৭] ও সেখানে এক বেদি
নির্ম্মাণ করিয়া বীৎএল তাহার নাম রাখিল কে
ননা সে স্থানে আপন ভ্রাতার মুখহইতে পলা
য়মান য়অ্যাকুবের কাছে ঈশ্বর প্রকাশিত হইয়া
ছিলেন।

[৮] পরে রিবিকাহের ধাই দিবোরাহ্ মরিল
ও বীৎএলের নিকটস্থ আলোন বৃক্ষের নীচে তা
হার কবর দেওয়া গেল এবং সে স্থানের নাম
আলোন্বাকুত রাখিল।

[৯] অপর পাদানআরামহইতে য়অ্যাকুবের
প্রস্থানকালে ঈশ্বর পুনর্ব্বার তাহাকে দর্শন দি
য়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। [১০] তাহাতে ঈশ্বর

তাহাকে বলিলেন তোমার নাম য়ত্মাকুব ইহার
পরে তোমার নাম য়ত্মাকুব আর খ্যাত হইবে
না কিন্তু তোমার নাম য়িশ্‌রাএল হইবে তাহা
তে তাহার নাম য়িশ্‌রাএল রাখিলেন। [১১]
পরে ঈশ্বর তাহাকে কহিলেন আমি সর্ব্বশক্তি
মান ঈশ্বর তুমি ফলপূর্ণ হও ও বাড় তোমা
হইতে জাতি ও জাতিসমুহ উৎপন্ন হইবে এবং
তোমার কোমরহইতে রাজারা বাহির হইবে।
[১২] এবং আমি অবরাহামকে ও য়িস্‌খাক
কে যে দেশ দিয়াছিলাম সে দেশ তোমাকে
দিব ও তোমার পরে তোমার বংশকেও সে দে
শ দিব। [১৩] পরে ঈশ্বর যে স্থানে তাহার
সহিত কথা কহিলেন সে স্থানহইতে গমন করি
লেন। [১৪] অনন্তর ঈশ্বর যে স্থানে তাহার
সহিত কথা কহিয়াছিলেন সে স্থানে য়ত্মাকুব
এক বেদি অর্থাৎ পাথরের এক বেদি নির্ম্মাণ ক
রিয়া তাহার উপরে পানীয় নৈবেদ্য ও তৈল
ঢালিল। [১৫] এবং যে স্থানে ঈশ্বর তাহার
সহিত কথা কহিয়াছিলেন য়ত্মাকুব সে স্থানের
নাম বীৎএল রাখিল।

[১৬] অপর তাহারা বীৎএলহইতে প্রস্থান ক
রিয়া এফরাতাহে পঁহুছনের অল্প পথমাত্র থা
কিতে রাখেলের প্রসবব্যথা হইল তাহাতে তা
হার প্রসব কঠিন হইল। [১৭] পরে এমত হই
ল সে প্রসবেতে অতিব্যথিতা হইলে ধাত্রী তা
হাকে কহিল ভয় করিও না তুমি এ পুত্রকেও প্র
সব করিবা। [১৮] পরে সে মরিল তাহাতে
তাহার প্রাণ বাহিরহওনের সময়ে সে তাহার
নাম বেনওনি রাখিল কিন্তু তাহার পিতা তাহার
নাম বেন্যামিন রাখিল। [১৯] অপর রাখেল
মরিল ও এফরাতাহের পথে অর্থাৎ বীৎলেখে
মের পথে তাহার কবর হইল। [২০] এবং য়
ত্মাকুব তাহার কবরের উপরে এক বেদি স্থাপন
করিল তাহা আজিপর্য্যন্ত রাখেলের কবরবেদি।
[২১] অপর য়িশ্‌রাএল প্রস্থান করিল ও এদের
গড়ের অন্য পার্শ্বে আপন তাম্বু খাড়া করিল।
[২২] পরে য়িশ্‌রাএলের সেই দেশে বাসকরণ
কালে এমত হইল রিউবেণ যাইয়া আপন পি
তার উপপত্নী বিল্‌হাহের সহিত সংসর্গ করিল
এবং য়িশ্‌রাএল তাহা শুনিল। অপর য়ত্মাকু
বের পুত্রেরা দ্বাদশসংখ্যক ছিল। [২৩] লে
আহের সন্তান এই২ য়ত্মাকুবের জ্যেষ্ঠ রিউবেণ
পরে সিমিওন ও লেবি ও য়িহুদাহ্‌ ও য়িশাকর
ও জিবুলূন। [২৪] রাখেলের সন্তান য়ুসফ ও
বেন্যামিন। [২৫] এই রাখেলের দাসী বিল্‌
হাহের পুত্র দান ও নপ্তালি। [২৬] এবং লে
আহের দাসী জিলপাহের পুত্র গাদ ও আশের
ইহারা পাদানআরামে জনিত য়ত্মাকুবের স
ন্তান।

[২৭] অনন্তর অবরাহাম ও য়িস্‌খাক যে
স্থানে বাস করিয়াছিল সে মম্‌রেতে অর্থাৎ আ
রবআ নগরে অর্থাৎ খেবরোণে য়ত্মাকুব আপ
ন পিতা য়িস্‌খাকের নিকটে পঁহুছিল। [২৮]
অপর য়িস্‌খাকের আয়ু এক শত আশী বৎসর
ছিল [২৯] পরে য়িস্‌খাক বৃদ্ধ ও কালপূর্ণ
হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়া মরিল ও আপন লো
কেরদের সহিত সংগৃহীত হইল ও তাহার পুত্র
এশাব ও য়ত্মাকুব তাহার কবর দিল।

৩৬ পর্ব্ব।

[১] অথ এশাবের অর্থাৎ এদোমের বংশা
বলি এই। [২] এশাব কনআনীয় কন্যারদের
মধ্যহইতে আপন ভার্য্যারদিগকে গ্রহণ করিল
অর্থাৎ খিত্তীয় এলোনের কন্যা আদাহ্‌কে এবং
খিবীয় সিবিওনের কন্যা অনাহের পুত্রী আহো
লিবামাহ্‌কে [৩] ও য়িশ্‌মাএলের কন্যা নিবয়ো
তের ভগিনী বাশিমতকে। [৪] অনন্তরে আদাহ্‌
এশাবের ঔরসেতে এলীফাজ্‌কে ও বাশিমত রিউ
এলকে প্রসব করিল [৫] এবং আহোলিবামাহ্‌
য়িউশ্‌কে ও য়ত্মলামকে ও কোরখ্‌কে প্রসবিল
ইহারা কনআনদেশে জাত এশাবের সন্তান।

[৬] অপর এশাব আপন ভার্য্যারদিগকে
ও আপন পুত্রেরদিগকে ও আপন কন্যারদিগকে
ও আপন গৃহস্থিত সকল প্রাণিরদিগকে ও আ
পন পশুরদিগকে ও আপন সকল জন্তুরদিগকে
এবং কনআনদেশে লব্ধ আপন সকল সম্পদ্‌কে
লইয়া আপন ভ্রাতা য়ত্মাকুবের সম্মুখহইতে
দেশান্তর গেল [৭] কেননা তাহারদের সম্পা
ত্তির অতিবাহুল্যপ্রযুক্ত তাহারা একত্র বাস করি
তে পারিল না এবং তাহারদের পশুপ্রযুক্ত তা
হারদের প্রবাসদেশে তাহারদের নির্ব্বাহ করি
তে অকুলান হইল। [৮] এতদ্রূপে এশাব শেয়ীর
পর্ব্বতে বাস করিল এশাব কিনা এদোম।

[৯] অপর শেয়ীর পর্ব্বতস্থ এদোমীয়েরদের
পিতা এশাবের সন্তান এই২। [১০] এশাবের স
ন্তানেরদের এই২ নাম এশাবের পত্নী অদাহের
পুত্র এলীফাজ ও এশাবের পত্নী বাশিমতের
পুত্র রিউএল। [১১] এবং এলীফাজের পুত্রে
রা তীমান ও ওমার ও সিফো ও গত্মাতাম ও
কিনজ। [১২] এবং তিম্‌নত্মা এশাবের পুত্র
এলীফাজের উপপত্নী ছিল সে এলীফাজের কা
রণ অমালেককে প্রসব করিল ইহারা এশাবের
পত্নী অদাহের সন্তান। [১৩] অপর ইহারা
রিউএলের সন্তান নখত ও জেরখ্‌ ও শমাহ্‌ ও মি
জাহ্‌ ইহারা এশাবের ভার্য্যা বাশিমতের সন্তান।

[১৪] পরে ইহারা সিবিওনের কন্যা অনাহের কন্যা এশাবের ভার্য্যা আহোলিবামাহের সন্তান সে এশাবের কারণ য়িউশ্‌কে ও য়অলামকে ও কোরখ্‌কে প্রসব করিল।

[১৫] অপর এশাবের পুত্রেরদের মধ্যে ইহারা অগ্রণী এশাবের প্রথম পুত্র এলীফাজের সন্তান তীমান অগ্রণী ও ওমর অগ্রণী ও সিফো অগ্রণী ও কিনজ অগ্রণী [১৬] ও কোরখ অগ্রণী ও গঅতাম অগ্রণী ও অমালেক্‌ অগ্রণী এদোম দেশে এলীফাজেতে উৎপন্ন অগ্রণী এই২ ইহারা অদাহের সন্তান।

[১৭] অপর ইহারা এশাবের পুত্র রিউএলের সন্তান নখত অগ্রণী ও জেরখ্‌ অগ্রণী ও শামহ্‌ অগ্রণী ও মিজাহ্‌ অগ্রণী। ইহারা এদোমদেশেতে রিউএলের ঔরসজাত অগ্রণী ইহারা এশাবের ভার্য্যা বাশিমতের পুত্র।

[১৮] অপর ইহারা এশাবের ভার্য্যা আহোলিবামাহের পুত্র য়িউশ্‌ অগ্রণী ও য়অলাম অগ্রণী ও কোরখ্‌ অগ্রণী ইহারা অনাহের কন্যা অথচ এশাবের ভার্য্যা আহোলিবামাহেতে জাত অগ্রণী। [১৯] ইহারা এশাবের অর্থাৎ এদোমের সন্তান ও ইহারা তাহারদিগের অগ্রণী।

[২০] অপর ইহারা তদ্দেশবাসি খোরীয় শেঈরের সন্তান লোটান ও শোবাল ও সিবিওন ও অনাহ্‌ [২১] ও দিশোন ও এসের ও দীশান ইহারা এদোমদেশে জাত শেঈরের সন্তান অর্থাৎ খোরীয়েরদের অগ্রণী। [২২] অপর লোটানের পুত্রেরা খোরি ও হেমান ও লোটানের ভগিনী তিম্‌নআ। [২৩] অপর শোবালের পুত্রেরা অল্‌বান্‌ ও মানখাত ও এবাল ও শিফো ও ওনাম। [২৪] অপর ইহারা সিবিওনের সন্তান আয়াহ্‌ ও অনাহ্‌ যে অনাহ্‌ আপন পিতা সিবিওনের গাধারদিগকে বনেতে চরাণকালে খচরেরদিগকে পাইয়াছিল সে এই। [২৫] অপর ইহারা অনাহের সন্তান দিশোন্‌ ও আহোলিবামাহ্‌ অনাহের কন্যা। [২৬] এবং দিশোনের পুত্রেরা খেম্‌দান্‌ ও এশ্‌বান্‌ ও য়িৎরাণ ও কিরাণ। [২৭] এসেরের পুত্রেরা বিল্‌হান ও জঅবান ও অকান। [২৮] দীশানের পুত্রেরা ঊস্‌ ও আরাণ। [২৯] খোরীয়েরদিগের অগ্রণীরা লোটন অগ্রণী ও শোবাল অগ্রণী ও সিবিওন অগ্রণী ও অনাহ্‌ অগ্রণী [৩০] ও দিশোন অগ্রণী ও এসের অগ্রণী ও দীশান্‌ অগ্রণী শেঈরদেশে উৎপন্ন তাহারদের অগ্রণীরদের মধ্যে এই২ খোরিয়েতে জাত।

[৩১] অপর য়িশ্‌রাএলের সন্তানেরদের উপরে কোন রাজার রাজত্বকরণের পূর্ব্বে যে রাজারা এদোমদেশে রাজ্য করিয়াছিল তাহারা এই২ [৩২] বিওরের পুত্র বেলঅ্‌ এদোমদেশে রাজ্য করিল তাহার নগরের নাম দিনহাবাহ্‌। [৩৩] পরে বেলঅ্‌ মরিল ও তাহার পদে বাস্‌রাহ্‌নিবাসি জেরহের পুত্র য়োবাব রাজ্য করিল। [৩৪] পরে য়োবাব মরিল ও তাহার পদে তীমানীদেশস্থ খুশাম রাজ্য করিল। [৩৫] পরে খুশাম মরিল ও তাহার পদে বিদদের পুত্র হদাদ রাজ্য করিল সে মোআবের মাঠে মিদিয়ানকে মারিল তাহার নগরের নাম অবীত। [৩৬] পরে হদাদ মরিল ও তাহার পদে মশ্‌রেকাহের শমলাহ্‌ রাজ্য করিল। [৩৭] পরে শমলাহ্‌ মরিল ও নদী নিকটে স্থিত রিখোবোতের শাউল তাহার পদে রাজ্য করিল। [৩৮] পরে শাউল মরিল তাহাতে অক্‌বোরের পুত্র বআলখানান তাহার পদে রাজ্য করিল। [৩৯] পরে অক্‌বোরের পুত্র বআলখানান মরিল এবং হদদ তাহার পদে রাজ্য করিল তাহার নগরের নাম পাউ ও তাহার ভার্য্যার নাম মিহেতবিএল সে মটরেদের কন্যা সে মটরেদ মেজাহাবের কন্যা। [৪০] অপর আপন২ বংশানুসারে ও আপন২ স্থানানুসারে ও আপন২ নামানুসারে এশাবেতে জাত অগ্রণীরদের এই২ নাম তিম্‌নআ অগ্রণী ও অল্‌বাহ্‌ অগ্রণী ও য়িতেত অগ্রণী [৪১] ও আহোলিবামাহ্‌ অগ্রণী ও এলাহ্‌ অগ্রণী ও পীনোন অগ্রণী [৪২] ও কিনজ অগ্রণী ও তিমান অগ্রণী ও মিবসার অগ্রণী। [৪৩] ও মগদীএল অগ্রণী ও ঈরাম অগ্রণী আপন২ বংশানুসারে আপন২ অধিকারদেশে ইহারা এদোমের অগ্রণী সেই এশাব্‌ এদোমীয়েরদের গোত্রজনক।

৩৭ পৰ্ব্ব।

[১] অপর য়অকুব আপন পিতার প্রবাস দেশে অর্থাৎ কনআন দেশে বাস করিল। [২] এই২ য়অকুবের বংশ। যূসফ সতরবৎসরবয়স্ক হইয়া আপন ভ্রাতারদের সহিত মেষেরদিগকে চরাইতেছিল এবং সে বালক আপন পিতার ভার্য্যা বিল্‌হাহের ও জিলপাহের পুত্রেরদের সহিত ছিল এবং যূসফ আপন পিতার নিকটে তাহারদের কুকার্য্যসম্বাদ আনিল। [৩] অপর য়িশ্‌রাএল আপন সকল পুত্রহইতে যূসফকে অধিক প্রেম করিল কেননা সে তাহার বৃদ্ধকালজাত পুত্র ছিল তাহাতে সে তাহার কারণ নানাবর্ণ এক বস্ত্র নির্ম্মাণ করিল। [৪] পরে যখন তাহার ভ্রাতারা দেখিল যে আপনারদের পিতা সকল ভ্রাতাহইতে তাহাকে অধিক প্রেম করিল তখন তাহারা তাহাকে ঘৃণা করিয়া তাহার সহিত প্রীতিবাক্য কহিতে পারিল না।

[৫] অনন্তর যুসফ এক স্বপ্ন দেখিল ও আ
পন ভ্রাতারদিগকে তাহা শুনাইল তাহাতে তা
হারা তাহাকে অধিক ঘৃণা করিতে লাগিল।
[৬] অপর সে তাহারদিগকে কহিল আমি যে
স্বপ্ন দেখিয়াছি তাহা অবধান কর [৭] যেহেতুক
দেখ আমরা ক্ষেত্রের মধ্যে আটি বান্ধিতেছি
লাম তাহাতে দেখ আমার আটি উঠিয়া দাঁড়া
ইল ও দেখ তোমারদের আটি চতুর্দ্দিগে দাঁড়াই
য়া আমার আটিকে প্রণাম করিল। [৮] তাহা
তে তাহার ভ্রাতারা তাহাকে কহিল তুমি কি নি
তান্ত আমারদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবা ও আমার
দের উপর কি নিতান্ত প্রভুত্ব করিবা এবং তা
হার স্বপ্নপ্রযুক্ত ও তাহার বাক্যপ্রযুক্ত তাহারা তা
হাকে অধিক ঘৃণা করিল।
[৯] পরে সে আর এক স্বপ্ন দেখিল ও আপ
ন ভ্রাতারদিগকে তাহা জানাইয়া কহিল দেখ আ
মি আর এক স্বপ্ন দেখিয়াছি তাহাতে দেখ সূর্য্য
ও চন্দ্র ও একাদশ তারা আমাকে প্রণাম করিল।
[১০] এবং সে আপন পিতাকে ও আপন ভ্রা
তারদিগকে তাহা কহিল তাহাতে তাহার পিতা
তাহাকে অনুযোগ করিয়া কহিল এ কি স্বপ্ন যে
তুমি দেখিয়াছ আমি ও তোমার মাতা ও তোমার
ভ্রাতারা কি নিতান্ত ভূমিষ্ঠ হইয়া তোমাকে প্র
ণাম করিতে আসিব। [১১] পরে তাহার ভ্রাতা
রা তাহার ঈর্ষ্যা করিল কিন্তু তাহার পিতা তা
হার বাক্য স্মরণে রাখিল।
[১২] অপর তাহার ভ্রাতারা আপনারদের
পিতার মেষেরদিগকে চরাইতে শিকেমে গেল।
[১৩] পরে য়িশ্রাএল যুসফকে কহিল তোমার
ভ্রাতারা কি শিকেমে মেষেরদিগকে চরায় না আ
ইস আমি তাহারদের নিকটে তোমাকে পাঠাই
তাহাতে সে তাহাকে কহিল দেখ এই আমি।
[১৪] পরে সে তাহাকে বলিল আপন ভ্রাতার
দের কল্যাণ ও মেষেরদের মঙ্গল জিজ্ঞাসা কর
গিয়া পরে আমাকে সমাচার দেও এতদ্রূপে সে
তাহাকে খেবরোণগুহাহইতে বিদায় করিল তা
হাতে সে শিকেমে পঁহুছিল।
[১৫] অপর এক মনুষ্য তাহার দেখা পাইল
তাহাতে দেখ সে মাঠে ভ্রমণ করিতেছিল পরে
সে মনুষ্য তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিল তুমি
কি অন্বেষণ করিতেছ। [১৬] তাহাতে সে বলিল
আমি আপন ভ্রাতারদের অন্বেষণ করিতেছি
আমাকে কহ যে তাহারা কোথায় মেষেরদিগ
কে চরায়। [১৭] সে মনুষ্য কহিল তাহারা এ
খানহইতে গিয়াছে কেননা তাহারদিগকে এ ক
থা কহিতে শুনিলাম যে আমরা দোতানে যাই
তাহাতে যুসফ আপন ভ্রাতারদের পশ্চাৎ যাই
য়া দোতানে তাহারদিগকে পাইল। [১৮] অপর
তাহারদের নিকটাগমনের পূর্ব্বেই তাহারা তা
হাকে অতিদূরে দেখিয়া তাহাকে বধ করিতে প
রামর্শ করিল। [১৯] ও তাহারা পরস্পর কহিল
দেখ ঐ স্বপ্নদর্শক মহাশয় আসিতেছেন। [২০]
অতএব এখন আইস আমরা তাহাকে বধ করি
ও কোনো এক গর্ত্তে ফেলিয়া দি পরে কহিব যে
কোন হিংসুক জন্তু তাহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে
তাহাতে দেখিব তাহার স্বপ্নের কি হয়। [২১]
পরে রিউবেণ তাহা শুনিল ও তাহারদের হস্তহই
তে তাহাকে মুক্ত করিল ও কহিল আমরা তাহার
প্রাণ নষ্ট না করি [২২] তাহাতে রিউবেণ তাহার
পিতার নিকটে তাহাকে পুনর্ব্বার অর্পণ করিবার
কারণ তাহারদিগের হস্তহইতে তাহাকে উদ্ধার
করণের নিমিত্তে তাহারদিগকে বলিল রক্তপাত ক
রিও না মাঠেতে এ যে গর্ত্ত তাহাতে তাহাকে
ফেল কিন্তু তাহার উপর হস্ত প্রদান করিও না।
[২৩] অপর এমত হইল যুসফ আপন ভ্রা
তারদের নিকটে আইলে তাহারা যুসফের গাত্র
স্থ বস্ত্র অর্থাৎ নানাবর্ণবস্ত্র কাড়িয়া লইল [২৪]
ও তাহাকে ধরিয়া গর্ত্তে ফেলিয়া দিল সে গর্ত্ত
শূন্য তাহাতে জল ছিল না। [২৫] পরে তাহারা
অন্ন খাইতে বসিল ও আপন চক্ষু উঠাইয়া দে
খিল তাহাতে দেখ সুগন্ধি দ্রব্য ও নির্য্যাস ও গন্ধ
রস লইয়া মিস্রে গমনশীল তত্তদ্দ্রব্যবাহক আপ
নারদের উটেরদের সহিত য়িশ্মাএলীয়েরদের
এক জনতা গিলিআদহইতে আসিতেছে। [২৬]
পরে য়িহুদাহ্ আপন ভ্রাতারদিগকে বলিল আ
মরা আপন ভ্রাতাকে মারিলে ও তাহার রক্ত
গোপন করিলে আমারদের কি লাভ হইবে।
[২৭] আইস আমরা এই য়িশ্মাএলীয়েরদের
স্থানে তাহাকে বিক্রয় করি কিন্তু আমারদের হস্ত
তাহার উপরে না হউক কেননা সেই আমারদের
ভ্রাতা সেই আমারদের মাংস তাহাতে তাহার ভ্রা
তারা সে কথাতে সম্মত হইল। [২৮] তৎকালে
মিদিয়ানীয় বণিকেরা তাহারদের নিকট হইয়া
যাইতেছে তাহাতে তাহারা যুসফকে গর্ত্তহইতে
টানিয়া উঠাইল ও য়িশ্মাএলীয়েরদের নিকটে
বিশ থানরূপাতে যুসফকে বিক্রয় করিল পরে
তাহারা যুসফকে মিস্রেতে আনিল।
[২৯] অপর রিউবেণ গর্ত্তের নিকটে ফিরিয়া
গেল ও দেখ যুসফ গর্ত্তে নাই তাহাতে সে আপ
ন কাপড় ফাড়িল। [৩০] এবং আপন ভ্রাতার
দের নিকট ফিরিয়া যাইয়া কহিল বালক নাই
আমি কোথায়ই যাইব। [৩১] পরে তাহারা
যুসফের বস্ত্র লইল ও এক ছাগলের বাচ্চা মারি
য়া সে রক্তেতে বস্ত্র চুবড়াইল। [৩২] পরে সে

নানাবর্ণ বস্ত্র পাঠাইয়া আপন পিতার নিকটে
পঁহুছাইল ও কহিল আমরা ইহা পাইয়াছি এ
খন দেখ এ তোমার পুত্রের বস্ত্র কি না। [৩৩]
তাহাতে সে তাহা চিনিয়া বলিল আমার পুত্রের
বস্ত্র বটে কোন হিংস্র পশু তাহাকে খাইয়া ফে
লিয়াছে যুসফ নিঃসন্দেহে খণ্ডং হইয়াছে।
[৩৪] পরে য়অ্যাকুব আপন বস্ত্র ছিঁড়িল ও আ
পন কোমরেতে চট পরিধান করিয়া আপন পু
ত্রের কারণ অনেক দিবস শোক করিল। [৩৫]
পরে তাহার সকল পুত্রেরা ও সকল কন্যারা তা
হাকে সান্ত্বনা করিতে উঠিল কিন্তু সে বিগত
শোকহওনে সম্মত হইল না কেননা সে কহিল
যে আমি শোক করত পরলোকে আপন পু
ত্রের নিকটে যাইব এমত তাহার পিতা তাহার
কারণ শোক করিল। [৩৬] পরে মিদিয়ানীয়ে
রা রাজরক্ষার্থক সৈন্যের পতি ফরওহের অধ্যক্ষ
পোটীফরের স্থানে মিস্রে তাহাকে বিক্রয় ক
রিল।

৩৮ পর্ব্ব।

[১] অপর সে কালে এমত হইল য়িহুদাহ্
আপন ভ্রাতারদের নিকটহইতে খীরাহ্ নামে
অদুলামীয় এক মনুষ্যের নিকটে গেল। [২]
এবং য়িহুদাহ্ সেখানে কোন কনঅ্যানীয় মনু
ষ্যের এক কন্যাকে দেখিল তাহার নাম শূআ
পরে সে তাহাকে লইয়া তাহাতে গমন করিল।
[৩] তাহাতে সে গর্ভধারণ করিয়া পুত্র প্রস
বিল ও সে তাহার নাম এর রাখিল। [৪] অ
পর সে পুনর্ব্বার গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসবিল
ও তাহার নাম ওনান্ রাখিল। [৫] অপর পু
নশ্চ সে গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসবিল ও তাহার
নাম শেলাহ্ রাখিল যখন সে তাহাকে প্রসব
করিল তখন য়িহুদাহ্ কিজীবে অবস্থিতি করিল।
[৬] পরে য়িহুদাহ্ আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র এরের
কারণ এক কন্যা লইল তাহার নাম তামার।
[৭] এবং য়িহুদাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র এর য়িহুহের
দৃষ্টিতে দুরাচার ছিল তাহাতে য়িহুহ তাহাকে
সংহার করিলেন। [৮] পরে য়িহুদাহ্ ওনান
কে কহিল তুমি আপন ভ্রাতার স্ত্রীর নিকটে যাও
ও তাহাকে বিবাহ করিয়া আপন ভ্রাতার বংশ
উৎপন্ন কর। [৯] অপর ওনান জানিল যে সে
বংশ আপনার হইবে না তাহাতে সে আপন
ভ্রাতার ভার্য্যার নিকটে গমনকালে আপন ভ্রা
তার বংশদায়ক না হওনার্থে ভূমিতে আপন
রেতঃপাত করিল। [১০] তাহাতে তাহার কৃত
কর্ম্ম য়িহুহের দৃষ্টিতে অতুষ্টিকর হইল অতএব
তিনি তাহাকেও নষ্ট করিলেন। [১১] পরে য়ি
হুদাহ্ আপন পুত্রবধূ তামারকে কহিল আমার
পুত্র শেলাহের বড় নাহওয়াপর্য্যন্ত তুমি বিধবা
হইয়া আপন পিতার ঘরে থাক কেননা সে বলি
ল পাছে সেও আপন ভ্রাতারদের মত মরে।
তাহাতে তামার যাইয়া আপন পিতার ঘরে
বাস করিল।

[১২] অপর কালক্রমে শূআর কন্যা য়িহুদা
হের ভার্য্যা মরিল পরে য়িহুদাহ্ বিগতশোক
হইয়া আপনার বন্ধু অদুলমীয় খীরহের সহিত
আপনার মেষের লোমচ্ছেদকেরদের নিকটে
তিমনাতে গেল। [১৩] অপর তামারের নিকট
এ সমাচার দেওয়া গেল যে দেখ তোমার শ্বশুর
আপন মেষের লোমচ্ছেদনার্থে তিমনাতে যাই
তেছে। [১৪] তাহাতে তামার আপন বৈধব্য
বস্ত্র ছাড়িয়া আপন গাত্র ঘোমটাতে ঢাকিল ও
বস্ত্র পরিয়া তিমনাতের পথের নিকটে মাঠে ব
সিল কেননা সে জানিল যে শেলাহ্ বড় হইয়া
ছে কিন্তু সে ভার্য্যার্থে তাহার প্রতি দত্তা হয়
নাই। [১৫] পরে য়িহুদাহ্ তাহাকে দেখিয়া
বেশ্যাজ্ঞান করিল কেননা সে আপন মুখ ঢাকি
য়াছিল। [১৬] পরে সে পথহইতে তাহার নি
কটে যাইয়া কহিল এখন আইস আমি তোমা
তে গমন করি কেননা সে জানিল না যে সে আ
পন পুত্রবধূ তাহাতে সে বলিল আমাকে কি
দিবা যে আমার নিকটে আসিবা। [১৭] তাহা
তে সে কহিল আমি পালহইতে ছাগলের এক
বাচ্চা পাঠাইব পরে সে বলিল যাবৎ তুমি
না পাঠাও তাবৎ কোন বন্ধক আমাকে দিবা।
[১৮] পরে সে কহিল কি বন্ধক তোমাকে দিব
তাহাতে সে বলিল তোমার মোহর ও তোমার
বলয় ও তোমার হাতের ছড়ী পরে সে তাহাকে
তাহা দিয়া তাহাতে উপগত হইল পরে সে তা
হাহইতে গর্ভধারণ করিল। [১৯] অপর সে
উঠিয়া প্রস্থান করিল এবং আপনার ঘোমটা ছা
ড়িয়া আপন বৈধব্যবস্ত্র পরিধান করিল। [২০]
অপর য়িহুদাহ্ আপন বন্ধক সে স্ত্রীর হাতহই
তে লইবার কারণ আপন বন্ধু অদুলমীয়ের হ
স্ততে এক ছাগলের বাচ্চা পাঠাইল কিন্তু সে তা
হাকে পাইল না। [২১] অপর সে স্থানের মনু
ষ্যেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে কহিল যে যে
বেশ্যা পথের নিকটে প্রকাশরূপে বসিয়া রহিয়া
ছিল সে কোথায় তাহাতে তাহারা কহিল এ স্থা
নে কোন বেশ্যা ছিল না। [২২] পরে সে য়িহুদা
হের নিকট ফিরিয়া আসিয়া কহিল যে আমি
তাহার উদ্দেশ পাইতে পারি না এবং সে স্থা
নের মনুষ্যেরা কহিল যে এ স্থানে কোন বেশ্যা
ছিল না। [২৩] পরে য়িহুদাহ্ কহিল সে তা
হা লউক পাছে আমরা অপমানিত হই দেখ

আমি এ বাচ্চা পাঠাইলাম কিন্তু তুমি তাহাকে
পাইলা না।
[২৪] অপর তিন মাস গত হইলে এমত হইল
য়িহুদাহের কাছে এ সমাচার কহা গেল যে তো
মার পুত্রবধূ তোমার ব্যভিচার করিয়াছে ও
দেখ সে ব্যভিচারদ্বারা গর্ভবতী হইয়াছে তাহা
তে য়িহুদাহ্ কহিল তাহাকে বাহির কর ও অগ্নি
তে সে পোড়ান যাউক। [২৫] পরে যখন তা
হাকে বাহির করিয়া আনিল তখন সে আপন
শ্বশুরের কাছে কহিয়া পাঠাইল যাহার এ সকল
বস্তু সে মনুষ্যদ্বারা আমি গর্ভবতী হইয়াছি এবং
সে কহিল এখন নিশ্চয় কর এ কাহার মোহর ও
বলয় ও ছড়ী। [২৬] তখন য়িহুদাহ্ তাহা স্বী
কার করিল ও কহিল সে আমাহইতে অধিক
ধাৰ্ম্মিকা কেননা আমি আপন পুত্র শেলাহ্কে
তাহাকে দিলাম না তৎপর সে তাহাতে আর
উপগত হইল না।
[২৭] অপর তাহার প্রসবকালে এমত হইল
দেখ যমজ তাহার উদরে ছিল। [২৮] তাহাতে
প্রসবকালে এমত হইল এক বালক হাত বাহির
করিল তাহাতে ধাত্রী রক্তবর্ণ সূত্র লইয়া তাহার
হাতে জড়াইল ও কহিল এ প্রথমে বাহির হইল।
[২৯] অপর সে আপন হস্ত টানিয়া লইলে এ
মত হইল দেখ তাহার ভ্রাতা নির্গত হইল অত
এব ধাত্রী বলিল তুমি কিরূপে বাহির হইলা এ
ভঙ্গ তোমার উপরে হউক অতএব তাহার নাম
ফারেস্ খ্যাত হইল। [৩০] পরে রক্তসূত্রহস্ত
তাহার ভ্রাতাও নির্গত হইল এবং তাহার নাম
জারখ্ রাখা গেল।

৩৯ পৰ্ব্ব।

[১] অপর যুসফ মিস্রে আনীত হইল ও যে
য়িশমাএলীয়েরা সেখানে তাহাকে আনিয়াছিল
তাহারদের হস্তহইতে রাজরক্ষার্থক সেনাপতি
ফরওহের অধ্যক্ষ মিস্রীয় পোটীফর তাহাকে
কিনিল। [২] পরে য়িহুহ যুসফের সহিত ছি
লেন অতএব সে বৰ্দ্ধিষ্ণু মনুষ্য হইল ও আপন
মিস্রীয় প্রভুর ঘরে রহিল। [৩] অপর তাহার
প্রভু দেখিল যে য়িহুহ তাহার সহিত আছেন ও
সে যাহা করিল সে সকল য়িহুহ তাহার হাতে
সফল করিলেন। [৪] তাহাতে যুসফ তাহার
দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইল ও তাহার সেবা করিল
পরে সে আপন ঘরের কর্তৃত্বে তাহাকে নিযুক্ত
করিল ও আপন সকল সম্পত্তি তাহার হাতে
অর্পণ করিল। [৫] অপর এমত হইল সে আ
পন ঘরে ও আপন সকল সম্পত্তির উপরে তা
হাকে নিযুক্ত করণকালাবধি করিয়া য়িহুহ যুস
ফহেতুক মিস্রীয়ের ঘরে আশীৰ্ব্বাদ করিলেন
তাহাতে ঘরেতে ও ক্ষেত্রেতে তাহার সকল সম্প
দের উপরে য়িহুহের আশীৰ্ব্বাদ হইল। [৬]
এবং সে যুসফের হস্তে আপন সৰ্ব্বস্ব অর্প
ণ করিল তাহাতে সে যে অন্ন খাইত তদ্ব্যতিরে
কে আপনার কিছুই জ্ঞাত ছিল না যুসফ রূপ
বান ও প্রিয়দর্শন ছিল।
[৭] অপর এমত হইল তাহার প্রভুর ভাৰ্য্যা
যুসফের উপরে দৃষ্টি করিতে লাগিল এবং সে
কহিল আমার সহিত শয়ন কর। [৮] কিন্তু সে
না করিয়া আপন প্রভুর স্ত্রীকে কহিল দেখ ঘরে
আমার স্থানে যাহা অর্পিত আছে তাহার কি
ছুই আমার প্রভু জানে না সে আপন সকল স
ম্পদ্ আমার হাতে অর্পণ করিয়াছে। [৯] এই
ঘরেতে আমাহইতে বড় কেহ নাই ও তুমি তা
হার ভাৰ্য্যাহওয়াহেতুক তোমাব্যতিরেকে আ
মার প্রতি কিছুই নিষিদ্ধ করে নাই অতএব আমি
কিরূপে এমন বড় দুষ্টতা করিয়া ঈশ্বরের প্রতিকূ
লে পাপ করিতে পারি। [১০] অতএব এমন
হইল সে প্রতিদিন যুসফকে কহিতে লাগিল কিন্তু
যুসফ তাহার সহিত সংসর্গ করিতে বা তাহার
সহিত থাকিতে তাহার কথায় অবধান করিল
না। [১১] পরে ঐ সময়ে এমত হইল যখন
সে আপন কাৰ্য্য করিতে গৃহমধ্যে গেল ও ঘরের
কোন লোক সেখানে ছিল না [১২] তখন সে
তাহার কাপড় ধরিয়া কহিল যে আমার সহিত
শয়ন কর তাহাতে সে তাহার হাতে আপন বস্ত্র
ছাড়িল ও পলাইয়া বাহির হইল [১৩] অপর
এমত হইল যখন সে দেখিল যে সে আপন বস্ত্র
তাহার হাতে রাখিল ও পলাইয়া নির্গত হইল
[১৪] তখন সে ঘরের লোকেরদিগকে ডাকিয়া
তাহারদের প্রতি বলিল দেখ আমারদিগকে পরি
হাস করিতে সে আমারদিগের নিকটে এক এব
রীকে আনিয়াছে সে আমার সহিত শয়ন করি
তে আমার নিকটে আসিয়াছিল তাহাতে আমি
বড় চেঁচাইয়া ডাকিতে লাগিলাম। [১৫] পরে
যখন সে শুনিল যে আমি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলাম
তখন সে আপন কাপড় আমার নিকটে ছাড়ি
য়া পলাইয়া বাহির হইল। [১৬] অপর আপ
নার স্বামির ঘরে না আইসনপৰ্য্যন্ত সে তাহার
বস্ত্র আপনার নিকটে রাখিল। [১৭] পরে ঐ
বাক্যানুসারে সে তাহাকে বলিল তুমি যে এবরী
দাসকে আমারদের নিকটে আনিয়াছ সে আ
মাকে পরিহাস করিতে আমার নিকটে আইল।
[১৮] তাহাতে এমত হইল আমি উচ্চৈঃস্বরে ডা
কিলে সে আপন বস্ত্র আমার কাছে রাখিয়া
পলাইয়া বাহির হইল। [১৯] অপর এমত
হইল যখন তাহার কৰ্ত্তা আপন ভাৰ্য্যার ঐ কথা

শুনিল অর্থাৎ তোমার দাস আমাকে এমত করিয়াছে তখন তাহার প্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল। [২০] পরে যুসফের প্রভু তাহাকে ধরিয়া যে কারাগারে রাজবন্দিরা কয়েদ ছিল সে স্থানে তাহাকে রাখিল তাহাতে সে কারাগারে বন্দি হইয়া রহিল।

[২১] কিন্তু য়িহুহ যুসফের সহিত ছিলেন ও তাহার উপরে কৃপা করিয়া কারারক্ষকের দৃষ্টিতে তাহাকে অনুগ্রহ দিলেন। [২২] তাহাতে কারারক্ষক কারাস্থ সকল বন্দিরদিগকে যুসফের হাতে অর্পণ করিল এবং তাহারা যাহা করিল সেই সকলের কর্ত্তা সেই হইল। [২৩] ঐ কারারক্ষক আপন হস্তগত কিছুই ফিরিয়া দেখিল না যেহেতুক য়িহুহ তাহার সহিত ছিলেন তাহাতে সে যাহা করিল য়িহুহ তাহাই সমঙ্গল করিলেন।

৪০ পর্ব্ব।

[১] অপর ঐ সকল বিষয় গত হইলে এমত হইল মিসররাজার খানসামা ও রুটিওআলা আপন প্রভু মিসরের রাজার প্রতিকূলে অপরাধ করিল। [২] তাহাতে ফরওহ আপনার দুই প্রধান দাসের প্রতি অর্থাৎ খানসামারদের প্রধান ও রুটিওআলারদের প্রধানের প্রতি ক্রুদ্ধ হইল। [৩] এবং যে স্থানে যুসফ বন্দি ছিল এমন যে রাজরক্ষার্থক সেনার পতির ঘর তত্রস্থ কারাগারে তাহারদিগকে রাখিল। [৪] পরে রাজরক্ষার্থক সেনার পতি তাহারদিগকে যুসফের হস্তে অর্পণ করিল তাহাতে সে তাহারদের সেবা করিল এরূপে তাহারা কিছু কাল কারাতে রহিল।

[৫] অপর মিসররাজার যে খানসামা ও রুটিওআলা কারাতে বদ্ধ ছিল সে দুই জন একই রাত্রিতেই আপন২ স্বপ্নার্থানুযায়ি স্বপ্ন দেখিল। [৬] পরে প্রাতঃকালে যুসফ তাহারদের নিকটে আসিয়া দেখিল তাহাতে দেখ তাহারা বিষণ্ণবদন ছিল। [৭] পরে যাহারা তাহার প্রভুর ঘরের কারাগারে বদ্ধ ছিল ফরওহের সে দাসেরদিগকে সে জিজ্ঞাসা করিল যে আজি তোমরা কেন বিষণ্ণবদন হইলা। [৮] তাহাতে তাহারা কহিল আমরা স্বপ্ন দেখিয়াছি এবং তাহার অর্থদায়ক কেহ নাই পরে যুসফ বলিল অর্থজ্ঞান কি ঈশ্বরের অধিকার নহে তাহা এখন আমাকে কহ। [৯] তাহাতে প্রধান খানসামা যুসফের নিকটে আপনার স্বপ্ন বিশেষ করিয়া কহিল যে আমার স্বপ্নেতে দেখ এক দ্রাক্ষালতা আমার সম্মুখে ছিল। [১০] এবং সে দ্রাক্ষালতাতে তিন ডাল এবং সে কুঁড়িযুক্ত হইয়া পুষ্পবতীর ন্যায় হইল ও তাহার স্তবক পক্ব দ্রাক্ষা উৎপন্ন করিল। [১১] সে সময়ে ফরওহের পেয়ালা আমার হাতে ছিল তাহাতে আমি দ্রাক্ষাফল লইয়া ফরওহের পেয়ালাতে নিষ্পীড়ন করিয়া ফরওহের হস্তে তাহা দিলাম। [১২] পরে যুসফ তাহাকে বলিল ইহার অর্থ এই তিন ডালই তিন দিন। [১৩] আর তিন দিনের মধ্যে ফরওহ্ তোমার মস্তক উঠাইবেন ও তোমার পদে তোমাকে পুনর্ব্বার নিযুক্ত করিবেন তাহাতে তুমি পূর্ব্বে তাহার খানসামা হইয়া যেমত কার্য্য করিতা সেমত ফরওহের হাতে পেয়ালা দিবা। [১৪] কিন্তু যখন তোমার মঙ্গল হইবে তখন আমাকে স্মরণ করিবা এবং আমার প্রতি দয়া করিয়া আমার বিষয়ে ফরওহ্‌কে জানাইয়া আমাকে এ ঘরহইতে বাহির করিবা। [১৫] কেননা এবরীয়েরদের দেশহইতে আমি নিতান্ত চোরিত হইয়াছিলাম এবং এস্থানেও আমি কিছুই করি নাই যে তাহারা আমাকে এ কারাকূপেতে ফেলিয়া রাখে। [১৬] পরে যখন প্রধান রুটিওআলা দেখিল যে সে অর্থ ভাল তখন সে যুসফকে কহিল আমিও আমার স্বপ্নেতে ছিলাম তাহাতে দেখ আমার মস্তকের উপর শুক্লবর্ণ তিন টুকরি ছিল [১৭] তাহার উপরের টুকরিতে ফরওহের কারণ সকল প্রকার পক্বান্ন ছিল এবং পক্ষিরা আসিয়া আমার মস্তকের উপরিস্থ টুকরিহইতে তাহা খাইল। [১৮] পরে যুসফ প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল তাহার অর্থ এই ঐ তিন টুকরি তিন দিন। [১৯] আর তিন দিনের মধ্যে ফরওহ্ তোমাহইতে তোমার মস্তক উঠাইবে ও তোমাকে গাছে ফাঁসি দিবে এবং পক্ষিরা আসিয়া তোমাহইতে তোমার মাংস খাইবে।

[২০] অনন্তর তৃতীয় দিনে অর্থাৎ ফরওহের জন্মদিনে এমত হইল সে আপন সকল দাসেরদের কারণ ভোজ্য করিয়া প্রধান খানসামার ও প্রধান রুটিওআলার মস্তক আপন সকল দাসেরদের মধ্যে উঠাইল। [২১] এবং প্রধান খানসামাকে তাহার কর্ম্মেতে পুনর্ব্বার নিযুক্ত করিল তাহাতে সে ফরওহের হস্তে পেয়ালা দিল। [২২] কিন্তু যুসফ যেমন তাহারদের কাছে অর্থ করিয়াছিল তেমন সে প্রধান রুটিওআলাকে ফাঁসি দিল [২৩] তথাপি প্রধান খানসামা যুসফকে স্মরণ করিল না কিন্তু তাহাকে বিস্মৃত হইল।

৪১ পর্ব্ব।

[১] অপর দুই বৎসর অতীত হইলে এমত হইল ফরওহ্ স্বপ্ন দেখিল তাহাতে দেখ সে নদীর নিকটে দাঁড়াইয়া আছে [২] এমত সময়ে দেখ সুন্দর ও মাংসল সাতটা গরু নদীহইতে উঠিয়া

তীরস্থ মাঠে চরিতে লাগিল। [৩] পরে দেখ অপ্রিয়দর্শন ও কৃশ অন্য সাতটা গরু তাহারদের পরে উঠিয়া আসিয়া নদীর তীরে ঐ গরুরদিগের নিকটে দাঁড়াইল। [৪] পরে সে অপ্রিয়দর্শন ও কৃশ গরুরা প্রিয়দর্শন ও মাংসল সাতটা গরুকে খাইয়া ফেলিল তাহাতে ফরওহ্ জাগিল। [৫] অপর সে নিদ্রা যাইয়া পুনর্ব্বার স্বপ্ন দেখিল তাহাতে দেখ এক গাছে তেজস্বি ভাল সাতটা শীষ। [৬] পরে দেখ পূর্ব্বীয় বায়ুতে শুষ্ক ও পাতলা সাতটা শীষ তাহারদের পশ্চাৎ উৎপন্ন হইল। [৭] পরে ঐ পাতলা সাত শীষ সে সাত তেজস্বী ভাল শীষকে খাইয়া ফেলিল অনন্তর ফরওহ্ জাগিল এবং দেখ সেই স্বপ্ন। [৮] অপর প্রাতঃকালে তাহার অন্তঃকরণ উদ্বিগ্ন হইল তাহাতে সে লোক পাঠাইয়া মিস্রস্থ মায়াবিরদিগকে ও সকল পণ্ডিতেরদিগকে ডাকাইল এবং ফরওহ্ আপন স্বপ্ন তাহারদিগকে কহিল কিন্তু ফরওহের নিকটে যে তাহার অর্থ করে এমন কেহ ছিল না।

[৯] ঐ সময়ে প্রধান খানসামা ফরওহ্কে কহিল যে আমি আজি আপন অপরাধ মনে করি। [১০] ফরওহ্ আপন দাসেরদের উপরে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজরক্ষার্থক সেনার পতির ঘরে আমাকে বন্দি করিয়া রাখিল অর্থাৎ আমাকে ও প্রধান রুটিওআলাকে। [১১] এবং এক রাত্রিতে আমরা অর্থাৎ আমি ও সে স্বপ্ন দেখিলাম এক২ জন আপন২ স্বপ্নের অর্থানুসারে স্বপ্ন দেখিলাম। [১২] এবং সে স্থানে রাজরক্ষার্থক সেনার পতির এবরীয় এক জন যুব দাস আমারদের সহিত ছিল তাহাতে আমরা তাহাকে তাহা জানাইলাম ও সে আমারদিগকে স্বপ্নের অর্থ কহিল অর্থাৎ সে এক২ জনের স্বপ্নার্থানুযায়ি অর্থ করিল। [১৩] পরে এমত হইল সে যেমন স্বপ্নার্থ করিয়াছিল সেইমত আমারদের প্রতি হইল আমাকে আমার কর্ম্মে নিযুক্ত করিল ও তাহাকে ফাঁসি দিল।

[১৪] অতঃপরে ফরওহ্ লোক পাঠাইয়া যুসফকে ডাকাইল তাহাতে তাহারা তাহাকে কারাকূপহইতে শীঘ্র আনিলে সে ক্ষৌরী হইয়া ও আপন কাপড় বদলাইয়া ফরওহের নিকটে উপস্থিত হইল। [১৫] পরে ফরওহ্ যুসফকে কহিল আমি এক স্বপ্ন দেখিয়াছি এবং তাহার অর্থজ্ঞাপক কেহ নাই কিন্তু আমি শুনিয়াছি যে তুমি স্বপ্ন শুনিয়া তাহার অর্থ করিয়া দিতে পার। [১৬] তাহাতে যুসফ ফরওহ্কে প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল সে আমাতে নাই ঈশ্বর ফরওহ্কে সমঙ্গল উত্তর দিবেন। [১৭] পরে ফরওহ্ যুসফকে কহিল আমার স্বপ্নে দেখ আমি নদীতীরেতে দাঁড়াইয়াছিলাম [১৮] তাহাতে দেখ মাংসল অথচ প্রিয়দর্শন সাতটা গরু নদীহইতে উঠিয়া আসিয়া এক মাঠেতে চরিতে লাগিল। [১৯] পরে দেখ আমি মিস্রের সকল দেশে কখনো দেখি নাই এমত মন্দ অতিকুৎসিত ও কৃশ ও রোগী অন্য সাতটা গরু তাহারদের পাছে উঠিল। [২০] পরে কৃশ ও অপ্রিয়দর্শন গরুরা ঐ প্রথম সাতটা সুন্দর গরুকে খাইয়া ফেলিল। [২১] তাহারদিগকে খাইলেও জানা গেল না যে তাহারা তাহারদিগকে খাইয়াছিল কিন্তু পূর্ব্ববৎ অতিকুৎসিত ছিল তাহাতে আমি জাগৃত হইলাম। [২২] অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম তাহাতে দেখ এক দণ্ডেতে সম্পূর্ণ ও ভাল সাতটা শীষ উৎপন্ন হইয়াছে। [২৩] এবং দেখ অসম্পূর্ণ ও কৃশ ও পূর্ব্বীয় বায়ুতে শুষ্ক অন্য সাতটা শীষ তাহার পশ্চাৎ উঠিল [২৪] এবং সে অসম্পূর্ণ শীষ ঐ সাতটা ভাল শীষকে খাইয়া ফেলিল পরে মায়াবিরদিগকে ইহা কহিলাম কিন্তু কেহ আমাকে তাহার অর্থ করিয়া দিতে পারিল না।

[২৫] অনন্তর যুসফ ফরওহ্কে কহিল ফরওহের স্বপ্ন একই ঈশ্বর যাহা করিতে উদ্যত আছেন তাহা ফরওহের নিকটে জানাইয়াছেন। [২৬] সে সাতটা ভাল গরুই সাত বৎসর ও সে সাতটা ভাল শীষই সাত বৎসর সে স্বপ্ন একই। [২৭] এবং তাহারদের পশ্চাৎ উঠিল যে কৃশ ও অপ্রিয়দর্শন সাতটা গরু তাহারাই সাত বৎসর এবং পূর্ব্বীয় বায়ুতে শুষ্কীভূত ও অসম্পূর্ণ সাতটা শীষই দুর্ভিক্ষের সাত বৎসর হইবে। [২৮] এ বাক্য আমি ফরওহকে বলিতেছি ঈশ্বর যাহা করিতে উদ্যত আছেন তাহা তিনি ফরওহ্কে জানাইতেছেন। [২৯] দেখ অতিশস্যশালি সাত সম্বৎসর মিস্রসমস্ত দেশে উপস্থিত হইতেছে। [৩০] এবং তাহারদের পরে দুর্ভিক্ষবিশিষ্ট সাত বৎসর হইবে তাহাতে মিস্রের সকল দেশেতে ঐ শস্যবাহুল্য বিস্মৃত হইবে ও দুর্ভিক্ষেতে দেশের নাশ হইবে। [৩১] এবং দেশেতে যে শস্যবাহুল্য তাহা সে ভবিষ্যদ্দুর্ভিক্ষেতে বোধ হইবেক না কেননা তাহা অতিশয় দুঃসহ হইবে। [৩২] এবং ফরওহের নিকটে স্বপ্ন যে দুইবার দেখান গিয়াছিল তাহার এ অভিপ্রায় ঈশ্বরেতে সে বিষয় স্থিরীকৃত হইয়াছে ও ঈশ্বর তাহা শীঘ্র করিবেন। [৩৩] অতএব এখন ফরওহ্ পরিণামদর্শী ও পণ্ডিত এক মনুষ্যকে অন্বেষণ করিয়া মিস্রের সমস্ত দেশের উপরে তাহাকে নিযুক্ত করুন। [৩৪] ফরওহ্ তাহা করুন এবং দেশের উপরে পরিদর্শকেরদিগকে নিযুক্ত করিয়া

শস্যবহুল বৎসরেতে মিসরদেশের পঞ্চমাংশ লউক [৩৫] ও তাহারা সে ভাবি ভাল সাত বৎসরের সকল ভক্ষ্য একত্র করুক ও ফরওহের হাতের নীচে সকল শস্য একত্র করিয়া প্রতিশহরে ভক্ষ্য রাখুক। [৩৬] তাহাতে ভবিষ্যদ্দুর্ভিক্ষের সাত বৎসরের কারণ মিসরদেশে সে ভক্ষ্যসঞ্চয় হইবে যে দেশ দুর্ভিক্ষেতে নষ্ট না হয়।

[৩৭] অনন্তর ফরওহের দৃষ্টিতে ও তাহার সকল দাসেরদের দৃষ্টিতে ঐ বাক্য উত্তম বোধ হইল [৩৮] তাহাতে ফরওহ্ আপন দাসেরদিগকে কহিল যাহাতে ঈশ্বরের আত্মা আছে এমত ইহার তুল্য কোন মনুষ্যকে কি আমরা পাইতে পারি। [৩৯] পরে ফরওহ্ যুসফকে কহিল ঈশ্বর এ সকল তোমাকে দেখাইয়াছেন অতএব তোমার মত পরিণামদর্শী ও পণ্ডিত আর কেহ নাই। [৪০] তুমি আমার ঘরের উপরে হইবা ও আমার সকল লোকেরা তোমার বাক্যানুসারে শাসিত হইবে কেবল সিংহাসনেতে আমি তোমা হইতে বড় হইব। [৪১] তাহাতে ফরওহ্ যুসফকে কহিল দেখ মিসর সকল দেশের উপরে আমি তোমাকে নিযুক্ত করিয়াছি। [৪২] পরে ফরওহ্ আপন হস্তহইতে অঙ্গুরীয়ক খুলিয়া যুসফের হস্তে দিল ও তাহাকে সূক্ষ্ম বস্ত্রেতে পরিহিত করাইয়া তাহার গলা স্বর্ণমালাতে পরিবেষ্টন করিল [৪৩] ও আপনার দ্বিতীয় রথেতে তাহাকে আরোহণ করাইল ও হাঁটু গাড় এ কথা তাহার অগ্রে২ তাহারা ঘোষণা করিল এরূপ সে তাহাকে মিসরের সমস্ত দেশের কর্ত্তা করিয়া নিযুক্ত করিল। [৪৪] পরে ফরওহ্ যুসফকে কহিল আমি ফরওহ্ সকল মিসরদেশেতে তোমাবিনা কোনো মনুষ্য আপন হাত কিম্বা পা উঠাইবে না। [৪৫] এবং ফরওহ্ যুসফের নাম সাফনৎপআনেখ্ রাখিল ও ওনস্থ পোটীফেরআ যাজকের কন্যা আসেনতকে ভার্য্যার্থে তাহাকে দিল পরে যুসফ সমুদায় মিসর দেশে গমন করিল।

[৪৬] যখন যুসফ মিসররাজা ফরওহের সম্মুখে দাঁড়াইল তখন সে ত্রিশ বৎসরবয়স্ক ছিল পরে যুসফ ফরওহের সম্মুখহইতে প্রস্থান করিয়া সর্ব্বত্র মিসরদেশে ভ্রমণ করিল। [৪৭] পরে শস্যপূর্ণ সাতবৎসরে পৃথিবী আঁজলা২ অতিশয় উৎপন্ন করিল। [৪৮] অপর মিসরদেশে সে সাতবৎসরে জাত সকল শস্য সে সংগ্রহ করিয়া প্রতিশহরে ভক্ষ্যসঞ্চয় করিল অর্থাৎ যে২ শহরের চতুর্দ্দিক্স্থ যে২ ক্ষেত্রজাত ভক্ষ্য তাহা সেই২ শহরেই সঞ্চয় করিয়া রাখিল। [৪৯] ঐরূপ যুসফ যেপর্য্যন্ত আর গণনা করিতে পারিল না সে পর্য্যন্ত সমুদ্রের বালির ন্যায় অতিশয় শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিল কেননা তাহা অসংখ্য।

[৫০] অপর দুর্ভিক্ষবৎসর উপস্থিতহওনের পূর্ব্বে যুসফের ঔরসেতে ওনস্থ যাজক পোটীফেরআর কন্যা আসেনতেতে প্রসূত তাহার দুই পুত্র জন্মিল। [৫১] তাহারদের মধ্যে যুসফ জ্যেষ্ঠের নাম মনাশেহ্ রাখিল কেননা ঈশ্বর আমার সকল ক্লেশ ও আমার পিতার ঘরের সকল আমাকে বিস্মৃত করাইয়াছেন। [৫২] এবং দ্বিতীয়ের নাম এফরায়িম রাখিল কেননা আমার দুঃখের দেশে ঈশ্বর আমাকে ফলবান করিয়াছেন।

[৫৩] পরে যুসফ যেমন কহিয়াছিল তেমন যে শস্যপূর্ণ সাত বৎসর মিসরে হইয়াছিল তাহার শেষ হইল। [৫৪] এবং দুর্ভিক্ষ সাত বৎসর উপস্থিত হইতে লাগিল তাহাতে সকল দেশেতে দুর্ভিক্ষ হইল কিন্তু সমুদায় মিসরদেশে ভক্ষ্য ছিল। [৫৫] পরে যখন সকল মিসরদেশে দুর্ভিক্ষ হইল তখন প্রজারা ভক্ষ্যের কারণ ফরওহের নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিল তাহাতে ফরওহ্ সকল মিসরীয়েরদিগকে কহিল যে যুসফের নিকটে যাও তিনি তোমারদিগকে যাহা বলেন তাহা কর। [৫৬] পরে সে দুর্ভিক্ষ সমস্ত দেশে হইল তাহাতে যুসফ সকল গোলাগঞ্জ খুলিল ও মিসরীয়েরদের নিকটে বেচিল এবং মিসরদেশে সে দুর্ভিক্ষ অতিশয় বাড়িতে লাগিল। [৫৭] পরে সকল দেশীয়েরা যুসফের নিকটে ভক্ষ্য কিনিতে মিসরে গেল কেননা সকল দেশেতেই ঐ দুর্ভিক্ষ অতিক্লেশদায়ক ছিল।

৪২ পর্ব্ব।

[১] অনন্তর যখন য়আকুব দেখিল যে মিসরে শস্য আছে তখন য়আকুব আপন পুত্রেরদিগকে কহিল তোমরা পরস্পর কেন এক অন্যের প্রতি দেখিতেছ [২] এবং সে বলিল দেখ আমি শুনিয়াছি যে মিসরে শস্য আছে সেখানে যাও ও আমারদের কারণ ভক্ষ্যক্রয় কর তাহাতে আমরা বাঁচিব এবং মরিব না।

[৩] পরে যুসফের দশ ভ্রাতা মিসরে শস্য কিনিতে চলিল। [৪] কিন্তু য়আকুব যুসফের সহোদর বেন্যামিনকে আপন ভ্রাতারদের সহিত পাঠাইল না কেননা সে কহিল পাছে তাহার আপদ ঘটে। [৫] অপর আগত লোকেরদের মধ্যে য়িশ্রাএলের পুত্রেরা শস্যক্রয় করিতে আইল কেননা কনআন দেশে দুর্ভিক্ষ ছিল।

[৬] পরে ঐ সময়ে যুসফ সে দেশের অধ্যক্ষ ছিল এবং সকল দেশের মনুষ্যেরদের কাছে সেই শস্যবিক্রয়কর্ত্তা ছিল ইতোমধ্যে যুসফের ভ্রাতারা আসিয়া ভূমিতে পতিত হইয়া তাহাকে প্রণাম

করিল [৭] তাহাতে যুসফ আপন ভ্রাতারদিগকে
দেখিয়া তাহারদিগকে চিনিল কিন্তু তাহারদের
প্রতি অপরিচিতের মত ব্যবহার করিল ও তাহার
দের সহিত নিষ্ঠুর কথা কহিল ও তাহারদিগকে
কহিল তোমরা কোথাহইতে আইলা তাহাতে
তাহারা কহিল কনআনদেশহইতে শস্যক্রয়ের
কারণ আসিয়াছি। [৮] অপর যুসফ আপন
ভ্রাতারদিগকে চিনিল কিন্তু তাহারা তাহাকে চি
নিল না। [৯] এবং যুসফ তাহারদের বিষয়ে
যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া তাহার
দিগকে কহিল তোমরাই চার দেশের দুরবস্থা দে
খিতে তোমরা আসিয়াছ। [১০] তাহাতে তাহা
রা তাহাকে বলিল হে আমার প্রভু তাহা নয়
কিন্তু তোমার দাসেরা ভক্ষ্য কিনিতে আসিয়া
ছে। [১১] আমরা সকলে এক জনের সন্তান
আমরা বিশ্বসনীয় মনুষ্য তোমার দাসেরা চার
নয়। [১২] পরে সে তাহারদিগকে বলিল তা
হা নয় কিন্তু দেশের দুরবস্থা দেখিতে তোমরা
আসিয়াছ। [১৩] তাহাতে তাহারা বলিল তো
মার দাসেরাই বারো ভ্রাতা আমরা সকলে কন
অ্যান দেশস্থ এক জনের পুত্র ও দেখ কনিষ্ঠ আ
জি আমারদের পিতার সহিত আছে কিন্তু এক
জন নাই। [১৪] পরে যুসফ তাহারদিগকে বলি
ল যাহা আমি তোমারদিগকে কহিয়াছিলাম যে
তোমরা চার তাহা এই। [১৫] ইহাতে তোমরা
পরীক্ষিত হইবা ফরওহের জীবন লইয়া দিব্য করি
যে তোমারদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এস্থানে না আইলে
তোমরা এস্থানহইতে যাইবা না। [১৬] তোমার
দের এক জনকে পাঠাও সে তোমারদের ভ্রাতা
কে আনুক এবং তোমরা বদ্ধ হইয়া রহিবা তা
হাতে তোমারদের কথার পরীক্ষা হইবে যে তো
মারদের মধ্যে সত্যতা আছে কি না নতুবা ফর
ওহের জীবনেতে দিব্য করি যে অবশ্য তোমরা
চার। [১৭] পরে সে তাহারদিগকে তিন দিন
কারাতে রাখিল [১৮] অপর তৃতীয় দিবসে যুসফ
তাহারদিগকে কহিল ইহা করিয়া প্রাণ রক্ষা কর
কেননা আমি ঈশ্বরকে ভয় করি। [১৯] যদি
তোমরা বিশ্বাস্য লোক হও তবে তোমারদের
এক ভ্রাতা তোমারদের কারাতে বন্দি রহুক তো
মরা যাও ও আপনারদের ঘরের দুর্ভিক্ষার্থে
ভক্ষ্য লইয়া যাও। [২০] কিন্তু তোমারদের ক
নিষ্ঠ ভ্রাতাকে আমার নিকটে আন তাহাতে
তোমারদের বাক্যের প্রমাণ হইবে ও তোমরা
মরিবা না তাহাতে তাহারা সে মত করিল।

[২১] অনন্তর তাহারা পরস্পর কহিতে লা
গিল যে নিশ্চয় আমরা আপন ভ্রাতার বিষয়ে
অতিশয় অপরাধী হইয়াছি কেননা সে যখন
আমারদিগকে বিনয় করিল তখন আমরা তা
হার অন্তঃকরণের পীড়া দেখিয়াও শুনিলাম না
অতএব আমারদের উপরে এ ক্লেশ উপস্থিত হই
য়াছে। [২২] তাহাতে রিউবেণ তাহারদিগকে
কহিল আমি কি তোমারদিগকে কহি নাই যে বা
লকের প্রতি পাপ করিও না তথাপি তোমরা শুনি
লা না অতএব দেখ তাহার রক্তের অনুসন্ধান
আমারদের স্থানে লওয়া যাইতেছে। [২৩] এ
বং তাহারা জানিল না যে যুসফ তাহারদের
কথা বুঝিল কেননা সে তাহারদের সহিত দোভা
ষিদ্বারা কথা কহিল। [২৪] অপর সে তাহার
দিগহইতে যাইয়া রোদন করিয়া পুনর্ব্বার তাহা
রদের নিকটে ফিরিয়া আইল ও তাহারদের
সহিত কথোপকথন করিলে পর তাহারদের নি
কটহইতে শিমিওন্‌কে লইয়া তাহারদের সাক্ষাৎ
বাঁধিল।

[২৫] অপর তাহারদের ছালা শস্যেতে পূর্ণ
করিতে এবং প্রতিজনের ছালায় তাহার টাকা
ফিরাইয়া দিতে ও পথখরচ ও খাদ্য বস্তু দিতে
যুসফ আজ্ঞা করিল তাহাতে সে তাহারদিগের
প্রতি সে রূপ করিল। [২৬] তদনন্তর তাহারা
আপন২ গাধাকে শস্যেতে বোঝাই করিয়া
সে স্থানহইতে প্রস্থান করিল। [২৭] পরে সরাই
তে তাহারদের মধ্যে এক জন আপন গাধার
দানা দিতে আপন ছালা খুলিতেছিল ইত্যবস
রে সে আপন টাকা দেখিল কেননা দেখ তাহা
তাহার ছালার মুখে ছিল। [২৮] পরে সে আ
পন ভ্রাতারদিগকে কহিল আমার টাকা পুনর্দ্দ
ত্তা হইয়াছে দেখ তাহা আমার ছালাতে আছে
তাহাতে তাহারদের অন্তঃকরণ উৎকণ্ঠিত হইল
ও ভীত হইয়া তাহারা পরস্পর কহিল এ কি যে
ঈশ্বর আমারদের প্রতি করিয়াছেন।

[২৯] অনন্তর তাহারা কনআনদেশে আপ
নারদের পিতা য়অ্যাকুবের নিকটে পঁহুছিয়া তা
হারদের প্রতি যাহা২ ঘটিয়াছিল সে সকল তাহা
কে জ্ঞাত করাইয়া কহিল [৩০] যে সে দেশের
কর্ত্তা আমারদিগকে কটু কথা কহিল ও আমার
দিগকে দেশের চার জ্ঞান করিল। [৩১] তাহা
তে আমরা তাহাকে কহিলাম যে আমরা বিশ্বা
স্য লোক আমরা চার নহি। [৩২] আমরা আ
পনারদের পিতার পুত্র বারো ভ্রাতা তাহার ম
ধ্যে এক জন নাই এবং কনিষ্ঠ আজি আমার
দের পিতার নিকটে কনঅ্যান দেশেতে আছে।
[৩৩] অপর সে দেশের কর্ত্তা আমারদিগকে ব
লিল আমি ইহাতে জ্ঞাত হইব যে তোমরা যাথা
র্থিক লোক তোমারদের ভ্রাতারদের মধ্যে এক জ
নকে আমার নিকটে রাখ ও তোমারদের ঘরের

দুর্ভিক্ষার্থে শস্য লইয়া প্রস্থান কর। [৩৪] ও
তোমারদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আমার নিকটে
আন তাহাতে আমি জানিব যে তোমরা চার নও
কিন্তু যাথার্থিক মনুষ্য তাহার পরে তোমারদি
গের ভ্রাতা তোমারদিগকে দিব ও তোমরা এ দে
শে ক্রয়বিক্রয় করিতে পারিবা।
[৩৫] পরে এমত হইল তাহারা ছালা খু
লিলে দেখ প্রত্যেক জনের টাকার তোড়া তা
হারদের ছালাতে ছিল তাহাতে তাহারা ও তা
হারদের পিতা টাকার তোড়া দেখিয়া ভীত
হইল। [৩৬] তাহাতে তাহারদের পিতা য়আ
কুব তাহারদিগকে বলিল তোমরা আমাকে
পুত্রহীন করিষাছ যুসফ নাই শিমিওন নাই
এবং বেন্যামিনকেও তোমরা লইয়া যাইতে চাহ
এ সকল আমার প্রতিকূলে। [৩৭] পরে রিউ
বেণ আপন পিতাকে বলিল আমি যদি তাহাকে
তোমার নিকটে না আনি তবে আমার দুই পু
ত্রকে বধ করিবা তাহাকে আমার হস্তে অর্পণ
কর এবং আমি তাহাকে তোমার নিকটে পুন
র্ব্বার ফিরিয়া আনিব। [৩৮] তাহাতে সে বলিল
আমার পুত্র তোমারদের সহিত যাইবে না কে
ননা তাহার সহোদর মরিয়াছে ও সে একা বাঁ
চিয়া রহিয়াছে তোমরা যে পথে যাইতেছ সে প
থে যদি তাহার কোনো আপদ ঘটে তবে তো
মরা শোকপূর্ব্বক আমার পাকা চুল পরলোকে
তে আনাইবা।

৪৩ পর্ব্ব।

[১] অনন্তর দেশে দুর্ভিক্ষ অতিশয় বাড়িতে
লাগিল। [২] তাহাতে এমত হইল তাহারা যে
শস্য মিস্রহইতে আনিয়াছিল তাহা খাইয়া
শেষ করিলে তাহারদের পিতা তাহারদিগকে
বলিল যে তোমরা পুনর্ব্বার যাইয়া আমারদের
কারণ কিছু ভক্ষ্য ক্রয় করিয়া আন। [৩] তাহা
তে য়িহুদাহ্ তাহাকে কহিল যে সে মনুষ্য আ
মারদিগের প্রতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিল যে
তোমারদের ভ্রাতা তোমারদের সহিত না হইলে
তোমরা আমার মুখ দেখিবা না। [৪] অত
এব যদি আমারদের ভ্রাতাকে আমারদের সহিত
পাঠাও তবে আমরা যাইব ও তোমার কারণ
ভক্ষ্য কিনিব। [৫] কিন্তু যদি না পাঠাও তবে
আমরা যাইব না কেননা সে মনুষ্য আমারদিগ
কে কহিল যে তোমারদের ভ্রাতা তোমারদের
সহিত না থাকিলে তোমরা আমার মুখ দেখি
বা না। [৬] তাহাতে য়িশ্রাএল কহিল তোমার
দের আর এক ভ্রাতা আছে এ কথা সে মনুষ্যকে
কহিয়া আমার প্রতি এ কুক্রিয়া কেন করিলা।
[৭] তাহাতে তাহারা কহিল যে সে মনুষ্য আ
মারদের বিষয়ে ও আমারদের বংশের বিষয়ে
দৃঢ় জিজ্ঞাসা করিয়া কহিল যে তোমারদের পি
তা কি এখনও জীবৎ আছেন তোমারদের কি
অন্য এক ভ্রাতা আছে তাহাতে আমরা তদনুসা
রে তাহাকে উত্তর দিলাম আমরা কি নিশ্চয় জা
নিতে পারিলাম যে সে বলিবে তোমারদিগের
ভ্রাতাকে এখানে আন। [৮] অপর য়িহু
দাহ্ আপন পিতা য়িশ্রাএলকে কহিল বাল
ককে আমার সহিত পাঠাও এবং আমরা উঠি
য়া প্রস্থান করিব তাহাতে আমরা বাঁচিব এবং
মরিব না অর্থাৎ আমরা ও তুমি ও আমারদের
বালকেরা। [৯] আমি তাহার প্রতিভূ হইব
আমার হাতহইতে তুমি তাহার দাওয়া করিবা
আমি যদি তাহাকে তোমার নিকটে না আনি ও
তোমার সম্মুখে তাহাকে না রাখি তবে সে অপ
রাধ সর্ব্বদা আমরাই হউক। [১০] কেননা যদি
আমরা গৌণ না করিতাম তবে এখন দ্বিতীয়বার
ফিরিয়া আসিতে পারিতাম। [১১] তাহাতে
তাহারদের পিতা য়িশ্রাএল তাহারদিগকে ব
লিল যদি এমত হইতে হইবে তবে ইহা কর তো
মারদের পাত্রেতে এ দেশের উত্তম ফল কিছু সে
মনুষ্যের কারণ ভেট লও অর্থাৎ কিছু২ গুগ্গুলু
ও মধু ও মসলা ও গন্ধরস ও বটন ও বাদাম।
[১২] এবং দ্বিগুণ টাকা তোমারদের হস্তে করিয়া
লও এবং তোমারদের ছালার মুখেতে যে টাকা
ফিরিয়া আসিয়াছে তাহা পুনর্ব্বার তোমারদের
হস্তে করিয়া লও হইতে পারে যে তাহা চুক হই
য়াছিল। [১৩] এবং তোমারদের ভ্রাতাকেও ল
ও ও উঠিয়া সে মনুষ্যের নিকটে পুনর্ব্বার যাও।
[১৪] এবং সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর সে মনুষ্যের সা
ক্ষাৎ তোমারদিগকে কৃপা দেউন যে সে তোমার
দের অন্য ভ্রাতাকে ও বেন্যামিনকে পাঠায় যদি
আমি পুত্রহীন হই তবে হই।
[১৫] অপর সে মনুষ্যেরা ঐ ভেটদ্রব্য ও হস্তে
তে দ্বিগুণ টাকা ও বেন্যামিনকে লইল ও উঠিয়া
মিস্রে যাইয়া যুসফের সম্মুখে দাঁড়াইল। [১৬]
তাহাতে যুসফ তাহারদের সহিত বেন্যামিনকে
দেখিয়া আপন ঘরের অধ্যক্ষকে কহিল এ মনু
ষ্যেরদিগকে আমার ঘরে আন ও পশু মারিয়া
ভোজ প্রস্তুত কর কেননা এ মনুষ্যেরা আমার
সহিত মধ্যাহ্নে ভোজন করিবে। [১৭] পরে যুস
ফ যেমন আজ্ঞা করিয়াছিল সে মনুষ্য সেরূপ
করিয়া সে মনুষ্যেরদিগকে যুসফের ঘরে আনি
ল। [১৮] তাহাতে সে মনুষ্যেরা ভীত হইল যে
হেতুক তাহারা যুসফের ঘরে আনীত হইয়াছিল
পরে তাহারা কহিল আমারদিগের ছালাতে প্রথ
মে যে টাকা ফিরাণ গিয়াছিল তাহার জন্যে আ

মরা ঘরে আনীত হইয়াছি যে সে আমারদের
প্রতিকূলে দোষ পাইয়া আমারদিগকে ও আ
মারদের গাধারদিগকে দাসের কারণ গ্রহণ করে।

[১৯] অপর তাহারা যুসফের ঘরের অধ্য
ক্ষের নিকটে আসিয়া ঘরের দ্বারে তাহার সহি
ত কথোপকথন করিয়া কহিল [২০] হে আমার
দের প্রভু আমরা প্রথমে ভক্ষ্য কিনিতে আসিয়া
ছিলাম বটে। [২১] কিন্তু এমত হইল যখন আ
মরা সরাইতে পঁহুছিয়া আপনারদের ছালা
খুলিলাম তখন দেখ প্রতিজনের ছালার মুখে
তৌলেতে পূরা তাহার টাকা তাহা আমরা আ
পনারদের হস্তে করিয়া পুনর্ব্বার আনিয়াছি।
[২২] এবং ভক্ষ্য কিনিতে অন্য টাকাও হাতে
করিয়া আনিয়াছি আমরা জানি না যে আমার
দের ছালাতে কে আমারদিগের টাকা রাখিয়া
ছিল। [২৩] তাহাতে সে কহিল তোমারদের
শান্তি হউক ভীত হইও না তোমারদের ঈশ্বর অ
র্থাৎ তোমারদের পিতৃলোকেরদের ঈশ্বর তোমার
দের ছালাতে তোমারদিগকে ধন দিয়াছেন তো
মারদের টাকা আমার হাতে ছিল পরে সে শি
মিওনকে বাহির করিয়া তাহারদের নিকটে আ
নিল। [২৪] অপর সে মনুষ্য ঐ লোকেরদিগ
কে যুসফের ঘরে আনিয়া জল দিল তাহাতে
তাহারা আপন২ পা ধুইল পরে সে তাহারদের
গাধারদিগকে দানা দিল।

[২৫] অপর তাহারা যুসফের আইসনের
সময়ে মধ্যাহ্ন কালের পূর্ব্বে ভেটদ্রব্য প্রস্তুত
করিল কেননা তাহারা শুনিয়াছিল যে তাহারা
সেখানে অন্ন খাইবে।

[২৬] পরে যখন যুসফ ঘরে আইল তখন
তাহারা আপন হস্তস্থিত ভেটদ্রব্য ঘরে আনিল
ও ভূমিপতিত হইয়া তাহাকে প্রণাম করিল।
[২৭] পরে সে তাহারদের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করি
য়া কহিল তোমারদের পিতা কি ভাল আছেন
অর্থাৎ যে বৃদ্ধ মানুষ্যের বিষয়ে তোমরা কহিয়া
ছিলা তিনি কি এখনও জীবৎ আছেন। [২৮]
তাহাতে তাহারা বলিল তোমার দাস আমার
দের পিতা ভাল আছেন তিনি এখনও জীবৎ আ
ছেন পরে তাহারা তাহাকে প্রণাম করিয়া তাহা
কে বন্দনা করিল। [২৯] অপর সে আপন চক্ষু
উঠাইয়া আপন সহোদর অথচ আপন মাতার
পুত্র বেন্যামিনকে দেখিয়া কহিল তোমারদের
যে কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিষয়ে তোমারা আমাকে
কহিয়াছিলা এই কি সে তদনন্তর সে কহিল
হে আমার বৎস ঈশ্বর তোমার প্রতি অনুগ্রহ
করুন। [৩০] অপর যুসফ ব্যস্ত হইল কেন
না তাহার অন্তঃকরণে তাহার ভ্রাতার প্রতি দয়া
উপস্থিত হইল তাহাতে সে রোদন করিতে স্থান
অন্বেষণ করিল পরে আপন কুঠরীতে যাইয়া
সেস্থানে রোদন করিতে লাগিল। [৩১] অনন্তর
সে আপন মুখ প্রক্ষালন করিয়া বাহির হইল
ও ধৈর্য্যাবলম্বন করিল পরে কহিল যে ভক্ষ্য
বাড়। [৩২] অপর তাহারা তাহার কারণ ও
আপনারদের কারণ ও যে মিসৃরীয়েরা তাহার
সহিত ভোজন করিবে তাহারদের কারণ পৃথক২
ভক্ষ্য করিয়া বাড়িল যেহেতুক মিসৃরীয়েরা এবরী
য়েরদের সহিত খায় না কেননা মিসৃরীয়েরদের
সে গর্হ্য। [৩৩] পরে তাহারা তাহার সম্মুখে
বসিল জ্যেষ্ঠ আপন জ্যেষ্ঠাধিকারানুসারে ও
কনিষ্ঠ আপন কনিষ্ঠাধিকারানুসারে তাহাতে
সে মনুষ্যেরদের পরস্পর আশ্চর্য্যজ্ঞান হইল।
[৩৪] সে আপন সম্মুখহইতে তাহারদের কারণ
ভাগ তুলিয়া পাঠাইল কিন্তু তাহারদের অংশহই
তে পাঁচগুণ বড় বেন্যামিনের অংশ ছিল পরে তা
হারা পান করিয়া তাহার সহিত আনন্দ করিল।

৪৪ পর্ব্ব।

[১] অপর সে আপন ঘরের কর্ত্তাকে আজ্ঞা ক
রিল যে তাহারদের বহনশক্ত্যনুসারে মনুষ্যেরদের
ছালা ভক্ষ্যদ্রব্যেতে পূর্ণ কর ও প্রতিজনের টাকা
তাহার ছালার মুখেতে দেও। [২] ও আমার
পেয়ালা অর্থাৎ রূপার সে পেয়ালা ও তাহার
শস্যের টাকা কনিষ্ঠের থৈলীতে দেও তাহাতে
সে যুসফের বাক্যানুসারে করিল। [৩] অপর
প্রাতঃকালে অরুণোদয়সময়ে সে মনুষ্যেরা
ও তাহারদের গাধারা বিদায় পাইল। [৪]
পরে তাহারা সে শহরহইতে নির্গত হইয়া দূরস্থ
হয় নাই এমত সময়ে যুসফ আপন ঘরের কর্ত্তা
কে কহিল উঠ ও সে মনুষ্যেরদের পশ্চাৎ যাও
ও তাহারদের নিকটে পঁহুছিয়া তাহারদিগকে
কহ যে উপকারপ্রযুক্ত অপকার কেন করিলা।
[৫] যাহাতে আমার প্রভু পান করেন ও যাহা
তে তিনি গণনা করেন সে কি এ নয় ইহা করাতে
তোমরা অনুচিত কার্য্য করিয়াছ।

[৬] অনন্তর সে তাহারদের নিকটে পঁহুছি
য়া তাহারদিগকে তদ্রূপ কথা কহিল। [৭] তা
হাতে তাহারা তাহাকে কহিল আমার প্রভু এম
ন কথা কেন কহেন তোমার দাসেরদের এরূপ
কার্য্য করা না হউক। [৮] দেখ আমরা আপ
ন২ ছালার মুখে যে টাকা পাইয়াছিলাম তাহা
কনআন দেশহইতে তোমার নিকটে পুনর্ব্বার
আনিয়াছি তবে তোমার প্রভুর ঘরহইতে কেমন
করিয়া আমরা রূপা কিম্বা স্বর্ণ চুরি করিব।
[৯] তোমার দাসেরদের মধ্যে যাহার নিকটে
তাহা পাওয়া যায় সে মরুক আমরাও আমার

প্রভুর দাস হইব। [১০] তাহাতে সে কহিল
তোমারদের বাক্যানুসারেই হউক যাহার কাছে
তাহা পাওয়া যায় সে আমার দাস হইবে এবং
তোমরা নির্দোষী হইবা। [১১] পরে তাহারা
প্রতিজন শীঘ্র করিয়া আপন২ ছালা মৃত্তিকাতে
নামাইয়া এক২ করিয়া আপন২ ছালা খুলিল।
[১২] তাহাতে সে জ্যেষ্ঠাবধি কনিষ্ঠপর্য্যন্ত খুজি
ল ও বেন্যামিনের ছালাতে পেয়ালা পাওয়া
গেল। [১৩] পরে তাহারা আপন২ কাপড়
ফাড়িল ও প্রত্যেক জন আপন গাধাকে বোঝাই
করিয়া শহরে ফিরিয়া আইল।

[১৪] পরে য়িহুদাহ্ ও তাহার ভ্রাতারা
যুসফের ঘরে আইল কেননা সে তৎকালপর্য্যন্ত
সেই স্থানে ছিল এবং তাহারা তাহার সম্মুখে মৃ
ত্তিকাতে পড়িল। [১৫] অপর যুসফ তাহারদি
গকে কহিল তোমরা কি কার্য্য করিয়াছ তোমরা
কি জান না যে আমার মত মনুষ্য গণনা করিতে
পারে। [১৬] তাহাতে য়িহুদাহ্ কহিল আমার
প্রভুকে আমরা কি বলিব কি কহিতে পারি কি
ম্বা আপনারদিগকে কিরূপে নির্দোষি করিতে
পারি ঈশ্বর তোমার দাসেরদের অপরাধের অ
নুসন্ধান করিয়াছেন দেখ আমরা আমার প্রভুর
দাস অর্থাৎ আমরা ও যাহার হাতে পেয়ালা
পাওয়া গিয়াছে সেও। [১৭] অপর সে বলিল
যে এমত হওয়া না হউক যাহার হাতে পেয়ালা
পাওয়া গিয়াছে সে আমার দাস হইবে কিন্তু
তোমরা শান্তিতে আপন পিতার নিকটে প্রস্থান
কর।

[১৮] তখন য়িহুদাহ্ তাহার নিকটে যাইয়া
কহিল হে আমার প্রভু আপনকার দাসকে আ
মার প্রভুর কর্ণে এক বাক্য কহিতে দিউন তাহাতে
তোমার ক্রোধ তোমার দাসের প্রতি প্রজ্বলিত
না হউক কেননা তুমি ফরওহের তুল্য। [১৯]
আমার প্রভু আপন দাসেরদিগকে ইহা কহত
জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমারদের পিতা কিম্বা
ভ্রাতা আছে [২০] তাহাতে আমরা আমার প্রভু
কে কহিলাম যে আমারদের এক পিতা আছেন
তিনি বৃদ্ধ মনুষ্য ও তাঁহার বার্দ্ধক্যকালে জাত এক
কনিষ্ঠ পুত্র আছে তাহার ভ্রাতা মরিয়াছে ও
তাহার মাতৃজাত সে কেবল একাকী আছে ও
তাহার পিতা তাহাকে প্রেম করে। [২১] এবং
তুমি আপন দাসেরদিগকে কহিলা যে তাহাকে
আমার নিকটে আন যে আমি তাহাকে দৃষ্টি
করি। [২২] তাহাতে আমরা আমার প্রভুকে
বলিলাম সে বালক আপন পিতাকে ছাড়িয়া
আসিতে পারে না যেহেতুক সে আপন পিতা
কে ছাড়িয়া আইলে তিনি মরিবেন। [২৩] আর
তুমি আপন দাসেরদিগকে বলিলা যে তোমার
দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তোমারদের সহিত না আই
লে তোমরা আমার মুখ আর দেখিতে পাইবা
না। [২৪] তৎপ্রযুক্ত এমত হইল যখন আমরা
তোমার দাস আমারদের পিতার নিকটে পঁহু
ছিলাম তখন তাহার কাছে আমার প্রভুর বাক্য
অবগত করাইলাম তাহাতে আমারদের পিতা
কহিলেন পুনর্ব্বার যাও ও আমারদের কারণ
কিঞ্চিৎ ভক্ষ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া আন। [২৫]
তখন আমরা তাহাকে বলিলাম আমরা যাইতে
পারি না যদি আমারদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমার
দের সহিত থাকে তবে যাইব [২৬] কেননা আ
মারদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যদি আমারদের সহিত
না থাকে তবে সে মনুষ্যের মুখ দেখিতে পাইব
না। [২৭] তাহাতে তোমার দাস আমার পি
তা আমারদিগকে কহিলেন তোমরা জান যে
আমার ভার্য্যা আমার দুই পুত্র প্রসবিল [২৮]
তাহার মধ্যে এক জন আমার নিকটহইতে বা
হির হইয়া গেল তাহাতে আমি কহিলাম যে
সে নিতান্ত খণ্ড২ হইয়াছে ও তদবধি আমি তা
হাকে আর দেখি নাই [২৯] এবং আমাহইতে
যদি তোমরা ইহাকেও লও এবং ইহার কিছু
আপদ্ ঘটে তবে তোমরা শোকেতে পরলোকে
আমার পাকা চুল নামাইবা। [৩০] আমার
পিতার প্রাণ বালকের প্রাণেতে বাঁধা আছে
অতএব এখন আমি তোমার দাস আমার পি
তার নিকটে পঁহুছিলে যদি বালক আমার
দের সহিত না থাকে তবে এমত হইবে [৩১]
তিনি যখন দেখিবেন যে বালক আমারদের স
হিত নাই তখন তিনি মরিবেন তাহাতে তোমার
দাসেরা তোমার দাস আমারদের পিতার পা
কা চুল শোকের সহিত পরলোকেতে নামাইবে।
[৩২] কেননা আমার পিতার নিকটে তোমার
দাস বালকের জামিন হইয়া কহিল যে যদি তো
মার নিকটে ইহাকে না আনি তবে আমার পি
তার নিকটে আমি সর্ব্বদা অপরাধী হইব।
[৩৩] অতএব এখন বালকের বদলে আমার
প্রভুর নিকটে তোমার দাস বন্দি থাকুক [৩৪]
কিন্তু বালককে আপন ভ্রাতারদের সহিত যাই
তে দিউন। [৩৫] কেননা বালক আমার সহিত
না গেলে আমি কিরূপে আপন পিতার নিকটে
যাইব পাছে যে ক্লেশ আমার পিতার উপরে
ঘটিবে তাহা আমি দেখি।

৪৫ পর্ব্ব।

[১] অপর যুসফ আপন নিকটবর্ত্তি সকলের
সম্মুখে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া কহিল
আমার সম্মুখহইতে সকল মনুষ্যকে বাহির কর

তাহাতে যখন যুসফ আপন ভ্রাতারদিগকে আ
পনার পরিচয় দিতে লাগিল তখন কোনো মনু
ষ্য তাহার নিকটে রহিল না। [২] এবং সে উ
চ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল তাহাতে মিস্‌রী
য়েরা ও ফরওহের গৃহবাসি লোকেরা তাহা শুনি
ল। [৩] পরে যুসফ আপন ভ্রাতারদিগকে কহি
ল যে আমিই যুসফ আমার পিতা কি এখনও জী
বৎ আছেন তাহাতে তাহার ভ্রাতারা তাঁহাকে
প্রত্যুত্তর করিতে পারিল না কেননা তাহার দর্শনে
তাহারা উদ্বিগ্ন হইল। [৪] পরে যুসফ আপন
ভ্রাতারদিগকে বলিল এখন আমার নিকটে আ
ইস পরে তাহারা নিকটে আইল তাহাতে সে
বলিল তোমরা যাহাকে মিস্‌রেতে বিক্রয় করি
য়াছিলা তোমারদের সে ভ্রাতা যুসফ আমিই।
[৫] অতএব আমাকে যে এখানে বিক্রয় করি
য়াছ ইহাতে এখন শোকান্বিত হইও না ও পর
স্পর এক জন আর এক জনের প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না
কেননা প্রাণরক্ষার কারণ ঈশ্বর আমাকে তোমা
রদের অগ্রে পাঠাইয়াছেন। [৬] যেহেতুক এই
দুই বৎসর দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে এবং আরও
এমত পাঁচ বৎসর হইবে যে তাহাতে শস্যোৎ
পত্তি ও শস্যকাটন হইবে না [৭] এবং পৃথিবীতে
তোমারদের বংশরক্ষা করিতে ও বড় উদ্ধারপূ
র্ব্বক তোমারদিগের প্রাণ বাঁচাইয়া রাখিতে তো
মারদের অগ্রে ঈশ্বর আমাকে পাঠাইয়াছেন।
[৮] অতএব এখন তোমরা আমাকে এস্থানে
পাঠাও নাই কিন্তু ঈশ্বর এবং তিনি আমাকে
ফরওহের প্রতি পিতাস্বরূপ করিয়াছেন ও আমা
রে তাহার সকল ঘরের প্রভুও সমুদায় মিস্‌র
দেশের অধ্যক্ষ করিয়া রাখিয়াছেন। [৯] তো
মরা শীঘ্র করিয়া আমার পিতার নিকটে যাও
ও তাহাকে কহ তোমার পুত্র যুসফ ইহা কহিতে
ছে ঈশ্বর আমাকে সমুদায় মিস্‌রের অধ্যক্ষ
করিয়াছেন আমার এস্থানে আইস বিলম্ব করিও
না। [১০] এবং তোমরা গোশেন দেশে বাস
করিবা ও আমার নিকটস্থ হইবা অর্থাৎ তুমি
ও তোমার পুত্রেরা ও পৌত্রেরা ও তোমার মেষ
গবাদি পাল ও তোমার সর্ব্বস্ব। [১১] এবং সে
স্থানে আমি তোমাকে প্রতিপালন করিব কেননা
এখনও পাঁচ বৎসর দুর্ভিক্ষ অবশিষ্ট আছে পা
ছে তুমি ও তোমার পরিজন ও তোমার সর্ব্বস্ব দ
রিদ্রতাগ্রস্ত হও। [১২] এবং দেখ তোমারদের
চক্ষু ও আমার ভ্রাতা বেন্যামিনের চক্ষু দেখি
তেছে যে আমারই মুখ তোমারদিগের সহিত
কথা কহিতেছে। [১৩] এবং মিস্‌রদেশে আ
মার যে সকল ঐশ্বর্য্য ও যে সকল তোমরা দেখি
য়াছ তাহার বিষয়ে আমার পিতাকে কহিবা ও
তোমরা শীঘ্র করিয়া আমার পিতাকে এস্থানে
আনিবা। [১৪] পরে সে আপন ভ্রাতা বে
ন্যামিনের গলা ধরিয়া ক্রন্দন করিল ও বেন্যা
মিন তাহার গলা ধরিয়া রোদন করিল। [১৫]
তদ্ভিন্নও সে আপন সকল ভ্রাতারদিগকে চুম্বন
করিল ও তাহারদের উপরে রোদন করিল পরে
তাহার ভ্রাতারা তাহার সহিত আলাপ করিল।

[১৬] অপর ঐ কথার ধ্বনি ফরওহের ঘরে
শুনা গেল যে যুসফের ভ্রাতারা আসিয়াছে তা
হাতে ফরওহের ও তাহার দাসেরদের আহ্লাদ
হইল। [১৭] পরে ফরওহ্ যুসফকে কহিল
তুমি আপন ভ্রাতারদিগকে কহ যে ইহা কর আ
পন পশুরদিগকে বোঝাই কর ও যাইয়া কনআ
ন দেশে পঁহুছ [১৮] ও তোমারদের পিতাকে
ও তোমারদের পরিজনেরদিগকে লইয়া আমার
নিকটে আইস আমি তোমারদিগকে মিস্‌রদে
শের উত্তম দ্রব্য দিব তাহাতে তোমরা দেশের
উত্তম স্থানভোগ করিবা। [১৯] এখন তুমি
আজ্ঞা পাইলা তোমরা এমত কর তোমারদের
বালকেরদের ও তোমারদের ভার্য্যারদের কারণ
মিস্‌রদেশহইতে শকট লইয়া যাও ও আপনার
দের পিতাকে লইয়া চলিয়া আইস। [২০]
এবং তোমারদের দ্রব্যাদি আদরপূর্ব্বক দেখিও
না কেননা সমুদায় মিস্‌রদেশের উত্তম দ্রব্য তো
মারদের।

[২১] অপর য়িশ্‌রাএলের পুত্রেরা তদনুসা
রে করিল এবং যুসফ ফরওহের আজ্ঞানুসারে
তাহারদিগকে শকট দিল ও তাহারদিগকে পথখ
রচও দিল [২২] অর্থাৎ সে প্রত্যেক মনুষ্যকে পরি
ধেয় বস্ত্র দিল কিন্তু বেন্যামিনকে সে তিনশত থান
রূপা ও পাঁচ যোড়া বস্ত্র দিল। [২৩] ও আপন
পিতার কারণ মিস্‌রের উত্তম দ্রব্যেতে বোঝাই
দশ গাধা ও আপন পিতার পথখরচের জন্যে
শস্যেতে ও রুটিতে ও ভক্ষ্য দ্রব্যেতে বোঝাই
দশ গাধীকে এই প্রকারে পাঠাইল। [২৪] এত
দ্রূপ সে আপন ভ্রাতারদিগকে বিদায় করিল ও
তাহারা প্রস্থান করিল ও সে তাহারদিগকে কহি
ল সাবধান যে তোমরা পথে বিবাদ না কর।

[২৫] অপর তাহারা মিস্‌রহইতে যাইয়া
কনআন দেশে আপন পিতা য়অ্যাকুবের নিকটে
পঁহুছিল। [২৬] এবং তাহারা তাহাকে কহিল
যে যুসফ এখনও জীবৎ আছে ও সে সমুদায়
মিস্‌রদেশের কর্ত্তা তাহাতে য়অ্যাকুবের মন বি
ষণ্ণ হইল কেননা সে তাহারদের কথায় প্রত্যয়
করিল না। [২৭] পরে যুসফ তাহারদিগকে যা
হা কহিয়াছিল তাহারা সে সকল কথা তাহা
কে কহিল এবং তাহাকে লইতে যুসফ যেং

শকট পাঠাইয়াছিল সে সকল দেখিলে তাহার
দের পিতা য়অ্যাকুবের আত্মা সচেতন হইতে লা
গিল। [২৮] তাহাতে য়িশ্রাএল কহিল যে এই
যথেষ্ট আমার পুত্র যুসফ এখনও জীবৎ আছে
আমি যাইয়া মরণের পূর্ব্বে তাহাকে দেখিব।

৪৬ পর্ব্ব।

[১] অপর য়িশ্রাএল তাহার সর্ব্বস্ব সঙ্গে
করিয়া পথগামী হইয়া বিএরশেবায় পঁহুছিল
ও আপন পিতা য়িস্খাকের ঈশ্বরের উদ্দেশে
বলিদান করিল। [২] পরে রাত্রিকালীন দর্শনে
তে ঈশ্বর য়িশ্রাএলের সহিত কথা কহিয়া কহি
লেন হে য়অ্যাকুব তাহাতে সে বলিল দেখ এই
আমি। [৩] পরে তিনি বলিলেন আমিই ঈশ্বর
অর্থাৎ তোমার পিতার ঈশ্বর তুমি মিস্রদেশে
যাইতে ভীত হইও না কেননা আমি সেস্থানে
তোমাকে বৃহজ্জাতি করিব। [৪] এবং আমি
তোমার সহিত মিস্রে যাইব ও আমি তোমাকে
নিশ্চয় ফিরিয়া আনিব ও যুসফ তোমার চক্ষুর
উপরে আপন হস্ত রাখিবে।

[৫] অনন্তর য়অ্যাকুব বিএরশেবাহইতে উঠি
ল ও য়িশ্রাএলের পুত্রেরা আপন পিতা য়অ্যা
কুবকে ও আপন বালকেরদিগকে ও আপন
ভার্য্যারদিগকে তদ্বহনার্থে ফরওহেতে প্রেরিত
শকটেতে আরোহণ করাইয়া চলিল। [৬] ও
তাহারা আপন পশুরদিগকে ও কনআনদেশে
উপার্জ্জিত আপন সম্পত্তি লইয়া মিস্রে গেল
অর্থাৎ য়অ্যাকুব ও তাহার সকল বংশ তাহার
সহিত। [৭] সে আপন পুত্রেরদিগকে ও পৌ
ত্রেরদিগকে ও কন্যারদিগকে ও পৌত্রীরদিগকে
ও আপন সকল বংশকে আপন সহিত মিস্রে
আনিল।

[৮] অথ মিস্রে আগত য়িশ্রাএলের সন্তা
নেরদের অর্থাৎ য়অ্যাকুব ও তাহার সন্তানের
দের এই২ নাম য়অ্যাকুবের জ্যেষ্ঠ পুত্র রিউবেণ
[৯] এবং রিউবেণের পুত্রেরা খনোক ও পলু
আ ও খেস্রোণ ও করমি।

[১০] এবং শিমিওনের সন্তান য়িমূএল ও য়া
মীন ও ওহদ ও য়াকীন ও সোখর এবং কনঅ্যা
নী এক স্ত্রীর পুত্র শাউল।

[১১] এবং লেবির সন্তান গেরশোন ও কিহাত
ও মিরারি।

[১২] এবং য়িহুদাহের সন্তান এর ও ওনান
ও শেলাহ্ ও ফেরেস্ ও জারখ। কিন্তু এর ও
ওনান কনআন দেশে মরিল এবং ফেরেসের পু
ত্রেরা খেস্রোণ ও খামুল।

[১৩] এবং য়িশাকারের সন্তান তোলা ও পু
আহ্ ও য়োব ও শিমরোণ।

[১৪] এবং জিবুলূনের সন্তান সেরেদ ও এ
লোন ও য়খলিএল। [১৫] ইহারা পাদানঅ্যা
রামে য়অ্যাকুবের ঔরসে লেআহেতে জাত এবং
তাহার কন্যা দীনাহ্ তাহার পুত্রেরা ও কন্যারা
সকলসুদ্ধ তেত্রিশ প্রাণী ছিল।

[১৬] অপর গাদের সন্তান সিফীওন ও খগ
ই ও শুনি ও এস্বোন ও এরি ও অরোদী ও অ
রএলী।

[১৭] এবং আশেরের সন্তান য়িমনাহ্ ও য়ি
শবাহ্ ও য়িশবি ও বিরিঅ্যাহ্ এবং তাহারদের
ভগিনী শেরখ এবং বিরিঅ্যাহের সন্তান খেবের
ও মলকীএল। [১৮] ইহারা লাবানকর্ত্তৃক আপ
ন কন্যা লেআহ্কে দত্তা জিল্পাহেতে জাত য়অ্যা
কুবের ঔরসসন্তান অর্থাৎ ষোল প্রাণী।

[১৯] য়অ্যাকুবের ভার্য্যা রাখেলের সন্তান
যুসফ ও বেন্যামিন। [২০] এবং মিস্রদেশে ও
নের যাজক পোটীফেরঅ্যার কন্যা আসিনতেতে
যুসফের ঔরসে মনশেহ্ ও এফরায়িম জন্মিল।

[২১] পরে বেন্যামিনের সন্তান বেলঅ্যা ও
বেকের ও অশ্বেল ও গেরা ও নঅমান ও অ
খী ও রোশ ও মুপীম ও খুপীম ও আরদ। [২২]
ইহারা রাখেলেতে জাত য়অ্যাকুবের ঔরস সন্তান
সর্ব্বসুদ্ধ চতুর্দ্দশ প্রাণী।

[২৩] অপর দানের সন্তান খুশীম।

[২৪] অপর নপ্তালীর সন্তান য়খসিএল ও
গুনী ও য়েসের ও শিলেম। [২৫] ইহারা লাবা
নেতে আপন কন্যা রাখেলকে দত্তা বিল্হাহে
তে য়অ্যাকুবের ঔরসজাত সর্ব্বসুদ্ধ সাত প্রাণী।
[২৬] য়অ্যাকুবের পুত্রবধূব্যতিরেকে তাহার ক
টিনির্গত যে সকল প্রাণী য়অ্যাকুবের সহিত মিস্
রে আইল তাহারা সর্ব্বসুদ্ধ ছেষট্টি জন।
[২৭] এবং মিস্রে জাত যুসফের পুত্র দুই প্রা
ণী মিস্রেতে আগত য়অ্যাকুবের গৃহেতে জাত
প্রাণিরা সর্ব্বসুদ্ধ সত্তরি জন।

[২৮] অপর তাহাকে গোশেনে আনিবার
কারণ সে আপনার আগে য়িহুদাহ্কে যুসফের
নিকটে প্রেরণ করিল তাহাতে তাহারা গোশেন
দেশে আইল। [২৯] পরে যুসফ আপন রথ
প্রস্তুত করিল ও গোশেনদেশে আপন পিতা
য়িশ্রাএলের সহিত মিলিল ও সাক্ষাৎ করিল তা
হাতে সে তাহার গলায় পড়িয়া অনেকক্ষণ তা
হার গলা ধরিয়া রোদন করিল। [৩০] পরে
য়িশ্রাএল যুসফকে বলিল এখন আমার মরণ
হউক কেননা তোমার মুখ দেখিলাম ও তুমি এ
খনও জীবৎ আছ।

[৩১] পরে যুসফ আপন ভ্রাতারদিগকে ও
আপন পিতার সকল পরিজনেরদিগকে কহিল

আমি যাইয়া ফরওহ্‌কে জানাই ও তাহাকে কহি যে আমার ভ্রাতারা ও কনআনদেশবাসি আমার পিতার গৃহস্থিত সকলে আমার নিকটে আসিয়াছে। [৩২] এবং সে মনুষ্যেরা পশুপালক কেননা তাহারা পশুব্যবসায়ী এবং তাহারা আপনারদের গোমেষাদি পালেরদিগকে ও আপনারদের সর্ব্বস্ব আনিয়াছে। [৩৩] পরে এমত হইবে যখন ফরওহ্‌ তোমারদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবে যে তোমারদের ব্যবসায় কি। [৩৪] তখন তোমারদের গোশেনদেশে বাস করিবার কারণ তাহাকে কহিবা যে যৌবনকালাবধি এপর্য্যন্ত তোমার দাসেরা পশুব্যবসায়ী অর্থাৎ আমরা ও আমারদের পিতৃলোকেরা যেহেতুক সকল পশুপালক মিস্রীয়েরদের গর্হ্য।

৪৭ পর্ব্ব।

[১] অনন্তর যুসফ আসিয়া ফরওহ্‌কে সমাচার দিয়া কহিল যে আমার পিতা ও আমার ভ্রাতারা ও তাহারদের গোমেষাদিপাল ও তাহারদের সর্ব্বস্ব কনআনদেশহইতে আসিয়াছে দেখ তাহারা গোশেনদেশে আছে। [২] পরে সে আপন ভ্রাতারদের মধ্যে কএক লোক অর্থাৎ পাঁচ জনকে লইয়া ফরওহের সহিত সাক্ষাৎ করাইল। [৩] তাহাতে ফরওহ্‌ তাহার ভ্রাতারদিগকে কহিল তোমারদের ব্যবসায় কি তাহাতে তাহারা ফরওহ্‌কে বলিল তোমার দাসেরা পশুপালক অর্থাৎ আমরা ও আমারদের পিতৃলোকও। [৪] পরে তাহারা ফরওহ্‌কে আরও কহিল যে এ দেশে বাস করিবার নিমিত্তে আমরা আসিয়াছি কেননা তোমার দাসেরদের পশুরদের কারণ চরাণি নাই যেহেতুক কনআনদেশে দুর্ভিক্ষ অতিশয় হইয়াছে অতএব এখন তোমার দাসেরদিগকে গোশেনদেশে বাস করিতে দেও। [৫] পরে ফরওহ্‌ যুসফকে কহিল তোমার পিতা ও তোমার ভ্রাতারা তোমার নিকটে আসিয়াছে। [৬] মিস্রদেশ তোমার গোচরে আছে তোমার পিতাকে ও তোমার ভ্রাতারদিগকে দেশের উত্তম স্থানে বাস করাও তাহারা গোশেন দেশে বাস করুক এবং যদি তাহারদের মধ্যে কাহাকে২ উপযুক্ত বুঝ তবে তাহারদিগকে আমার পশুপালের অধ্যক্ষ করিয়া নিযুক্ত কর। [৭] পরে যুসফ আপন পিতা য়অ্যাকুবকে আনিল ও তাহাকে ফরওহের সম্মুখে উপস্থিত করিল এবং য়অ্যাকুব ফরওহকে আশীর্ব্বাদ করিল। [৮] পরে ফরওহ্‌ য়অ্যাকুবকে কহিল তোমার বয়ঃক্রম কত। [৯] তাহাতে য়অ্যাকুব ফরওহ্‌কে বলিল আমার ভ্রমণবৎসরময় কাল এক শতত্রিশ বৎসর আমার আয়ুর বৎসরের দিবস অল্প ও মন্দ এবং আমার পিতৃলোকেরদের ভ্রমণদিনময় আয়ুর বৎসরের দিনের সমতাপ্রাপ্ত হয় নাই। [১০] পরে য়অ্যাকুব ফরওহ্‌কে আশীর্ব্বাদ করিয়া ফরওহের সম্মুখহইতে বাহির হইল।

[১১] অপর যুসফ আপন পিতাকে ও আপন ভ্রাতারদিগকে স্থাপন করিল ও মিস্রদেশের উত্তম স্থানে অর্থাৎ রআমিসিস্‌দেশে ফরওহের আজ্ঞানুসারে তাহারদের অধিকার দিল। [১২] এবং যুসফ আপন পিতাকে ও আপন ভ্রাতারদিগকে ও আপন পিতার সকল পরিজনকে তাহারদের পরিজনানুসারে ভক্ষ্যদ্বারা প্রতিপালন করিল।

[১৩] অপর সকল দেশে খাদ্য বস্তুর অভাব হইল কেননা দুর্ভিক্ষ অতিবড় হইল তাহাতে দুর্ভিক্ষপ্রযুক্ত মিস্র ও সমস্ত কনআনদেশস্থেরা মূর্চ্ছাপন্ন হইল। [১৪] অপর তাহারদিগকে শস্যদেওনদ্বারা মিস্রদেশে ও কনআনদেশে প্রাপ্ত সকল রূপা যুসফ সংগ্রহ করিল ও যুসফ ফরওহের ঘরে রূপা আনিল। [১৫] পরে মিস্রদেশে ও কনআন দেশে রূপার অভাব হইলে সকল মিস্রীয়েরা যুসফের নিকটে আসিয়া কহিল আমারদিগকে ভক্ষ্য দেও কেননা আমরা তোমার সম্মুখে কেন মরি যেহেতুক রূপার অভাব হইতেছে। [১৬] তাহাতে যুসফ বলিল যদি রূপার অভাব হয় তবে তোমারদের পশুরদিগকে দেও এবং তোমারদের পশুরদের বদলে তোমারদিগকে ভক্ষ্য দিব। [১৭] পরে তাহারা যুসফের নিকটে আপন পশুরদিগকে আনিল তাহাতে যুসফ অশ্বের ও মেষগবাদির ও গর্দ্দভের বদলে তাহারদিগকে ভক্ষ্য দিল এরূপ সে তাহারদের সকল পশুরদের বদলে সে বৎসর তাহারদিগকে খাওয়াইল। [১৮] পরে সে বৎসর সম্পূর্ণ হইলে তাহারা দ্বিতীয় বৎসরে তাহার নিকটে আসিয়া তাহাকে কহিল আমারদের রূপা যে খরচ হইয়াছে ইহা আমারদের প্রভুর গোচরে আমরা গোপন করিব না এবং আমারদের পশুপালাদিও আমারদের প্রভুর হইয়াছে আমারদের শরীর ও আমারদের ভূমি ব্যতিরেকে আমার প্রভুর গোচরে অন্য কিছুই অবশিষ্ট নাই। [১৯] অতএব তোমার গোচরে আমরা কেন মরি অর্থাৎ আমরা ও আমারদের ভূমি ভক্ষ্যের কারণ আমারদিগকে ও আমারদের ভূমি ক্রয় কর তাহাতে আমারদের ভূমি ও আমরা ফরওহের দাস হইব এবং আমারদিগকে বীজ দেও যে আমরা বাঁচি এবং না মরি ও ভূমি পতিতা না হয়। [২০] অনন্তর যুসফ ফরওহের কারণ মিস্রীয়েরদের সকল ভূমি কিনিল

কেননা মিসরীয়েরা প্রত্যেক জন আপন২ ভূমি
বিক্রয় করিল যেহেতুক দুর্ভিক্ষ তাহারদিগের ম
ধ্যে ব্যাপিল এতদ্রূপে সে ভূমি ফরওহের হইল।
[২১] এবং দেশের এক সীমাহইতে অন্য সীমা
পর্য্যন্ত সে প্রজারদিগকে শহরে২ প্রেরণ করিল।
[২২] কেবল যাজকেরদের ভূমি সে ক্রয় করিল
না কেননা ফরওহেতে দত্তা যাজকেরদের বৃত্তি
ছিল তাহাতে ফরওহ তাহারদিগকে যাহা দিয়া
ছিল তাহাই ভোগ করিল অতএব তাহারা আপ
নারদের ভূমি বিক্রয় করিল না।

[২৩] অপর যুসফ প্রজারদিগকে কহিল দেখ
আমি আজি তোমারদিগকে ও তোমারদের
ভূমি ফরওহের কারণ কিনিয়াছি দেখ তোমার
দের কারণ বীজ আছে তোমরা ভূমি বীজকূল।
[২৪] পরে এমত হইবে তাহাতে যাহা উৎপন্ন
হইবে তাহার পঞ্চমাংশ তোমরা ফরওহকে দিবা
এবং অন্য চারি অংশ তোমারদের ক্ষেত্রের
বীজের কারণ এবং তোমারদের পরিজনেরদের
ও তোমারদের বালকেরদের ভক্ষ্যার্থে হইবে।
[২৫] তাহাতে তাহারা বলিল যে তুমি আমার
দিগের প্রাণ বাঁচাইয়াছ আমরা আপন প্রভুরা
দৃষ্টিতে কৃপা পাই পাইলে আমরা ফরওহের
দাস হইব। [২৬] পরে যাহা ফরওহের হইল
না এমন যে যাজকেরদের ভূমি তদ্ব্যতিরেকে ভূ
মির পঞ্চমাংশ ফরওহ যেপায় ইহা যুসফ আজি
পর্য্যন্ত বিধিরূপে মিসরদেশে স্থাপন করিল।

[২৭] অপর য়িশ্রাএল মিসরে গোশেনদে
শে বাস করিল তাহারা সেস্থানে অধিকারপ্রাপ্ত
হইল ও বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া অতিশয় বহুল মনুষ্য হ
ইল।

[২৮] অপর য়অকুব মিসরদেশে সত্তর বৎ
সর কালযাপন করিল তাহাতে য়অকুবের পর
মায়ু এক শত সাতচল্লিশ বৎসর হইল। [২৯]
অপর য়িশ্রাএলের মরণদিন নিকটবর্ত্তি হইতে
লাগিল তাহাতে সে আপন পুত্র যুসফকে ডাকা
ইয়া তাহাকে কহিল যদি এখন তোমার দৃষ্টিতে
আমি কৃপা পাইয়াছি তবে এখন আপন হাত
আমার উরুর নীচে দেও ও আমার প্রতি অনুগ্রহ
ও সত্যতাপূর্ব্বক আচরণ কর আমাকে মিসরদে
শে কবর দিও না। [৩০] কিন্তু আমি আপন পিতৃ
লোকেরদের নিকটে শয়ন করিব ও তুমি আমা
কে মিসরহইতে বাহির করিয়া লইয়া যাইবা এ
বং তাঁহারদের কবরস্থানে আমাকে কবরে দিবা
তাহাতে সে বলিল তোমার বাক্যানুসারেই করি
ব। [৩১] পরে সে বলিল তুমি আমার নিকটে
দিব্য কর তাহাতে সে তাঁহার নিকটে দিব্য করি
ল পরে য়িশ্রাএল শিয়রেরদিগে প্রণাম করিল।

৪৮ পর্ব্ব।

[১] অপর এমত হইল যুসফের নিকটে কহা
গেল যে দেখ তোমার পিতা পীড়িত আছে তা
হাতে সে আপন দুই পুত্র মনশেহকে ও এফরা
য়িমকে আপনার সঙ্গে লইল। [২] পরে কেহ
য়অকুবকে জানাইয়া কহিল যে দেখ তোমার
পুত্র যুসফ তোমার নিকটে আসিতেছে তাহাতে
য়িশ্রাএল আপনাকে সবল করিয়া উঠিয়া শ
য্যার উপরে বসিল।

[৩] অপর য়অকুব যুসফকে কহিল সর্ব্বশ
ক্তিমান ঈশ্বর কনআন দেশস্থ লূজে আমার নি
কটে প্রকাশিত হইয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করি
লেন [৪] এবং আমাকে কহিলেন দেখ আমি
তোমাকে ফলবান করিব ও তোমাকে বহুমনুষ্য
করিব ও তোমাকে লোকসমূহ করিব ও তোমার
পর তোমার বংশকে নিত্যাধিকারনিমিত্তে এ দে
শ দিব।

[৫] এবং মিসরে আমার আইসনের পূর্ব্বে
তোমার ঔরসে মিসরদেশে তোমার জাত যে
এফরায়িম ও মনশেহ তোমার এ দুই পুত্র আ
মার হইবে যেমন রিউবেণ ও শিমিওন তেমন
তাহারা আমার হইবে। [৬] এবং ইহারদের
পরে তুমি যে অপত্যেরদিগকে জন্মাইবা তাহা
রা তোমার হইবে ও তাহারা আপন ভ্রাতৃনা
মানুসারে তাহারদের অধিকারে খ্যাত হইবে।

[৭] যখন আমি পাদানআরামহইতে আই
লাম তখন এফরাতাহে পঁহুছনের অল্প পথ
থাকিতে কনআন দেশে রাখেল আমার নিকটে
মরিল তাহাতে এফরাতাহের পথে আমি তাহা
কে কবর দিলাম সে স্থানের নাম বীৎলেখেম।

[৮] পরে য়িশ্রাএল যুসফের পুত্রেরদিগকে
দেখিয়া কহিল ইহারা কে। [৯] তাহাতে যুসফ
আপন পিতাকে কহিল ঈশ্বর এ স্থানে যাহারদি
গকে আমাকে দিয়াছেন সেই পুত্র ইহারা পরে
সে বলিল তাহারদিগকে আমার নিকটে আন
তাহাতে আমি তাহারদিগকে আশীর্ব্বাদ দিব।
[১০] অপর য়িশ্রাএলের চক্ষু বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত
ক্ষীণ দৃষ্টি হইল তাহাতে সে দেখিতে পাইল
না। অতএব সে তাহারদিগকে তাহার নিক
টে আনিল তাহাতে সে তাহারদিগকে চুম্বন ক
রিল ও তাহারদিগকে আলিঙ্গন করিল। [১১]
পরে য়িশ্রাএল যুসফকে কহিল তোমার মুখ
দেখিবার আশা আমার ছিল না তথাপি দেখ
ঈশ্বর আমাকে তোমার বংশকেও দেখাইয়া
ছেন। [১২] অপর যুসফ তাহারদিগকে আপন
হাঁটুর মধ্যহইতে বাহির করিল ও ভূমিষ্ঠ হইয়া
প্রণাম করিল। [১৩] পরে যুসফ সেই দুই জন

কে লইল আপন দক্ষিণ হস্তেতে এফারিয়মকে য়িশ্রাএলের বাম হস্তের দিগে করিয়া ও আপন দক্ষিণ হস্তেতে মনশেহ্কে য়িশ্রাএলের দক্ষিণ হাতের দিগে করিয়া তাহারদিগকে তাহার নিকটে উপস্থিত করিল। [১৪] তখন য়িশ্রাএল বিবেচনাপূর্ব্বক হাত চালন করিয়া আপন দক্ষিণ হস্ত কনিষ্ঠের অর্থাৎ এফরায়িমের মস্তকের উপরে দিল এবং মন্শেহের মস্তকের উপরে বাম হস্ত দিল কেননা মনশেহ্ জ্যেষ্ঠ ছিল।

[১৫] পরে সে যুসফকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল যাহার সম্মুখে আমার পিতা অবরাহাম ও য়িস্‌খাক্ আচার করিল অর্থাৎ যে ঈশ্বর জন্মাবধি অদ্যপর্য্যন্ত আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন। [১৬] যে দূত সর্ব্বামঙ্গলহইতে আমাকে উদ্ধার করিলেন তিনি এই বালকেরদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন এবং আমার নাম ও আমার পিতা অবরাহামের ও য়িস্‌খাকের নাম তাহারদের উপরে প্রসিদ্ধ হউক এবং তাহারা পৃথিবীর মধ্যে লোকসমূহবৎ বর্দ্ধিষ্ণু হউক। [১৭] পরে যুসফ যখন দেখিল যে আপন পিতা এফরায়িমের মস্তকের উপরে দক্ষিণ হস্ত রাখিল তখন সে তাহাতে অতুষ্ট হইল অতএব সে এফরায়িমের মস্তকের উপরহইতে মনশেহের মস্তকের উপরে দেওনার্থে আপন পিতার হস্ত উঠাইল। [১৮] পরে যুসফ আপন পিতাকে কহিল হে আমার পিতা এমত নয় কেননা এই জ্যেষ্ঠ ইহার মস্তকের উপরে আপন দক্ষিণ হস্ত রাখুন। [১৯] তাহাতে তাহার পিতা না করিয়া কহিল হে আমার পুত্র আমি জানি আমি জানি সেও লোকসমূহ হইবে সেও বড় হইবে কিন্তু নিশ্চয় তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাহাহইতে বড় হইবে ও তাহার বংশ জাতিসমূহ হইবে। [২০] অনন্তর সে সেই দিনে তাহারদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল যে য়িশ্রাএল তোমারদের উদ্দেশ করিয়া আশীর্ব্বাদ দিয়া কহিবে ঈশ্বর তোমাকে এফরায়িমের মত ও মনশেহের মত করুন এমত সে মনশেহের অগ্রে এফরায়িমকে রাখিল। [২১] অপর য়িশ্রাএল যুসফকে কহিল দেখ আমি মরি কিন্তু ঈশ্বর তোমার সহিত হইবেন ও তোমারদের পিতৃদেশে তোমাকে পুনর্ব্বার আনিবেন [২২] এতদ্ভিন্ন আপন তরবাল ও ধনুকদ্বারা অমোরীয়েরদের হস্তহইতে নীত তোমার ভ্রাতারদেরহইতে অধিক এক অংশ আমি তোমাকে দিয়াছি।

৪৯ পর্ব্ব।

[১] অনন্তর য়্যাকুব আপন পুত্ত্রেরদিগকে ডাকিল ও কহিল তোমরা একত্র হও শেষদিনেতে যাহা তোমারদের ঘটিবে তাহা তোমারদিগকে কহি। [২] হে য়্যাকুবের পুত্ত্রেরা একত্র হও ও শুন ও তোমারদের পিতা য়িশ্রাএলের কথায় অবধান কর।

[৩] হে রিউবেণ তুমি আমার জ্যেষ্ঠ আমার শক্তি ও আমার সামর্থ্যের আরম্ভ মহিমার উত্তমতা ও বলের উত্তমতা [৪] জলের মত অস্থির তুমি শ্রেষ্ঠ হইবা না কেননা তুমি আপন পিতার শয্যার উপরে গিয়াছিলা তখন তুমি তাহা অশুদ্ধা করিলা সে আমার শয্যাতে গেল।

[৫] শিমিওন ও লেবি দুই ভাই অন্যায়রূপ অস্ত্র তাহারদের বাসস্থানে থাকে। [৬] হে আমার মন তাহারদের পরামর্শে যাইও না হে আমার সম্মান তাহারদের সভাতে সংযুক্ত হইও না কেননা তাহারা আপনারদের ক্রোধেতে এক মনুষ্যকে মারিল ও আপন২ স্বেচ্ছাতে এক দেওয়াল খনন করিল। [৭] তাহারদের ক্রোধ অভিশপ্ত হউক কেননা তাহা দুরন্ত এবং তাহারদের চণ্ডতা কেননা তাহা নিষ্ঠুর আমি তাহারদিগকে য়্যাকুবেতে ভিন্ন করিব ও য়িশ্রাএলেতে তাহারদিগকে ছড়াইব।

[৮] হে য়িহুদাহ্ তোমার ভ্রাতারা যাহার প্রশংসা করিবে সে তুমিই তোমার হস্ত তোমার শত্রুরদের গলাতে হইবে ও তোমার পিতার সন্তানেরা তোমাকে প্রণাম করিবে। [৯] য়িহুদাহ্ সিংহের বাচ্চা হে আমার বৎস তুমি শিকারহইতে উঠিয়া গিয়াছ সে সিংহের ন্যায় অর্থাৎ বৃদ্ধ সিংহের ন্যায় নত হইয়াছিল ও গুড়ি মারিয়া রহিয়াছিল কে তাহাকে সরাইতে পারে। [১০] যাবৎ শীলোহ্ না আইসে তাবৎ রাজদণ্ড য়িহুদাহ্হইতে ও বিধিকর্ত্তা তাহার চরণদ্বয়ের মধ্যহইতে অন্তর হইবে না ও তাহার নিকটে লোকেরদের সমারোহ হইবে। [১১] সে আপন ঘোড়ার বাচ্চা দ্রাক্ষালতায় ও আপন গাধার বাচ্চা উত্তম দ্রাক্ষালতায় বাঁধিল সে আপন বস্ত্র দ্রাক্ষারসেতে ও আপন পরিধেয় বস্ত্র দ্রাক্ষারসেতে প্রক্ষালন করিল [১২] তাহার চক্ষুঃ দ্রাক্ষারসেতে রক্তবর্ণ ও তাহার দন্ত দুগ্ধেতে শ্বেতবর্ণ হইবে।

[১৩] জিবুশূন্ সমুদ্রের ঘোলে বাস করিবে সে জাহাজের জন্যে ঘোল হইবে এবং তাহার সীমা সীদোনপর্য্যন্ত।

[১৪] য়িশ্শাকার দুই ভারের মধ্যে শয়নকারি শক্তিমান গাধা। [১৫] এবং সে দেখিল যে বিশ্রাম ভাল ও দেশ রম্য তাহাতে সে ভার বহিতে আপন স্কন্ধ নত করিল ও রাজস্বদায়ি দাস হইল।

[১৬] দান য়িশ্রাএলের গোষ্ঠীরদের একের

মত আপনার লোকসমুহের বিচার করিবে।
[১৭] দান পথিস্থ সর্পের মত হইবে অর্থাৎ প
থে থাকা ঘোটককে এমন দংশনকারি সর্পের
মত যে তদারূঢ় জন তাহার পৃষ্ঠহইতে পড়ে।
[১৮] হে য়িহুহ আমি তোমাকর্ত্তৃক ত্রাণাপে
ক্ষায় রহিয়াছি।

[১৯] গাদের বিষয়ে এ সৈন্য তাহাকে জিতি
বে কিন্তু সে শেষে জয় করিবে।

[২০] তাহার ভক্ষ্য আশেরহইতে তৈলযুক্ত
হইবেক ও সে রাজকীয় উত্তম ভক্ষ্য উৎপন্ন করি
বে।

[২১] নপ্তালি সুবাক্যদায়ি ত্যাজ্য হরিণ।
[২২] যুসফ ফলবান শাখা অর্থাৎ উনইর নিক
টে স্থিত এক ফলবতী শাখা তাহার পল্লব দেওয়া
লের উপরে উঠিয়াছে। [২৩] ধনুর্দ্ধরেরা তাহার
অতিশয় ক্লেশ জন্মাইয়াছে ও তাহার গাত্রে বাণ
ক্ষেপণ করিয়াছে ও তাহাকে ঘৃণা করিয়াছে।
[২৪] কিন্তু তাহার ধনুক সবল রহিল ও তাহার
করযুক্ত বাহু য়অ্যাকুবের শক্তিমানের হস্তদ্বারা
সবলীকৃত হইল সে স্থানহইতে য়িশ্রাএলের পা
লক অর্থাৎ প্রস্তর। [২৫] তোমার পিতৃলোকের
দের ঈশ্বর তোমার উপকার করিবেন সর্ব্বশক্তি
মান ঈশ্বর তোমার উপকার করিবেন ও উপরিস্থ
স্বর্গের আশীর্দ্বারা ও নীচস্থ গভীরের আশীর্দ্বারা
ও স্তনজাত ও গর্ভজাত আশীর্দ্বারা তোমাকে
আশীঃপ্রাপ্ত করিবেন। [২৬] তোমার পিতার
আশিস্ তোমার পিতৃলোকেরদের আশীরপে
ক্ষা নিত্যস্থায়ি পর্ব্বতের সীমাপর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হই
য়াছে যুসফের মস্তকের উপরে ও আপন ভ্রাতার
দেরহইতে বিভিন্ন যে ছিল তাহার মস্তকের উপ
রে তাহা হইবে।

[২৭] বেন্যামিন কেন্দুয়ার মত আহার অন্বে
ষণ করিবে প্রাতঃকালে সে ধৃত আহার ভক্ষণ ক
রিবে ও সন্ধ্যাতে সিকার বাঁটিবে।

[২৮] ইহারাই য়িশ্রাএলের বার গোষ্ঠী ও
তাহারদের পিতা তাহারদিগকে যে বাক্য প্রস্তাব
করিয়া আশীর্ব্বাদ দিল সে বাক্য এই তাহারদের
আশীর্ব্বাদানুসারে সে তাহারদের প্রত্যেক জন
কে আশীর্ব্বাদ করিল। [২৯] অপর সে তাহার
দিগকে আজ্ঞা করিল ও তাহারদিগকে কহিল যে
আমি আপন লোকেরদের স্থানে সংগৃহীত হইব
খিতীয়েরদের এফরোণের ভূমিস্থিত কুহরে [৩০]
অর্থাৎ কনআন দেশস্থিত মমরের সম্মুখস্থ মক্পে
লাহের ভূমিস্থিত কুহরে আমার পিতৃরদের নিক
টে আমাকে কবর দেও অর্থাৎ যে স্থান অবরা
হাম খিতীয় এফরোণহইতে গোরস্থানের অধিকা
রের নিমিত্তে কিনিয়াছিল। [৩১] সেস্থানে তাহা
রা অবরাহামকে ও তাহার ভার্য্যা শারাহকে ক
বর দিল সেস্থানে তাহারা য়িস্খাক্কে ও তা
হার ভার্য্যা রিবিকাহকে কবর দিল ও সেস্থানে
আমি লেআহকে কবর দিলাম। [৩২] ক্ষেত্রের
সন্তানেরদিগহইতে ঐ ভূমি ও তন্মধ্যবর্ত্তি কুহর
ক্রীত ছিল। [৩৩] পরে য়অ্যাকুব আপন
পুত্রেরদিগকে আজ্ঞাকরণে সমাপ্তিকরণানন্তর
সে আপন দুই পা শয্যাতে জড় করিয়া মরিল
এবং আপন লোকেরদের নিকটে সংগৃহীত
হইল।

৫০ পর্ব্ব।

[১] অনন্তর যুসফ আপন পিতার মুখের
উপরে পড়িয়া তাহার উপরে রোদন করিল ও
তাহাকে চুম্বন করিল। [২] পরে যুসফ আপন
পিতাকে নিক্ষিপ্তসুগন্ধি করিতে গন্ধব্যবসায়ি আ
পন দাসেরদিগকে আজ্ঞা করিল তাহাতে গন্ধব্য
বসায়িরা য়িশ্রাএলকে নিক্ষিপ্তসুগন্ধি করিল।
[৩] অপর তাহার নিমিত্তে চল্লিশ দিবস সম্পূর্ণ
হইল কেননা নিক্ষিপ্তসুগন্ধি লোকেরদের দিন
এতদ্রূপ সম্পূর্ণ হয় এবং মিসরীয়েরা সত্তরি দিন
তাহার কারণ শোক করিল। [৪] অপর শোকের
দিন অতীত হইলে যুসফ ফরওহের পরিজনের
দিগকে বলিল যদি তোমারদের দৃষ্টিতে আমি
অনুগ্রহ পাইয়া থাকি তবে ফরওহের কর্ণেতে
এ কথা কহ। [৫] আমার পিতা আমাকে দিব্য
করাইয়া কহিলেন দেখ আমি মরি আমি আপ
নার জন্যে কনআন দেশে যে কবর খনন করি
য়াছি সে কবরে তুমি আমাকে পুতিবা। অতএব
এখন আমাকে যাইতে দেন পরে আমার পিতা
কে কবর দিয়া আমি পুনর্ব্বার আসিব। [৬]
তাহাতে ফরওহ কহিল যাও ও যেমত তোমার
পিতা তোমাকে দিব্য করাইলেন তেমন তাহাকে
কবর দেও।

[৭] অপর যুসফ আপন পিতাকে কবরে দি
তে গেল এবং ফরওহের সকল দাসেরা ও তা
হার ঘরের প্রাচীনেরা ও মিসরদেশের সকল প্রা
চীনেরা [৮] ও যুসফের সকল পরিজনেরা ও তা
হার ভ্রাতারা ও তাহার পিতার গৃহস্থিতেরা তা
হার সহিত গেল কেবল তাহারদের বালকেরদি
গকে ও মেষাদিকে ও গবাদিপালকে গোশেন
দেশে রাখিল। [৯] এবং তাহার সহিত রথ ও
ঘোটকারূঢ়েরা গেল তাহাতে অতিশয় জনতা
হইল। [১০] অপর তাহারা য়রদন পারস্থিত
আটাদের খামারে পঁহুছিল ও সেস্থানে মহারো
দনেতে রোদন করিল এবং সে আপন পিতার
কারণ সাত দিন শোক করিল। [১১] অপর
যখন কনআন দেশবাসি লোকেরা আটাদের

খামারে তাহারদের শোক দেখিল তখন তাহারা বলিল যে ইহা মিস্রীয়েরদের অতিবড় শোক তৎপ্রযুক্ত য়রদন পারস্থিত সে স্থানের নাম আবেল মিস্রায়িম খ্যাত হইল। [১২] পরে সে তাহারদিগকে যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছিল তাহার পুত্ত্রেরা তাহার প্রতি সেরূপ করিল। [১৩] যেহেতুক তাহার পুত্ত্রেরা তাহাকে কনআন্ দেশে লইয়া গেল এবং অবরাহাম গোর স্থানাধিকার জন্যে খিতীয় এফরোণের স্থানে ভূমির সহিত যাহা কিনিয়াছিল সে মমরের সম্মুখস্থ মক্পেলাহ্ ভূমিস্থিত কুহরে তাহাকে কবর দিল।

[১৪] অপর যুসফ ও যাহারা তাহার পিতাকে কবর দিতে তাহার সহিত গিয়াছিল তাহার সে সকল ভ্রাতারা পিতার কবরদেওনানন্তর পুনর্ব্বার মিস্রে ফিরিয়া আইল।

[১৫] পরে যুসফের ভ্রাতারা যখন দেখিল যে আপনারদের পিতা মরিয়াছেন তখন তাহারা বলিল যে কি জানি যুসফ আমাদিগকে ঘৃণা করিবে তাহাতে আমরা তাহার প্রতি যে সকল মন্দ ক্রিয়া করিয়াছি তাহার প্রতিফল সে আমারদিগকে অবশ্য দিবে। [১৬] অতএব তাহারা এ কথা কহিয়া যুসফের নিকটে এক দূত প্রেরণ করিল যে আপনার পিতা মরণের পূর্ব্বে আমারদিগকে বলিলেন [১৭] যে তোমরা যুসফকে এতদ্রূপ কহিও যে তোমার ভ্রাতারা তোমার প্রতি যে দোষ করিয়াছিল তাহারদের সে দোষ ও তাহারদের সে অপরাধ ক্ষমা কর কেননা তাহারা তোমার প্রতি মন্দ করিয়াছে অতএব আমরা এখন এই প্রার্থনা করি যে তোমার পিতার ঈশ্বরের দাসেরদের দোষ ক্ষমা কর তাহাতে যুসফ তাহারদের ঐ কথাকহাতে রোদন করিল। [১৮] পরে তাহার ভ্রাতারা যাইয়া তাহার অগ্রে পড়িল ও বলিল দেখ আমরাই তোমার দাস। [১৯] তাহাতে যুসফ তাহারদিগকে বলিল তোমরা ভীত হইও না কেননা আমি ঈশ্বরের প্রতিনিধি। [২০] তোমরা আমার বিরুদ্ধে মন্দ করিতে চাহিয়াছিলা বটে কিন্তু ঈশ্বর তাহা মঙ্গল ভাবিলেন যে অদ্য যেরূপ হইয়াছে তদ্রূপ অনেক মনুষ্যেরদের প্রাণ বাঁচান। [২১] অতএব তোমরা এখন ভীত হইও না আমি তোমারদিগকে ও তোমারদের বালকেরদিগকে প্রতিপালন করিব এতদ্রূপ সে তাহারদিগকে সান্ত্বনা করিল ও তাহারদিগকে মিষ্ট কথা কহিল।

[২২] অপর যুসফ ও তাহার পিতার পরিজন মিস্রেতে বাস করিল এবং যুসফের আয়ু একশত দশ বৎসর হইল। [২৩] এবং যুসফ এফরায়িমের সন্তানের তৃতীয় পুরুষপর্য্যন্ত দেখিল এবং মনশেহের পুত্ত্র মাকীরের সন্তান যুসফের জানুর উপরে বর্দ্ধিত ছিল।

[২৪] অপর যুসফ আপন ভ্রাতারদিগকে বলিল আমি মরি এবং ঈশ্বর তোমারদের উপরে অবশ্যই দৃষ্টি করিয়া যে দেশের বিষয়ে তিনি অবরাহামের ও য়িস্খাকের ও য়অ্যাকুবের প্রতি দিব্য করিয়াছিলেন এ দেশহইতে সে দেশে তোমারদিগকে লইয়া যাইবেন। [২৫] তাহাতে যুসফ য়িশ্রাএলের সন্তানেরদিগকে এ দিব্য করাইলেন যে ঈশ্বর তোমারদের উপরে অবশ্য দৃষ্টিপাত করিবেন তাহাতে তোমরা এ স্থানহইতে আমার অস্থি লইয়া যাইবা। [২৬] এতদ্রূপ যুসফ একশতদশবৎসরবয়স্ক হইয়া মরিল ও তাহারা তাহাকে নিক্ষিপ্তসুগন্ধি করিয়া মিস্রেতে এক সিন্দুকে রাখিল।

অথ মোশহ্কর্ত্তৃক রচিত যাত্রানামক দ্বিতীয় পুস্তক।

১ প্রথম পর্ব্ব।

[১] অপর য়অ্যাকুবের সহিত যে প্রত্যেক জন আপন২ বংশের সহিত মিস্রে আইল য়িশ্রাএলের সে সন্তানেরদের এই২ নাম। [২] রিউবেণ ও শিমিওন ও লেবি ও য়িহুদাহ্ [৩] ও য়িশ্শাকর ও জিবুলূন ও বেন্যামিন [৪] ও দান ও নপ্তালি ও গাদ ও আশের। [৫] এবং য়অ্যাকুবের ঔরসে জাত সকল প্রাণিরা সত্তরি জন ছিল কেননা যুসফ তৎপূর্ব্বেই মিস্রে ছিল। [৬] পরে যুসফ ও তাহার ভ্রাতারা ও তাহার সকল তৎকালীন পরিজনেরা মরিল। [৭] এবং

য়িশ্রাএলের সন্তানেরা বহুপ্রজ ও বর্দ্ধিষ্ণু বংশ
ও বৃহদ্গোষ্ঠী ও শক্তিমান হইল তাহাতে তাহার
দের দ্বারা দেশ পূর্ণ হইল।
[৮] অপর যুসফকে জানিল না এমত এক জন
নূতন রাজা মিস্রে উৎপন্ন হইল [৯] সে আপন
লোকেরদিগকে বলিল দেখ য়িশ্রাএলের সন্তা
নেরা আমারদেরহইতে অতিবড় ও বলবান।
[১০] আইস আমরা তাহারদের বিষয়ে জ্ঞান
পূর্ব্বক আচরণ করি পাছে তাহারা বর্দ্ধিষ্ণু হয়
এবং যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাহারা আমারদের
শত্রুরদের পক্ষ হইয়া আমারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করে ও এ দেশহইতে যায়। [১১] অতএব
তাহারদের ভারেতে তাহারদিগকে দুঃখ দিবার
নিমিত্তে তাহারা তাহারদের উপরে কার্য্যশাসক
নিযুক্ত করিল এবং তাহারা ফরওহের কারণ
ভাণ্ডারের নগর অর্থাৎ পিতোম ও রঅমসিস্
গাঁথিল। [১২] কিন্তু তাহারা তাহারদিগকে
যত দুঃখ দিল তত তাহারা বৃদ্ধি পাইয়া বর্দ্ধিষ্ণু
হইল তাহাতে তাহারা য়িশ্রাএলের সন্তানের
দের কারণেতে উদ্বিগ্ন হইল। [১৩] এবং মিস্
রীয়েরা য়িশ্রাএলের সন্তানেরদিগকে অতিক
ঠিন কর্ম্ম করাইল। [১৪] এবং কঠিন দাসত্বে
তে অর্থাৎ কর্দ্দমেতে ও ইষ্টকেতে ও ক্ষেত্রের
সকল কর্ম্মেতে তাহারা তাহারদিগের প্রাণ তিক্ত
করিল তাহারা যে সকল কর্ম্মদ্বারা তাহারদিগকে
সেবা করাইল সে সকল কর্ম্ম অতিকাঠিন্যপূর্ব্বক
হইল।
[১৫] অনন্তর মিস্ররাজ এবরীরদের ধা
ত্রীরদিগকে কহিল তাহারদের একের নাম শিফ
রাহ্ ও অন্যের নাম পূআহ্। [১৬] সে কহিল
তোমরা যখন এবরীয় স্ত্রীরদের ধাত্রীকার্য্য কর
এবং প্রসবকালে আসনের উপরে তাহারদি
গকে দেখ তখন যদি পুত্রসন্তান হয় তবে তা
হাকে মারিয়া ফেল কিন্তু যদি কন্যা হয় তবে
সে বাঁচুক। [১৭] কিন্তু ধাত্রীরা ঈশ্বরেতে ভয়
করিল এবং মিস্ররাজ যেরূপ আজ্ঞা করিয়া
ছিল সেরূপ করিল না কিন্তু পুরুষবালকেরদি
গকে বাঁচাইয়া রাখিল। [১৮] পরে মিস্র
রাজ ধাত্রীরদিগকে ডাকিয়া কহিল যে এমত
কার্য্য কেন করিলা ও পুরুষবালকেরদিগকে কেন
বাঁচাইয়া রাখিলা। [১৯] তাহাতে ধাত্রীরা
ফরওহ্কে কহিল এবরীয় স্ত্রীরা মিস্রীয় স্ত্রীর
দের মত নয় কেননা তাহারা সচেতনা ও তাহার
দের নিকটে ধাত্রীরদের আগমনপূর্ব্বেই তাহা
রা প্রসব হয়। [২০] অতএব ঈশ্বর ধাত্রীরদের
মঙ্গল করিলেন তাহাতে লোকেরা অতিশয় বা
ড়িল ও বলবান হইল। [২১] পরে এমত হইল
ধাত্রীরা ঈশ্বরেতে ভয়শীলাহওনপ্রযুক্ত তিনি তা
হারদের পরিবার বাড়াইলেন।
[২২] পরে ফরওহ্ আপন সকল লোকেরদি
গকে আজ্ঞা করিয়া কহিল যে জাত সকল পুত্রস
ন্তানকে তোমরা নদীতে ফেলিবা এবং সকল ক
ন্যারদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবা।

২ পর্ব্ব।

[১] অনন্তর লেবিবংশজাত এক মনুষ্য যা
ইয়া লৈবী এক কন্যাকে গ্রহণ করিল। [২] প
রে সে স্ত্রী গর্ভধারণ করিল ও পুত্রপ্রসব করিল
ও সে বালককে সুন্দর দেখিয়া তাহাকে তিন মা
স গোপন করিয়া রাখিল। [৩] পরে তাহাকে
আর গোপন করিতে না পারিয়া সে নলেতে নি
র্ম্মিত এক পেটরা তাহার কারণ লইল ও তাহা
গল্‌গলেতে ও ধুনাতে লেপন করিয়া তাহাতে বা
লককে রাখিল এবং নদীর তীরস্থ নলবনে তাহা
রাখিল। [৪] এবং তাহার বিষয়ে কি ঘটিবে
ইহা দেখিতে তাহার ভগিনী দূরে দাঁড়াইয়া র
হিল।
[৫] অপর ফরওহের কন্যা স্নান করিবার
কারণ নদীতে আইল ও তাহার দাসীরা নদীর
তীরেতে ভ্রমণ করিতে লাগিল পরে নলের মধ্যে
পেটরা দেখিয়া সে তাহা আনিতে আপন দা
সীকে পাঠাইল। [৬] পরে সে তাহা খুলিয়া
বালককে দেখিল এবং দেখ বালক কাঁদিল তা
হাতে সে তাহার প্রতি দয়াকৃষ্টা হইয়া কহিল
এই এবরীয়েরদের এক বালক। [৭] পরে তা
হার ভগিনী ফরওহের কন্যাকে কহিল তোমার
কারণ এই বালককে দুগ্ধপানকরণার্থে আমি কি
যাইয়া তোমার নিকটে এবরীয়েরদের এক ধাত্রী
স্ত্রীকে ডাকিয়া আনিব। [৮] তাহাতে ফরও
হের কন্যা তাহাকে কহিল যাও তাহাতে সে ক
ন্যা যাইয়া বালকের মাতাকে ডাকিয়া আনিল।
[৯] পরে ফরওহের কন্যা তাহাকে বলিল এ বা
লককে লও ও আমার কারণ দুগ্ধপান করাও
আমি তোমার বেতন দিব তাহাতে সে স্ত্রী বাল
ককে লইয়া দুগ্ধপান করাইল। [১০] এবং
বালক বাড়িল তৎপরে সে ফরওহের কন্যার নি
কটে তাহাকে আনিল ও সে তাহার পুত্র হইল
ও সে তাহার নাম মোশহ্ রাখিল কেননা সে ক
হিল যে আমি ইহাকে জলহইতে তুলিয়াছি।
[১১] অপর সে কালে এমত হইল মোশহ্
বড় হইয়া আপন ভ্রাতারদের নিকটে গেল ও
তাহারদের ভার দেখিল এবং আপন ভ্রাতার
দের মধ্যে এক জন এবরীয়কে প্রহারকরণে এক
জন মিস্রীয়কে দেখিল। [১২] পরে সে এদি
গে ওদিগে দৃষ্টি করিয়া দেখিল যে কেহ নাই ত

খন সে ঐ মিস্রীয়কে মারিয়া ফেলিয়া বালিতে
তাহাকে গোপন করিল। [১৩] পরে দ্বিতীয়
দিবসে সে বাহিরে গেল ও দেখ দুই এবরীয়
মনুষ্য বিরোধ করিতেছিল পরে সে দোষিকে
কহিল তুমি কেন আপন ভ্রাতাকে প্রহার করি
তেছ। [১৪] তাহাতে সে কহিল কে তোমাকে
আমারদের উপরে অধ্যক্ষ ও বিচারকর্ত্তা করি
য়া নিযুক্ত করিয়াছে যেমন তুমি মিস্রীয়কে মা
রিলা তেমন কি আমাকেও নষ্ট করিতে চাহ তা
হাতে মোশহ্ ভীত হইয়া কহিল নিশ্চয় এ কথা
প্রকাশিতা হইয়াছে। [১৫] অপর যখন ফর
ওহ্ এ কথা শুনিল তখন সে মোশহ্‌কে নষ্ট করি
তে অন্বেষণ করিল কিন্তু মোশহ্ ফরওহের সম্মু
খহইতে পলাইয়া মিদিয়ান দেশে বাস করিল ও
এক কূপের নিকটে বসিল। [১৬] ঐ সময়ে মি
দিয়ানীয় যাজকের সাত কন্যা ছিল তাহারা সে
স্থানে আইল ও জল তুলিয়া আপন পিতার প
শুরদিগকে পান করাইতে জলাশয় পূর্ণ করিল।
[১৭] এবং পশুপালকেরা আসিয়া তাহারদিগ
কে তাড়িয়া দিল কিন্তু মোশহ্ উঠিয়া দাঁড়াইয়া
তাহারদের উপকার করিল ও তাহারদের পশুর
দিগকে জলপান করাইল। [১৮] পরে তাহারা
আপন পিতা রিউএলের নিকটে আইলে সে তা
হারদিগকে কহিল যে আজি তোমরা এত শীঘ্র ক
রিয়া আসিয়াছ কি প্রকারে। [১৯] তাহাতে
তাহারা কহিল এক জন মিস্রীয় আমারদিগ
কে পশুপালকেরদের হাতহইতে উদ্ধার করিল
ও আমারদের কারণ প্রচুর জল তুলিল ও পশুর
দিগকে জলপান করাইল। [২০] পরে সে
আপন কন্যারদিগকে বলিল সে কোথায় কেন
তোমরা সে মনুষ্যকে ছাড়িয়া আইলা তাহা
কে ডাক যে সে ভোজন করে। [২১] পরে
মোশহ্ সে মনুষ্যের সহিত বাস করিতে সম্মত
হইল এবং সে আপন কন্যা সিপোরাহ্ মোশহ্
কে দিল। [২২] এবং সে পুত্র প্রসবিল তাহাতে
সে তাহার নাম গেরশোম রাখিল কেননা সে
কহিল আমি বিদেশেতে বিদেশী হইয়াছিলাম।

[২৩] পরে কালক্রমে এমত হইল মিস্রের
রাজা মরিল এবং দাসত্বহেতুক য়িশ্রাএলের স
ন্তানেরা কোঁকাইল ও ক্রন্দন করিল ও তাহার
দের দাসত্বহেতুক শব্দ ঈশ্বরের নিকটে পঁহু
ছিল। [২৪] তাহাতে ঈশ্বর তাহারদের আর্ত্তস্বর
শুনিলেন এবং অবরাহামের ও য়িস্খাকের ও
য়অ্যাকুবের সহিত ঈশ্বর আপন নিয়ম মনে করি
লেন। [২৫] এবং ঈশ্বর য়িশ্রাএলের সন্তানে
রদের প্রতি দেখিলেন ও ঈশ্বর তাহারদিগকে অ
নুগ্রহ করিলেন।

৩ পৰ্ব্ব।

[১] অপর মোশহ্ মিদিয়ানের যাজক আ
পন শ্বশুর য়িৎরুর পশুরদিগকে চরাইল তাহাতে
সে অরণ্যের পশ্চাদ্ভাগে পশুরদিগকে লইয়া খো
রেব নামে ঈশ্বরের পর্ব্বতে আইল। [২] পরে
ঝোপের মধ্যেস্থিত অগ্নিশিখাতে ঈশ্বরের দূত
তাহার নিকটে প্রত্যক্ষ হইল তাহাতে সে দৃষ্টি ক
রিল এবং দেখ ঝোপ অগ্নিতে প্রজ্বলিত হইল
কিন্তু ঝোপ নষ্ট হইল না। [৩] তাহাতে মো
শহ্ বলিল আমি এখন এক পার্শ্ব হইয়া এ মহা
দর্শন দেখিব যে ঝোপ কেন দগ্ধ হয় না। [৪]
পরে যখন য়িহুহ দেখিলেন যে সে দেখিবার
নিমিত্তে একপার্শ্ব হইয়াছে তখন ঝোপমধ্যহই
তে ঈশ্বর তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন হে মোশহ্
হে মোশহ্ তাহাতে সে কহিল দেখ এই আমি।
[৫] পরে তিনি কহিলেন এ স্থাননিকটবর্ত্তী হইও
না তোমার পাহইতে জুতা খোল কেননা যে
স্থানে তুমি দাঁড়াইয়া আছ তাহা পবিত্র ভূমি।
[৬] তদ্ভিন্ন তিনি কহিলেন আমি তোমার পি
তার ঈশ্বর অর্থাৎ অবরাহামের ঈশ্বর ও য়িস্
খ্াকের ঈশ্বর ও য়অ্যাকুবের ঈশ্বর তাহাতে মো
শহ্ আপন মুখ গোপন করিল কেননা সে ঈশ্বর
প্রতি দর্শনকরণে ভীত হইল।

[৭] পরে য়িহুহ কহিলেন আমি মিস্রে স্থিত
আপন লোকেরদের ক্লেশ নিতান্ত দেখিয়াছি
ও কার্য্যশাসকহেতুক তাহারদের রোদন শব্দ
শুনিয়াছি কেননা তাহারদের যাতনা আমি
জ্ঞাত আছি। [৮] এবং মিস্রীয়েরদের হস্ত
হইতে তাহারদিগকে উদ্ধার করিতে ও এ দেশা
পেক্ষা উত্তম ও প্রশস্ত এক দেশেতে অর্থাৎ দুগ্ধ
মধুপ্রবাহি এক দেশেতে এতাবতা কনঅ্যানীয়
ও খিত্তীয় ও আমোরীয় ও পিরিজীয় ও খিবীয়
ও য়িবুসীয়েরদের স্থানে আনিতে আমি নামি
য়াছি। [৯] এখন দেখ য়িশ্রাএলের সন্তানে
রদের আর্ত্তস্বর আমার নিকটে আসিয়াছে
ও যে উপদ্রবেতে মিস্রীয়েরা তাহারদিগকে উ
পদ্রব করে তাহা দেখিয়াছি। [১০] অতএব
এখন আইস আমি তোমাকে ফরওহের নিকটে
পাঠাইব যে তুমি মিস্রহইতে আমার লোক য়ি
শ্রাএলের সন্তানেরদিগকে বাহির কর।

[১১] তাহাতে মোশহ্ ঈশ্বরকে বলিলেন
আমি কে যে আমি ফরওহের নিকটে যাই ও
মিস্রহইতে য়িশ্রাএলের সন্তানেরদিগকে বা
হির করি। [১২] পরে তিনি বলিলেন যে
আমি তোমার সহবর্ত্তী অবশ্য হইব ও আমি
যে তোমাকে পাঠাইয়াছি ইহা তোমার প্রতি
এক চিহ্ন হইবে তুমি মিস্রহইতে লোকসমূহকে

বাহির করিয়া আনিলে তোমরা এই পর্ব্বতে ঈশ্ব
রের পূজা করিবা। [১৩] পরে মোশহ্ ঈশ্বরকে
বলিল দেখ আমি য়িশ্রাএলের সন্তানেরদের
নিকটে যাই ও তাহারদিগকে কহি যে তোমার
দের পিতৃলোকেরদের ঈশ্বর তোমারদের নিকটে
আমাকে পাঠাইয়াছেন যখন তাহারা বলিবে
তাঁহার নাম কি তখন তাহারদিগকে আমি কি ব
লিব। [১৪] তাহাতে ঈশ্বর মোশহ্কে কহিলেন
আমি যে আছি সেই আছি পুনর্ব্বার তিনি কহি
লেন য়িশ্রাএলের সন্তানেরদিগকে এমত কহিবা
স্বয়ংভু আমাকে তোমারদের নিকটে পাঠাই
য়াছেন। [১৫] পরে ঈশ্বর আরবার মোশ
হ্কে কহিলেন য়িশ্রাএলের সন্তানেরদিগকে এ
মত কহিবা তোমারদের পিতৃলোকেরদের ঈশ্বর
য়িহুহ অবরাহামের ঈশ্বর ও য়িস্খাকের ঈশ্বর
ও য়ত্মাকুবের ঈশ্বর আমাকে তোমারদের নিক
টে পাঠাইয়াছেন সদাকাল এই আমার নাম ও
সকল পুরুষপরম্পরাতে এ আমার স্মারক।
[১৬] যাও ও য়িশ্রাএলের প্রাচীনেরদিগকে এ
কত্র কর ও তাহারদিগকে কহ যে তোমারদের পি
তৃলোকেরদের ঈশ্বর য়িহুহ অবরাহামের ও য়িস্
খাকের ও য়ত্মাকুবের ঈশ্বরই আমার কাছে প্র
কাশিত হইয়া কহিয়াছেন যে আমি নিতান্তই
তোমারদিগের সাক্ষাৎ হইয়াছি তোমারদের প্র
তি মিস্রেতে যাহা করা গিয়াছে তাহা দেখিয়া
ছি। [১৭] এবং আমি কহিয়াছি যে আমি কন
আনীয়েরদের ও খিতীয়েরদের ও আমোরীয়ের
দের ও পিরিজীয়েরদের ও খিবীয়েরদের ও য়িবু
সীয়েরদের দেশে অর্থাৎ দুগ্ধমধুপ্রবাহি দেশে
তেই তোমারদিগকে মিস্রজাত ক্লেশহইতে বাহির
করিয়া আনিব। [১৮] পরে তাহারা তোমার
কথা শুনিবে এবং তুমি ও য়িশ্রাএলের প্রাচীনে
রা মিস্রের রাজার নিকটে যাইবা ও তাহাকে ব
লিবা যে এব্রীয়েরদের ঈশ্বর য়িহুহ আমারদের
সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন অতএব আমারদের
ঈশ্বর য়িহুহের উদ্দেশে হোমকরণার্থে এখন
আমারদিগকে তিন দিনের পথ অরণ্যে যাইতে
দেও। [১৯] কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি যে মিস্রের
রাজা তোমারদিগকে যাইতে দিবে না পরাক্রান্ত
হস্তদ্বারাও না। [২০] পরে আমি আপনার হস্ত
বিস্তার করিব ও তাহার মধ্যে যাহা করিব আমার
সে সকল আশ্চর্য্যদ্বারা মিস্রকে প্রহার করিব
তদনন্তর সে তোমারদিগকে ছাড়িয়া দিবে। [২১]
এবং মিস্রীয়েরদের দৃষ্টিতে আমি এই লো
কের প্রতি দয়াদান করিব তাহাতে এমত হই
বে যখন তোমরা যাইবা তখন তোমরা রিক্ত
হস্তে যাইবা না। [২২] কেননা প্রত্যেক স্ত্রী আ
পন প্রতিবাসিনী স্ত্রীর কাছে ও গৃহস্থ প্রবাসিনীর
কাছে রূপ্যপাত্র ও স্বর্ণপাত্র ও বস্ত্র কর্জ লইবে
এবং তোমারদের পুত্রেরদের ও তোমারদের
কন্যারদের গাত্রে তোমরা তাহা পরিধান করা
ইবা ও মিস্রীয়েরদিগকে নির্ধন করিবা।

৪ পর্ব্ব ।

[১] অপর মোশহ্ প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল
কিন্তু দেখ তাহারা আমাকে প্রত্যয় করিবে না ও
আমার বাক্যে অবধান করিবে না কেননা তা
হারা কহিবে যে য়িহুহ তোমাকে দর্শন দেন
নাই। [২] পরে য়িহুহ তাহাকে কহিলেন
তোমার হাতে কি তাহাতে সে কহিল লাঠি।
[৩] পরে তিনি কহিলেন তাহা ভূমিতে ফেল
তাহাতে সে তাহা ভূমিতে ফেলিয়া দিল এবং
তাহা সর্প হইল ও মোশহ্ তাহার সম্মুখহইতে
পলাইল। [৪] পরে য়িহুহ মোশহ্কে কহিলেন
তোমার হস্ত বিস্তার করিয়া তাহার লেজ ধর তা
হাতে সে হাত বিস্তার করিয়া তাহা ধরিল এবং
তাহা তাহার হাতে লাঠি হইল। [৫] যে তাহা
রা প্রত্যয় করে যে তাহারদের পিতৃলোকেরদের
ঈশ্বর য়িহুহ অবরাহামের ঈশ্বর ও য়িস্খাকের
ঈশ্বর ও য়ত্মাকুবের ঈশ্বরই তোমার কাছে প্রকা
শিত হইলেন।

[৬] অপর য়িহুহ তাহাকে আরও কহিলেন
আপন হস্ত আপন বক্ষঃস্থলে দেও তাহাতে সে
আপন বক্ষঃস্থলে আপন হস্ত দিল এবং তাহা
বাহির করিলে দেখ তাহার হস্ত বরফের বর্ণ
ন্যায় কুষ্ঠরোগী হইল। [৭] পরে তিনি কহি
লেন তোমার হস্ত পুনর্ব্বার আপন বক্ষঃস্থলে
দেও তাহাতে সে পুনর্ব্বার আপন হাত আ
পন বক্ষঃস্থলে দিল এবং আপন বক্ষঃস্থলহই
তে বাহির করিলে দেখ তাহা পুনর্ব্বার তাহার
শরীরের অন্য মাংসবৎ হইল। [৮] এবং এ
মত হইবে যদি তাহারা তোমাতে প্রত্যয় না করে
এবং প্রথম চিহ্নের শব্দেতে অবধান না করে তবে
শেষ চিহ্নের শব্দে প্রত্যয় করিবে [৯] এবং এমত
হইবে যদি এই দুই চিহ্ন প্রত্যয় না করে এবং
তোমার বাক্যে অবধান না করে তবে নদীর কি
ছু জল লও ও শুষ্ক ভূমিতে ঢাল তাহাতে নদীহ
ইতে তুমি যে জল লইবা তাহা শুষ্ক ভূমিতে রক্ত
হইবে।

[১০] পরে মোশহ্ য়িহুহকে কহিল হে আ
মার প্রভু এ সময়ের পূর্ব্বে কিম্বা আপন দা
সের নিকটে আপনকার কথাকহনের পরেও
আমি বাক্‌পটু মনুষ্য নহি কিন্তু আমি বাক্যে
তে ধীর ও ভারিজিহ্ব। [১১] পরে য়িহুহ তাহা
কে কহিলেন মানুষের মুখ কে নির্ম্মাণ করিয়াছে

গোঙ্গা এবং বধির কিম্বা দর্শক এবং অন্ধকে
কে নির্ম্মাণ করিয়াছে কি আমি য়িহুহ তাহা করি
নাই। [১২] অতএব এখন যাও আমি তোমার
মুখের সহিত হইব ও যাহা কথয়িতব্য তাহা তো
মাকে শিক্ষাইব। [১৩] তাহাতে সে কহিল হে
আমার ঈশ্বর আমি মিনতি করি যে যাহার দ্বারা
তোমার পাঠাইতে ইচ্ছা হয় তদ্দ্বারা পাঠাউন।
[১৪] পরে য়িহুহের ক্রোধ মোশহের প্রতি প্রজ্ব
লিত হইল এবং তিনি কহিলেন লৈব আহরোণ
কি তোমার ভ্রাতা নয় আমি জানি যে সেই সুব
ক্তা দেখ সেও তোমার সহিত মিলিতে আসিতেছে
এবং তোমাকে দেখিয়া সে আপন হৃদয়েতে
হৃষ্ট হইবে। [১৫] এবং তুমি তাহার সহিত কথা
কহিবা ও তাহার মুখে বাক্য দিবা ও আমি তো
মার মুখের ও তাহার মুখের সহিত হইব ও
তোমারদের করণীয় তোমারদিগকে শিক্ষাইব।
[১৬] এবং লোকেরদের কাছে সে তোমার বা
ক্যবক্তা হইবে ও সে তোমার প্রতি মুখের স্থানা
ভিষিক্ত হইবে ও তুমি তাহার প্রতি ঈশ্বরের স্থা
নাভিষিক্ত হইবা। [১৭] এবং এ যে লাঠিতে
তুমি চিহ্ন করিবা তাহা আপন হাতে লইবা।

[১৮] পরে মোশহ্ আপন শ্বশুর য়িৎরুর নি
কটে ফিরিয়া যাইয়া তাহাকে কহিল আমি মিস্
রে স্থিত আপন ভ্রাতারদের নিকটে এখন ফিরি
য়া যাই এবং দেখি যে তাহারা এখনও জীবৎ
আছে কি না তাহাতে য়িৎরু মোশহ্কে বলিল
মঙ্গলে যাও। [১৯] পরে য়িহুহ মিদিয়ানে মো
শহ্কে বলিলেন যাও মিস্রে ফিরিয়া যাও কেন
না যে সকল মনুষ্যেরা তোমার প্রাণ অন্বেষণ
করিয়াছিল তাহারা মরিয়াছে। [২০] পরে মো
শহ্ আপন ভার্য্যা ও আপন পুত্রেরদিগকে লই
ল ও তাহারদিগকে গাধাতে আরোহণ করাইয়া
মিস্রদেশে ফিরিয়া গেল এবং মোশহ্ আ
পন হাতে করিয়া ঈশ্বরের লাঠি লইল।

[২১] অপর য়িহুহ মোশহ্কে কহিলেন মিস্
রে ফিরিয়া যাইবার কারণ যখন তুমি উদ্যত হও
তখন দেখ যে সকল অদ্ভুত আমি তোমার হা
তে দিয়াছি সে সকল ফরওহের সম্মুখে কর কিন্তু
আমি তাহার অন্তঃকরণ কঠিন করিব তাহাতে
লোকেরদিগকে সে ছাড়িয়া দিবে না। [২২] এ
বং তুমি ফরওহ্কে বলিবা যে য়িহুহ এমত কহেন
য়িশ্রাএল আমার পুত্র আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রই।
[২৩] আমি তোমাকে বলি আমার পুত্রকে
ছাড়িয়া দেও যে সে আমার সেবা করে তাহাতে
তুমি তাহাকে ছাড়িতে যদি সম্মত না হও তবে
দেখ আমি তোমার পুত্রকে তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র
কেই নষ্ট করি।

[২৪] পরে পথে এমত হইল য়িহুহ সরাই
তে তাহাকে দেখা দিলেন ও তাহাকে মারিতে
চেষ্টা করিলেন। [২৫] তখন সিপোরাহ্ তীক্ষ্ণ
এক পাথর লইয়া আপন পুত্রের অক্‌চ্ছেদ করি
ল ও তাহা তাহার পায়ের নিকটে ফেলিয়া ক
হিল যে আমার প্রতি তুমি নিতান্তই রক্তপাতি
স্বামী। [২৬] পরে তিনি তাহাকে ছাড়িয়া দি
লেন তখন সে তাহাকে কহিল অক্‌চ্ছেদপ্রযুক্ত
তুমি রক্তপাতি স্বামী।

[২৭] পরে য়িহুহ আহরোণকে কহিলেন মো
শহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অরণ্যে যাও তাহা
তে সে গেল ও ঈশ্বরের পর্ব্বতে তাহার সহিত
মিলিয়া তাহাকে চুম্বন করিল। [২৮] পরে তা
হাকে পাঠাইলেন যে য়িহুহ তাঁহার সকল বাক্য
ও তিনি যে সকল চিহ্ন আজ্ঞা করিয়াছিলেন তা
হাও মোশহ্ আহরোণকে জানাইল।

[২৯] অপর মোশহ্ ও আহরোণ যাইয়া য়িশ্
রাএলের সন্তানেরদের সকল প্রাচীনেরদিগকে এ
কত্র করিল [৩০] এবং য়িহুহ যাহা মোশহ্কে
কহিয়াছিলেন সে সকল কথা আহরোণ কহিল
ও লোকেরদের দৃষ্টিতে সেং চিহ্ন করিল। [৩১]
তাহাতে লোকেরা প্রত্যয় করিল ও যখন তাহারা
শুনিল যে য়িহুহ য়িশ্রাএলের সন্তানেরদের
প্রতি দৃষ্টি করিয়াছেন ও তাহারদের দুঃখ দেখি
য়াছেন তখন তাহারা প্রণাম করিয়া ভজনা ক
রিল।

৫ পৰ্ব্ব।

[১] অপর মোশহ্ ও আহরোণ ভিতরে যা
ইয়া ফরওহ্কে কহিল যে য়িশ্রাএলের ঈশ্বর য়ি
হুহ এমত কহেন আমার লোকেরদিগকে ছাড়ি
য়া দেও যে তাহারা আমার উদ্দেশে অরণ্যে উৎ
সব করে [২] তাহাতে ফরওহ্ কহিল য়িহুহ কে
যে আমি য়িশ্রাএলের সন্তানেরদিগকে ছাড়িয়া
দেওনবিষয়ে তাহার কথা মানিব আমি য়িহুহ
কে জানি না ও য়িশ্রাএলকে ছাড়িয়া দিব না।
[৩] অনন্তর তাহারা কহিল এবরীয়েরদের
ঈশ্বর আমারদের প্রতি দেখা দিয়াছেন এখন
আমরা মিনতি করি যে আমরা তিন দিনের পথ
অরণ্যে যাইয়া আমারদের ঈশ্বর য়িহুহের উদ্দে
শে হোম করি পাছে তিনি মড়কেতে কিম্বা তলো
য়ারেতে আমারদের উপরে পড়েন। [৪] তা
হাতে মিস্ররাজ তাহারদিগকে বলিল হে মো
শহ্ ও আহরোণ তোমরা তাহারদের কার্য্যহই
তে লোকেরদিগকে কেন নিবৃত্ত কর তোমরা আ
পন কর্ম্মে যাও। [৫] পরে ফরওহ্ কহিল দেখ
এ দেশের মনুষ্যেরা অনেক ও তোমরা তাহার
দের ভারহইতে তাহারদিগকে নিবৃত্ত করিতেছ।

[৬] পরে ফরওহ্ সেই দিনে লোকেরদের কার্য্যপ্রয়োজকেরদিগকে ও তাহারদের অধ্যক্ষেরদিগকে আজ্ঞা করিল। [৭] যে তোমরা ইষ্টক নির্ম্মাণার্থে পূর্ব্বের মত এ লোকেরদিগকে পোয়াল দিও না তাহারা যাইয়া আপনারদের কারণ পোয়াল সংগ্রহ করুক। [৮] এবং পূর্ব্বে তাহারা যত ইষ্টক করিত তত ইষ্টক নির্ম্মাণের ভার তাহারদের উপরে দেও তাহার কিছু ন্যূন করিও না কেননা তাহারা অলস অতএব তাহারা কহে যে আমরা যাই ও আমারদের ঈশ্বরের উদ্দেশে হোম করি। [৯] এ মানুষেরদের উপরে অধিক কর্ম্মভার দেও যে তাহারা তাহাতে শ্রম করে এবং অনর্থক বাক্যে মন না দেয়।

[১০] তদনন্তর লোকেরদের কার্য্যপ্রয়োজকেরা ও তাহারদের অধ্যক্ষেরা বাহিরে যাইয়া সে লোকেরদিগকে বলিল ফরওহ্ এ কথা কহেন যে আমি তোমারদিগকে পোয়াল দিব না [১১] তোমরা যাও ও যে স্থানে পাইতে পার সে স্থানে আপনারদের কারণ পোয়াল সংগ্রহ কর তথাপি তোমারদের কার্য্য কিছু ন্যূন হইবে না। [১২] তাহাতে পোয়ালের বদলে নাড়া সংগ্রহ করিতে সমুদায় মিসরদেশে লোকেরা ছড়িয়া পড়িল। [১৩] এবং কার্য্যপ্রযোজকেরা ত্বরা করিয়া কহিল পোয়াল থাকিতে তোমরা যেমন করিলা তেমন আপন২ দৈবসিক নিরূপিত কার্য্য সম্পূর্ণ কর। [১৪] এবং ফরওহের অধ্যক্ষেরা য়িশ্রাএলের সন্তানেরদের উপরে যে কার্য্যপ্রযোজকেরদিগকে রাখিয়াছিল তাহারা মারি খাইল ও জিজ্ঞাসিত হইল যে পূর্ব্বের মত ইষ্টক গঠনবিষয়ে নিরূপিত কর্ম্ম অদ্য কেন সম্পূর্ণ করিলা না।

[১৫] তাহাতে য়িশ্রাএলের সন্তানেরদের কার্য্যপ্রয়োজকেরা আসিয়া ফরওহের নিকটে উচ্চৈঃস্বরে কহিল তুমি কেন আপন দাসেরদের প্রতি এমত করিতেছ। [১৬] তোমার দাসেরদিগকে পোয়াল দেওয়া যায় নাই ও তাহারা আমারদিগকে কহে যে ইষ্টকনির্ম্মাণ করহ ও দেখ তোমার দাসেরা প্রহারিত হয় কিন্তু দোষ তোমার লোকেতে। [১৭] তাহাতে সে বলিল তোমরা অলস তোমরা অলস সেইহেতুক তোমরা কহিতেছ যে আমরা যাই ও য়িহুহের উদ্দেশে হোম করি। [১৮] অতএব এখন যাও কর্ম্ম কর যেহেতুক তোমারদিগকে পোয়াল দেওয়া যাইবে না তথাপি তোমরা ইষ্টকের সম্পূর্ণ সংখ্যা দিবা। [১৯] তাহাতে তোমারদের দৈবসিক নিরূপিত ইষ্টকহইতে কিছু ন্যূন হইবে না ইহা কথিত হইলে পর য়িশ্রাএলের সন্তানেরদের কার্য্যপ্রযোজকেরা দেখিল যে আপনারা মন্দ দশায় পড়িয়াছে।

[২০] পরে তাহারা ফরওহের নিকটহইতে নির্গত হইয়া পথে আপনারদের সম্মুখবর্ত্তি মোশহের ও আহরোণের দেখা পাইল। [২১] এবং তাহারা কার্য্যপ্রযোজকেরদিগকে বলিল য়িহুহ তোমারদের উপরে দৃষ্টি করুন ও বিচার করুন কেননা আমারদিগকে মারিবার নিমিত্তে ও তাহার দাসেরদের দৃষ্টিতে ফরওহের হাতে তলোয়ার দিবার কারণ তোমরা তাহারদের দৃষ্টিতে আমারদিগকে দুর্গন্ধ করিয়াছ। [২২] পরে মোশহ্ য়িহুহের নিকটে ফিরিয়া গেল ও তাঁহাকে কহিল হে য়িহুহ তুমি এ লোককে কেন ক্লেশ দিলা কেন আমাকে পাঠাইলা। [২৩] যেহেতুক ফরওহের নিকটে তোমার নামে কহিবার কারণ আমার আইসনাবধি সে এ লোকেরদিগকে ক্লেশ দিয়াছে এবং তুমি আপন লোকেরদের কিছুই উদ্ধার কর নাই।

৬ পর্ব্ব।

[১] অনন্তর য়িহুহ মোশহ্কে কহিলেন আমি ফরওহের প্রতি যাহা করিব তাহা তুমি এখন দেখিবা কেননা সবল হস্তদ্বারা সে তাহারদিগকে ছাড়িয়া দিবে ও সবল হস্তদ্বারা তাহারদিগকে আপন দেশহইতে দূর করিবে। [২] পরে ঈশ্বর মোশহ্কে কহিলেন আমি য়িহুহ। [৩] এবং আমি অবরাহামের ও য়িস্খাকের ও য়অ্যাকুবের কাছে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরনামে প্রকাশিত ছিলাম কিন্তু তাহারদের কাছে য়িহুহনামেতে জ্ঞাত ছিলাম না। [৪] এবং আমি তাহারদের সহিত আপন নিয়ম স্থির করিলাম যে কনআন দেশ অর্থাৎ তাহারদের যে প্রবাসদেশে তাহারা প্রবাস করিয়াছিল সে দেশ আমি তাহারদিগকে দিব। [৫] এবং মিসরীয়েরা য়িশ্রাএলের যে সন্তানেরদিগকে দাসত্বে রাখিতেছে তাহারদের কাতর শব্দ আমি শুনিয়াছি ও আপন নিয়ম স্মরণ করিয়াছি। [৬] অতএব য়িশ্রাএলের সন্তানেরদিগকে কহ যে আমিই য়িহুহ এবং মিসরীয়েরদের ভারের নীচহইতে তোমারদিগকে বাহির করিয়া আনিব ও তাহারদের দাসত্বহইতে তোমারদিগকে উদ্ধার করিব ও বিস্তীর্ণ বাহুদ্বারা ও মহাপ্রতিফলদেওনদ্বারা তোমারদিগকে মুক্ত করিব। [৭] এবং লোকসমূহহওনের কারণ আমি তোমারদিগকে গ্রহণ করিব ও তোমারদের প্রতি আমি ঈশ্বর হইব এবং তোমরা জানিবা যে আমি মিসরীয়েরদের ভারের নীচহইতে তোমারদিগের বহিষ্কারক তোমারদের ঈশ্বর য়িহুহ। [৮] এবং যে দেশ অবরাহামকে ও য়িস্খাককে ও

য়াকুবকে দিবার কারণ আমি অঙ্গীকার করি
য়াছি সে দেশে তোমারদিগকে আনাইব ও সে
দেশে তোমারদের অধিকার দিব আমিই য়িহুহ।
[৯] পরে মোশহ্ য়িশ্রাএলের সন্তানেরদিগ
কে তদনুসারে কথা কহিল। কিন্তু তাহারা মনের
দুঃখহেতুক ও কঠিন দাসত্বহেতুক মোশহের ক
থায় অবধান করিল না।
[১০] অপর য়িহুহ মোশহ্‌কে কহিলেন যে
অন্তরে প্রবেশ করিয়া মিসরের রাজা ফরওহ্‌কে
কহ [১১] যে সে য়িশ্রাএলের সন্তানেরদিগকে
আপন দেশহইতে যাইতে দেয়। [১২] তাহা
তে মোশহ্ য়িহুহের সাক্ষাৎ কহিল যে দেখ
য়িশ্রাএলের সন্তানেরা আমার কথায় অবধান
করে নাই তবে অচ্ছিন্নত্বগোষ্ঠ যে আমি ফর
ওহ্ আমার কথা কেমন করিয়া শুনিবে। [১৩]
পরে য়িহুহ মোশহ্‌কে ও আহরোণকে কহি
লেন ও য়িশ্রাএলের সন্তানেরদিগকে মিসরদেশ
হইতে বাহির করিবার নিমিত্তে মিসরের রাজা
ফরওহের ও য়িশ্রাএলের সন্তানেরদের নিক
টে কহিবার জন্যে তাহারদিগকে আজ্ঞা করি
লেন।
[১৪] ইহারা আপন২ পিতৃবংশের প্রধান।
য়িশ্রাএলের জ্যেষ্ঠ পুত্র রিউবেণের সন্তান খ্
নোক ও পলুআ ও খেস্রোণা ও করমী ইহারা
রিউবেণের বংশ।
[১৫] এবং শিমিওনের সন্তান য়িমূএল ও য়া
মীন ও ওখদ ও য়াকীন ও সোখর ও কনআনীয়
স্ত্রীর পুত্র শাউল ইহারা শিমিওনের বংশ।
[১৬] অপর আপন২ বংশানুসারে লেবির
সন্তানেরদের এই২ নাম গেরশোম ও কোহাৎ
ও মিরারী এবং লেবির বয়ঃক্রম একশত সাঁই
ত্রিশ বৎসর ছিল। [১৭] গেরশোমের সন্তান
আপন২ বংশানুসারে লিবনী ও শিমঈ। [১৮]
এবং কোহাতের সন্তান অমরাম ও য়িস্হার ও
খেবরোণ ও উজিএল এবং কোহাতের আয়ুর
বৎসর এক শত তেত্রিশ ছিল। [১৯] এবং মি
রারীর সন্তান মখ্লি ও মূশী আপন২ বংশানু
সারে ইহারা লেবির সন্তান। [২০] পরে অম
রাম আপন পিষী য়োকেবেদকে ভার্য্যার কারণ
গ্রহণ করিল এবং সে তাহার কারণ আহরোণ
কে ও মোশহ্‌কে প্রসবিল এবং অমরামের আ
য়ুর বৎসর একশত সাঁইত্রিশ।
[২১] এবং য়িস্হারের সন্তান কোরখ্ ও নে
ফেগ ও জিকরী। [২২] এবং উজীএলের সন্তান
মীশাএল ও এলসাফান ও সিৎরী। [২৩] এবং
আহরোণ অমিনাদাবের কন্যা অথচ নখ্শো
নের ভগিনী এলিশেবআকে ভার্য্যার কারণ গ্রহণ
করিল সে তাহার কারণ নাদাব ও আবিহু ও এ
লিএজের ও ইতামারকে প্রসবিল। [২৪] এবং
কোরখের সন্তান অসীর ও এলকানাহ্ ও অবী
আসাফ ইহারা কোরখের বংশ। [২৫] এবং
আহরোণের পুত্র এলিএজের ভার্য্যার্থে পূটীএ
লের এক কন্যাকে গ্রহণ করিল সে তাহার কারণ
পিনিখস্‌কে প্রসবিল ইহারা আপন২ বংশানু
সারে লৈবেরদের পিতৃপ্রধান। [২৬] যে মো
শহ্‌কে ও আহরোণকে য়িহুহ কহিয়াছিলেন যে
য়িশ্রাএলের সন্তানেরদিগকে তাহারদের সৈন্যা
নুসারে মিসরদেশহইতে বাহির করিয়া আন তা
হারা এই। [২৭] য়িশ্রাএলের সন্তানেরদিগ
কে মিসরহইতে বাহির করিবার কারণ যাহারা
মিসররাজ ফরওহ্‌কে কহিল তাহারা এই ইহা
রাই সে মোশহ্ ও আহরোণ।
[২৮] অপর যে দিনে য়িহুহ মিসরদেশে
মোশহ্‌কে কহিলেন সে দিনে এমত হইল। [২৯]
য়িহুহ মোশহ্‌কে কহিলেন যে আমিই য়িহুহ
আমি যাহা তোমাকে বলি সে সকল মিসররাজ
ফরওহ্‌কে কহ। [৩০] তাহাতে মোশহ্ য়িহু
হের সাক্ষাৎ কহিল দেখ আমি অচ্ছিন্নত্বগোষ্ঠ
ফরওহ্ আমার কথা কি প্রকারে শুনিবে।

৭ পর্ব্ব।

[১] অপর য়িহুহ মোশহ্‌কে বলিলেন দেখ
আমি ফরওহের প্রতি তোমাকে ঈশ্বর করিয়া নি
যুক্ত করিয়াছি ও তোমার ভ্রাতা আহরোণ তো
মার আচার্য্য হইবে। [২] আমি তোমাকে যা
হা আজ্ঞা করি সে সকল কথা তুমি বলিবা এবং
তোমার ভ্রাতা আহরোণ ফরওহ্‌কে কহিবে যে
য়িশ্রাএলের সন্তানেরদিগকে আপন দেশহই
তে বিদায় করে। [৩] এবং আমি ফরওহের
হৃদয় কঠিন করিব এবং মিসরদেশে আমার চিহ্ন
ও আমার আশ্চর্য্য ক্রিয়াবাহুল্য করিব। [৪]
কিন্তু ফরওহ্ তোমারদের কথায় মনোযোগ করি
বে না যে আমি মিসরদেশের উপরে আপন
হস্ত দি এবং আপন সৈন্যেরদিগকে ও আপন
লোকেরদিগকে অর্থাৎ য়িশ্রাএলের সন্তানের
দিগকে ন্যায্য মহাদণ্ডদ্বারা মিসর দেশহইতে বা
হির করি। [৫] এবং আমি মিসরীয়েরদের উপ
রে আপন হাত বিস্তার করিয়া য়িশ্রাএলের
সন্তানেরদিগকে তাহারদের মধ্যহইতে বাহির
করিয়া আনিলে তাহারা জানিবে যে আমিই য়ি
হুহ। [৬] পরে যেমন য়িহুহ তাহারদিগকে
আজ্ঞা করিয়াছিলেন মোশহ্ ও আহরোণ সে
মত করিল। [৭] তাহারা যখন ফরওহের সহিত
কথা কহিল তখন মোশহ্ আশী ও আহরোণ
তিরাশীবৎসরবয়স্ক ছিল।

[৮] অপর য়িহুহ মোশহ্ ও আহরোণকে কহিলেন [৯] যখন ফরওহ্ তোমারদিগকে বলে যে তোমরা আপনারদের কারণ চিহ্ন দেখাও তখন আহরোণকে বলিবা যে তোমার লাঠি লইয়া ফরওহের সম্মুখে ফেল এবং তাহা সর্প হইবে। [১০] অনন্তর মোশহ্ ও আহরোণ ফরওহের নিকটে আইলও য়িহুহ তাহারদিগকে যেমন আজ্ঞা করিয়াছিলেন তেমন করিল ও আহরোণ ফরওহের সম্মুখে ও তাহার দাসেরদের সম্মুখে আপন লাঠি ফেলিল এবং তাহা সর্প হইল। [১১] তাহাতে ফরওহ্ পণ্ডিতেরদিগকে ও জাদুগরেরদিগকে ডাকিল এবং মিস্রীয় জাদুগরেরাও আপনারদের মায়াতে সেইরূপ করিল। [১২] কেননা তাহারা প্রত্যেকে আপন২ লাঠি ফেলিল তাহাতে সে সকলে সর্প হইল কিন্তু আহরোণের লাঠি তাহারদের লাঠি গ্রাস করিল। [১৩] এবং ফরওহের হৃদয় কঠিন হইল তাহাতে যেমন য়িহুহ কহিয়াছিলেন তেমন সে তাহারদের কথা শুনিল না।

[১৪] অপর য়িহুহ মোশহ্কে কহিলেন ফরওহের হৃদয় কঠিন হইয়াছে লোককে ছাড়িয়া দিতে সে অসম্মত আছে। [১৫] প্রাতঃকালে ফরওহের নিকটে যাও দেখ সে জলের দিগে যায় তুমি তাহার আগমনপর্য্যন্ত নদীর তীরে দাঁড়াও এবং যে লাঠি সর্প হইয়াছিল তাহা হাতে করিয়া লও। [১৬] ও তাহাকে কহ যে এব্রীয়েরদের ঈশ্বর য়িহুহ আমাকে ইহা কহিয়া তোমার নিকটে পাঠাইয়াছেন আমার লোকেরদিগকে ছাড়িয়া দেও যে তাহারা অরণ্যে আমার সেবা করে কিন্তু দেখ এখনও তুমি অবধান করিলা না। [১৭] য়িহুহ এতদ্রূপ কহিতেছেন ইহাতে তুমি জানিবা যে আমিই য়িহুহ দেখ আমি আপন হস্তস্থিত লাঠিতে নদীর জলের উপরে প্রহার করিব তাহাতে নদীর জলই রক্ত হইবে। [১৮] এবং নদীতে যে মৎস্য তাহারা মরিবে ও নদী দুর্গন্ধা হইবে তাহাতে মিস্রীয়েরা নদীর জল খাইতে ঘৃণা করিবে।

[১৯] অপর য়িহুহ মোশহ্কে কহিলেন আহরোণকে কহ যে তুমি আপন লাঠি লও ও মিস্রের জলের উপরে অর্থাৎ তাহারদের স্রোতের উপরে ও তাহারদের নদীর উপরে ও তাহারদের সরোবরের উপরে ও তাহারদের সকল পুষ্করিণীর উপরে আপন হাত বিস্তার কর যে মিস্রদেশে সর্ব্বত্র কাষ্ঠময় ও প্রস্তরময় পাত্রেতে রক্ত হয়। [২০] তাহাতে মোশহ্ ও আহোরণ সেইরূপ করিল এবং য়িহুহ যেমন আজ্ঞা করিয়াছিলেন তেমন সে লাঠি উঠাইল ও ফরওহের সম্মুখে ও তাহার দাসেরদের সম্মুখে নদীর জলের উপর প্রহার করিল তাহাতে নদীর সকল জলই রক্ত হইল। [২১] এবং নদীর মৎস্যেরা মরিল ও নদী দুর্গন্ধা হইল ও মিস্রীয়েরা নদীর জল পান করিতে পারিল না এবং সকল মিস্রদেশে রক্ত হইল। [২২] পরে মিস্রীয় জাদুগরেরা আপনারদের মায়াতে সেইরূপ করিল এবং ফরওহের হৃদয় দৃঢ়ীভূত হইল ও যেমন য়িহুহ কহিয়াছিলেন তেমন সে তাহারদের কথায় অবধান করিল না। [২৩] পরে ফরওহ্ ফিরিয়া আপন ঘরে গেল এবং ইহাতেও মনোযোগ করিল না। [২৪] পরে সকল মিস্রীয়েরা পানীয় জলের নিমিত্তে নদীর চতুর্দ্দিগে খনন করিল কেননা তাহারা নদীর জল খাইতে পারিল না। [২৫] এবং য়িহুহের নদ্যাঘাতের পর সাত দিন সম্পূর্ণ হইল।

৮ পর্ব্ব।

[১] অনন্তর য়িহুহ মোশহ্কে কহিলেন যে ফরওহের নিকটে যাও ও তাহাকে কহ য়িহুহ কহেন আমার লোকেরদিগকে ছাড়িয়া দেও যে তাহারা আমার সেবা করে। [২] কিন্তু যদি তুমি তাহারদিগকে ছাড়িয়া দেওনে অসম্মত হও তবে দেখ আমি তোমার সকল সীমা ভেকেতে প্রহার করিব। [৩] তাহাতে নদী ভেকেরদিগকে অতিশয়রূপে উৎপন্ন করিবে ও তাহারা উঠিয়া তোমার ঘরে ও তোমার শয়নাগারেতে ও তোমার শয্যাতে ও তোমার দাসেরদের ঘরে ও তোমার লোকেতে ও তোমার তনুরেতে ও তোমার আটামর্দ্দনপাত্রেতে আসিবে। [৪] এবং ভেকেরা তোমার উপরে ও তোমার লোকেরদের উপরে ও তোমার সকল দাসেরদের উপরে উঠিবে।

[৫] পরে য়িহুহ মোশহ্কে কহিলেন যে আহরোণকে বল তুমি স্রোতের উপরে ও নদীর উপরে ও জলাশয়ের উপরে সলগুড় হস্ত বিস্তার কর ও মিস্রদেশের উপরে ভেকেরদিগকে আনাও। [৬] তাহাতে আহরোণ মিস্রের জলের উপরে আপন হস্ত বিস্তার করিল ও ভেকেরা উঠিয়া আসিয়া মিস্রদেশ ব্যাপিল। [৭] পরে মায়াবিরা আপন মায়াতে সেইরূপ করিয়া মিস্রদেশের উপরে ভেক আনাইল।

[৮] পরে ফরওহ্ মোশহ্কে ও আহরোণকে ডাকিয়া কহিল তোমরা য়িহুহের প্রতি প্রার্থনা কর যে তিনি আমাহইতে ও আমার লোকেরদিগহইতে ভেকেরদিগকে দূর করেন তাহাতে আমি লোকেরদিগকে ছাড়িয়া দিব যে তাহারা য়িহুহের উদ্দেশে হোম করে। [৯] তাহাতে মো

শহ্ ফরওহ্কে বলিল তুমি আমার উপর দর্প
কর আমি তোমার কারণ ও তোমার দাসের
দের কারণ ও তোমার লোকেরদের কারণ কখন
প্রার্থনা করিব যে ভেকেরা তোমাহইতে ও তো
মার ঘরহইতে উচ্ছন্ন হইয়া কেবল নদীতে থা
কে। [১০] তাহাতে সে কহিল কল্য পরে সে
বলিল তোমার বাক্যের মত হউক যে তুমি জান
যে আমারদের ঈশ্বর য়িহুহের তুল্য কেহ নাই।
[১১] এবং ভেকেরা তোমার নিকটহইতে ও তো
মার ঘরহইতে ও তোমার দাসেরদের নিকটহই
তে ও লোকেরদের নিকটহইতে দূরীভূত হইয়া
কেবল নদীতে রহিবে। [১২] পরে মোশহ্ ও
আহরোণ ফরওহেরনিকটহইতে বাহিরে যাইয়া
য়িহুহ যে ভেকেরদিগকে ফরওহের বিপরীতে
উৎপন্ন করিলেন তাহারদের বিষয়ে মোশহ্ প্রা
র্থনা করিল। [১৩] এবং য়িহুহ মোশহের বা
ক্যানুসারে করিলেন তাহাতে ভেকেরা তাহার
ঘর ও গ্রাম ও ক্ষেত্রহইতে মরিয়া গেল। [১৪]
পরে তাহারা তাহারদিগকে একত্র করিয়া ঢিপি
করিল তাহাতে দেশ দুর্গন্ধ হইল। [১৫] কিন্তু
যখন ফরওহ্ দেখিল যে কিছু নিস্তার হইতেছে
তখন সে আপন অন্তঃকরণ কঠিন করিল ও যে
মন য়িহুহ কহিয়াছিলেন তেমন তাহারদের
কথায় অবধান করিল না।
[১৬] অপর য়িহুহ মোশহ্কে কহিলেন যে
আহরোণকে কহ তুমি আপন লাঠি বিস্তার কর
ও দেশের ধূলিতে প্রহার কর যে সমুদায় মিসর
দেশে উকুন হয়। [১৭] পরে তাহারা সেইরূপ
করিল কেননা আহরোণ সলগুড় হস্ত বিস্তার করি
ল ও পৃথিবীর ধূলিতে প্রহার করিল তাহাতে মনু
ষ্যেতে ও পশুতে উকুন হইল অর্থাৎ সমুদায় মি
সরদেশস্থ সকল ধূলি উকুন হইল। [১৮] পরে
জাদুগরেরা আপনারদের মায়াদ্বারা উকুন উৎ
পন্ন করিতে সেইরূপ করিল কিন্তু পারিল না
অতএব মনুষ্যেতে ও পশুতে উকুন হইল। [১৯]
তাহাতে জাদুগরেরা ফরওহ্কে কহিল এই ঈশ্ব
রের অঙ্গুলি এবং ফরওহের অন্তঃকরণ দৃঢ়ীভূত
হইল ও যেমন য়িহুহ কহিয়াছিলেন তেমন সে
তাহারদের কথা মানিল না।
[২০] অনন্তর য়িহুহ মোশহ্কে কহিলেন
প্রাতঃকালে উদ্যোগ কর ফরওহের সম্মুখে দাঁ
ড়াও দেখ সে জলের নিকটে আসিবে পরে তা
হাকে কহ যে য়িহুহ ইহা বলেন আমার লো
কেরদিগকে ছাড়িয়া দেও যে তাহারা আমার সে
বা করে। [২১] নতুবা তুমি যদি আমার লো
কেরদিগকে ছাড়িয়া না দেও তবে দেখ আমি
তোমাতে ও তোমার দাসেরদিগেতে ও তোমার
লোকেরদিগেতে ও তোমার ঘরেতে ডাঁশাদি পা
ঠাইব তাহাতে মিসরীয়েরদের ঘর ও তাহার
দের বাসভূমি ডাঁশাদিতে পূর্ণ হইবে। [২২]
এবং আমিই পৃথিবীর মধ্যে য়িহুহ তোমার
দের ইহা জানিবার নিমিত্তে আমি সে দিনে আ
মার লোকেরদের নিবাসস্থান গোশেনদেশই
ভিন্ন করিব যে সে স্থানে ডাঁশাদি না হয়। [২৩]
এবং আমি আপন লোকের ও তোমার লোকের
ভেদ করিব কল্য এ চিহ্ন হইবে। [২৪] পরে য়ি
হুহ সেরূপ করিলেন তাহাতে ফরওহের ঘরে ও
তাহার দাসেরদের ঘরে ও সমুদায় মিসরদেশে
ডাঁশাদিসমূহ আইল এবং সে দেশ ডাঁশাদিতে
নষ্ট হইল।
[২৫] পরে ফরওহ্ মোশহ্কে ও আহরোণ
কে ডাকিয়া কহিল তোমরা যাইয়া দেশে তো
মারদের ঈশ্বরের উদ্দেশে হোম কর। [২৬] তা
হাতে মোশহ্ কহিল আমারদের তদ্রূপ করণ
উপযুক্ত নয় কেননা আমরা আপনারদের ঈ
শ্বর য়িহুহের উদ্দেশে মিসরীয়েরদের ঘৃণার্হ বস্তু
তে হোম করিব দেখ আমরা মিসরীয়েরদের দৃ
ষ্টিতে তাহারদের ঘৃণার্হ বস্তুতে হোম করিলে
তাহারা কি পাথর ফেলিয়া আমারদিগকে মারি
বে না। [২৭] আমরা তিন দিনের পথ অর
ণ্যে যাইব ও যেমন তিনি আমারদিগকে আজ্ঞা
করিবেন তেমন আমারদের ঈশ্বর য়িহুহের উ
দ্দেশে হোম করিব। [২৮] পরে ফরওহ্ কহিল
আমি তোমারদিগকে ছাড়িয়া দিব যে তোমরা
আপনারদের ঈশ্বর য়িহুহের উদ্দেশে অরণ্যে
হোম কর কিন্তু তোমরা বহুদূর যাইবা না আ
মার কারণ প্রার্থনা কর। [২৯] পরে মোশহ্
কহিল দেখ আমি তোমার নিকটহইতে বাহিরে
যাইয়া য়িহুহকে প্রার্থনা করিব যে ফরওহের
নিকটহইতে ও তাহার দাসেরদের নিকটহইতে
ও তাহার লোকেরদের নিকটহইতে কল্য ডাঁশা
দি দূর হয় কিন্তু য়িহুহের উদ্দেশে হোম করিতে
লোকেরদিগকে না ছাড়িয়া দেওনেতে ফরওহ্
আর প্রবঞ্চনা না করুক। [৩০] অতএব মো
শহ্ ফরওহের নিকটহইতে বাহিরে গেল ও য়িহু
হকে প্রার্থনা করিল। [৩১] তাহাতে য়িহুহ
মোশহের বাক্যের মত করিলেন ও ফরওহ্হইতে
ও তাহার দাসেরদিগহইতে ও তাহার লোকের
দেরহইতে ডাঁশাদিসমূহকে দূর করিলেন একও
অবশিষ্ট রহিল না। [৩২] পরে ফরওহ্ আ
পন অন্তঃকরণ এইবারও কঠিন করিল এবং লো
কেরদিগকে ছাড়িয়া দিল না।

৯ পর্ব্ব।

[১] অনন্তর য়িহুহ মোশহ্কে কহিলেন ফর

ওহের নিকটে যাও ও তাহাকে কহ যে এব্রীয়ে
রদের ঈশ্বর য়িহুহ ইহা কহেন আমার লোকের
দিগকে ছাড়িয়া দেও যে তাহারা আমার সেবা
করে। [২] কেননা যদি তাহারদিগকে ছাড়িয়া
দিতে তুমি অসম্মত হও ও তাহারদিগকে এখনও
আটকাও। [৩] তবে দেখ তোমার মাঠস্থ পশু
রদের উপরে অর্থাৎ তোমার ঘোড়ারদের ও
গাধারদের ও উটেরদের ও গরুরদের ও মেষের
দের উপরে য়িহুহের হাত হইবে তাহারদের
অতিবড় মড়ক হইবে। [৪] এবং য়িহুহ য়িশ্রা
এলীয়েরদের পশুরদের ও মিস্রীয়েরদের পশুর
দের ভেদ করিবেন তাহাতে য়িশ্রাএলের সন্তা
নেরদের কোনো পশু মরিবে না। [৫] এবং য়ি
হুহ এক সময় নিরূপণ করিলেন কল্য য়িহুহ এই
দেশে এই কার্য্য করিবেন। [৬] পরদিনে য়িহুহ
সেই মত করিলেন এবং মিস্রীয়েরদের সকল প
শুরা মরিল কিন্তু য়িশ্রাএলীয়েরদের পশুরদের
মধ্যে একটাও মরিল না। [৭] এবং ফরওহ্
লোক প্রেরণ করিল ও দেখ য়িশ্রাএলের পশুর
দের মধ্যে একটাও মরে নাই তাহাতে ফরওহের
অন্তঃকরণ কঠিন হইল ও লোকেরদিগকে সে
ছাড়িয়া দিল না।

[৮] অপর য়িহুহ মোশহ্‌কে ও আহরোণ
কে কহিলেন তোমরা মুষ্টি পূর্ণ করিয়া উননের
ভস্ম লও ও মোশহ্ ফরওহের দৃষ্টিতে স্বর্গের
দিগে তাহা ছড়াউক। [৯] তাহাতে মিস্রদে
শের উপরে ধূলি হইবে এবং সকল মিস্রদেশে
মনুষ্যেরদের উপরে ও পশুরদের উপরে তাহা
বিস্ফোটকের সহিত বর্দ্ধমান ফোড়া হইবে।
[১০] পরে তাহারা উননের ভস্ম লইয়া ফরও
হের সম্মুখে দাঁড়াইল এবং মোশহ্ স্বর্গের প্রতি
তাহা ছড়াইয়া দিল তাহাতে তাহা মনুষ্যের ও
পশুরদের উপরে বিস্ফোটকের সহিত ফোড়া
হইল। [১১] এবং জাদুগরেরা সে ফোড়াহেতুক
মোশহের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না কেননা
সে ফোড়া জাদুগরেরদের ও সকল মিস্রীয়ের
দের উপরে হইল। [১২] এবং য়িহুহ ফরওহের
অন্তঃকরণ কঠিন করিলেন তাহাতে যেমন য়িহুহ
মোশহ্‌কে কহিয়াছিলেন সেমত সে তাহারদের
কথায় অবধান করিল না।

[১৩] অপর য়িহুহ মোশহ্‌কে কহিলেন প্রা
তঃকালে উঠিয়া ফরওহের কাছে দাঁড়াও ও তা
হাকে কহ যে এব্রীয়েরদের ঈশ্বর য়িহুহ এমত
কহেন আমার লোকেরদিগকে ছাড়িয়া দেও যে
তাহারা আমার সেবা করে। [১৪] যেহেতুক
আমি এইবার আমার সকল আঘাত তোমার
হৃদয়েতে ও তোমার দাসেরদের ও তোমার লো
কেরদের উপরে পাঠাইব যে তুমি জানহ যে স
কল পৃথিবীতে আমার তুল্য কেহ নাই। [১৫]
কেননা আমি এখন আপন হস্ত বিস্তার করিব ও
তোমাকে ও তোমার লোকেরদিগকে মড়কেতে
প্রহার করিব তাহাতে তুমি পৃথিবীহইতে উচ্ছিন্ন
হইবা। [১৬] নিশ্চয় আমি তোমাকে এইজ
ন্যে উৎপন্ন করিয়াছি যে তোমাতে আমি আ
পন প্রভাব দেখাই ও সমস্ত পৃথিবীতে আপন
নাম প্রকাশ করি। [১৭] কেননা আমার লো
কেরদের প্রতিকূলে তুমি এখনও আপনাকে বা
ড়াইতেছ যে তাহারদিগকে ছাড়িয়া দিবা না।
[১৮] তৎপ্রযুক্ত দেখ আমি কল্য এ সময়ে মিস্
রেতে এমত অতিবড় শিলাবৃষ্টি করিব যে তা
হার সংস্থাপনাবধি একালপর্য্যন্ত কখন হয়
নাই। [১৯] অতএব এখন লোক প্রেরণ করি
য়া তোমার পশুরদিগকে ও মাঠেতে তোমার যা
হা থাকে তাহা একত্র কর কেননা যে মনুষ্য ও
পশু মাঠেতে থাকে ও ঘরে আনা না যায় তা
হার উপরেতে শিলাবৃষ্টি হইবে ও তাহারা মা
রা পড়িবে। [২০] পরে ফরওহের দাসেরদের
মধ্যে যে জন য়িহুহের কথাতে ভীত হইল সে
আপন দাসেরদিগকে ও আপন পশুরদিগকে
সত্বর করিয়া ঘরে আনিল। [২১] এবং য়িহু
হের বাক্যেতে যে লোক মনোযোগ করিল না
সে আপন দাসেরদিগকে ও আপন পশুরদিগকে
মাঠেতে ত্যাগ করিল।

[২২] অপর য়িহুহ মোশহ্‌কে কহিলেন তুমি
আপন হাত স্বর্গের দিগে বিস্তার কর যে মিস্র
দেশে সর্ব্বত্র মনুষ্যেরদের উপরে ও পশুরদের
উপরে ও ক্ষেতের সকল তৃণের উপরে শিলাবৃষ্টি
হয়। [২৩] পরে মোশহ্ আপন লাঠি স্বর্গের
প্রতি বিস্তার করিল তাহাতে য়িহুহ মেঘগর্জন ও
শিলাবৃষ্টি করিলেন ও ভূমির উপরে অগ্নি দৌড়ি
ল এবং য়িহুহ মিস্রদেশের উপরে শিলাবৃষ্টি
করিলেন। [২৪] তাহাতে শিলা হইল ও শিলার
সহিত অগ্নি হইল তাহা অতিদুঃসহ মিস্রদেশের
জাতিরূপে স্থাপনকালাবধি তৎসর্ব্বত্র তেমন
কখনো হয় নাই। [২৫] এবং সমুদায় মিসর
দেশে ক্ষেত্রেতে যাহা ছিল মনুষ্যাবধি পশুপর্য্যন্ত
সে সমস্ত সে শিলাকর্ত্তৃক মারা গেল এবং সে
শিলা ক্ষেতের সকল তৃণ নষ্ট করিল ও মাঠের
সকল বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া ফেলিল। [২৬] কেবল যে
স্থানে য়িশ্রাএলের সন্তানেরা ছিল সে গোশেন
দেশে শিলা হইল না।

[২৭] পরে ফরওহ্ লোক পাঠাইয়া মোশহ্
কে ও আহরোণকে ডাকাইল ও তাহারদিগকে
কহিল যে এবার আমি পাপ করিয়াছি য়িহুহ

ধর্ম্মস্বরূপ কিন্তু আমি ও আমার লোক পাপিষ্ঠ
[২৮] তোমরা য়িহুহকে প্রার্থনা কর কেননা
প্রচুর হইয়াছে যে অতিশয় মেঘগর্জ্জন ও শিলা
না হয় এবং আমি তোমারদিগকে ছাড়িয়া দিব
এবং তোমারা আর থাকিবা না। [২৯] পরে
মোশহ্ তাহাকে কহিল আমি নগরহইতে যাই
বামাত্রেতেই য়িহুহের দিগে আপন হাত বিস্তার
করিব তাহাতে মেঘগর্জ্জন নিবৃত্ত হইবে ও আর
শিলা হইবে না যে তুমি জান যে পৃথিবী য়িহু
হের। [৩০] কিন্তু তোমার ও তোমার দাসের
দের বিষয়ে আমি জানি যে তোমরা এখনও
য়িহুহ ঈশ্বরের সম্মুখে ভীত হইবা না। [৩১]
এবং মসিনা ও যব মারা গেল কেননা যব শীষ
যুক্ত ও মসিনা ফলবান ছিল। [৩২] কিন্তু গোম
ও জনার মারা যায় নাই কেননা তাহা বড় হয়
নাই। [৩৩] পরে মোশহ্ ফরওহের নিকট
হইতে নগরের বাহিরে যাইয়া য়িহুহের দিগে
আপন হাত বিস্তার করিল তাহাতে মেঘগর্জ্জন
ও শিলা বিরত হইল ও ভূমিতে আর বৃষ্টি হ
ইল না। [৩৪] পরে ফরওহ্ যখন দেখিল যে
বৃষ্টি ও শিলা ও মেঘগর্জ্জন বিরত হইয়াছে
তখন সে ও তাহার দাসেরা আর২ অধিক পাপ
করিল এবং আপন অন্তঃকরণ কঠিন করিল।
[৩৫] এবং ফরওহের অন্তঃকরণ দৃঢ়ীভূত হইল
তাহাতে য়িহুহ মোশহ্দ্বারা যেরূপ কহিয়াছি
লেন সেরূপ য়িশ্রাএলের সন্তানেরদিগকে সে
ছাড়িয়া দিল না।

১০ পর্ব্ব।

[১] অনন্তর য়িহুহ মোশহ্কে কহিলেন তুমি
ফরওহের নিকটে যাও কেননা আমি তাহার অ
ন্তঃকরণ ও তাহার দাসেরদের অন্তঃকরণ দৃঢ় করি
য়াছি যে আমি তাহার সম্মুখে আমার এই চিহ্ন
খাই। [২] এবং আমি যে২ কর্ম্ম মিস্রেতে
করিয়াছি ও যে২ চিহ্ন তাহারদের মধ্যে করিয়া
ছি তাহা যে তুমি আপন পুত্র ও পৌত্রের কর্ণে
তে কহ যে তোমরা জান যে আমিই য়িহুহ।
[৩] পরে মোশহ্ ও আহরোণ ফরওহের নিক
টে আসিয়া তাহাকে বলিল যে এবরীয়েরদের
ঈশ্বর য়িহুহ এমত কহেন তুমি কত কাল আমার
সম্মুখে নম্রহওনে অসম্মত হইবা আমার লোকে
রদিগকে ছাড়িয়া দেও যে তাহারা আমার সে
বা করে। [৪] নতুবা যদি তুমি আমার লো
কেরদিগকে ছাড়িয়া দেওনে অসম্মত হও তবে
দেখ কল্য তোমার সীমাতে আমি পঙ্গপাল আ
নাইব। [৫] এবং তাহারা ভূমির মুখ এমত আ
চ্ছন্ন করিবে যে কেহ ভূমি দেখিতে পাইবে না
এবং শিলাহইতে তোমারদের যাহা রক্ষা পাই
য়াছে সে অবশিষ্ট তাহারা খাইবে এবং ভূমিহই
তে বর্দ্ধমান তোমারদের সকল বৃক্ষ তাহারা খাই
য়া ফেলিবে। [৬] এবং তোমার ঘর ও তোমার
সকল দাসেরদের ঘর ও সকল মিস্রীয়েরদের
ঘর তাহারা পূর্ণ করিবে তোমার পিতৃলোকেরা
ও তোমার পিতৃলোকেরদের পিতৃলোকেরা তা
হারদের ভূমিষ্ঠহওনাবধি আজিপর্য্যন্ত যাহা ক
খনো দেখে নাই সেমত হইবে পরে সে ফিরিয়া
ফরওহের নিকটহইতে বাহিরে গেল। [৭] অপর
ফরওহের দাসেরা তাহাকে বলিল এ মানুষ ক
ত কাল আমারদের প্রতি ফাঁদস্বরূপ হইবে লো
কেরদিগকে ছাড়িয়া দেও যে তাহারা আপনার
দের ঈশ্বর য়িহুহের সেবা করে তুমি কি এখনও
জান নাই যে মিস্র নষ্ট হইয়াছে। [৮] পরে মো
শহ্ ও আহরোণ ফরওহের নিকটে পুনর্ব্বার আ
নীত হইল তাহাতে সে তাহারদিগকে কহিল তো
মরা যাও ও আপন ঈশ্বর য়িহুহের সেবা কর
কিন্তু কে২ যাইবে। [৯] তাহাতে মোশহ্ কহিল
আমারদের বালকেরদিগকে সঙ্গে করিয়া ও আ
মারদের বৃদ্ধেরদিগকে সঙ্গে করিয়া আমরা যা
ইব আমারদের পুত্রেরদের সহিত ও আমারদের
কন্যারদের সহিত ও আমারদের পশুরদের সহি
ত ও আমারদের গবাদির সহিত যাইব কেননা
আমারদিগের য়িহুহের উদ্দেশে উৎসব করিতে
হইবে। [১০] পরে সে তাহারদিগকে বলিল য়ি
হুহ তোমারদের সহিত সেরূপ হউন যে তোমার
দিগকে ও তোমারদের বালকেরদিগকে আমি
ছাড়িয়া দি সাবধান হও কেননা তোমারদের স
ম্মুখে অমঙ্গল আছে। [১১] এমত নয় তোমার
দের মধ্যে যাহারা মনুষ্য হইয়াছে তাহারা যা
উক ও য়িহুহের সেবা করুক কেননা তাহাই
তোমরা প্রার্থনা করিয়াছিলা পরে তাহারা ফর
ওহের সম্মুখহইতে দূরীকৃত হইল।

[১২] অপর য়িহুহ মোশহ্কে কহিলেন তুমি
মিস্রদেশের উপরে পঙ্গপালের কারণ আপন
হাত বিস্তার কর যে মিস্রদেশের উপরে পঙ্গ
পাল উঠিয়া আইসে ও দেশের প্রত্যেক তৃণ খায়
অর্থাৎ শিলা যে সকল ত্যাগ করিয়াছে। [১৩]
পরে মোশহ্ মিস্রদেশের উপরে আপন লাঠি
বিস্তার করিল তাহাতে য়িহুহ সে সমুদায় দিন
ও সে সমুদায় রাত্রি দেশে পূর্ব্বীয় বায়ু বহাই
লেন ও প্রাতঃকাল হইলে পূর্ব্বীয় বায়ু পঙ্গপা
লেরদিগকে আনিল। [১৪] এবং সমুদায় মিস্র
দেশের উপরে পঙ্গপাল ব্যাপিল ও মিস্রের
সকল সীমাতে পঙ্গপাল পড়িল তাহারা অতি
ক্লেশদায়ক ছিল তাহারদের পূর্ব্বে তেমন পঙ্গ
পাল ছিল না ও তাহারদের পরেও সেমত

হইবে না। [১৫] কেননা তাহারা সকল ভূমির মুখ আচ্ছন্ন করিল তাহাতে দেশ অন্ধকারময় হইল এবং শিলা যাহা নষ্ট না করিয়াছিল পৃথিবীর সে সকল তৃন ও বৃক্ষের সকল ফল তাহারা খাইল তাহাতে মিস্রদেশের সর্ব্বত্র বৃক্ষেতে কিম্বা তৃণেতে কিছু সবুজ দ্রব্য রহিল না।

[১৬] অপর ফরওহ্ মোশহ্কে ও আহরোণকে শীঘ্র ডাকাইয়া কহিল তোমারদের ঈশ্বর য়িহুহের প্রতি ও তোমারদের প্রতি আমি পাপ করিয়াছি। [১৭] অতএব এখন কেবল এইবার আমার পাপ ক্ষমা কর ও তোমারদের ঈশ্বর য়িহুহকে প্রার্থনা কর যে তিনি কেবল এই মৃত্যু আমাহইতে দূর করেন। [১৮] পরে সে ফরওহের নিকটহইতে বাহির হইয়া য়িহুহকে প্রার্থনা করিল। [১৯] তাহাতে য়িহুহ অতিপ্রচণ্ড পশ্চিম বায়ু আনাইলেন ও তাহা পঙ্গপালেরদিগকে দেশহইতে উঠাইয়া সূফার্ণবে তাহারদিগকে ক্ষেপণ করিল তাহাতে মিস্রের সকল সীমাতে একটা পঙ্গপালও রহিল না। [২০] কিন্তু য়িহুহ ফরওহের হৃদয় দৃঢ়ীভূত করিলেন তাহাতে সে য়িশ্রাএলের সন্তানেরদিগকে ছাড়িয়া দিল না।

[২১] অপর য়িহুহ মোশহ্কে কহিলেন তুমি আকাশের দিগে আপন হাত বিস্তার কর তাহাতে মিস্রদেশে অন্ধকার হইবে অর্থাৎ এমত অন্ধকার যে স্পর্শনদ্বারা বোধ হয়। [২২] তাহাতে মোশহ্ স্বর্গের দিগে আপন হাত বিস্তার করিল এবং তিন দিনপর্য্যন্ত মিস্রদেশের সর্ব্বত্র ঘোর অন্ধকার হইল। [২৩] এবং তাহারা এক জন অন্যকে দেখিতে পাইল না ও তিন দিনপর্য্যন্ত কোন কেহ আপন স্থানহইতে উঠিল না কিন্তু য়িশ্রাএলের সকল সন্তানেরদের বাসস্থানে আলো ছিল।

[২৪] পরে ফরওহ্ মোশহ্কে ডাকিয়া কহিল তোমরা যাও ও য়িহুহের সেবা কর কেবল তোমারদের মেষাদি ও তোমারদের গবাদিপাল থাকুক তোমারদের অপত্যেরাও তোমারদের সহিত যাউক। [২৫] তাহাতে মোশহ্ কহিল আমারদের হস্তে নৈবেদ্য ও হব্য তোমার দিতে হইবে যে আমরা আপনারদের ঈশ্বর য়িহুহের উদ্দেশে হোম করি। [২৬] আমারদের পশুপালাদিও আমারদের সহিত যাইবে এক খুরও অবশিষ্ট থাকিবে না কেননা তাহারদের হইতে আমারদের ঈশ্বর য়িহুহের সেবার কারণ দ্রব্য লইতে হইবে এবং আমারদের সেস্থানে পঁহুছনের পূর্ব্বে আমরা জানিতে পারি না যে কিসেতে য়িহুহের সেবা করিব।

[২৭] কিন্তু য়িহুহ ফরওহের অন্তঃকরণ কঠিন করিলেন তাহাতে সে তাহারদিগকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইল না। [২৮] পরে ফরওহ্ তাহাকে কহিল আমার এখানহইতে যাও সাবধান হও আমার মুখ আর দেখিও না কেননা যে দিনে তুমি আমার মুখ দেখিবা সে দিনে মরিবা। [২৯] তাহাতে মোশহ্ কহিল তুমি ভাল কহিয়াছ আমি তোমার মুখ আর দেখিব না।

১১ পর্ব্ব।

[১] যেহেতুক য়িহুহ মোশহ্কে কহিয়াছিলেন যে ফরওহের উপরে ও মিস্রের উপরে আমি আর এক আঘাত আনিব তার পর সে তোমারদিগকে ছাড়িয়া দিবে যখন সে তোমারদিগকে ছাড়িয়া দিবে তখন সে তোমারদিগকে সকলসুদ্ধ বাহির করিবে। [২] এখন লোকেরদের শ্রবণেতে কহ যে প্রত্যেক পুরুষ আপন প্রতিবাসিহইতে ও প্রত্যেক স্ত্রী আপন প্রতিবাসিনী স্ত্রীহইতে স্বর্ণপাত্র ও রূপ্যপাত্র কর্জ্জ লয়। [৩] এবং য়িহুহ মিস্রীয়েরদের দৃষ্টিতে লোকেরদিগকে কৃপা দিলেন তদ্ভিন্নও মিস্রদেশে ফরওহের দাসেরদের দৃষ্টিতে এবং লোকেরদের দৃষ্টিতে মোশহ্ অত্যাদরণীয় মানুষ হইল।

[৪] অপর মোশহ্ কহিয়াছিল য়িহুহ এ কথা কহেন আমি দুই প্রহর রাত্রির সময়ে মিস্রমধ্য দিয়া যাইব। [৫] তাহাতে মিস্রদেশস্থিত সকল প্রথমজাত অর্থাৎ সিংহাসনস্থ ফরওহের প্রথম পুত্রাবধি পেষণকর্ত্রী দাসীর প্রথমজাত পর্য্যন্ত মরিবে এবং পশুরদের সকল প্রথমজাতও মরিবে। [৬] এবং সকল মিস্রদেশে এমন মহারোদন হইবে যে কখনো হয় নাই এবং কখনো হইবে না। [৭] কিন্তু য়িহুহ মিস্রীয়েরদের ও য়িশ্রাএলেরদের ভেদ করেন তোমারদের ইহা জানিবার নিমিত্তে য়িশ্রাএলের সকল সন্তানেরদের প্রতি কুক্কুরও আপন জিহ্বা লড়াইবে না অর্থাৎ মনুষ্যেরদের প্রতি অথবা পশুরদের প্রতি। [৮] তাহাতে তোমার এ সকল দাসেরা আমার নিকটে আসিবে ও আমাকে প্রণাম করিবে ও কহিবে যে তুমি ও তোমার পশ্চাদ্বর্ত্তি সমস্ত লোকেরা বাহির হও তার পর আমি বাহির হইব পরে সে মহাক্রুদ্ধ হইয়া ফরওহের নিকটহইতে বাহির হইল। [৯] অপর য়িহুহ মোশহ্কে কহিলেন ফরওহ্ তোমার কথা শুনিবে না যে আমি মিস্রদেশে আপনার আশ্চর্য্যক্রিয়া বাড়াই। [১০] পরে মোশহ্ ও আহরোণ ফরওহের সাক্ষাৎ এই সকল আশ্চর্য্য করিল কিন্তু য়িহুহ ফরওহের হৃদয় কঠিন করিলেন তাহাতে সে য়িশ্রাএলের সন্তানেরদিগকে আপন দেশহইতে ছাড়িয়া দিল না।

১২ পর্ব্ব।

[১] অপর য়িহুহ মিস্রদেশে মোশহ্কে ও আহরোণকে কহিলেন। [২] তোমারদের মধ্যে এই মাস মাসারম্ভক হইবে ইহা তোমারদের বৎসরের প্রথম মাস হইবে।

[৩] য়িশ্রাএলের সকল মণ্ডলীকে কহ যে এ মাসের দশম দিনে তাহারা প্রত্যেক জন আপনারদের কারণ আপন২ পিতৃগৃহানুসারে মেষের এক বাচ্চা লয় এক২ গৃহের কারণ এক২ মেষের বাচ্চা লয়। [৪] এবং মেষভোজনের জন্যে যদি সে পরিজন অত্যল্প হয় তবে সে এবং তাহার নিকটবাসি লোক স্বস্বপ্রাণিসঙ্খ্যানুসারে অর্থাৎ প্রতিমনুষ্য আপন২ ভোজনানুসারে মেষের বিষয়ে গণনা করুক। [৫] তোমারদের মেষের বাচ্চা নিখুঁত একবৎসরবয়স্ক পুরুষ হইবে মেষেরদেরহইতে কিম্বা ছাগলেরদের হইতে তাহা লইবা। [৬] এবং সে মাসের চতুর্দ্দশ দিনপর্য্যন্ত তাহা বদ্ধ করিয়া রাখিবা এবং য়িশ্রাএলের সমস্ত মণ্ডলী সন্ধ্যাকালে তাহা বলি দিবে। [৭] এবং তাহারা সে রক্তহইতে কিঞ্চিৎ লইবে ও যে ঘরে তাহা খাইবে তাহার চৌকাঠের পার্শ্বদ্বয়েতে ও ঝনকাঠেতে ছিটাইয়া দিবে। [৮] এবং তাহারা সে রাত্রিতে অগ্নিতে সেকা সে মাংস এবং বেখমির রুটি খাইবে তাহা তিক্ত শাকের সহিত খাইবে। [৯] তাহা কাঁচা ও জলে সিদ্ধ খাইবা না কিন্তু অগ্নিতে সেকা তাহার মুণ্ড ও পা ও আঁতসুদ্ধ খাইব। [১০] এবং প্রাতঃকালপর্য্যন্ত তাহার কিছুই থাকিতে দিবা না তাহার যে কিছু প্রাতঃকালপর্য্যন্ত অবশিষ্ট থাকে তাহা অগ্নিতে পোড়াইবা।

[১১] অপর এতদ্রূপে তোমরা তাহা খাইবা কোমরবাঁধা ও জুতা পায় ও লাঠি হস্তে করিয়া তাহা শীঘ্রই খাইবা তাহাই য়িহুহের পেসাখ্। [১২] কেননা আমি এ রাত্রিতে মিস্রদেশ দিয়া যাইব ও মিস্রদেশে মনুষ্য পশ্বাদির সকল প্রথম জাতেরদিগকে নষ্ট করিব এবং মিস্রের সকল দেবেরদের উপরে আমি বিচার নিষ্পন্ন করিব আমিই য়িহুহ। [১৩] এবং তোমরা যে২ ঘরে থাক সে ঘরের উপরে ঐ রক্ত তোমারদের প্রতি চিহ্নার্থে হইবে এবং আমি যখন সে রক্ত দেখি তখন তোমারদের উপর দিয়া যাইব তাহাতে যখন আমি মিস্রদেশে প্রহার করি তখন তোমারদিগকে নষ্ট করিতে তোমারদের উপরে সে আঘাত পড়িবে না। [১৪] পরে এ দিবস তোমারদের স্মরণার্থক হইবে ও তোমারদের পুরুষানুক্রমে য়িহুহের কারণ উৎসবরূপে তোমরা তাহা পালন করিবা তাহা নিত্য বিধিতেই উৎসবরূপে পালন করিবা। [১৫] সাত দিন তোমরা বেখমির রুটি খাইবা প্রথম দিনে তোমরা আপনারদের ঘরহইতে বেখমির রুটি দূর করিবা কেননা প্রথম দিনাবধি সপ্তম দিনপর্য্যন্ত যে জন খমির রুটি খায় সে প্রাণী য়িশ্রাএলহইতে উচ্ছিন্ন হইবে। [১৬] এবং প্রথম দিনে তোমারদের পবিত্র সমারোহ হইবে এবং সপ্তম দিনেও পবিত্র সমারোহ হইবে সে দুই দিনেতে প্রাণির খাদ্যের আয়োজনব্যতিরেকে অন্য কোন কর্ম্ম করা যাইবে না তোমাকর্ত্তৃক তাহা কেবল করা যাউক। [১৭] এবং তোমরা বেখমির রুটির উৎসব পালন করিবা কেননা সে দিনে আমি তোমারদের সৈন্য মিস্রদেশহইতে বাহির করিয়াছি। অতএব তোমারদের পুরুষানুক্রমে সে দিন নিত্য বিধিতে পালন করিব।

[১৮] অপর প্রথম মাসের চতুর্দ্দশ দিনে সায়ংকালে সে মাসের একবিংশ দিনের সায়ংকালপর্য্যন্ত বেখমির রুটি ভোজন করিও। [১৯] সাত দিন তোমারদের ঘরেতে খমির অপ্রাপ্য হউক যেহেতুক যে জন খমির রুটি খায় বিদেশী হউক দেশজাতই বা হউক সে য়িশ্রাএল মণ্ডলীহইতে উচ্ছিন্ন হইবে। [২০] খমিরযুক্ত কোন বস্তু খাইবা না তোমারদের সকল ঘরেতে বেখমির রুটি খাইবা।

[২১] অনন্তর মোশহ্ য়িশ্রাএলের সমস্ত প্রাচীনেরদিগকে ডাকাইয়া তাহারদিগকে কহিল তোমারদের কারণ এক২ মেষের বাচ্চা তোমারদের পরিজনানুসারে লইয়া পেসাখ্ বলি দেও। [২২] এবং তোমরা এক আটি এজোব লইবা ও পাত্র স্থিত রক্তেতে তাহা ডুবাইবা ও পাত্রস্থিত রক্ত দ্বারের ঝনকাঠের ও চৌকাঠের দুই বাজুতে ছিটাইবা এবং তোমারদের কেহ প্রভাতপর্য্যন্ত ঘরের দ্বারের বাহিরে যাইবে না। [২৩] কেননা য়িহুহ মিস্রীয়েরদিগকে মারিতে যাইবেন এবং ঝনকাঠের উপরে ও দ্বারের চৌকাঠের দুই বাজুর উপরে রক্ত দেখিয়া য়িহুহ দ্বারের নিকট হইয়া যাইবেন ও তোমারদের ঘরেতে প্রহার করিবার কারণ সংহারকর্ত্তাকে ভিতর আসিতে দিবেন না। [২৪] এবং তোমার ও তোমার সন্তানেরদের সদাকাল বিধির কারণ এ বাক্য পালন করিবা। [২৫] পরে এমত হইবে য়িহুহ আপন প্রতিজ্ঞানুসারে যে দেশ তোমারদিগকে দিবেন তাহাতে যখন তোমরা প্রবেশ কর তখন তোমরা এ সেবা পালন করিবা। [২৬] এবং এমত হইবে যখন তোমারদের সন্তানেরা তোমারদিগকে কহে যে তোমারদের এ ক্রিয়ার কি অভিপ্রায় [২৭] তখন তোমরা বলিবা মিস্রীয়েরদিগকে প্রহার

করণকালে ও তোমারদের ঘর রক্ষাকরণকালে মিসরবাসি য়িশ্রাএলের সন্তানেরদের ঘরের উপর দিয়া গেলেন যে য়িহুহ এ তাঁহার পেসাখ্ যজ্ঞ পরে লোকেরা দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিল। [২৮] পরে য়িশ্রাএলের সন্তানেরা যাইয়া যেমন য়িহুহ মোশহকে ও আহরোণকে কহিয়াছিলেন তেমনই করিল।

[২৯] অপর এমত হইল য়িহুহ অর্দ্ধরাত্রেতে সিংহাসনস্থিত ফরওহের প্রথমজাতঅবধি করিয়া কারাকূপস্থিত প্রথমজাতপর্য্যন্ত মিসরদেশস্থ সকল প্রথমজাতেরদিগকে ও পশুরদের সকল প্রথম জাতেরদিগকে মারিলেন। [৩০] পরে রাত্রিতে ফরওহ্ উঠিল অর্থাৎ সে ও তাহার সকল দাসেরা ও সকল মিসরীয়েরা ও মিসরেতে মহাকলরব হইল কেননা এমন ঘর ছিল না যে তাহাতে এক জন মরে নাই।

[৩১] অপর রাত্রিতে সে মোশহকে ও আহরোণকে ডাকিয়া কহিল তোমরা উঠ এবং তোমরা ও য়িশ্রাএলের সন্তানেরা আমার লোকেরদের মধ্যহইতে বাহির হও ও যেমন কহিয়াছ তেমন যাইয়া য়িহুহের সেবা কর। [৩২] এবং যেমন কহিয়াছ তেমন তোমারদের মেষাদিপালেরদিগকে ও তোমারদের গবাদিপালেরদিগকে লইয়া যাও ও আমাকে আশীর্ব্বাদ কর। [৩৩] পরে মিসরীয়েরা লোকেরদিগকে দেশহইতে যাইবার কারণ ত্বরা করিল কেননা তাহারা কহিল যে আমরা সকলে মৃতপ্রায়। [৩৪] তাহাতে লোকেরা খমিরযুক্তহওনের পূর্ব্বে আপন২ স্কন্ধের উপরে আপনারদের বস্ত্রেতেবদ্ধ আপন২ ছানা ময়দা লইল। [৩৫] এবং য়িশ্রাএলের সন্তানেরা মোশহের বাক্যানুসারে করিল এবং মিসরীয়েরদেরহইতে রূপ্যপাত্র ও স্বর্ণপাত্র ও বস্ত্র কর্জ লইল। [৩৬] এবং য়িহুহ মিসরীয়েরদের দৃষ্টিতে সে লোকেরদিগকে অনুগ্রহ প্রদান করিলেন তাহাতে তাহারা তাহারদিগকে কর্জ দিল এবং তাহারা মিসরীয়েরদিগকে নষ্ট করিল।

[৩৭] অপর য়িশ্রাএলের সন্তানেরা বালক ব্যতিরেকে ছয় লক্ষ পদব্রাজক পুরুষ রঅমিসিস্ হইতে সুকোতে যাত্রা করিল। [৩৮] এবং মিশ্রিত জনতা ও অতিশয় মেষগবাদিপাল তাহারদের সহিত প্রস্থান করিল। [৩৯] এবং তাহারা মিসরহইতে যে ছানা ময়দা আনিয়াছিল তাহাতে বেখমির রুটি প্রস্তুত করিল কেননা তাহা খমিরপ্রাপ্ত ছিল না যেহেতুক তাহারা মিসরহইতে খেদান গিয়াছিল তাহাতে সেস্থানে গৌণ করিতে পারিল না ও তাহারা আপনারদের কারণ কিছু ভক্ষ্য প্রস্তুত করে নাই।

[৪০] অপর মিসরনিবাসি য়িশ্রাএলের সন্তানেরদের সে স্থানে নিবাসকাল চারি শত ত্রিশ বৎসর ছিল। [৪১] পরে এমত হইল চারি শত ত্রিশ বৎসর গত হইলে সে দিনেই এমত হইল যে য়িহুহের সকল সৈন্য মিসরদেশহইতে বাহির হইল। [৪২] মিসরদেশহইতে তাহারদের বাহিরকরণপ্রযুক্ত সে রাত্রি য়িহুহের উদ্দেশে অতিপাল্যা তাহারদের পুরুষানুক্রমে য়িশ্রাএলের সন্তানকর্ত্তৃক অতিপাল্যা রাত্রি এই।

[৪৩] অপর য়িহুহ মোশহকে ও আহরোণকে কহিলেন পেসাখের বিধি এই কোন বিদেশী তাহা খাইবে না। [৪৪] কিন্তু রূপ্যেতে ক্রীত প্রত্যেক পুরুষ দাসের ত্বক্‌ছেদ হইলে সে তাহা খাউক। [৪৫] বিদেশী কিম্বা বেতনজীবি দাস তাহা খাইবে না। [৪৬] এক ঘরেতেই তাহা খাওয়া যাইবে সে মাংসের কিছুই ঘরের বাহির করিবা না ও তাহার এক হাড়ও তোমরা ভাঙ্গিবা না। [৪৭] য়িশ্রাএলের সকল মণ্ডলী তাহা পালন করিবে। [৪৮] অপর যখন কোন বিদেশী তোমার সহিত প্রবাস করে ও য়িহুহের পেসাখ্ পালন করিতে চাহে তখন তাহার সকল পুরুষ ছিন্নত্বক্ হউক পরে সে তাহা করণার্থে নিকটে আইসুক এবং সে জন দেশজাত একের তুল্য হইবে কেননা কোন অচ্ছিন্নত্বক্ ব্যক্তি তাহা খাইবে না। [৪৯] দেশজাত ও তোমারদের মধ্যে প্রবাসকারি বিদেশীয়েরদের প্রতি একই বিধি হইবে। [৫০] তদ্রূপ য়িশ্রাএলের সকল সন্তানেরা করিল অর্থাৎ যেমন য়িহুহ মোশহকে ও আহরোণকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন তেমন করিল। [৫১] অনন্তর এই মত হইল সেই দিনে য়িহুহ য়িশ্রাএলের সন্তানেরদিগকে তাহারদের সৈন্যানুসারে মিসরহইতে বাহির করিয়া আনিলেন।

১৩পর্ব্ব।

[১] পরে য়িহুহ মোশহকে কহিলেন [২] য়িশ্রাএলের সকল সন্তানেরদের মধ্যে জরায়ুমোচক সকল প্রথমজাতকে আমার কারণ পবিত্র কর মনুষ্যেরদের হউক বা পশুরদের হউক সেই আমার।

[৩] অপর মোশহ্ লোকসমূহকে কহিল তোমরা মিসরহইতে অর্থাৎ দাসস্বরূপ ঘরহইতে যে দিনে বাহির হইলা সে এই দিনকে মনে রাখ কেননা য়িহুহ হস্তবলেতে তোমারদিগকে এ স্থানহইতে বাহির করিয়াছেন অতএব খমিরযুক্ত রুটি খাওয়া যাইবেক না। [৪] আবিব মাসের এই দিনে তোমরা বাহির হইলা। [৫] পরে এমত হইবে যখন য়িহুহ তোমাকে কনআনীয়েরদের

ও খিত্তীয়েরদের ও অমোরীয়েরদের ও খিব্বী
য়েরদের ও য়িবুসীয়েরদের দেশে আনয়ন করি
বেন অর্থাৎ তিনি যে দেশ তোমাকে দিতে তো
মার পিতৃলোকেরদের প্রতি দিব্য করিয়াছিলেন
বিশেষতঃ দুগ্ধমধুপ্রবাহি দেশেতেই তখন তুমি
এই মাসে এই ক্রিয়া পালন করিবা। [৬] সাত
দিবসে তুমি বেখমির রুটি খাইবা এবং সপ্তম
দিনে য়িহুহের উদ্দেশে উৎসব হইবে। [৭]
সাত দিন বেখমির রুটি খাওয়া যাইবে এবং
তোমার নিকটে তোমার সকল সীমাতে খমির
দৃশ্য না হউক। [৮] এবং সে দিনে তুমি আপন
পুত্রকে ইহা কহিয়া জানাইবা যে আমি যখন
মিসরহইতে বাহির হইলাম তখন য়িহুহ আ
মার প্রতি যাহা করিলেন তৎপ্রযুক্ত এই ক্রিয়া।
[৯] এবং তাহা তোমার হস্তেতে চিহ্নের জন্যে ও
দুই নেত্রের মধ্যেতে স্মারকের জন্যে হইবে যে
য়িহুহের শাস্ত্র তোমার মুখে থাকে কেননা য়ি
হুহ পরাক্রমি হস্তেতে তোমাকে মিসরহইতে বা
হির করিলেন। [১০] অতএব সেই কালানুসা
রে তুমি প্রতিবৎসর এ বিধি পালন করিবা।
[১১] পরে এমত হইবে য়িহুহ তোমার ও
তোমার পিতৃলোকেরদের কাছে যে প্রকার দিব্য
করিয়াছিলেন তদনুসারে যখন কনআনীয়ের
দের দেশে তোমাকে প্রবেশ করাইবেন ও সে
দেশ তোমারদিগকে দিবেন [১২] তখন তুমি য়ি
হুহের কারণ জরায়ুমোচক সকলকে ও তোমার
জন্তুর সকল প্রথমজাতকে পৃথক্ করিবা সকল পু
রুষই য়িহুহের হইবে [১৩] এবং মেষের বাচ্চা
লইয়া গর্দ্দভের প্রথমজাতকে মুক্ত করিবা এবং
যদি মুক্ত না কর তবে তাহার গলা ভাঙ্গিবা ও
তোমার সন্তানেরদের মধ্যে মনুষ্যের প্রথমজাত
সকলকে মুক্ত করিবা।
[১৪] পরে এমত হইবে যখন তোমার পুত্র
ভবিষ্যৎকালে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবে যে এ
কি তখন বলিবা যে য়িহুহ পরাক্রমি হস্তদ্বারা
আমারদিগকে মিসরহইতে অর্থাৎ দাসত্বরূপ
ঘরহইতে বাহির করিলেন। [১৫] পরে এমত
হইল যখন ফরওহ্ আমারদিগকে অতিকষ্টে ছা
ড়িয়া দিল তখন য়িহুহ মিসরদেশে মনুষ্যপশ্বা
দির সকল প্রথমজাতকে নষ্ট করিলেন সেইহে
তুক আমি জরায়ুমোচক সকল পুরুষকে য়িহু
হের উদ্দেশে নৈবেদ্য করি কিন্তু আমার সন্তানের
দের প্রথমজাতকে আমি মুক্ত করি। [১৬] এবং
তাহা তোমার হস্তেতে চিহ্নের জন্যে ও তোমার
নেত্রের মধ্যেতে চিহ্নের কারণ হইবে কেননা য়ি
হুহ হস্তবলদ্বারা আমারদিগকে মিসরহইতে বা
হির করিয়া আনিলেন।

[১৭] পরে এমত হইল যখন ফরওহ্ সে লো
কেরদিগকে ছাড়িয়া দিল তখন পলশ্তীয়েরদের
দেশের পথ অল্প হইলেও ঈশ্বর তাহারদিগকে
সে পথ দিয়া গতি করাইলেন না কেননা ঈশ্বর
বলিলেন যে পাছে লোকেরা যুদ্ধ দেখিয়া অনু
তাপ করিয়া মিসরে ফিরিয়া যায় [১৮] কিন্তু
ঈশ্বর সে লোকেরদিগকে সূফার্ণবের অরণ্যেতে
গতি করাইলেন ও য়িশ্রাএলের সন্তানেরা স
সজ্জ হইয়া মিসরদেশহইতে বাহির হইল।
[১৯] এবং মোশহ্ য়ুসফের হাড় আপন সঙ্গে
লইল কেননা সে য়িশ্রাএলের সন্তানেরদিগকে
ইহা কহিয়া শক্ত দিব্য করাইল যে ঈশ্বর অবশ্য
তোমারদের সাক্ষাৎ হইবেন এবং তোমরা আ
পনারদের সঙ্গে আমার হাড় এস্থানহইতে লই
য়া যাইবা।
[২০] অপর তাহারা সুকোতহইতে প্রস্থান ক
রিয়া এতামের অরণ্যের ধারে ছাউনি করিল।
[২১] এবং য়িহুহ দিবসে তাহারদিগকে পথে
লওনের জন্যে মেঘস্তম্ভে তাহারদের অগ্রে২
গেলেন এবং রাত্রিতে তাহারদিগকে আলো দে
ওনার্থে অগ্নিস্তম্ভে এইরূপে দিবারাত্রি গমনের
কারণ তাহারদের অগ্রে২ গতি করিলেন। [২২]
দিনে তিনি মেঘস্তম্ভ ও রাত্রিতে অগ্নিস্তম্ভ লোকে
রদের অগ্রহইতে লইলেন না।

১৪ পর্ব্ব।

[১] অনন্তর য়িহুহ মোশহ্কে কহিলেন। [২]
য়িশ্রাএলের সন্তানেরদিগকে কহ যে তাহারা
ফিরিয়া পিহখীরোতের সম্মুখে মিগদোল ও সমু
দ্রের মধ্যে বআলসিফোনের সম্মুখে ছাউনি করে
তাহার অগ্রভূমিতে সমুদ্রের নিকটেই তোমরা
ছাউনি করিবা। [৩] কেননা ফরওহ্ য়িশ্রাএলের
সন্তানেরদের বিষয়ে কহিবে যে তাহারা দেশে
বদ্ধ হইয়াছে অরণ্য তাহারদিগের রোধ করিয়া
ছে। [৪] এবং আমি ফরওহের হৃদয় কঠিন করি
ব তাহাতে সে তাহারদের পশ্চাৎ২ যাইবে এবং
ফরওহের উপরে ও তাহার সকল সৈন্যের উপ
রে আমি মানপ্রাপ্ত হইব যে মিসরীয়েরা জানে
যে আমিই য়িহুহ পরে তাহারা তদ্রূপ করিল।
[৫] পরে মিসররাজের নিকটে জানান গেল
যে লোকেরা পলাইতেছে তাহাতে ফরওহের এ
বং তাহার দাসেরদের অন্তঃকরণ লোকেরদের
বিরুদ্ধে পরাবৃত্ত হইল। এবং তাহারা কহিল আ
মরা কেন এমত করিয়াছি যে আপনারদের দা
সত্বহইতে য়িশ্রাএলকে ছাড়িয়া দিয়াছি। [৬]
পরে সে আপন রথ প্রস্তুত করিল ও আপন লো
কেরদিগকে সঙ্গে লইল। [৭] এবং সে বাছিয়া
লওয়া ছয় শত রথ ও মিসরীয়েরদের সকল রথ

ও সে প্রত্যেক রথের উপরে সারথি লইল। [৮]
এবং য়িহুহ মিসররাজ ফরওহের হৃদয় কঠিন
করিলেন তাহাতে সে য়িশ্রাএলের সন্তানের
দের পশ্চাৎ২ তাড়িয়া গেল এবং য়িশ্রাএলের
সন্তানেরা ঊর্দ্ধবাহু হইয়া চলিয়া গেল। [৯]
কিন্তু মিসরীয়েরা অর্থাৎ ফরওহের সকল অশ্ব
ও রথ ও অশ্বারূঢেরা ও তাহার সৈন্য তাহার
দের পাছে২ তাড়িয়া গেল ও যে কালে তাহারা
সমুদ্রের তীরে বঅল্‌সিফোনের সম্মুখে পীহখী
রোতের নিকটে ছাউনি করিতেছিল সে কালে
তাহারদের নিকটে উপস্থিত হইল।

[১০] অপর যখন ফরওহ্ নিকটবর্ত্তী হইতে
লাগিল তখন য়িশ্রাএলের সন্তানেরা আপন২
চক্ষু উঠাইল ও দেখ মিসরীয়েরা তাহারদের
পশ্চাৎ২ আসিতেছে তাহাতে তাহারা অতিশয়
ভীত হইল এবং য়িশ্রাএলের সন্তানেরা য়িহু
হের উদ্দেশে প্রার্থনা করিল। [১১] এবং তা
হারা মোশহ্‌কে কহিল মিসরেতে কবর নাই
কি তৎপ্রযুক্ত তুমি আমারদিগকে অরণ্যে মারি
তে আনিয়াছ আমারদিগকে মিসরহইতে বাহির
করণরূপ কর্ম্ম কেন আমারদের প্রতি করিলা।
[১২] আমরা কি মিসরেতে কহি নাই যে আ
মারদিগকে থাকিতে দেও যে আমরা মিসরীয়ের
দের সেবা করি কেননা অরণ্যে মরণাপেক্ষা মিস
রীয়েরদের সেবাকরণ আমারদের মঙ্গল ছিল।

[১৩] অপর মোশহ্ লোকেরদিগকে কহিল
যে ভয় করিও না স্থির হও য়িহুহ যে ত্রাণ আজি
তোমারদের প্রতি প্রকাশ করিবেন তাহা দেখ
কেননা যে মিসরীয়েরদিগকে তোমরা অদ্য দে
খিতেছ তাহারদিগকে তোমরা আর কখনো দে
খিবা না। [১৪] য়িহুহ তোমারদের কারণ যুদ্ধ
করিবেন এবং তোমরা চুপ করিয়া থাকিবা।

[১৫] অপর য়িহুহ মোশহ্‌কে বলিলেন তুমি
কেন আমার নিকটে প্রার্থনা কর য়িশ্রাএলের
সন্তানেরদিগকে অগ্রসর হইতে কহ। [১৬] কিন্তু
তুমি আপন লাঠি উঠাও ও আপন হাত সমু
দ্রের উপরে বিস্তার করিয়া তাহা দুই ভাগ কর
তাহাতে য়িশ্রাএলের সন্তানেরা সমুদ্রের মধ্য
দিয়া শুষ্ক ভূমিতে চলিয়া যাইবে। [১৭] পরে
আমি দেখ আমিই মিসরীয়েরদের অন্তঃকরণ ক
ঠিন করিব তাহাতে তাহারা তাহারদের পশ্চাৎ২
আসিবে এবং আমি ফরওহের ও তাহার সকল
সৈন্যের ও তাহার রথের ও তাহার অশ্বারূঢ়ের
দের উপরে মানপ্রাপ্ত হইব। [১৮] পরে আমি
ফরওহের ও তাহার রথের ও তাহার অশ্বারূঢ়ের
দের উপরে মানপ্রাপ্ত হইলে মিসরীয়েরা জানি
বে যে আমিই য়িহুহ।

[১৯] অপর ঈশ্বরের যে দূত য়িশ্রাএলের
দের সৈন্যের অগ্রে গতি করিয়াছিল সে তাহার
দের পশ্চাৎ আইল এবং মেঘস্তম্ভ তাহারদের
সম্মুখহইতে যাইয়া তাহারদের পশ্চাৎ দাঁড়া
ইল। [২০] এবং মিসরীয়েরদের ছাউনির ও
য়িশ্রাএলের ছাউনির মধ্যস্থলবর্ত্তী তাহা হইল
তাহাতে সে তাহারদের প্রতি মেঘ ও অন্ধকার
হইল কিন্তু রাত্রিতে ইহারদের প্রতি দীপ্তি করিল
তাহাতে সমস্ত রাত্রিতে এক দল অন্য দলের নি
কটে আইল না।

[২১] পরে মোশহ্ সমুদ্রের উপরে আপন
হাত বিস্তার করিল এবং য়িহুহ প্রচণ্ড পূর্ব্বীয়
বায়ুদ্বারা সমুদ্রকে ফিরাইলেন ও সমুদ্রকে শুষ্ক
করিলেন এবং জল দুই ভাগ হইল। [২২] তা
হাতে য়িশ্রাএলের সন্তানেরা শুষ্ক পথ দিয়া
সমুদ্রের মধ্যে গেল এবং জল তাহারদের দক্ষি
ণে ও তাহারদের বামে প্রাচীর হইল।

[২৩] অপর মিসরীয়েরা তাহারদের পশ্চাৎ২
আসিয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিল অর্থাৎ ফরওহের
অশ্ব ও রথ ও অশ্বারূঢ়েরা সকল সমুদ্রের মধ্যে
প্রবেশ করিল। [২৪] পরে এমত হইল প্রভা
তপ্রহরে য়িহুহ অগ্নিস্তম্ভের ও মেঘস্তম্ভের মধ্য
দিয়া মিসরীয়েরদের সৈন্য অবলোকন করিলেন
ও মিসরীয়েরদের সৈন্য ব্যাকুল করিলেন।
[২৫] ও তাহারদের রথের চাকা খসাইলেন
যে তাহারা তাহারদিগকে অতিকষ্টে চালাইল
তাহাতে মিসরীয়েরা কহিল যে আমরা য়িশ্রাএ
লের সম্মুখহইতে পলাই কেননা য়িহুহ মিসরী
য়েরদের প্রতিকূলে তাহারদের পক্ষে যুদ্ধ করি
তেছেন।

[২৬] পরে য়িহুহ মোশহ্‌কে কহিলেন তুমি
আপন হাত সমুদ্রের উপরে বিস্তার কর যে তা
হাতে মিসরীয়েরদের উপরে ও তাহারদের র
থের উপরে ও তাহারদের অশ্বারূঢ়েরদের উপ
রে জল পুনর্ব্বার আইসে। [২৭] তাহাতে
মোশহ্ সমুদ্রের উপরে আপন হাত বিস্তার ক
রিল এবং প্রাতঃকাল হইলে সমুদ্র পুনঃ আপন
সামর্থ্যপ্রাপ্ত হইল এবং মিসরীয়েরা তাহার
সম্মুখহইতে পলাইল এবং য়িহুহ মিসরীয়েরদি
গকে সমুদ্রের মধ্যে সংহার করিলেন। [২৮]
পরে জল পরাবৃত্ত হইল এবং রথ ও অশ্বারূ
ঢ়েরদিগকে ঢাকিল অর্থাৎ ফরওহের যে সকল
সৈন্য তাহারদের পশ্চাৎ সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়া
ছিল তাহারদিগকে তাহারদের মধ্যে একও অব
শিষ্ট রহিল না। [২৯] কিন্তু য়িশ্রাএলের স
ন্তানেরা শুষ্ক পথ দিয়া সমুদ্রের মধ্যে গেল এবং
জল তাহারদের বামে ও দক্ষিণে প্রাচীর হইল।

[৩০] এতদ্রূপে য়িহুহ সে দিনে মিসরীয়েরদের
হস্তহইতে য়িশ্রাএলকে রক্ষা করিলেন ও য়িশ্
রাএল মিসরীয়েরদিগকে সমুদ্রের তীরে মৃত দে
খিল। [৩১] এবং য়িহুহ মিসরীয়েরদের মধ্যে
যে মহাক্রিয়া করিয়াছিলেন য়িশ্রাএল তাহা
দেখিল তাহাতে লোকেরা য়িহুহেতে ভয় করিল
ও য়িহুহেতে ও তাঁহার দাস মোশহেতে প্রত্যয়
করিল।

১৫ পর্ব্ব।

[১] অতঃপরে মোশহ্ ও য়িশ্রাএলের সন্তা
নেরা য়িহুহের উদ্দেশে এ গান করত কহিল।
আমি য়িহুহের উদ্দেশে গান করিব কেননা তিনি
মহিমাপূর্ব্বক জয়ী হইয়াছেন তিনি অশ্ব ও অশ্বা
রূঢ়কে সমুদ্রে ক্ষেপণ করিয়াছেন। [২] য়িহুহ
আমার সামর্থ্য ও আমার গানবিষয় তিনি আ
মার ত্রাণের নিমিত্ত হইয়াছেন তিনি আমার ঈ
শ্বর এবং তাঁহার নিমিত্তে আমি বাসস্থান প্রস্তুত
করিব তিনি আমার পিতার ঈশ্বর অতএব আমি
তাঁহার প্রশংসা করিব। [৩] য়িহুহই যুদ্ধকর্ত্তা
তাঁহার নাম য়িহুহ। [৪] তিনি ফরওহের রথ
ও সৈন্য সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন তাহার বা
ছিয়া লওয়া সেনাপতিরা সূফার্ণবে ডুবিয়া মরি
য়াছে। [৫] গম্ভীর জল তাহারদিগকে ঢাকিয়াছে
তাহারা পাথরের মত তলাইয়া গেল। [৬]
হে য়িহুহ তোমার দক্ষিণ হস্ত সামর্থ্যেতে মহিমা
বিশিষ্ট হইয়াছে হে য়িহুহ তোমার দক্ষিণ হস্ত
শত্রুরদিগকে চূর্ণ করিয়াছে। [৭] এবং যাহা
রা আপনকার বিপরীতে উঠিল তাহারদিগকে
তুমি আপন উত্তমতার মাহাত্ম্যেতে নষ্ট করি
য়াছ তুমি আপন ক্রোধ প্রেরণ করিয়াছ তাহা
তাহারদিগকে নাড়ার মত খাইয়া ফেলিয়াছে।
[৮] এবং তোমার নিঃশ্বাস ফেলাতে জল রাশী
কৃত হইল তাহা রাশির মত দণ্ডায়মান হইল ও
সমুদ্রের হৃদয়ে গভীর জল জমাট হইল। [৯]
শত্রু কহিল আমি পশ্চাৎ তাড়াইয়া যাইব আমি
তাড়াইয়া ধরিব আমি লুঠ ভাগ করিব তাহার
দের বিষয়ে আমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে
আমি আপন তলোআর নিষ্কোষ করিব ও
আমার হস্ত তাহারদিগকে বিনাশ করিবে।
[১০] তুমি বায়ুতে বহাইলা সমুদ্র তাহারদিগ
কে ঢাকিল তাহারা সীসের মত গভীর জলেতে
তলাইল। [১১] হে য়িহুহ দেবগণেরদের
মধ্যে তোমার তুল্য কে পবিত্রতাতে মহিমাবি
শিষ্ট স্তবেতে ভয়ানক এরং আশ্চর্য্য ক্রিয়াকারী
তোমার সমান কে। [১২] তুমি আপন দক্ষিণ
হস্ত বিস্তার করিয়নছ পৃথিবী তাহারদিগকে গ্রাস
করিল। [১৩] স্বকর্তৃক মুক্ত লোকেরদিগকে তুমি
দয়াপূর্ব্বক বাহির করিয়াছ ও তুমি আপন পরা
ক্রমেতে তাহারদিগকে আপন পবিত্র নিবাসে
তে আনিয়াছ। [১৪] লোকেরা শুনিয়া ভীত
হইবে পলশতবাসিরদিগকে শোক আক্রমণ ক
রিবে। [১৫] মোআবের অগ্রণীরা আশ্চর্য্য
জ্ঞান করিবে মোআবের বলবান মনুষ্যেরা কাঁ
পিবে কনআনবাসিরা সকল গলিয়া যাইবে।
[১৬] ভয় এবং আশঙ্কা তাহারদিগকে আক্র
মণ করিবে যাবৎ তোমার লোকেরা পার না
হয় হে য়িহুহ তোমার ক্রীত লোকেরা যাবৎ
পার না হয় তাবৎ তোমার মহাবাহুদ্বারা তাহা
রা প্রস্তরবৎ স্তব্ধীভূত হইবে। [১৭] তুমি তা
হারদিগকে প্রবেশ করাইবা ও আপন অধিকার
পর্ব্বতে রোপণ করিবা হে য়িহুহ যে স্থান তুমি
আপন নিবাসের কারণ নির্ম্মাণ করিয়াছ অর্থাৎ
হে য়িহুহ যে পবিত্র স্থান তোমার হস্ত স্থাপন
করিয়াছে তাহার মধ্যে। [১৮] য়িহুহ সর্ব্ব
ক্ষণে রাজ্য করিবেন। কেননা ফরওহের অশ্ব
তাহার রথের ও তাহার অশ্বারূঢ়ের সহিত সমু
দ্রপ্রবেশ করিল [১৯] এবং য়িহুহ তাহারদের
উপরে সমুদ্রের জল পুনর্ব্বার আনিলেন কিন্তু
য়িশ্রাএলের সন্তানেরা শুষ্ক পথে সমুদ্রের
মধ্য দিয়া গেল।

[২০] অপর আহরোণের ভগিনী মিরিয়াম
আচার্য্যাণী হস্তে মৃদঙ্গ লইল তাহাতে সকল স্ত্রী
রা মৃদঙ্গ লইয়া ও নৃত্যকরণপূর্ব্বক তাহার প
শ্চাৎ বাহির হইল। [২১] এবং মিরিয়াম তা
হারদিগের প্রতি প্রত্যুত্তর করিল যে য়িহুহের উ
দ্দেশে গান কর কেননা তিনি মাহাত্ম্যপূর্ব্বক
পরাজয় করিয়াছেন অশ্ব ও তদারূঢ়কে তিনি
সমুদ্রে ক্ষেপণ করিয়াছেন।

[২২] এতদ্রূপে মোশহ্ য়িশ্রাএলকে সূফা
র্ণবহইতে আনিলেন পরে তাহারা শূরারণ্যে
গেল ও তিন দিন অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জল পা
ইল না।

[২৩] পরে মারাহেতে পঁহুছিলে তাহারা
মারাহের জল পান করিতে পারিল না কেননা
সে জল তিক্ত ছিল অতএব তাহার নাম মারাহ্
রাখা গেল। [২৪] এবং লোকেরা মোশহের
বিপরীতে কচ্‌কচি করিয়া কহিল আমরা কি পান
করিব। [২৫] তাহাতে সে য়িহুহের উদ্দেশে
প্রার্থনা করিল এবং য়িহুহ তাহাকে এক বৃক্ষ
দেখাইলেন ও সে তাহা জলেতে ফেলাইলে
সেই জল মিষ্ট হইল সে স্থানে তিনি তাহার
দের কারণ বিধি ও ব্যবস্থা নিরূপণ করিলেন ও
সে স্থানে তিনি তাহারদের পরীক্ষা করিলেন
[২৬] ও কহিলেন তুমি আপন ঈশ্বর য়িহুহের

বাক্য যদি মনোযোগপূর্ব্বক শুন ও যাহা তাঁহার
দৃষ্টিতে উত্তম তাহা যদি কর ও তাঁহার আজ্ঞা
মান ও তাহার সকল বিধি পালন কর তবে যে
সকল ব্যাধি আমি মিস্রীয়েরদের উপরে আনি
য়াছি তাহা তোমার উপরে আনিব না কেননা
আমি য়িহুহ তোমার নীরোগকারী।
[২৭] অপর তাহারা এলিমে পঁহুছিল সে স্থা
নে বারো জলাশয় ও সত্তরি খর্জ্জূর বৃক্ষ ছিল
তাহারা সে স্থানে জলের নিকটে ছাউনি করিল।

১৬ পৰ্ব্ব।

[১] অনন্তর মিস্রদেশ ছাড়নের পরে দ্বিতীয়
মাসের পঞ্চদশ দিনেতে য়িশ্রাএলের সন্তানের
দের সকল মণ্ডলী এলিমহইতে প্রস্থান করিয়া
এলিম ও সীনাঈর মধ্যবর্ত্তি সীনঅরণ্যে পঁহু
ছিল। [২] এবং য়িশ্রাএলের সন্তানেরদের
সকল মণ্ডলী মোশহের প্রতিকূলে ও আহরো
ণের প্রতিকূলে অরণ্যে কচ্কচি করিল। [৩]
এবং য়িশ্রাএলের সন্তানেরা তাহারদিগকে ক
হিল আমরা যখন মাংসের হাঁড়ির নিকটে বসি
য়াছিলাম ও তৃপ্তিপর্য্যন্ত ভোজন করিয়াছিলাম
হায় তখন যদি আমরা মিস্রদেশে য়িহুহের হা
তে মরিতাম কেননা এ সকল মণ্ডলীকে ক্ষুধাতে
মারিতে তোমরা এ অরণ্যেতে আমারদিগকে বা
হির করিয়া আনিয়াছ।
[৪] তখন য়িহুহ মোশহ্‌কে কহিলেন দেখ
আমি তোমারদের কারণ স্বর্গহইতে ভক্ষ্য দ্রব্য বৃ
ষ্টি করিব এবং লোকেরা বাহিরে যাইয়া দিনে২
সেই২ দিনের খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিবে যে আমি
তাহারদের পরীক্ষা লই যে তাহারা আমার
ব্যবস্থায় চলিবে কি না। [৫] এবং এমত হই
বে যাহা ষষ্ঠ দিনে আনিবে তাহা তাহারা সে
দিনে পাক করিবে ও তাহা প্রতিদিনের সংগৃহী
তের দ্বিগুণ হইবে। [৬] পরে মোশহ্‌ ও আ
হরোণ য়িশ্রাএলের সকল সন্তানেরদিগকে ক
হিল সায়ংকালে তোমরা জানিবা যে য়িহুহ
তোমারদিগকে মিস্রদেশহইতে বাহির করিয়া
আনিয়াছেন। [৭] এবং প্রাতঃকালে তোমরা
য়িহুহের মহিমা দেখিবা কেননা য়িহুহের প্রতি
তোমারদের যে কচ্কচি তাহা তিনি শুনেন এবং
আমরা কে যে আমারদের প্রতি কচকচি করি
তেছ। [৮] পরে মোশহ্‌ কহিল যখন য়িহুহ সা
য়ংকালে ভোজনের জন্যে তোমারদিগকে মাংস
দিবেন ও প্রাতঃকালে তৃপ্তিপর্য্যন্ত খাদ্য দ্রব্য দি
বেন তখন এ হইবে কেননা য়িহুহের বিপরীতে
তোমরা যে কচ্কচি করিতেছ সে কচ্কচি তিনি শু
নেন আমরা বা কি আমারদের বিপরীতে তো
মারদের কচকচি নয় কিন্তু য়িহুহের বিপরীতে।

[৯] অপর মোশহ্‌ আহরোণকে বলিল য়িশ্
রাএলের সন্তানেরদের সকল মণ্ডলীকে কহ যে
তোমরা য়িহুহের সম্মুখে আইস কেননা তিনি
তোমারদের কচ্কচি শুনিয়াছেন। [১০] পরে
এমত হইল আহরোণ য়িশ্রাএলের সন্তানের
দের সকল মণ্ডলীকে কহিতেছিল ইত্যবসরে তা
হারা অরণ্যের দিগে দৃষ্টি করিল এবং দেখ য়ি
হুহের মহিমা মেঘেতে দেখা দিল।
[১১] অপর য়িহুহ মোশহ্‌কে কহিলেন [১২]
আমি য়িশ্রাএলের সন্তানেরদের কচ্কচি শুনি
য়াছি তাহারদিগকে কহ যে তোমরা সায়ংকালে
মাংস ভোজন করিবা ও প্রাতঃকালে খাদ্য দ্রব্যে
তে তৃপ্ত হইবা এবং তোমরা জানিবা যে আমিই
তোমারদের ঈশ্বর য়িহুহ। [১৩] পরে এমত
হইল সন্ধ্যাকালে ভাঁটই পক্ষিরা উড়িয়া আসি
য়া ছাউনিস্থল ব্যাপিল এবং প্রাতঃকালে নীহার
সৈন্যস্থলের চতুর্দ্দিগে পড়িল। [১৪] পরে প
তিত নীহার উর্দ্ধগত হইলে দেখ অরণ্যের উপরে
ভূমিতে ক্ষুদ্র গোল অথচ নীহারের মত ক্ষুদ্র দ্র
ব্য পড়িয়া রহিল। [১৫] পরে যখন য়িশ্রাএ
লের সন্তানেরা তাহা দেখিল তখন তাহারা পর
স্পর কহিল যে এ মান্না কেননা তাহারা জানিল
না যে তাহা কি তাহাতে মোশহ্‌ তাহারদিগকে
বলিল য়িহুহ যে খাদ্য দ্রব্য তোমারদিগকে ভো
জনের কারণ দিয়াছেন তাহা এই।
[১৬] য়িহুহ যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন তাহা এই
প্রতিমনুষ্য আপন ভোজনানুসারে তাহা সংগ্রহ
কর অর্থাৎ প্রতিজনের কারণ এক২ ওমের তো
মারদের প্রাণিরদের সঙ্খ্যানুসারে আপন২ তা
ম্বুতে স্থিত লোকেরদের জন্যে তাহা লও। [১৭]
তাহাতে য়িশ্রাএলের সন্তানেরা সেই মত করিল
এবং কেহ বহুতর ও কেহ অল্পতর সঞ্চয় করি
ল। [১৮] পরে যখন তাহারা ওমেরেতে তাহা
মাপিল তখন যে জন অধিক সংগ্রহ করিয়াছিল
তাহার কিছু অধিক হইল না ও যে জন অল্প
সংগ্রহ করিয়াছিল তাহার কিছুই নূন হইল না
প্রতিজন আপন২ ভোজনানুসারে সংগ্রহ করি
য়াছিল। [১৯] পরে মোশহ্‌ বলিল কোন কেহ
তাহার কিছুই প্রাতঃকালপর্য্যন্ত না রাখুক। [২০]
তদ্রূপ কহিলেও তাহারা মোশহের কথাতে অব
ধান করিল না কিন্তু কেহ২ প্রাতঃকালপর্য্যন্ত তা
হার কিছু রাখিল এবং তাহাতে কীট জন্মিল ও
তাহা দুর্গন্ধ হইল অতএব মোশহ্‌ তাহারদের উপ
রে ক্রুদ্ধ হইল। [২১] পরে প্রতিজন প্রতি প্রাতঃ
কালে আপন২ ভোজনানুসারে তাহা সংগ্রহ ক
রিল ও রৌদ্র প্রখর হইলে তাহা গলিয়া গেল।
[২২] পরে এমত হইল ষষ্ঠ দিনেতে তাহারা

দ্বিগুণ ভক্ষ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিল অর্থাৎ এক২ জনের কারণ দুই২ ওমের এবং মণ্ডলীর সকল অধ্যক্ষেরা আসিয়া মোশহ্‌কে জানাইল। [২৩] তাহাতে সে তাহারদিগকে বলিল য়িহুহ যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন তাহা এই কল্য য়িহুহের পবিত্র শাবতরূপ বিশ্রাম হইবে অতএব তোমারদের যাহা ভাজিতে হয় তাহা ভাজ এবং তোমারদের যাহা পাক করিতে হয় তাহা পাক কর এবং অবশিষ্ট যত তাহা আপনারদের কারণ প্রাতঃকালপর্য্যন্ত তুলিয়া রাখ। [২৪] তাহাতে মোশহ্ যেমন আজ্ঞা করিয়াছিল তেমন তাহারা প্রাতঃকালপর্য্যন্ত তাহা রাখিল এবং তাহা দুর্গন্ধ হইল না ও তাহাতে কীটও পড়িল না। [২৫] এবং মোশহ্ কহিল আজি তাহা খাও কেননা অদ্যাই য়িহুহের শাবত তোমরা অদ্য তাহা অরণ্যেতে পাইবা না। [২৬] ছয় দিন তাহা সংগ্রহ করিবা কিন্তু সপ্তম দিবসই শাবত সে দিনে যৎকিঞ্চিৎ হইবে না।

[২৭] অপর এমত হইল সপ্তম দিনেতে কেহ২ তাহা সংগ্রহ করিতে গেল কিন্তু কিছুই পাইল না। [২৮] তাহাতে য়িহুহ মোশহ্‌কে কহিলেন তোমরা কতকাল আমার আজ্ঞা ও আমার বিধি পালন করিতে অসম্মত হইবা। [২৯] কেননা দেখ য়িহুহ তোমারদিগকে শাবত দিয়াছেন সেই হেতুক ষষ্ঠ দিনে তোমারদিগকে দুই দিনের ভক্ষ্য ও দিয়াছেন প্রতিজন আপন২ স্থানে থাকহ কোন জন সপ্তম দিনে আপন স্থানহইতে বাহির না হউক। [৩০] অতএব লোকেরা সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিল। [৩১] এবং য়িশ্‌রাএলের বংশ তাহার নাম মান্না রাখিল তাহা ধনিয়াকৃতি ও শুক্লবর্ণ ও তাহার রস মধুমিশ্রিত পিষ্টকের মত।

[৩২] অপর মোশহ্ কহিল য়িহুহ যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন তাহা এই তোমরা আপনারদের পুরুষপরম্পরার নিমিত্তে রাখিবার কারণ তাহা দিয়া এক ওমের পূর্ণ কর যে তোমারদিগকে মিস্‌রদেশহইতে বাহির করিয়া আনয়নকালে আমি অরণ্যেতে তোমারদিগকে যে অন্ন খাওয়াইয়াছিলাম তাহারা তাহা দেখে। [৩৩] পরে মোশহ্ আহরোণকে কহিল একটা পাত্র লও ও তাহাতে এক ওমেরপরিমাণ মান্না পূর্ণ কর এবং য়িহুহের সম্মুখে তাহা রাখ যে তোমারদের পুরুষপরম্পরার নিমিত্তে তাহা রাখা যায়। [৩৪] যেমন য়িহুহ মোশহ্‌কে আজ্ঞা করিয়াছিলেন তেমন আহরোণ সাক্ষ্যের সম্মুখে রাখিবার জন্যে তাহা তুলিয়া রাখিল। [৩৫] পরে য়িশ্‌রাএলের সন্তানেরা যেপর্য্যন্ত বসতিকরা দেশে না পঁহুছিল সেপর্য্যন্ত চল্লিশ বৎসর মান্না খাইল তাহারদের কনআনদেশের সীমাপ্রাপ্তিপর্য্যন্ত তাহারা মান্না খাইল। [৩৬] এক ওমের এফাহের দশমাংশ।

১৭ পর্ব্ব।

[১] অনন্তর য়িশ্‌রাএলের সন্তানেরদের সকল মণ্ডলী য়িহুহের আজ্ঞানুযায়ি আপন২ যাত্রানুসারে সীন অরণ্যহইতে প্রস্থান করিল ও রিফীদীমেতে ছাউনি করিল কিন্তু সেখানে লোকেরদের পানার্থে জল ছিল না। [২] অতএব লোকেরা মোশহের সহিত বিবাদ করিয়া কহিল আমারদিগকে জল দেও যে আমরা পান করি তাহাতে মোশহ্ কহিল কেন আমার সহিত বিবাদ কর কেন য়িহুহের পরীক্ষা লও। [৩] পরে সেস্থানে লোকেরা জলাভাবে তৃষিত হইল এবং লোকেরা মোশহের প্রতিকূলে কচ্‌কচি করিয়া কহিল আমারদিগকে ও আমারদের সন্তানেরদিগকে ও আমারদের পশুরদিগকে পিপাসাতে মারিবার কারণ কেন মিস্‌রহইতে আমারদিগকে আনিয়াছ। [৪] তাহাতে মোশহ্ য়িহুহকে বলিল আমি এ লোকেরদের প্রতি কি করিব তাহারা আমাকে পাথরেতে মারিতে প্রায় উদ্যত হইয়াছে। [৫] অপর য়িহুহ মোশহ্‌কে কহিলেন তুমি লোকেরদের অগ্রে২ যাও এবং য়িশ্‌রাএলের সন্তানেরদের কতক প্রাচীন লোককে আপনার সঙ্গে লও এবং তোমার যে লাঠিতে নদী প্রহার করিলা তাহাও আপন হাতে লও ও যাও। [৬] দেখ আমি খোরেবস্থিত এক পর্ব্বতের উপরে তোমার সম্মুখে দাঁড়াইব এবং তুমি ঐ পর্ব্বতে প্রহার করিবা তাহাতে তাহাহইতে জল নির্গত হইবে যে লোকেরা পান করে অতএব মোশহ্ য়িশ্‌রাএলের প্রাচীনেরদের দৃষ্টিতে সেইরূপ করিল। [৭] এবং য়িশ্‌রাএলের সন্তানেরদের বিবাদহেতুক ও য়িহুহ আমারদের মধ্যে আছেন কি না এ কথা কহিয়া য়িহুহের পরীক্ষা লওনহেতুক সে সেই স্থানের নাম মাশাহ্ এবং মিরিবাহ্ রাখিল।

[৮] ঐ সময়ে অমালেক্ আসিয়া রিফীদীমে য়িশ্‌রাএলের সহিত যুদ্ধ করিল। [৯] তাহাতে মোশহ্ য়িহোশুআকে কহিল আমারদেরহইতে মনুষ্যেরদিগকে বাছিয়া লও ও যাও অমালেকের সহিত যুদ্ধ কর আমি কল্য আপন হাতে ঈশ্বরের লাঠি লইয়া পর্ব্বতের শিখরে দাঁড়াইব। [১০] তাহাতে যেরূপ মোশহ্ তাহাকে কহিয়াছিল য়িহোশুআ সেইরূপ অমালেকের সহিত যুদ্ধ করিল এবং মোশহ্ ও আহরোণ ও খূর পর্ব্বতের শিখরে উঠিল। [১১] পরে এমত হইল যখন মোশহ্ আপন হস্ত তুলিয়া ধরিল

তখন য়িশ্রাএল জয়ী হইল কিন্তু যখন সে আ
পন হাত নামাইল তখন অমালেক জয়ী হইল।
[১২] পরে মোশহের হাত ভারী হইতে লাগিল
তাহাতে তাহারা এক পাথর আনিয়া তাহার
নীচে রাখিল এবং সে তাহার উপরে বসিল
এবং আহরোণ ও খূর এক জন এক দিগে এবং
আর এক জন অন্য দিগে তাহার হস্ত তুলিয়া ধ
রিল তাহাতে তাহার হাত সূর্য্যাস্তপর্য্যন্ত স্থির
হইয়া রহিল। [১৩] এবং য়িহোশুআ অমা
লেককে ও তাহার লোকেরদিগকে তলোয়ারের
ধারেতে পরাস্ত করিল।

[১৪] অপর য়িহুহ মোশহ্‌কে কহিলেন স্মর
ণের কারণ পুস্তকে ইহা লিখ ও য়িহোশুআর
কর্ণেতে তাহা পাঠ কর কেননা আমি স্বর্গের
নীচহইতে অমালেকের স্মরণ অবশ্যই উচ্ছিন্ন
করিব। [১৫] পরে মোশহ্ এক বেদি নির্ম্মাণ
করিল ও তাহার নাম য়িহুহনিশি রাখিল [১৬]
ও কহিল য়িহুহ দিব্য করিয়াছেন যে অমালে
কের প্রতিকূলে পুরুষানুক্রমে য়িহুহের যুদ্ধ হই
বে।

১৮ পর্ব্ব।

[১] অনন্তর ঈশ্বর মোশহের প্রতি ও আ
পন লোক য়িশ্রাএলের প্রতি যাহা করিয়াছি
লেন ও য়িহুহ মিসরদেশহইতে য়িশ্রাএলকে বা
হির করিয়া আনিয়াছিলেন মিদিয়ানের যাজক
অথচ মোশহের শ্বশুর য়িতরু যখন সে সকল শু
নিল [২] তখন মোশহের শ্বশুর য়িতরু মোশহ্
কর্ত্তৃক শ্বশুরের ঘরে পুনঃপ্রেরিতা তাহার ভার্য্যা
সিপোরাহ্‌কে ও তাহার দুই পুত্রকে সাতে লই
ল [৩] তাহারদের একের নাম গেরশোম কেন
না সে বলিল আমি বিদেশে প্রবাসী হইয়াছি
লাম। [৪] এবং অন্যের নাম এলিএজের কেন
না আমার পিতার ঈশ্বর আমার উপকারী এ
বং ফরওহের তলোয়ারহইতে আমাকে উদ্ধার
করিয়াছেন। [৫] পরে মোশহের শ্বশুর য়িতরু
তাহার দুই পুত্র ও তাহার ভার্য্যাকে সঙ্গে করি
য়া অরণ্যে মোশহের নিকটে আইল অর্থাৎ ঈশ্ব
রের পর্ব্বতের যেস্থানে সে ছাউনি করিয়া রহিল।
[৬] পরে সে মোশহ্‌কে কহিল যে আমি তো
মার শ্বশুর য়িতরু ও তোমার ভার্য্যা ও তাহার
সহিত তাহার দুই পুত্র তোমার নিকটে আসি
য়াছি।

[৭] অপর মোশহ্ আপন শ্বশুরের সহিত
সাক্ষাৎ করিতে বাহিরে যাইয়া তাহাকে প্রণাম
করিয়া চুম্বন করিল পরে তাহারা পরস্পর মঙ্গল
জিজ্ঞাসা করিয়া তাম্বুতে আইল। [৮] পরে য়ি
হুহ য়িশ্রাএলের নিমিত্তে ফরওহের প্রতি ও মি
সরীয়েরদের প্রতি যাহা২ করিয়াছিলেন ও পথে
যে সকল পরিশ্রম তাহারদিগকে ঘটিয়াছিল ও
য়িহুহ তাহারদিগকে যে২ রূপ উদ্ধার করিয়াছি
লেন মোশহ্ আপন শ্বশুরকে সে সকল জানা
ইল। [৯] তাহাতে য়িহুহ মিসরীয়েরদের হাত
হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন যে য়িশ্রাএল তা
হারদের জন্যে যে সকল মঙ্গল করিয়াছিলেন তৎ
প্রযুক্ত য়িতরু আহ্লাদিত হইল। [১০] এবং য়ি
তরু কহিল মিসরীয়েরদের হাতহইতে ও ফরও
হের হাতহইতে তোমারদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন
ও মিসরীয়েরদের হাতের নীচহইতে লোকেরদি
গকে উদ্ধার করিয়াছেন যে য়িহুহ তিনি ধন্য।
[১১] এক্ষণ আমি জানি যে য়িহুহ সকল দেবের
দেরহইতে বড় কেননা যে বিষয়েতে তাহারা
গর্ব্বিত ছিল তাহাতে তিনি তাহারদের উপর হই
লেন। [১২] পরে মোশহের শ্বশুর য়িতরু হব্য
ও নৈবেদ্য ঈশ্বরের কারণ লইল এবং আহরোণ
ও য়িশ্রাএলের সকল প্রাচীনেরা ঈশ্বরের সম্মু
খে মোশহের শ্বশুরের সহিত ভোজন করিতে
আইল।

[১৩] অপর এমত হইল পর দিনে মোশহ্
লোকেরদের বিচার করিতে বসিল তাহাতে লো
কেরা প্রাতঃকালাবধি সন্ধ্যাকালপর্য্যন্ত মোশহের
নিকটে দাঁড়াইল। [১৪] পরে লোকেরদের কা
রণ সে যাহা২ করিল তাহা মোশহের শ্বশুর দেখি
য়া কহিল তুমি লোকেরদের কারণ যাহা২ করি
তেছ তাহা কি কার্য্য তুমি একলা কেন বৈস ও স
কল লোকেরা তোমার নিকটে প্রাতঃকালাবধি
সন্ধ্যাকালপর্য্যন্ত কেন দাঁড়ায়। [১৫] তাহাতে
মোশহ্ আপন শ্বশুরকে কহিল লোকেরা আ
মার নিকটে ঈশ্বরের বিচার জিজ্ঞাসা করিতে আ
ইসে। [১৬] যখন তাহারদের কোন বিবাদ হয়
তখন তাহারা আমার নিকটে আইসে ও আমি
বাদিপ্রতিবাদির বিষয়ে বিচার করি ও ঈশ্বরের ব্য
বস্থা ও শাস্ত্র তাহারদিগকে জানাই। [১৭] পরে
মোশহের শ্বশুর তাহাকে কহিল তুমি যাহা কর
তাহা ভাল নয় [১৮] তুমি ও তোমার সহবর্ত্তি
এ লোকেরা অবশ্যই ক্ষীণ হইবা কেননা এ কার্য্য
তোমার বলহইতে গুরুতর তুমি একা তাহা করি
তে পার না। [১৯] আমার কথায় অবধান
কর আমি তোমাকে পরামর্শ দিব তাহাতে ঈশ্বর
তোমার সহবর্ত্তী হইবেন ঈশ্বরের সম্মুখে তুমি
লোকেরদের পক্ষ হও যে তাহারদের কথা তুমি
ঈশ্বরের কাছে জানাও। [২০] এবং তুমি তাহা
রদিগকে বিধি ও শাস্ত্র শিক্ষাইবা এবং তাহার
দের গন্তব্য পথ ও কর্ত্তব্য ক্রিয়া তুমি তাহারদিগ
কে দেখাইবা। [২১] তদ্ভিন্ন তুমি উপযুক্ত মনু

যেরদিগকে অর্থাৎ ঈশ্বরবিষয়ে ভীত ও সত্য
বাদি ও লোভঘৃণাকারি মনুষ্যেরদিগকে সকল
লোকেরদের মধ্যহইতে বাছিয়া লইবা এবং তা
হারদের উপরে সহস্রপতিরদিগকে ও শতপতি
রদিগকে ও পঞ্চাশপতিরদিগকে ও দশপতিরদি
গকে নিযুক্ত করিবা [২২] এবং তাহারা সকল
কালেতে লোকেরদের বিচার করুক তাহাতে এ
মত হইবে তাহারা প্রত্যেক বড় বিষয় তোমার
নিকটে আনিবে এবং প্রত্যেক ক্ষুদ্র বিষয় তাহা
রাই বিচার করিবে তাহাতে তোমার কর্ম্ম লঘু
হইবে ও তাহারা তোমার সহিত ভার সহিবে।
[২৩] যদি তুমি ইহা কর ও যদি ঈশ্বর এমত তো
মাকে আজ্ঞা করেন তবে তুমি থাকিতে পারিবা
ও এ সকল লোকেরা শান্তিতে আপনারদের
স্থানে পঁহুছিবে। [২৪] তাহাতে মোশহ্ আ
পন শ্বশুরের বাক্যে অবধান করিয়া সে যাহা
কহিয়াছিল সে সকল করিল। [২৫] পরে মো
শহ্ সকল য়িশ্রাএলহইতে কর্ম্মক্ষম মনুষ্যেরদি
গকে মনোনীত করিয়া তাহারদিগকে লোকের
উপরে প্রধান অর্থাৎ সহস্রপতি ও শতপতি ও
পঞ্চাশপতি ও দশপতিরূপে নিযুক্ত করিল। [২৬]
তাহাতে তাহারা সকল কালে লোকেরদিগের
বিচার করিল দুর্জ্ঞেয় বিষয় তাহারা মোশহের
নিকটে আনিল কিন্তু ক্ষুদ্র২ কার্য্যের বিচার তা
হারা আপনারাই করিল।

[২৭] পরে মোশহ্ আপন শ্বশুরকে বিদায়
করিল তাহাতে সে আপন দেশে চলিয়া গেল।

১৯ পর্ব্ব।

[১] অপর য়িশ্রাএলের সন্তানেরদের মিস্র
দেশহইতে গমনের তৃতীয় মাসে সেই দিনেতেই
তাহারা সীনাই অরণ্যে উপস্থিত হইল। [২]
যেহেতুক তাহারা রিফীদীমহইতে প্রস্থান করিয়া
সীনাই অরণ্যে আসিয়া সেই অরণ্যে ছাউনি
করিয়াছিল ও সে স্থানে পর্ব্বতের সম্মুখে য়িশ্
রাএল ছাউনি করিল। [৩] পরে মোশহ্ পর্ব্ব
তারোহণ করিয়া ঈশ্বরের নিকটে গেল এবং য়ি
হুহ পর্ব্বতহইতে তাহাকে ইহা কহিয়া ডাকি
লেন যে তুমি এই কথা য়াক্তাকুববংশকে কহিবা
ও য়িশ্রাএলের সন্তানেরদিগকে জানাইবা [৪]
আমি মিস্রীয়েরদিগকে যাহা করিয়াছি ও আমি
কুরল পক্ষির পাখার উপরে তোমারদিগকে যে
রূপ বহিয়াছি ও আপনার নিকটে তোমারদিগ
কে আনিয়াছি ইহা তোমরা দেখিয়াছ। [৫]
এখন যদি তোমরা আমার কথা নিতান্তই শুনিবা
ও আমার নিয়ম পালন করিবা তবে সকল লো
কাপেক্ষা তোমরা আমার নিকটে বিশেষ লোক
হইবা কেননা সকল পৃথিবী আমার। [৬] এবং
আমার কারণ তোমরা যাজকময় রাজ্য ও পবিত্র
জাতি হইবা এইং কথা তুমি য়িশ্রাএলের সন্তা
নেরদিগকে কহিবা।

[৭] পরে মোশহ্ আইল ও লোকেরদের
প্রাচীনেরদিগকে ডাকাইল ও যে২ বাক্য য়িহুহ
তাহাকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন সে সকল তাহার
দের সম্মুখে জানাইল। [৮] তাহাতে সকল
লোকেরা প্রত্যুত্তর করিয়া এক সঙ্গে কহিল যে য়ি
হুহ যাহা কহিয়াছেন তাহা আমরা করিব পরে
মোশহ্ লোকেরদের কথা য়িহুহের কাছে পুন
র্ব্বার নিবেদন করিল। [৯] পরে য়িহুহ মোশহ্
কে কহিলেন দেখ আমি তোমার নিকটে নিবিড়
মেঘে আইসি যে আমি তোমার সহিত কথা
কহিলে লোকেরা শুনিতে পায় ও তোমাতে স
র্ব্বদা প্রত্যয় করে। পরে মোশহ্ লোকেরদের
কথা য়িহুহকে কহিল।

[১০] অপর য়িহুহ মোশহ্কে কহিলেন তুমি
লোকেরদের নিকটে যাও তাহারদিগকে আজি
ও পরদিনে পবিত্র কর ও তাহারা আপন কাপ
ড় ধৌত করুক। [১১] এবং তৃতীয় দিনের কারণ
প্রস্তুত হও কেননা তৃতীয় দিনে য়িহুহ সকল লো
কেরদের দৃষ্টিতে সীনাই পর্ব্বতের উপরে উত্তী
র্ণ হইবেন। [১২] এবং তুমি এ কথা কহিয়া
লোকেরদের চতুর্দ্দিগে বেড় নিরূপণ করিবা পর্ব্ব
তের উপর গমনবিষয়ে ও তাহার সীমাস্পর্শ বি
ষয়ে সাবধান হও যে কেহ পর্ব্বতস্পর্শ করে সে
অবশ্য মারা পড়িবে। [১৩] কাহার হস্ত তাহা
স্পর্শ করিবে না করিলে সে পাথরফেলাতে নিতা
ন্তই মারা যাইবে কিম্বা বাণেতে অবশ্য বিদ্ধ হই
বে পশু কিম্বা মনুষ্য হউক সে বাঁচিবে না তূরী দী
র্ঘকাল বাজিলে তাহারা পর্ব্বতে উঠিয়া আসিবে।

[১৪] অপর মোশহ্ পর্ব্বতহইতে লোকের
দের নিকটে নামিয়া আসিয়া লোকেরদিগকে
পবিত্র করিল এবং তাহারা আপন বস্ত্র ধৌত
করিল। [১৫] পরে সে লোকেরদিগকে কহিল
তোমরা তৃতীয় দিবসের কারণ প্রস্তুত হও আপ
ন২ ভার্য্যার নিকটে যাইও না। [১৬] অপর তৃ
তীয় দিনে প্রাতঃকাল হইলে মেঘগর্জন ও বিদ্যুৎ
ও পর্ব্বতের উপরে নিবিড় মেঘ ও তূরীর শব্দ
অতিশয় দৃঢ় হইল তাহাতে ছাউনিতে সকল লো
কেরা কাঁপিতে লাগিল। [১৭] পরে মোশহ্
লোকেরদিগকে ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করাই
বার কারণ ছাউনিহইতে বাহির করিল ও তাহা
রা পর্ব্বতের তলে দাঁড়াইল। [১৮] এবং সীনাই
পর্ব্বত সর্ব্বত্র ধূমময় হইল কেননা য়িহুহ তাহার
উপরে অগ্নিতে উত্তীর্ণ হইলেন ও তাহার ধম
উননের ধূমের মত ঊর্দ্ধগত হইল তাহাতে সকল

পর্ব্বত অতিশয় কাঁপিল। [১৯] পরে উত্তরোত্তর যখন তূরীর শব্দ বহুকালব্যাপী ও অতিশয় বর্দ্ধিষ্ণু হইতে লাগিল তখন মোশহ্ কথা কহিল ও ঈশ্বর শব্দেতে তাহাতে প্রত্যুত্তর করিলেন। [২০] পরে য়িহুহ সীনাই পর্ব্বতের উপরে অর্থাৎ পর্ব্বতের শৃঙ্গের উপরে উত্তীর্ণ হইলেন। এবং য়িহুহ পর্ব্বতের শিখরে মোশহকে ডাকিলেন তাহাতে মোশহ উপরে গেল। [২১] এবং য়িহুহ মোশহকে কহিলেন তুমি নামিয়া যাও লোকেরদিগকে আজ্ঞা কর পাছে তাহারা য়িহুহকে দেখিতে অতিক্রম করে ও তাহারদের অনেকে মরে। [২২] এবং যে যাজকেরা য়িহুহের কাছে আইসে তাহারা আপনারদিগকে পবিত্র করুক পাছে য়িহুহ তাহারদের উপরে ভাঙ্গিয়া পড়েন। [২৩] তাহাতে মোশহ্ য়িহুহকে কহিল লোকেরা সীনাই পর্ব্বতে আরোহণ করিতে পারে না কেননা আপনি আমারদিগকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে পর্ব্বতে বেড় দেও ও তাহা পবিত্র কর। [২৪] তাহাতে য়িহুহ তাহাকে কহিলেন যাও নামো পরে তুমি ও তোমার সহিত আহরোণ আরোহণ কর কিন্তু যাজকেরা ও লোকেরা য়িহুহের নিকটে আরোহণ করিতে অতিক্রম না করুক পাছে য়িহুহ তাহারদের উপরে ভাঙ্গিয়া পড়েন [২৫] অতএব মোশহ্ লোকেরদের নিকটে নামিয়া গেল ও তাহারদিগকে আজ্ঞা করিল।

২০ পর্ব্ব।

[১] অনন্তর ঈশ্বর এ সকল কথা কহিলেন [২] মিসরদেশহইতে অর্থাৎ দাসস্বরূপ ঘরহইতে তোমাকে বাহির করিয়াছেন যে তোমার ঈশ্বর য়িহুহ আমিই তিনি।

[৩] আমার সম্মুখে তোমার অন্য কোন দেবতা না হউক [৪] তুমি আপনার কারণ কোন খোদা প্রতিমা অর্থাৎ যে কোন বস্তু উপরিস্থ স্বর্গেতে কিম্বা নীচস্থ পৃথিবীতে কিম্বা পৃথিবীর নীচস্থ জলেতে থাকে তাহারদের কোন কাহারো মূর্ত্তি করিও না। [৫] তুমি তাহারদিগকে প্রণাম করিও না ও তাহারদিগকে সেবা করিও না কেননা আমি য়িহুহ তোমার ঈশ্বর জ্বলনশীল ঈশ্বরই তৃতীয় চতুর্থপুরুষপর্য্যন্ত সন্তানেরদের উপরে মদ্ঘৃণাকারি পিতারদের অধর্ম্মের প্রতিফল দাতা [৬] এবং যাহারা আমাতে প্রেম করে ও আমার আজ্ঞা পালন করে সে সহস্র২ লোকের প্রতি দয়াকারী। [৭] তোমার ঈশ্বর য়িহুহের নাম নিরর্থক লইও না কেননা যে তাঁহার নাম নিরর্থক লয় য়িহুহ তাহাকে নিরপরাধী করিয়া গণনা করিবেন না। [৮] শাবত দিন পবিত্র করিতে তাঁহার স্মরণ কর [৯] ছয় দিবস তুমি ব্যবসায় কর ও তোমার সমস্ত কার্য্য কর। [১০] কিন্তু সপ্তম দিবস তোমার ঈশ্বর য়িহুহের শাবত তাহাতে কোন কর্ম্ম করিও না অর্থাৎ তুমি কিম্বা তোমার পুত্র কিম্বা তোমার কন্যা কিম্বা তোমার দাস কিম্বা তোমার দাসী কিম্বা তোমার পশু কিম্বা তোমার দ্বারবর্ত্তি বিদেশী [১১] কেননা য়িহুহ স্বর্গ ও পৃথিবী ও সমুদ্র ও তাহাতে যে সকল থাকে তাহা ছয় দিনে নির্ম্মাণ করিলেন এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিলেন তাহাতে য়িহুহ শাবত দিনকে বর দিলেন ও তাহা পবিত্র করিলেন।

[১২] আপন পিতামাতাকে সম্ভ্রম কর যে তোমার ঈশ্বর য়িহুহ যে দেশ তোমাকে দেন সে দেশে তোমার বাসকাল দীর্ঘ হয়। [১৩] বধ করিও না। [১৪] পরদার করিও না। [১৫] চুরি করিও না। [১৬] আপন প্রতিবাসির বিপরীতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না। [১৭] আপন প্রতিবাসির ঘরে লোভ করিও না আপন প্রতিবাসির ভার্য্যাতে কিম্বা তাহার দাসেতে কিম্বা তাহার দাসীতে কিম্বা তাহার গরুতে কিম্বা তাহার গাধাতে কিম্বা তোমার নিকটবর্ত্তি জনের কোন বস্তুতে লোভ করিও না।

[১৮] অপর সকল লোকেরা সন্ধ্যাগর্জ্জন ও বিদ্যুৎ ও তূরীর শব্দ ও ধূমযুক্তপর্ব্বত দেখিল ও লোকেরা দেখিয়া অস্তর হইয়া অতিদূরে দাঁড়াইল। [১৯] পরে তাহারা মোশহকে কহিল তুমি আমারদিগের সহিত কথা কহ তাহাতে আমরা শুনিব কিন্তু ঈশ্বর আমারদিগকে না কহুন পাছে আমরা মরি। [২০] তাহাতে মোশহ্ লোকেরদিগকে কহিল যে ভয় করিও না কেননা তোমরা পাপ না কর এ জন্যে ঈশ্বরবিষয়ক ভয় তোমারদের সম্মুখে থাকিবার কারণ তোমারদের পরীক্ষা লইতে ঈশ্বর আসিয়াছেন। [২১] পরে লোকেরা দূরে দাঁড়াইয়া রহিল কিন্তু যে স্থানে ঈশ্বর ছিলেন মোশহ্ সে ঘোর অন্ধকারের নিকট হইতে লাগিল।

[২২] অপর য়িহুহ মোশহকে কহিলেন তুমি য়িশ্রাএলের সন্তানেরদিগকে এ কথা কহ তোমরা দেখিয়াছ যে স্বর্গহইতে আমি তোমারদিগের সহিত কথা কহিয়াছি। [২৩] তোমরা আমার সহিত রূপ্যময়ী প্রতিমা করিও না ও আপনারদের কারণ স্বর্ণময়ী প্রতিমাও করিও না।

[২৪] আমার কারণ তুমি মৃত্তিকার এক বেদি কর ও তাহার উপরে তোমার হব্য ও স্বস্ত্যয়নী ও তোমার মেষাদি ও তোমার গবাদি বলি দেও যে২ সকল স্থানে আমি আপন নাম স্মরণ করাইব সে২ স্থানে আমি তোমার নিকটে আসিব ও তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব। [২৫] এবং

যদি তুমি আমার কারণ পাথরের বেদি কর তবে তক্ষিত পাথরেতে তাহা করিও না কেননা তাহার উপরে তুমি যদি আপন অস্ত্র চালাও তবে তাহা অপবিত্র করিবা। [২৬] আমার বেদির উপরে সোপানদ্বারা তুমি উঠিও না যে তাহার উপরে তোমার নগ্নতা দেখা না যায়।

২১ পর্ব্ব।

[১] অপর যে২ ব্যবস্থা তুমি তাহারদের সম্মুখে রাখিবা তাহা এই২। [২] তুমি এবরীয় দাস ক্রয় করিলে সে ছয় বৎসর তোমার সেবা করিবে কিন্তু সপ্তম বৎসরে সে বিনামুল্যে মুক্ত হইয়া বাহির হইবে। [৩] সে যদি একাকী আইসে তবে একাকী বাহির হইবে যদি তাহার বিবাহ হইয়া থাকে তবে তাহার স্ত্রী ও তাহার সহিত বাহির হইয়া যাইবে। [৪] যদি তাহার মুনিব তাহার বিবাহ দিয়া থাকে এবং সে স্ত্রী যদি পুত্রেরদিগকে কিম্বা কন্যারদিগকে প্রসব করিয়া থাকে তরে তাহার ভার্য্যা ও তাহার সন্তান তাহার কর্ত্তার হইবে এবং সে একাকী বাহির হইয়া যাইবে। [৫] কিন্তু যদি সে দাস স্পষ্ট রূপে বলে যে আমি আপন কর্ত্তাকে ও আপন ভার্য্যাকে ও আপন সন্তানেরদিগকে ভাল বাসি আমি মুক্ত হইয়া বাহির হইব না। [৬] তবে তাহার কর্ত্তা তাহাকে বিচারাধ্যক্ষের নিকটে আনিবে এবং সে তাহাকে দ্বারের নিকটে কিম্বা পার্শ্বস্থ কাষ্ঠের নিকটে আনিবে পরে তাহার কর্ত্তা তাতাহার কর্ণে গুঁজী দিয়া ছিদ্র করিবে তাহাতে সে সর্ব্বদা তাহার সেবা করিবে।

[৭] অপর যদি কোন মনুষ্য আপন কন্যাকে দাসীহওনার্থে বিক্রয় করে তবে দাসেরা যেমত মুক্ত হয় সেমত সে মুক্তা হইবে না। [৮] তাহার যে কর্ত্তা তাহাকে বিবাহকরণার্থে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে তাহার দৃষ্টিতে যদি সে অতুষ্টিকারিণী হয় তবে সে তাহাকে মুক্তা হইতে দিবে অন্যদেশীয়েরদের কাছে তাহাকে বিক্রয় করিতে তাহার শক্তি হইবে না কেননা সে তাহার প্রতি প্রবঞ্চনা করিয়াছে। [৯] যদি বা সে আপন পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকে তবে সে তাহার প্রতি কন্যার মত ব্যবহার করুক। [১০] যদি সে অন্য স্ত্রীকে গ্রহণ করে তবে তাহার অন্ন ও বস্ত্র ও বিবাহব্যবহার ন্যূন না করুক। [১১] এবং যদি সে এ তিন কর্ম্ম তাহার প্রতি না করে তবে সে বিনামুল্যে মুক্ত হইয়া বাহির হইবে।

[১২] অপর কেহ যদি মনুষ্যপ্রহার করে তাহাতে সে মরে তবে সে নিতান্ত বধ করা যাইবে। [১৩] যদি তাহাকে মারিতে সে গুপ্ত হইয়া না থাকে কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে তাহার হস্তগত করেন তবে যে স্থানে পলাইতে পার এমত এক স্থান তোমার কারণ আমি নিরূপণ করিব [১৪] কিন্তু যদি কেহ কাপট্যেতে আপন নিকটবাসিকে মারণের নিমিত্তে সাহস করিয়া আইসে তবে তাহার বধের অর্থে তুমি তাহাকে আমার বেদির নিকটহইতে লইয়া যাইবা। [১৫] এবং যে জন আপন পিতা কিম্বা আপন মাতাকে প্রহার করে সে জন নিতান্ত বধ করা যাইবে।

[১৬] এবং যে জন মনুষ্যকে চুরি করিয়া বিক্রয় করে কিম্বা তাহার হাতে যদি সে পাওয়া যায় তবে সে জন অবশ্যই বধ করা যাইবে।

[১৭] এবং যে জন আপন পিতাকে কিম্বা আপন মাতাকে শাপ দেয় সে জন নিতান্ত বধ করা যাইবে।

[১৮] যদি মনুষ্যেরা বিবাদ করে তাহাতে এক জন অন্য জনকে পাথরেতে কিম্বা কীলেতে প্রহার করে এবং সে না মরে কিন্তু শয্যাগত হয় [১৯] সে যদি পুনর্ব্বার উঠে ও আপন লাঠি ধরিয়া বেড়ায় তবে সে প্রহারক মুক্ত হইবে কেবল সে তাহার কর্ম্মক্ষতির নিশা করিবে এবং তাহার চিকিৎসা করাইবে।

[২০] অপর যদি কেহ আপন দাসকে কিম্বা আপন দাসীকে লাঠি দিয়া প্রহার করে তাহাতে সে তাহার হাতে মরে তবে সে অবশ্যই দণ্ডনীয়। [২১] কিন্তু যদি সে এক দুই দিন থাকে তবে সে দণ্ড্য হইবে না কেননা সেই তাহার রূপ্যস্বরূপ।

[২২] যদি মনুষ্যেরা কলহ করে এবং গর্ভবতী স্ত্রীকে প্রহার করে তাহাতে গর্ভপাত হয় কিন্তু পরে কোন আপত্তি না হয় তবে সে স্ত্রীর স্বামির অভিপ্রায়ানুসারে বিচারাধ্যক্ষেরা বিচার করিলে তদনুসারে সে দণ্ড দিবে। [২৩] কিন্তু পরে যদি কোন আপত্তি হয় তবে তুমি প্রাণার্থে প্রাণ [২৪] ও চক্ষুরর্থে চক্ষু ও দন্তার্থে দন্ত [২৫] ও হস্তার্থে হস্ত ও পদার্থে পাদ [২৬] ও দাহার্থে দাহ ও ক্ষতার্থে ক্ষত ও প্রহারার্থে প্রহার দিবা।

[২৭] অপর যদি কেহ আপন দাস কিম্বা আপন দাসীর চক্ষুতে আঘাত করে তাহাতে তাহা নষ্ট হয় তবে তাহার চক্ষু নাশহেতুক সে তাহাকে মুক্ত করিবে। [২৮] এবং যদি সে আপন দাস কিম্বা আপন দাসীর দন্ত আঘাতদ্বারা বাহির করে তবে তাহার দন্তহেতুক সে তাহাকে মুক্ত করিবে।

[২৯] যদি গরু পুরুষকে কিম্বা স্ত্রীকে শৃঙ্গ দিয়া গুতায় তাহাতে সে মরে তবে সে গরু পাথরেতে অবশ্য বধ করা যাইবে এবং তাহার

মাংস খাওয়া যাইবে না কিন্তু গরুর স্বামী অদণ্ড্য হইবে। [২৯] কিন্তু ঐ গরু শৃঙ্গ দিয়া যদি পূর্ব্বে চুষাইয়া থাকে ইহা তাহার স্বামিকে জানান যাইয়া থাকে এবং সে তাহাকে না বাঁধিয়া থাকে তাহাতে সে যদি পুরুষ কিম্বা স্ত্রীকে মারিয়া থাকে তবে সে গরু পাথরেতে বধ করা যাইবে ও তাহার স্বামীও মারা যাইবে। [৩০] যদি তাহার কারণ প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণ করা যায় তবে সে আপন জীবনমুক্তির কারণ নিরূপিত দণ্ডানুসারে তাহাকে দিবে। [৩১] সে যদি পুত্রকে কিম্বা কন্যাকে গুতিয়া থাকে তবে তদ্বিচারানুসারে তাহার দণ্ড হইবে। [৩২] যদি সে গরু দাসকে কিম্বা দাসীকে শৃঙ্গ দিয়া গুতিয়া থাকে তবে সে তাহারদের প্রভুকে ত্রিশ শেকেল রূপা দিবে ও গরু পাথরেতে বধ করা যাইবে।

[৩৩] অপর যদি কেহ গর্ত্ত খোলে কিম্বা যদি কেহ গর্ত্ত খনন করে ও তাহা না ঢাকে তাহাতে গরু কিম্বা গাধা পড়ে [৩৪] তবে গর্ত্তের স্বামী তাহার নিশা করিয়া তাহারদের স্বামিকে রূপা দিবে এবং মরা তাহার হইবে।

[৩৫] অপর যদি এক গরু অন্য কাহারো গরুকে শৃঙ্গদ্বারা হিংসা করে তাহাতে সে মরে তবে তাহারা জীবৎ গরুকে বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্য ভাগ করিবে ও মরা গরুকেও ভাগ করিবে। [৩৬] কিন্তু যদি জানা যায় যে ঐ গরু পূর্ব্বে চুষাইয়া থাকে তাহাতে তাহার স্বামী যদি তাহাকে না বাঁধিয়া রাখিয়া থাকে তবে সে ঐ গরুর দাওয়ায় অন্য গরু দিবে এবং মরা তাহার হইবে।

২২ পর্ব্ব।

[১] যদি কেহ গরু কিম্বা মেষ চুরি করিয়া তাহা মারে কিম্বা বিক্রয় করে তবে এক গরুর দাওয়ায় সে পাঁচ গরু ও এক মেষের দাওয়ায় চারি মেষ দিবে।

[২] যদি চোর সিন্ধদেওয়াতে ধরা যায় ও তাহাতে মারা পড়ে তবে তাহার কারণ রক্তপাত হইবে না। [৩] যদি তাহার উপরে সূর্য্যোদয় হইয়া থাকে তবে তাহার কারণ রক্তপাত হইবে কেননা তাহার সম্পূর্ণ নিশা করিতে হইত যদি তাহার কিছু না থাকে তবে চৌর্য্যহেতুক সে বিক্রীত হইবে। [৪] গরু কিম্বা গর্দ্দভ কিম্বা মেষাদি চোরিত বস্তু যদি তাহার হস্তে জীবৎ পাওয়া যায় তবে সে তাহার দ্বিগুণ ফিরিয়া দিবে।

[৫] যদি কেহ অন্যের ক্ষেত্র কিম্বা দ্রাক্ষাক্ষেত্র খাওয়ায় এবং তাহাতে আপন পশু ছাড়িয়া দেয় তাহাতে সে পরের ক্ষেত্রে চরে তবে সে আপন ক্ষেত্রের উত্তমতর দ্রব্য কিম্বা আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রের উত্তমতর বস্তু তৎপরিবর্ত্তে দিবে।

[৬] যদি অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া কাঁটাবনে লাগে তাহাতে কাহারো পালাদেওয়া কিম্বা বর্দ্ধমান শস্য কিম্বা ক্ষেত্র পোড়া যায় তবে অগ্নিজ্বালক নিতান্তই তাহার নিশা করিবে।

[৭] যদি কেহ রূপা কিম্বা পাত্র আপন প্রতিবাসির স্থানে অর্পণ করিয়া রাখে তাহাতে তাহা সে মনুষ্যের ঘরহইতে চোরে যায় যদি চোর ধরা পড়ে তবে সে তাহার দ্বিগুণ দিবে। [৮] যদি চোর ধরা না পড়ে তবে গৃহস্বামী আপন প্রতিবাসির দ্রব্যের উপরে হাত দিয়াছে কি না ইহা জানিবার কারণ সে বিচারাধ্যক্ষেরদের নিকটে আনীত হইবে। [৯] নীতিলঙ্ঘনের সকল বিষয়ে বিশেষতঃ গরু কিম্বা গাধা কিম্বা মেষ কিম্বা বস্ত্রাদি কিম্বা যে কোন চোরিত বস্তুর বিষয়ে কেহ কহে যে তাহা আমার সে উভয়ের কথা বিচারাধ্যক্ষেরদের নিকটে আসিবে তাহাতে বিচারাধ্যক্ষেরা যাহাকে দোষী নিশ্চয় করে সে আপন প্রতিবাসিকে তাহার দ্বিগুণ দিবে।

[১০] যদি কেহ আপন প্রতিবাসির স্থানে গাধা কিম্বা মেষ কিম্বা কোন পশু রক্ষণার্থে অর্পণ করে ও যদি তাহা মরে কিম্বা হিংসা পায় কিম্বা যদি কাহারো না দেখাতে অপহৃত হয়। [১১] তবে সে উভয়পক্ষবিষয়ে যিহুহের দিব্য করা যাইবে যে আপন প্রতিবাসির দ্রব্যের উপরে সে আপন হাত দেয় নাই তাহাতে তাহার স্বামী তাহা গ্রহণ করিবে এবং সে তাহার নিশা করিবে না। [১২] কিন্তু যদি তাহার নিকটহইতে তাহা চোরে যায় তবে সে তাহার স্বামিকে তাহার নিশা দিবে। [১৩] যদি তাহা ছিন্ন হইয়া থাকে তবে সাক্ষির কারণ সে তাহা আনুক ছিন্ন দ্রব্যের নিশা সে করিবে না।

[১৪] যদি কেহ আপন প্রতিবাসির স্থানে কর্জ্জ লয় ও তাহার স্বামী তাহার সহিত না থাকিলে তাহা নষ্ট হয় কিম্বা মরে তবে সে নিতান্ত তাহার নিশা করিবে। [১৫] কিন্তু যদি তাহার স্বামী তাহার সহিত থাকে তবে সে তাহার নিশা করিবে না সে যদি ভাড়াটিয়া বস্তু হয় তাহা তাহার ভাড়ার জন্যে আসিয়াছিল।

[১৬] অপর যদি কেহ অবাগদত্তা কন্যার সহিত আলাপ করে ও তাহার সহিত সংসর্গ করে তবে তাহাকে আপন ভার্য্যাকরণার্থে সে অবশ্য অঙ্গীকার করিবে। [১৭] যদি তাহার পিতা তাহার সহিত তাহার বিবাহ দিতে সম্মত না হয় তবে কন্যাপণের ব্যবস্থানুসারে সে রূপা দিবে।

[১৮] ডাইনকে বাঁচাইয়া রাখিও না।

[১৯] পশুর সহিত শৃঙ্গারকারি অবশ্য বধ করা যাইবে।

[২০] য়িহুহ ভিন্ন কোন দেবতার প্রতি যে জন বলিদান করে তাহার নিঃশেষরূপে সংহার হইবে।

[২১] তুমি বিদেশিকে দুঃখ দিও না ও উপদ্রুব করিও না কেননা তোমরা মিস্‌রদেশে বিদেশী ছিলা।

[২২] তুমি কোন বিধবা কিম্বা কোন পিতৃহীন বালককে ক্লেশ দিও না। [২৩] যদি তাহারদিগকে ক্লেশ দেও ও তাহারা আমার প্রতি ক্রন্দন করে তবে আমি তাহারদের ক্রন্দন নিতান্ত শুনিব। [২৪] তাহাতে আমার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইবে ও আমি তোমারদিগকে তলোয়ারেতে মারিব এবং তোমারদের ভার্য্যারা বিধবা ও তোমারদের সন্তানেরা পিতৃহীন হইবে।

[২৫] যদি তুমি আপন নিকটস্থ আমার কোন দরিদ্র লোককে কর্জ দেও তবে তাহার প্রতি সুদগ্রাহকরূপ হইও না ও তাহার স্থানে সুদ ধরিয়া লইও না। [২৬] যদি তুমি আপন নিকটবাসির কাপড় বন্ধক লও তবে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তাহা তাহাকে ফিরিয়া দেও [২৭] কেননা তাহা তাহার আচ্ছাদক তাহা তাহার চর্ম্মাবরক সে কাহাতে শয়ন করিবে এবং এমত হইবে সে আমার কাছে প্রার্থনা করিলে আমি শুনিব কেননা আমি দয়ালু।

[২৮] বিচারাধ্যক্ষেরদিগকে নিন্দা করিও না ও তোমার লোকাধ্যক্ষেরদিগকে শাপ দিও না।

[২৯] তোমার পাকা ফলের ও তোমার দ্রাক্ষারসের প্রথম ফল নৈবেদ্য করিতে বিলম্ব করিও না তোমার পুত্রেরদের প্রথম জাত আমাকে দেও। [৩০] আপন গরুরদিগকে ও আপন মেষেরদিগকে লইয়া তদ্রূপ কর সাত দিন তাহা আপন মাতার সহিত থাকিবে অষ্টম দিনে তুমি আমাকে তাহা দেও।

[৩১] এবং তোমরা আমার প্রতি পবিত্র লোক হইবা বনে পশুকর্ত্তৃক ছিন্ন মাংস তোমরা খাইও না তাহা কুকুরেরদের কাছে ফেলিয়া দেও।

২৩ পর্ব্ব।

[১] তুমি মিথ্যা অপবাদবাক্য রটাইবা না অযথার্থ সাক্ষিহওনের নিমিত্তে দুষ্টের সহিত আপন হস্ত দিও না।

[২] দুষ্ট কর্ম্মের নিমিত্তে জনতার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইও না অন্যায় করিবার নিমিত্তে মোকদ্দমাতে অনেকের পক্ষ হইয়া প্রতিবাদী হইও না।

[৩] দরিদ্রের মোকদ্দমাতেও তুমি তাহার পক্ষপাতী হইও না।

[৪] তুমি যদি আপন শত্রুর গরু কিম্বা গাধা অন্যত্র যাইতে দেখ তবে তুমি তাহার নিকটে অবশ্য তাহা পুনর্ব্বার আনিবা। [৫] তোমার ঘৃণাকারির গাধাকে তাহার বোঝার নীচে পতিত দেখিয়া তুমি তাহার উপকার করিতে ইচ্ছা না করিলেও তাহার সহিত অবশ্যই উপকার করিবা। [৬] মোকদ্দমাতে তোমার দরিদ্রের বিচার অন্যথা করিও না। [৭] মিথ্যাবিষয়হইতে আপনাকে দূরে রাখ নির্দ্দোষিকে ও ধার্ম্মিককে নষ্ট করিও না কেননা আমি দুষ্টকে ধার্ম্মিক করিব না।

[৮] অপর তুমি কোন দান লইও না কেননা দান জ্ঞানবানেরদিগকে অন্ধ করে ও ধার্ম্মিকেরদের বাক্য অন্যথা করে।

[৯] অপরঞ্চ তুমি বিদেশিকে উপদ্রুব করিও না কেননা বিদেশির অন্তঃকরণ তোমরা জ্ঞাত আছ যেহেতুক তোমরা মিস্‌রদেশে বিদেশী ছিলা। [১০] অপর ছয় বৎসর তুমি আপন ভূমিতে বীজ বুন ও তাহার শস্যসংগ্রহ কর। [১১] কিন্তু সপ্তম বৎসরেতে তাহাকে বিশ্রাম করিতে ও ক্ষান্ত হইতে দেও যে তোমার লোকেরদের দরিদ্রেরা খাইতে পায় ও তাহারদের ভোজনাবশিষ্ট বনস্থ পশুরা খায় তোমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ও তোমার জিতবৃক্ষক্ষেত্রের প্রতি তদ্রূপ কর।

[১২] ছয় দিন তুমি আপন কর্ম্মকর কিন্তু সপ্তম দিনেতে বিশ্রাম কর যে তোমার গরু ও তোমার গাধা বিশ্রাম করে ও তোমার দাসীপুত্র ও বিদেশী শ্রান্ত হয়। [১৩] অপর লোকেরদিগকে আমি যাহা২ কহিয়াছি সে সকলেতে সাবধান হও এবং অন্য দেবেরদের নাম লইও না তোমারদের মুখেতেও তাহা শুনা না যাউক।

[১৪] বৎসরের মধ্যে তিনবার আমার উদ্দেশে উৎসব কর। [১৫] তুমি বেখমির রুটির উৎসবপালন কর যেমন আমি তোমাকে আজ্ঞা করিয়াছি তেমন আবিব মাসে নিরূপিত কালানুসারে সাত দিন বেখমির রুটি খাও কেননা সেই দিনে তুমি মিস্‌রহইতে বাহির হইয়াছিলা এবং কেহ শূন্যহস্ত আমার সাক্ষাৎ না আইসুক [১৬] এবং ক্ষেত্রে যাহা বুনিয়াছ তাহার প্রথম সংগৃহীত তোমার শ্রমজাত ফলের উৎসব কর এবং বৎসরের শেষে তুমি ক্ষেত্রহইতে ফল একত্র করিয়া ফলসঞ্চয়োৎসব কর। [১৭] বৎসরের মধ্যে তিনবার তোমার সকল পুরুষেরা য়িহুহ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আইসুক।

[১৮] খমিরযুক্ত রুটির সহিত তুমি আমার বলির রক্ত নিবেদন করিও না এবং আমার বলির চরবি রাত্র্যবধি প্রাতঃকালপর্য্যন্ত থাকিবে না। [১৯] তোমার দেশের প্রথম ফলের উত্তম

তোমার ঈশ্বর য়িহুহের ঘরে আন তাহার মাতার দুগ্ধেতে ছাগলবাচ্চা পাক করিও না।

[২০] দেখ আমি পথে তোমাকে রক্ষা করিতে ও যে স্থান প্রস্তুত করিয়াছি তাহার মধ্যে তোমাকে প্রবেশ করাইতে তোমার অগ্রে এক দূত পাঠাই [২১] তুমি তাহাতে সাবধান হও ও তাহার বাক্য শুন তাহাকে ক্রুদ্ধ করিও না কেননা সে তোমারদের দোষ ক্ষমা করিবে না কেননা আমার নাম তাহার মধ্যে আছে।[২২] কিন্তু যদি তুমি নিতান্ত তাহার কথা শুন ও আমি যাহা২ কহি সে সকল কর তবে আমি তোমার শত্রুরদের শত্রু ও তোমার বৈরিরদের বৈরী হইব। [২৩] কেননা আমার দূত তোমার অগ্রে২ যাইবে এবং অমোরীয়েরদের ও খিতীয়েরদের ও পিরিজীয়েরদের ও কন্আনীয়েরদের ও খিবীয়েরদের ও য়িবূসীয়েরদের দেশে তোমাকে আনয়ন করিবে এবং আমি তাহারদিগকে উচ্ছিন্ন করিব। [২৪] তুমি তাহারদের দেবেরদিগকে প্রণাম করিও না ও তাহারদের সেবা করিও না ও তাহারদের ক্রিয়ার মত ক্রিয়াও করিও না কিন্তু তুমি নিঃশেষরূপে তাহারদিগের উৎপাটন কর ও তাহারদের প্রতিমা নিঃশেষরূপে ভাঙ্গিয়া ফেল। [২৫] এবং তোমরা আপনারদের ঈশ্বর য়িহুহের সেবা কর তাহাতে তিনি তোমার ভক্ষ্যের ও জলের উপর আশীর্ব্বাদ দিবেন এবং আমি তোমার মধ্যহইতে রোগ দূর করিব।

[২৬] তোমার দেশে কেহ গর্ভপাতিনী কিম্বা বন্ধ্যা হইবে না তোমার দিনের সংখ্যা আমি পূর্ণা করিব। [২৭] আমাবিষয়ক ভয় তোমার অগ্রে২ আমি প্রেরণ করিব এবং যাহারদের নিকটে তুমি উপস্থিত হইবা সে সকল লোককে আমি নাশ করিব ও তোমার সকল শত্রুরদের পৃষ্ঠ আমি তোমার প্রতি ফিরাইব। [২৮] এবং আমি তোমার অগ্রে২ ভেমরুল প্রেরণ করিব ও তাহারা খিবীয়েরদিগকে ও কনআনীয়েরদিগকে ও খিতীয়েরদিগকে তোমার সম্মুখহইতে দূর করিবে। [২৯] তোমার সম্মুখহইতে আমি তাহারদিগকে এক বৎসরে বাহির করিব না পাছে দেশ অরণ্য হয় ও বন্য পশু তোমার বিপক্ষে বহুল হয়। [৩০] যাবৎ তুমি বহুল না হও ও সে দেশ অধিকার না কর তাবৎ আমি তাহারদিগকে তোমার সম্মুখহইতে ক্রমে২ দূর করিব। [৩১] এবং সুফার্ণবহইতে পলশ্তীয় সমুদ্রপর্য্যন্ত ও অরণ্যহইতে নদীপর্য্যন্ত তোমার সীমা নিরূপণ করিব কেননা আমি তোমার হাতে সে দেশবাসিরদিগকে অর্পণ করিব এবং তুমি তাহারদিগকে খেদাইয়া দিবা [৩২] তুমি তাহারদের সহিত কিম্বা তাহারদের দেবেরদের সহিত কোন নিয়ম করিও না তাহারা তোমার দেশে বাস করিবে না পাছে তাহারা তোমাকে আমার বিরুদ্ধে পাপ করায় কেননা যদি তুমি তাহারদের দেবেরদিগকে সেবা কর তবে তাহা অবশ্য তোমার ফাঁদ হইবে।

২৪ পর্ব্ব।

[১] অনন্তর তিনি মোশহকে কহিলেন তুমি য়িহুহের নিকটে উঠিয়া আইস অর্থাৎ তুমি ও আহরোণ ও নাদাব ও আবিহু ও য়িশ্রাএলের প্রাচীনেরদের সত্তরি জন এবং তোমরা দূরে থাকিয়া ভজনা কর। [২] এবং কেবল মোশহ্ য়িহুহের নিকটে আইসুক কিন্তু তাহারা নিকটে না আইসুক এবং লোকসমূহও তাহার সহিত উঠিয়া না যাউক।

[৩] অপর মোশহ্ আসিয়া য়িহুহের সকল বাক্য ও সকল বিচার লোকেরদিগকে কহিল তাহাতে সকল লোকেরা এক বাক্যেতে প্রত্যুত্তর করিয়া কহিল য়িহুহ যে সকল কথা কহিয়াছেন তাহা আমরা করিব। [৪] পরে মোশহ্ য়িহুহের সকল বাক্য লিখিল এবং প্রাতঃকালে উঠিয়া পর্ব্বতের তলে এক যজ্ঞবেদি ও য়িশ্রাএলের দ্বাদশ বংশানুসারে দ্বাদশ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিল। [৫] পরে সে য়িশ্রাএলের সন্তানেরদের কএক যুবারদিগকে পাঠাইল তাহারা য়িহুহের নিকটে হোম করিল ও গরুর স্বস্ত্যয়নীয় বলিদান করিল। [৬] অপর মোশহ্ রক্ত আনিয়া তাহার অর্দ্ধেক পাত্রে রাখিল ও অর্দ্ধেক বেদির উপরে ছিটাইল। [৭] এবং নিয়মপুস্তক লইয়া লোকেরদের শ্রবণে পাঠ করিল তাহাতে তাহারা কহিল য়িহুহ যে সকল কহিয়াছেন তাহা আমরা করিয়া আজ্ঞাবহ হইব। [৮] পরে মোশহ্ সে রক্ত লইল ও লোকেরদের উপরে ছিটাইয়া কহিল দেখ য়িহুহ তোমারদের সহিত যে সকল বাক্য বিষয়ে নিয়ম করিয়াছেন তাহার রক্ত এই।

[৯] তখন মোশহ্ ও আহরোণ ও নাদাব ও আবিহু ও য়িশ্রাএলের প্রাচীনেরদের সত্তরি জন উঠিয়া গেল। [১০] এবং তাহারা য়িশ্রাএলের ঈশ্বরকে দেখিল ও তাঁহার পায়ের নীচে নীলমণিতে নির্ম্মিত স্থানের মত ও নির্ম্মলতাতে স্বর্গের আকারের ন্যায়। [১১] এবং য়িশ্রাএলের সন্তানেরদের অধ্যক্ষেরদের উপরে তিনি আপন হাত রাখিলেন না তদ্ভিন্ন তাহারা ঈশ্বরকে দেখিল এবং ভক্ষণ পান করিল।

[১২] পরে য়িহুহ মোশহকে কহিলেন আমার নিকটে পর্ব্বতে উঠিয়া আইস ও এ স্থানে থাক এবং আমি তোমাকে পাথরের তক্তা ও শাস্ত্র

ও আমার লিখিত আজ্ঞা দিব যে তুমি তাহার
দিগকে শিক্ষা করাও। [১৩] অপর মোশহ্ ও
তাহার সেবক য়িহোশুআ উঠিল এবং মোশহ্
ঈশ্বরের পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া গেল। [১৪]
এবং সে প্রাচীনেরদিগকে কহিল যেপর্য্যন্ত আ
মরা তোমারদের নিকটে ফিরিয়া না আইসি সে
পর্য্যন্ত এখানে আমারদের কারণ তিষ্ঠ এবং
দেখ আহরোণ ও হূর তোমারদের সহিত আ
ছে যদি কাহারো কোন কার্য্য থাকে তবে তাহার
দের নিকটে সে যাউক। [১৫] অপর মোশহ্
পর্ব্বতে উঠিয়া গেল ও মেঘ পর্ব্বতকে আচ্ছাদন
করিল। [১৬] এবং য়িহুহের মহিমা সীনাইপ
র্ব্বতের উপরে তিষ্ঠিল ও ছয় দিন মেঘ তাহা আ
বরণ করিয়া রহিল পরে সপ্তম দিনেতে তিনি
মোশহ্কে মেঘের মধ্যহইতে ডাকিলেন। [১৭]
তাহাতে য়িশ্রাএলের সন্তানেরদের দৃষ্টিতে
য়িহুহের তেজ পর্ব্বতের শিখরে জ্বলদগ্নির মত
প্রকাশিত হইল। [১৮] পরে মোশহ্ মেঘের
মধ্যে প্রবেশ করিয়া পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া গেল
এবং মোশহ্ পর্ব্বতে চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত্রি
রহিল।

২৫ পর্ব্ব।

[১] অনন্তর য়িহুহ মোশহ্কে কহিলেন। [২]
য়িশ্রাএলের সন্তানেরদিগকে কহ যে তাহারা
আমার কারণ নৈবেদ্য আনে যে২ জন স্বেচ্ছাপূ
র্ব্বক আপন২ অন্তঃকরণের সহিত দেয় সে প্র
ত্যেক জনহইতে আমার নৈবেদ্য লইবা। [৩] যে
নৈবেদ্য তাহারদিগহইতে গ্রহণ করিবা তাহা এই
স্বর্ণ ও রূপ্য ও পিত্তল। [৪] ও নীলবর্ণ এ ধূম্রবর্ণ
ও সিন্দূরবর্ণ ও সূক্ষ্মবস্ত্র ও ছাগলের লোম।
[৫] ও রক্তবর্ণীকৃত মেষের চর্ম্ম ও তখশের চর্ম্ম
ও শিটীম কাষ্ঠ। [৬] ও দীপার্থ তৈল ও লে
পনার্থক তৈল ও সুগন্ধি দ্রব্য [৭] সূর্য্যকান্ত
মণি এবং এফোদের কারণ ও বুকপাটার কারণ
খচনীয় পাথর। [৮] তাহাতে তাহারা আমার
কারণ এক পবিত্র স্থান নির্ম্মাণ করুক যে আমি
তাহারদের মধ্যে বাস করি। [৯] আমি যে
সকল তোমাকে দেখাই অর্থাৎ আবাসের
আকার ও তাহার সকল পাত্রের আকার তদনু
সারে তোমরা তাহা করিবা।

[১০] অপর তাহারা শিটীম কাষ্ঠের এক সি
ন্দুক করিবে তাহার লম্বাই আড়াই হাত ও চৌ
ড়াই দেড় হাত ও ঊর্দ্ধ দেড় হাত। [১১] এবং তু
মি নির্ম্মল স্বর্ণেতে তাহা মড়াইবা ভিতরে ও বাহি
রে তাহা মড়াইবা ও তাহার উপরেও চতুর্দ্দিগে
স্বর্ণের এক মুকুট করিবা। [১২] এবং তাহার
কারণ তুমি সোণার চারি কড়া ঢালিবা ও তাহার
চারি কোণাতে তাহা দিবা দুই কড়া তাহার এক
দিগে ও দুই কড়া তাহার অন্য দিগে। [১৩]
এবং তুমি শিটীম কাষ্ঠের সাইঙ্গ করিবা ও তা
হা স্বর্ণেতে মড়াইবা। [১৪] এবং সিন্দুক বহি
বার কারণ তুমি সিন্দুকের পার্শ্বস্থ কড়ার মধ্যে
সে সাইঙ্গ প্রবেশ করাইবা। [১৫] সিন্দুকের
কড়াতে সে সাইঙ্গ থাকিবে তাহাহইতে তাহা বা
হির করা যাবে না। [১৬] এবং আমি যে সা
ক্ষ্য তোমাকে দিব তাহা তুমি সিন্দুকে রাখিবা।

[১৭] অপর তুমি নির্ম্মল স্বর্ণেতে এক আবরণ
নির্ম্মাণ করিবা তাহার লম্বাই আড়াই হাত ও
চৌড়াই দেড় হাত। [১৮] এবং আবরণের দুই
মুড়ায় তুমি পিটান কর্ম্মেতে সোণার দুই কিরূব
করিবা [১৯] এক কিরূব এক মুড়ায় ও অন্য কি
রূব অন্য মুড়ায় আবরণহইতে নির্ম্মিত তাহার
দুই মুড়ায় তুমি দুই কিরূব নির্ম্মাণ করিবা। [২০]
এবং সে কিরূব ঊর্দ্ধেতে ডেনা বিস্তার করিয়া
আপন২ ডেনাতে আবরণাচ্ছাদন করিবে ও
তাহারদের মুখ পরস্পর সম্মুখাসম্মুখি হইয়া
দুই কিরূবের মুখ আবরণের দিগে হইবে।
[২১] এবং সিন্দুকের উপরে তুমি সে আবরণ
রাখিবা ও আমি যে সাক্ষ্য তোমাকে দিব তাহা
তুমি সিন্দুকের মধ্যে রাখিবা। [২২] পরে আ
মি তোমার সহিত সেস্থানে মিলিব ও য়িশ্রাএ
লের সন্তানেরদের বিষয়ে আমি যে সকল তো
মাকে আজ্ঞা করিব সে সকল বিষয়ে সাক্ষ্য সিন্দু
কের উপরিস্থ আবরণোপরিস্থ দুই কিরূবের মধ্য
হইতে তোমার সহিত কথা কহিব।

[২৩] অপর তদ্ভিন্ন তুমি শিটীম কাষ্ঠের এক
মেজ করিবা তাহার লম্বাই দুই হাত ও চৌড়াই
এক হাত ও তাহার ঊর্দ্ধ দেড় হাত। [২৪] এবং
নির্ম্মল স্বর্ণেতে তুমি তাহা মড়াইবা ও তাহার কা
রণ চারি দিগে স্বর্ণের মুকুট করিবা। [২৫] ও
তুমি তাহার কারণ চতুর্দ্দিগে চারি অঙ্গুলি চৌ
ড়া ঝালর করিবা ও ঝালরের কারণ তুমি চতুর্দ্দি
গে স্বর্ণের মুকুট করিবা। [২৬] এবং তুমি তা
হার কারণ স্বর্ণের চারি কড়া করিবা ও তুমি তা
হার চারি পায়ার উপরিস্থ চারি কোণে সে কড়া
রাখিবা। [২৭] সে কড়া মেজবাহক সাইঙ্গের
স্থানের কারণ ঝালরের সম্মুখে থাকিবে। [২৮]
এবং সে সাইঙ্গ তুমি শিটীম কাষ্ঠেতে নির্ম্মাণ
করিয়া তাহা নির্ম্মল স্বর্ণ দিয়া মড়াইবা যে তাহা
দিয়া মেজ বহা যায়। [২৯] এবং তাহার থাল
ও চমস ও শরা ও তাহার ঢাকুনিপাত্র নির্ম্মাণ
করিবা সে সকল নির্ম্মল স্বর্ণেতে নির্ম্মাণ করিবা।
[৩০] এবং মেজের উপরে আমার সম্মুখে তুমি
দৃষ্টিভোগরুটি নিত্য রাখিবা।

[৩১] অপর তুমি নির্ম্মল স্বর্ণেতে এক দীপগাছা করিবা পিটান ক্রিয়াতে দীপগাছা নির্ম্মিত হইবে এবং তাহার প্রকাণ্ড ও তাহার ডাল ও তাহার কলিকা ও তাহার ফল ও তাহার পুষ্প তাহাতেই হইবে। [৩২] এবং তাহার পার্শ্বহইতে ছয় শাখা নির্গতা হইবে দীপগাছার এক দিগহইতে তিন ডাল এবং দীপগাছার অন্য দিগহইতে অন্য তিন ডাল। [৩৩] এক ডালেতে বাদামাকৃতি তিন কলিকা ও এক ফল ও এক পুষ্প এবং অন্য ডালেতে বাদামাকার তিন কলিকা ও এক ফল ও এক পুষ্প দীপগাছানির্গত ছয় ডালেতে সেইরূপ হইবে। [৩৪] এবং দীপগাছাতে বাদামাকার চারি কলিকা ও তাহার ফল ও তাহার পুষ্প হইবে। [৩৫] এবং দীপগাছাহইতে যে ছয় ডাল নির্গত হয় তদনুসারে তাহার দুই ডালের নীচেতে এক ফল ও তাহার আর দুই ডালের নীচে এক ফল ও তাহার আর দুই ডালের নীচে এক ফল হইবে। [৩৬] তাহার ফল ও ডাল তাহাতেই নির্ম্মিত হইবে সে সকল নির্ম্মল স্বর্ণেতে পিটান এক কার্য্য হইবে। [৩৭] এবং তুমি তাহার সাতটা প্রদীপ নির্ম্মাণ করিবা এবং তাহারা সে প্রদীপ জ্বালাইবে যে তাহাতে তাহার সম্মুখে আলো হয়। [৩৮] এবং তাহার গুলত্রাস ও তাহার গুলদান নির্ম্মল স্বর্ণেতে নির্ম্মিত হইবে। [৩৯] এবং এক ককরপরিমিত নির্ম্মল স্বর্ণেতে সে তাহার সকল পাত্র নির্ম্মাণ করিবে। [৪০] এবং সাবধান হও যে তোমাকে পর্ব্বতে যে আদর্শ দেখান গিয়াছিল তাহার মত তুমি সে সকল কর।

২৬ পর্ব্ব।

[১] অপর তুমি দশ পরদাতে এক আবাস নির্ম্মাণ করিবা পাকান সূক্ষ্ম সুতাতে ও নীলা ও ধূম্রু ও রক্তবর্ণ দিয়া কিরুবের সহিত শিল্পকর্ম্মেতে তাহা নির্ম্মাণ করিবা। [২] এক২ পরদার দীর্ঘ আটাইশ হাত ও এক২ পরদার প্রস্থ চারি হাত সকল পরদার এক পরিমাণ হইবে। [৩] পাঁচ২ পরদা পরস্পর যোড়া যাইবে। [৪] এবং তুমি এক পরদার কিনারায় যোড়ের মুখে নীলবর্ণ ঘুণ্ডীঘরা করিবা এবং অন্য পরদার কিনারায় আর এক যোড়ের মুখে সেইরূপ করিবা। [৫] এক পরদাতে পঞ্চাশ ঘুণ্ডীঘরা করিবা ও অন্য এক পরদার কিনারায় দ্বিতীয় পরদার যোড়ের মুখে ঘুণ্ডীঘরার পরস্পর সংযোগের কারণ পঞ্চাশ ঘুণ্ডীঘরা করিবা। [৬] এবং তুমি পঞ্চাশ স্বর্ণঘুণ্ডী করিবা ও পরস্পর ঘুণ্ডীতে পরদাসকল বদ্ধ করিবা তাহাতে তাহা এক আবাস হইবে।

[৭] অপর তুমি সে আবাসের উপরিস্থ আচ্ছাদনের কারণ ছাগলের রোমের পরদা করিবা বিশেষে একাদশ পরদা করিবা। [৮] এক২ পরদার দীর্ঘ ত্রিশ হাত ও এক২ পরদার প্রস্থ চারি হাত সে একাদশ পরদার একই পরিমাণ হইবে। [৯] এবং তুমি পাঁচটা পরদা পরস্পর যোড়া দিয়া এক স্থানে রাখিবা এবং ছয় পরদা পরস্পর যোড়া দিয়া এক স্থানে রাখিবা এবং সে ষষ্ঠ পরদাকে দোহারা করিয়া আবাসের সম্মুখে রাখিবা। [১০] এবং তুমি বহিঃস্থ পরদার কিনারায় যোড়ের মুখে পঞ্চাশ ঘুণ্ডীঘরা করিবা। এবং দ্বিতীয় পরদাসংযোগকারি অন্য পরদার কিনারায় যোড়ের মুখে পঞ্চাশ ঘুণ্ডীঘরা করিবা। [১১] এবং তুমি পিত্তলের পঞ্চাশ ঘুণ্ডী করিবা ও ঘুণ্ডীঘরার মধ্যে সে ঘুণ্ডী প্রবেশ করাইয়া আবাস যোড়া দিবা তাহাতে তাহা এক আবাস হইবে। [১২] এবং আবাসের পরদার যে অবশিষ্টাংশ অতিরিক্ত থাকিবে সে অতিরিক্ত অর্দ্ধ পরদা আবাসের পশ্চাৎপার্শ্বে লম্বমান হইয়া থাকিবে। [১৩] এবং আবাসের পরদার দৈর্ঘ্যের এপার্শ্বে এবং ওপার্শ্বে অতিরিক্ত এক হাত আবাসের পার্শ্বের উপরে এদিগে ওদিগে আচ্ছাদনার্থে ঝুলিয়া থাকিবে। [১৪] অপর তুমি মেষের রক্তীকৃত চর্ম্মেতে আবাসের এক আচ্ছাদন করিবা এবং তাহার উপরে তখশের চর্ম্মেতে এক আচ্ছাদন করিবা।

[১৫] অপর তুমি আবাসের কারণ শিটীম কাষ্ঠের খাড়া তক্তা নির্ম্মাণ করিবা। [১৬] এক২ তক্তার দীর্ঘতা দশ হাত এবং প্রস্থতা দেড় হাত হইবে। [১৭] এক তক্তাতে দুই আলি সম্মুখাসম্মুখী হইবে এতদ্রূপে তুমি আবাসের সকল তক্তার কারণ করিবা। [১৮] এবং আবাসের কারণ তক্তা করিবা অর্থাৎ দক্ষিণ দিগেতে দক্ষিণ পার্শ্বের নিমিত্তে বিংশতি তক্তা [১৯] এবং সে বিংশতি তক্তার নীচে চল্লিশ রূপার চুঙ্গি করিবা এক২ তক্তার নীচে তাহার দুই আলির কারণ দুই২ চুঙ্গি করিবা। [২০] এবং আবাসের অন্য পার্শ্বের কারণ উত্তর দিগে বিংশতি তক্তা হইবে। [২১] এবং তাহারদের চল্লিশটা রূপার চুঙ্গি এক২ তক্তার নীচে দুই২ চুঙ্গি। [২২] এবং আবাসের পশ্চিম পার্শ্বের কারণ তুমি ছয়খান তক্তা করিবা [২৩] এবং আবাসের দুই কোণেতে দুই পার্শ্বে দুইখান তক্তা করিবা। [২৪] এবং তাহা নীচে যোড়া যাবে এবং তদ্রূপে তাহা তাহার মাথায় এক বলয়েতে যোড়া যাবে এতদ্রূপে তাহারদের উভয়ের জন্যে হইবে তাহারা দুই কোণের নিমিত্তে হইবে। [২৫] এবং তাহার

আটখান তক্তা হইবে ও তাহারদের রূপার চুঙ্গি ষোলটা হইবে একং তক্তার নীচে দুইং চুঙ্গি।

[২৬] এবং তুমি শিটীমকাষ্ঠের বাতা করিবা অর্থাৎ আবাসের এক পার্শ্বের তক্তার কারণ পাঁচ বাতা [২৭] ও আবাসের অন্য পার্শ্বের তক্তার কারণ পাঁচ বাতা ও আবাসের পশ্চিম পার্শ্বের তক্তার দুই দিগের কারণ পাঁচ বাতা করিবা। [২৮] এবং মধ্যস্থ বাতা তক্তার মধ্যে এক মুড়া বধি অন্য মুড়াপর্য্যন্ত পঁহুছিবে। [২৯] ঐ তক্তা তুমি স্বর্ণেতে মড়াইবা এবং বাতার স্থানের কারণ সোণার কড়া করিবা ও সোণা দিয়া বাতা মড়াইবা। [৩০] এবং পর্ব্বতে আবাসের যে আদর্শ তোমাকে দেখান গিয়াছিল তদনুসারে তুমি তাহা খাড়া করিবা।

[৩১] অপর নীলবর্ণেতে ও ধূমুবর্ণেতে ও রক্তবর্ণেতে ও পাকান সূক্ষ্ম সূতা দিয়া সূতার শিল্পকর্ম্মেতে তুমি এক পরদা নির্ম্মাণ করিবা তাহা কিরুবের সহিত নির্ম্মাণ করিবা [৩২] ও তাহা স্বর্ণেতে মড়ান শিটীমকাষ্ঠের চারি থামের উপরে টাঙ্গাইবা তাহারদের সোণার আঁকড়া রূপার চারি চুঙ্গির উপরে থাকিবে। [৩৩] এবং ঘুণ্ডীর নীচে পরদা টাঙ্গাইবা যে সাক্ষ্যের সিন্দুক পরদার মধ্যে আনিতে পার তাহাতে সে পরদা পবিত্র স্থানের ও অতিপবিত্র স্থানের মধ্যে ভেদক হইবে। [৩৪] এবং সাক্ষ্যসিন্দুকের উপরে অতিপবিত্র স্থানে তুমি আবরণ রাখিবা। [৩৫] এবং তুমি পরদার বাহিরে মেজ রাখিবা ও আবাসের দক্ষিণ দিগে মেজের সম্মুখে তুমি দীপগাছ রাখিবা এবং উত্তর দিগে মেজ রাখিবা। [৩৬] এবং আবাসের দ্বারের কারণ নীলবর্ণেতে ও ধূমুবর্ণেতে ও রক্তবর্ণেতে ও পাকান সূক্ষ্ম সূতাতে সুন্দর শিল্পকর্ম্মেতে কৃত এক পরদা করিবা। [৩৭] এবং পরদার কারণ শিটীমকাষ্ঠের পাঁচ থাম নির্ম্মাণ করিবা ও তাহা সোণাতে মড়াইবা ও তাহারদের আঁকড়া সোণাতে করিবা ও তাহারদের কারণ পিত্তলের পাঁচ চুঙ্গি ঢালিবা।

২৭ পর্ব্ব।

[১] অপর তুমি শিটীমকাষ্ঠের পাঁচ হাত দীর্ঘ ও পাঁচ হাত প্রস্থ এক বেদি নির্ম্মাণ করিবা [২] বেদি চতুষ্কোণা হইবে এবং তাহার উচ্চতা তিন হাত ও তাহার চারি কোণের উপরে তাহার শৃঙ্গ করিবা তাহাহইতে তাহার শৃঙ্গ নির্ম্মিত হইবে ও তাহা পিত্তলেতে মড়াইবা। [৩] এবং ভস্ম রাখিবার কারণ তাহার ভস্মাধার করিবা ও তাহার হাতা ও তাহার কুণ্ড ও তাহার ত্রিশূল ও তাহার অগ্নিপাত্র ও তাহার সকল পাত্র তুমি পিত্তলেতে নির্ম্মাণ করিবা। [৪] এবং তাহার কারণ জালকর্ম্মেতে পিত্তলের এক ঝাঁজরা করিবা ও তাহার উপরে পিত্তলের চারি কড়া তাহার চারি কোণেতে করিবা। [৫] এবং তাহা বেদির ব্যাসের নীচে রাখিবা যে বেদির মধ্যস্থানে ঝাঁজরা হয় [৬] এবং তুমি বেদির নিমিত্তে সাইঙ্গ বিশেষতঃ শিটীমকাষ্ঠের সাইঙ্গ করিবা ও সে সকল পিত্তলেতে মড়াইবা। [৭] এবং সে সাইঙ্গ কড়ার মধ্যে দেওয়া যাইবে ও বেদির দুই পার্শ্বের উপরে তাহা বহিবার কারণ সে সাইঙ্গ হইবে। [৮] তাহা তক্তা দিয়া ফাঁপা করিবা পর্ব্বতে যেমন তোমাকে দেখান গিয়াছিল তেমন তাহারা তাহা করিবে।

[৯] অপর তুমি আবাসের কারণ উঠান করিবা দক্ষিণদিগে উঠানের কারণ পাকান সূক্ষ্ম সূতাতে পরদা হইবে তাহার এক দিগের দীর্ঘতা একশত হাত [১০] এবং তাহারদের বিংশতি থাম ও তাহারদের বিংশতি চুঙ্গি পিত্তলের হইবে থামের আঁকড়া ও তাহারদের শলাকা রূপার হইবে। [১১] তদ্ভিন্ন উত্তর পার্শ্বে দীর্ঘ একশত হাতের পরদা হইবে এবং তাহার বিংশতি থাম ও তাহারদের বিংশতি চুঙ্গি পিত্তলেতে এবং থামের আঁকড়া এবং শলাকা রূপাতে হইবে।

[১২] এবং উঠানের প্রস্থতার কারণ পশ্চিম দিগে পঞ্চাশ হাত পরদা হইবে তাহারদের দশ থাম ও তাহারদের দশটা চুঙ্গি। [১৩] এবং পূর্ব্বদিগে উঠানের প্রস্থতা পঞ্চাশ হাত হইবে। [১৪] এক দিগে পোনর হাত পরদা তাহারদের তিন থাম ও তিন চুঙ্গি হইবে। [১৫] এবং অন্য দিগে পোনর হাত পরদা তাহারদের তিন থাম ও তিন চুঙ্গি।

[১৬] অপর উঠানের দ্বারের কারণ নীলবর্ণেতে ও ধূমুবর্ণেতে ও রক্তবর্ণেতে ও পাকান সূক্ষ্ম সূতাতে শিল্পকর্ম্মেতে নির্ম্মিত বিংশতি হস্ত পরদা হইবে তাহারদের চারি থাম ও তাহারদের চারি চুঙ্গি হইবে। [১৭] উঠানের চতুর্দ্দিক্স্থ থাম রূপাতে বেষ্টিত হইবে ও তাহারদের আঁকড়া রূপাময় ও তাহারদের চুঙ্গি পিত্তলময় হইবে।

[১৮] উঠানের দীর্ঘতা এক শত হাত এবং প্রস্থতা সর্ব্বত্র পঞ্চাশ হাত এবং তাহার উচ্চতা পাঁচ হাত পাকান সূক্ষ্ম সূত্রেতে কৃত ও তাহারদের চুঙ্গি পিত্তলের হইবে। [১৯] আবাসের সকল সেবা বিষয়ে তাহার সকল পাত্র ও তাহার সকল খুঁটা ও উঠানের সমস্ত খীল পিত্তলময় হইবে।

[২০] অপর তুমি য়িশ্রাএলের সন্তানেরদিগ

কে আজ্ঞা করিবা যে প্রদীপ নিত্য জ্বালিবার কা
রণ তাহারা তোমার নিকটে নির্ম্মল অথচ আ
লোড়িত জিতৈতল আলোর নিমিত্তে আনে।
[২১] মণ্ডলীর আবাসেতে সাক্ষ্যের সিন্দুকসম্মুখ
স্থিত পরদার বাহিরে আহরোণ ও তাহার পুত্রে
রা সন্ধ্যাবধি প্রাতঃকালপর্য্যন্ত য়িহুহের সম্মুখে
তাহা নিরূপণ করিবে য়িশ্রাএলের সন্তানের
দের কারণ তাহারদের পুরুষানুক্রমে বিধি এই।

২৮ পৰ্ব্ব।

[১] অপর তুমি আপন ভ্রাতা আহরোণ
কে ও তাহার সহিত তাহার পুত্রেরদিগকে আ
মার সম্মুখে যাজনকর্ম্ম করিতে য়িশ্রাএলের স
ন্তানেরদের মধ্যহইতে আপন নিকটে লও অ
র্থাৎ আহরোণকে ও আহরোণের পুত্রেরদিগ
কে বিশেষতঃ নাদাবকে ও আবিহুকে ও এলিএ
জেরকে ও ইতামারকে। [২] এবং তুমি আপন
ভ্রাতা আহরোণের কারণ তাহার ঐশ্বর্য্যের ও
শোভার নিমিত্তে পবিত্র বস্ত্র নির্ম্মাণ করিবা।
[৩] এবং যাহারদিগকে আমি বুদ্ধিতে পূর্ণ ক
রিয়াছি সে সকল বুদ্ধিমান লোকেরদিগকে তুমি
কহিবা যে তাহারা আমার নিকটে যাজনকর্ম্ম
করিবার নিমিত্তে আহরোণকে পবিত্রকরণার্থে
তাহার বস্ত্র নির্ম্মাণ করে। [৪] তাহারা যেং বস্ত্র
করিবে তাহা এইং বুকপাটা ও এফোদ্ ও উড়
নি ও কারছোবি অঙ্গরাখা ও মুকুট ও দামন
এবং আমার সাক্ষাৎ যাজনকার্য্যের কারণ তো
মার ভ্রাতা আহরোণের ও তাহার পুত্রেরদের
নিমিত্তে তাহারা পবিত্র বস্ত্র করিবে।

[৫] এবং তাহারা স্বর্ণজরি ও নীল ও ধূম্র ও
রক্তবর্ণ ও সূক্ষ্ম বস্ত্র লইবে। [৬] অপর তাহারা
সোণা ও নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ ও পাকা
ন সূক্ষ্ম সূতা দিয়া শিল্পকর্ম্মেতে এফোদ নির্ম্মাণ
করিবে। [৭] এবং তাহার দুই কিনারাতে তা
হার দুই কাঁধী যোড়া যাইবে সেমত তাহা যুক্ত
হইবে। [৮] এবং এফোদের যে বিচিত্র দা
মন তদুপরি থাকে তাহা তাহাহইতে তৎকর্ম্মানু
সারেই হইবে বিশেষতঃ স্বর্ণেতে ও নীলবর্ণেতে
ও ধূম্রবর্ণেতে ও রক্তবর্ণেতে ও পাকান সূক্ষ্ম সূ
ত্রেতে হইবে। [৯] অপর তুমি দুই হারৎমণি
লইয়া তাহার উপরে য়িশ্রাএলের সন্তানেরদের
নাম খুদিবা। [১০] তাহারদের ছয় নাম এক
মণির উপরে ও অবশিষ্ট ছয় নাম অন্য মণির উ
পরে তাহারদের জন্মক্রমানুসারে খুদিবা। [১১]
মণির খোদকারী কর্ম্মেতে ও মোহরখোদার মত
য়িশ্রাএলের সন্তানেরদের নামেতে সে দুই ম
ণি খুদিবা ও তাহা সোণার স্থালীতে খচিত করা
ইবা। [১২] এবং য়িশ্রাএলের সন্তানেরদের
স্মারক হইবার কারণ তুমি সে দুই মণি এফোদের
কাঁধীর উপরে রাখিবা তাহাতে আহরোণ স্মার
কার্থে য়িহুহের সম্মুখে আপনার দুই স্কন্ধে তা
হারদের নাম বহিবে।

[১৩] এবং তুমি সোণার স্থালী করিবা [১৪]
এবং তদগ্রেতে পাকান কর্ম্মেতে নির্ম্মল স্বর্ণ দিয়া
দুই জিঞ্জির নির্ম্মাণ করিবা ও সে পাকান জি
ঞ্জির স্থালীতে বদ্ধ করিবা।

[১৫] এবং শিল্পকর্ম্মেতে নীতিরূপ বুকপাটা
করিবা অর্থাৎ এফোদের কার্য্যানুরূপ তাহা নি
র্ম্মাণ করিবা বিশেষতঃ স্বর্ণেতে ও নীলবর্ণেতে ও
ধূম্রবর্ণেতে ও রক্তবর্ণেতে পাকান সূক্ষ্ম সূতাতে
তাহা নির্ম্মাণ করিবা। [১৬] তাহাই দোহারা চা
রি দিগে সমান হইবে তাহার দীর্ঘতা এক বিঘত
ও প্রস্থতা এক বিঘত। [১৭] ও তাহা চারি পং
ক্তি মণিতে খচিত করিবা তাহার প্রথম পংক্তি
আকিক ও পদ্মরাগ ও তাম্র এই প্রথম পংক্তি।
[১৮] দ্বিতীয় পংক্তি মরকত ও নীল ও হীরক।
[১৯] তৃতীয় পংক্তি লশূনীয় ও যিস্ম ও কটা
হেলা। [২০] চতুর্থ পংক্তি বেরুজ ও হারৎ
ও যাস্পিন এইং সকল সোণাতে স্বং স্থালীতে
বদ্ধ হইবে। [২১] এবং য়িশ্রাএলের সন্তানের
দের নামবিশিষ্ট তাহারদের নামানুযায়ি মোহ
রের খোদকারী কার্য্যের মত মণি বারো হইবে তা
হা প্রত্যেকেই আপনং নামের সহিত বারো বং
শানুসারে হইবে।

[২২] এবং পাকান কর্ম্মেতে নির্ম্মল স্বর্ণ দিয়া
তুমি বুকপাটার উর্দ্ধে কিনারায় জিঞ্জির নির্ম্মাণ
করিবা। [২৩] এবং তুমি বুকপাটার উপরে স্বর্ণে
তে দুই কড়া করিবা ও বুকপাটার দুই দিগের উ
পরে সে দুই কড়া বদ্ধ করিবা। [২৪] ও বুকপা
টার দুই দিগেতে সে দুই কড়ার মধ্যে সে দুই
পাকান সোণার জিঞ্জির দিবা। [২৫] ও সেই
দুই পাকান জিঞ্জিরের দুই মুড়া দুই স্থালীতে
বদ্ধ করিয়া এফোদের কাঁধীর উপরে তাহার স
ম্মুখে রাখিবা।

[২৬] এবং তুমি দুই সোণার কড়া নির্ম্মাণ ক
রিবা ও বুকপাটার দুই দিগের উর্দ্ধে কিনারায়
অর্থাৎ এফোদের মধ্যপৃষ্ঠে তাহা রাখিবা।
[২৭] এবং তুমি সোণার অন্য দুই কড়া করিবা
ও এফোদের দুই পার্শ্বে অন্য দিগে তাহার অগ্র
ভাগে তাহার যোড়াস্থানের সম্মুখে এফোদের
বিচিত্র দামনের উপরে তাহা বদ্ধ করিবা। [২৮]
তাহাতে নীল ফিতাতে এফোদের কড়া এফো
দের বিচিত্র দামনের উপরে থাকিবার কারণ তা
হারা বুকপাটাকে কড়াতে বদ্ধ করিবে যে এফো
দের উপরহইতে বুকপাটা ভিন্ন না হয়। [২৯]

এবং যখন আহরোণ য়িহুহের সম্মুখে পবিত্র
স্থানে প্রবেশ করে তখন স্মারকহওনার্থে সে
আপন হৃদয়ের উপরে নীতিরূপ বুকপাটাতে
য়িশরাএলের সন্তানেরদের নাম নিত্য বহিবে।

[৩০] এবং তুমি নীতিরূপ বুকপাটাতে ঊরিম
ও তমিম দিবা তাহাতে যখন সে য়িহুহের সম্মু
খে প্রবেশ করে তখন তাহা আহরোণের হৃদ
য়ের উপরে হইবে এবং আহরোণ নিত্য য়িহু
হের সম্মুখে য়িশ্রাএলের সন্তানেরদের নীতি
আপন হৃদয়েতে বহিবে।

[৩১] অপর তুমি এফোদের বস্ত্র সমুদায়
নীলবর্ণেতে নির্ম্মাণ করিবা [৩২] এবং তাহার
উপরিভাগে তাহার মধ্যস্থলে এক ছিদ্র হইবে
এবং ঘাঘরার মুখের ন্যায় তাহার ছিদ্রের চারি
দিগে বুনান ক্রিয়াতে ফিতা হইবে যে তাহা ছিন্ন
না হয়। [৩৩] এবং তুমি তাহার আঁচলার উ
পরে আঁচলার চারি দিগে নীলবর্ণেতে ও ধূম্রব
র্ণেতে ও রক্তবর্ণেতে দাড়িম করিবা এবং তাহা
রদের মধ্যে২ চারিদিগে সোণার ঘণ্টা করিবা।
[৩৪] ঐ বস্ত্রের আঁচলার উপরে চতুর্দ্দিগে এক
সোণার ঘণ্টা পরে এক দাড়িম এবং এক সো
ণার ঘণ্টা পরে এক দাড়িম। [৩৫] এবং তাহা
সেবার্থে আহরোণের উপরে হইবে তাহাতে সে
যখন য়িহুহের সম্মুখে পবিত্র স্থানেতে প্রবেশ
করে ও সে স্থানহইতে যখন বাহির হয় তখন তা
হার শব্দ শুনা যাইবে যে সে না মরে।

[৩৬] অপর তুমি নির্ম্মল স্বর্ণেতে এক পাত নি
র্ম্মাণ করিবা ও তাহার উপরে মোহরের খোদ
কারীতে য়িহুহের পবিত্রতা এই কথা খোদাইবা।
[৩৭] এবং তুমি তাহা নীল ফিতায় বদ্ধ করিবা
যে তাহা মুকুটের উপরে থাকে মুকুটের অগ্র
ভাগে তাহা হইবে। [৩৮] এবং তাহা আহরো
ণের কপালের উপরে হইবে যে য়িশরাএলের
সন্তানেরা আপনারদের যে সকল পবিত্র দানে
তে যাহা পবিত্র করে সে সকল বস্তুর দোষ আহ
রোণ বহে। এবং য়িহুহের সম্মুখে তাহারদের
নিত্য গ্রাহ্যতার কারণ তাহা তাহার কপালের উ
পর হইবে।

[৩৯] এবং সূক্ষ্ম কাপড়ের আঙ্গরাখাতে তু
মি কারছোবিকার্য্য করিবা ও মুকুট সূক্ষ্ম কাপড়ে
তে নির্ম্মাণ করিবা ও দামন সূচিকর্ম্মেতে করিবা।

[৪০] এবং আহরোণের পুত্রেরদের কারণ তু
মি আঙ্গরাখা করিবা এবং তাহারদের কারণ দা
মন করিবা ও তাহারদের শ্রীর জন্যে ও শোভার্থে
পাগড়ী করিবা। [৪১] এবং তোমার ভ্রাতা আহ
রোণের ও তাহার সহিত তাহার পুত্রেরদিগের
গাত্রে তুমি সে সকল পরিধান করাইবা। এবং
তাহারদিগকে অভিষেক ও পদার্পিত ও পবিত্র
করিবা যে তাহারা আমার কারণ যাজনকর্ম্মে সে
বা করে। [৪২] এবং তুমি তাহারদের উলঙ্গতা
আচ্ছাদনের জন্যে পাজামা করিবা তাহা কোম
রাবধি জঙ্ঘাপর্য্যন্ত হইবে। [৪৩] এবং যখন
তাহারা মণ্ডলীর আবাসেতে প্রবেশ করে কিম্বা
যখন তাহারা পবিত্র হইয়া সেবার কারণ বে
দির নিকটবর্ত্তী হয় তখন সে আহরোণের উপ
রে ও তাহার পুত্রেরদের উপরে হইবে যে তা
হারা অপরাধভোগ না করে ও না মরে তাহার
কারণ ও তাহার পর তাহার সন্তানেরদের কারণ
ইহা নিত্য বিধি হইবে।

২৯ পৰ্ব্ব।

[১] অপর আমার কাছে যাজনকার্য্যে সেবার্থে
তাহারদের পবিত্রতার কারণ যাহা করিবা তাহা
এই নিখুঁত এক বাছুর ও দুই মেষ লইবা। [২]
ও বেখমিররুটি ও তৈলেতে মিশ্রিত বেখমির পি
ঠা ও তৈলাক্ত বেখমির সূক্ষ্ম পিঠা গোমের সুজি
ময়দাতে তাহা করিবা। [৩] পরে তাহা এক
টুকরীতে রাখিবা এবং তাহা বাছুরের ও সে
দুই ছাগলের সহিত এক টুকরীতে করিয়া আনি
বা। [৪] অপর তুমি মণ্ডলীর আবাসের দ্বারের
নিকটে আহরোণকে ও তাহার পুত্রেরদিগকে
আনিবা ও জল দিয়া তাহারদিগকে স্নান করাই
বা। [৫] পরে তুমি সে কাপড় লইবা ও আঙ্গরা
খাতে ও এফোদের বস্ত্রেতে ও এফোদেতে ও
বুকপাটাতে আহরোণকে বস্ত্রান্বিত করিবা এবং
এফোদের বিচিত্র দামন তাহার গাত্রে পরিধান
করাইবা। [৬] এবং তুমি তাহার মাথার উপ
রে পাগড়ী দিবা ও সে পাগড়ীর উপরে পবিত্র
মুকুট রাখিবা। [৭] পরে তুমি অভিষেকার্থক
তৈল লইবা ও তাহার মাথার উপরে ঢালিয়া
তাহাকে অভিষেক করিবা। [৮] অপর তুমি তা
হার পুত্রেরদিগকে আনিয়া তাহারদিগকে আঙ্গ
রাখাতে বস্ত্রান্বিত করিবা। [৯] এবং আহরো
ণের ও তাহার পুত্রেরদিগের গাত্রে দামন পরি
ধান করাইবা ও তাহারদিগের মাথায় পাগড়ী
দিবা ও নিত্য বিধিতে যাজকতা তাহারদের হইবে
এবং আহরোণকে ও তাহার পুত্রেরদিগকে তুমি
পবিত্র করিবা। [১০] পরে মণ্ডলীর আবাসের
সম্মুখে তুমি এক বাছুরকে আনাইবা এবং আ
হরোণ ও তাহার পুত্রেরা সে বাছুরের মাথার
উপরে আপন২ হাত রাখিবে। [১১] পরে মণ্ড
লীর আবাসদ্বারনিকটে য়িহুহের সম্মুখে তুমি
সে বাছুর বলি দিবা [১২] পরে বাছুরের রক্তের
কিছু লইয়া তাহা আপন অঙ্গুলি করিয়া বেদির
শৃঙ্গের উপরে দিবা ও সমস্ত রক্ত বেদিমূলসমী

পে ঢালিয়া দিবা। [১৩] পরে তুমি অন্ত্রোপ
রিস্থিত চরবি ও যকৃদুপরিস্থিত অন্ত্রাপ্লাবক ও
দুই মেটিয়া ও তাহার চরবি লইয়া বেদিতে হোম
করিবা। [১৪] কিন্তু বাছুরের মাংস ও তাহার
চর্ম্ম ও তাহার গোময় তুমি ছাউনির বাহিরে আ
গুন দিয়া পোড়াইবা তাহাই পাপনাশক বলি।
[১৫] অনন্তর তুমি এক মেষ লইবা এবং আ
হরোণ ও তাহার পুত্রেরা সে মেষের মাথার
উপরে আপন২ হাত রাখিবে। [১৬] পরে
তুমি সে মেষকে বলি দিবা ও তাহার রক্ত লইয়া
বেদির উপরে চারিদিগে ছিটাইয়া দিবা [১৭]
পরে তুমি সে মেষকে খণ্ড২ করিয়া তাহার আঁত
ও তাহার পা ধুইয়া তৎখণ্ডের ও মাথার উপরে
রাখিবা। [১৮] পরে তুমি সমস্ত মেষকে বেদি
তে হোমস্বরূপ নিবেদন করিবা তাহাই য়িহুহের
কারণ এক হোম তাহাই সুগন্ধি দ্রব্য অর্থাৎ য়ি
হুহের উদ্দেশে দহনীয় উৎসর্গ।
[১৯] অনন্তর তুমি অন্য মেষকে লইবা এবং
আহরোণ ও তাহার পুত্রেরা সে মেষের মস্ত
কের উপরে আপন২ হাত দিবে। [২০] পরে
তুমি সে মেষকে বলি দিবা ও তাহার রক্ত কিঞ্চিৎ
লইয়া আহরোণের দক্ষিণ কর্ণের প্রান্তে ও তা
হার পুত্রেরদের দক্ষিণ কর্ণের প্রান্তে ও তাহার
দের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠের উপরে ও তাহারদের
দক্ষিণ পায়ের অঙ্গুষ্ঠের উপরে দিবা এবং বেদির
উপরে চারিদিগে রক্ত ছিটাইবা। [২১] পরে
বেদির উপরিস্থিত রক্তের ও অভিষেকার্থক তৈ
লের কিঞ্চিৎ লইয়া আহরোণের উপরে ও তা
হার সহিত তাহার পুত্রেরদের উপরে তাহা ছি
টাইবা তাহাতে সে ও তাহার কাপড় ও তাহার
পুত্রেরা ও তাহার পুত্রেরদের কাপড় পবিত্র হ
ইবে। [২২] তদ্ভিন্ন তুমি সে মেষের চরবি ও পা
ছা ও আঁতোপরিস্থিত চরবি ও যকৃদুপরিস্থিত অ
ন্ত্রাপ্লাবক ও দুই মেটিয়া ও তদুপরিস্থিত চরবি
এবং দক্ষিণ স্কন্ধ লইবা কেননা সেই শৌচার্থক
মেষ। [২৩] পরে য়িহুহের সম্মুখে স্থিত বেখ
মির রুটির টুকরীহইতে এক রুটি ও তৈলেতে মি
শ্রিত এক পিষ্টক ও এক সূক্ষ্ম পিষ্টক লইবা।
[২৪] ও সে সকল আহরোণের হাতে ও তাহার
পুত্রেরদের হাতে দিয়া য়িহুহের সম্মুখে আ
ন্দোলনীয় নিবেদনার্থে তাহা দোলাইবা। [২৫]
পরে তুমি তাহা তাহারদের হস্তহইতে লইয়া য়ি
হুহের সম্মুখে সুগন্ধির জন্যে য়িহুহের কাছে বে
দির উপরে হোম করিবা তাহা য়িহুহের উদ্দেশে
দহনীয় নিবেদন।
[২৬] পরে তুমি আহরোণের শৌচার্থক মে
ষের বুক লইয়া য়িহুহের সম্মুখে আন্দোলনীয়া
র্থে তাহা দোলাইবা ও তাহা তোমার ভাগ হই
বে। [২৭] এবং আহরোণের ও তাহার পুত্রের
দের পবিত্রার্থক মেষহইতে দোলনীয় আন্দোল
নার্থক বুক ও উত্তোলনীয় উত্তোলনার্থক স্কন্ধ
তুমি পবিত্র করিবা। [২৮] এবং নিত্য বিধির
দ্বারা য়িশ্রাএলের সন্তানেরদেরহইতে তাহা
আহরোণের ও তাহার সন্তানেরদের কারণ হই
বে কেননা তাহাই উত্তোলনীয় নৈবেদ্য ও য়িশ্
রাএলের সন্তানেরদের স্বস্ত্যয়ননৈবেদ্যহইতে
অর্থাৎ য়িহুহের উদ্দেশে তাহারদের উত্তোল
নীয় দ্রব্যহইতে তাহা উত্তোলনীয় হইবে।
[২৯] এবং আহরোণের পবিত্র বস্ত্র তাহার
পরে তাহার পুত্রেরদের অভিষেকার্থ ও তাহার
দের শুচিকরণার্থ হইবে। [৩০] তাহার পরে
তাহার পুত্রেরদের মধ্যে যে জন যাজক হইয়া
মণ্ডলীর আবাসের মধ্যে পবিত্র স্থানে সেবা ক
রিতে আইসে সে সেই বস্ত্র সাত দিন পরিবে।
[৩১] পরে তুমি সে শৌচার্থক মেষ লইয়া প
বিত্র স্থানে তাহার মাংস সিদ্ধ করিবা [৩২] এবং
আহরোণ ও তাহার পুত্রেরা মণ্ডলীর আবাসের
দ্বারে মেষের মাংস ও টুকরীস্থিত রুটি খাইবে
[৩৩] ও তাহারদের পদার্পণার্থে ও তাহারদি
গের শৌচার্থে যাহাতে প্রায়শ্চিত্ত হইল তাহা
তাহারা খাইবে কিন্তু বিদেশী তাহা খাইবে না
কেননা তাহাই পবিত্র বস্তু। [৩৪] এবং যদি
প্রাতঃকালপর্য্যন্ত সে পবিত্রকারি মাংস ও রুটি
হইতে কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে সে অবশিষ্ট
অগ্নিতে পোড়াইবা তাহা খাওয়া যাইবে না কে
ননা তাহাই পবিত্র। [৩৫] এতদ্রূপে যেমত
আমি তোমারদিগকে সকল বিষয়ে আজ্ঞা করি
য়াছি সেমত তুমি আহরোণের ও তাহার পু
ত্রেরদের কারণ করিবা সাত দিবস তাহারদিগকে
শুচি করিবা। [৩৬] অপর তুমি প্রায়শ্চিত্তের কা
রণ প্রতিদিন পাপঘ্ন বাছুর হোমস্বরূপ দিবা
এবং বেদির কারণ প্রায়শ্চিত্ত করিলে পর তুমি
তাহা পরিষ্কার করিবা এবং তৎপবিত্রার্থে তাহা
অভিষেক করিবা। [৩৭] সাত দিবস বেদির নি
মিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাহা পবিত্র করিবা তা
হাতে বেদি অতিপবিত্র হইবে এবং যে কোন
বস্তু বেদিস্পার্শ করে তাহা পবিত্র হইবে।
[৩৮] অপর বেদির উপরে যে২ হোম করিবা
সে এই২ একবর্ষীয় দুই মেষের বাচ্চা প্রতিদিন স
র্ব্বদা। [৩৯] এক মেষের বাচ্চা তুমি প্রাতঃকা
লে ও অন্য মেষের বাচ্চা সন্ধ্যা কালে হোমস্ব
রূপ নিবেদন করিবা। [৪০] এবং এক মেষের
বাচ্চার সহিত হিনের চতুর্থাংশ আলোড়িত তৈ
লেতে মিশ্রিত দশমাংশ সুজিময়দা ও পানীয়

দ্রব্যের কারণ হিনের চতুর্থাংশ দ্রাক্ষারস হোম
স্বরূপ দিবা। [৪১] পরে অন্য মেষের বাচ্চা তুমি
সন্ধ্যাকালে হোমস্বরূপ নিবেদন করিবা এবং
প্রাতঃকালের উপকরণানুসারে এবং পানীয় নৈ
বেদ্যানুসারে য়িহুহের কাছে সুগন্ধার্থে অর্থাৎ
হোমার্থে নিবেদন করিবা। [৪২] আমি যে
স্থানে তোমার সহিত কথা কহিতে তাহারদের স
হিত মিলিব এমন যে মণ্ডলীর আবাসের দ্বার
তন্নিকটে তোমারদের পুরুষানুক্রমে য়িহুহের
সম্মুখে নিত্য হোম এই। [৪৩] সে স্থানে আমি
য়িশ্রাএলের সন্তানেরদের সহিত মিলিব তাহা
তে আবাস আমার মাহাত্ম্যেতে পবিত্রীকৃত হই
বে। [৪৪] অপর মণ্ডলীর আবাস ও বেদি আ
মি পবিত্র করিব এবং আমার উদ্দেশে যাজনা
র্থে আহরোণকে ও তাহার পুত্ত্রেরদিগকেও প
বিত্র করিব।

[৪৫] এবং আমি য়িশ্রাএলের সন্তানেরদের
মধ্যে বাস করিব ও তাহারদের ঈশ্বর হইব [৪৬]
তাহাতে তাহারা জানিবে যে আমিই তাহারদের
ঈশ্বর য়িহুহ যে তাহারদের মধ্যে বাসকরণার্থে
মিসরদেশহইতে তাহারদিগকে বাহির করিয়াছি
আমিই তাহারদের ঈশ্বর য়িহুহ।

৩০ পর্ব্ব।

[১] অপর ধূপদহনার্থে তুমি এক বেদি নির্ম্মাণ
করিবা শিটীমকাষ্ঠে তাহা করিবা। [২] তাহার
দীর্ঘতা এক হাত ও তাহার প্রস্থতা এক হাত তা
হাই সমচতুরস্র হইবে তাহার উর্দ্ধতা দুই হাত তা
হার শৃঙ্গ তাহাতেই হইবে। [৩] এবং তুমি তদূর্দ্ধ
ভূমি ও তাহার চারিপার্শ্ব ও তাহার শৃঙ্গ নির্ম্মল
স্বর্ণেতে মড়াইবা এবং তাহার চারিদিগে সোণার
এক মুকুট করিবা। [৪] এবং তাহার মুকুটের
নীচে দুই কোণের নিকটে তুমি তাহার কারণ সো
ণার দুই কড়া করিবা ও বহনের কারণ তাহা সা
ইঙ্গদ্বয়ের স্থান হইবে। [৫] এবং সে সাইঙ্গ তুমি
শিটীমকাষ্ঠেতে নির্ম্মাণ করিবা ও তাহা সোণা
তে মড়াইবা। [৬] এবং যেস্থানে আমি তোমার
সহিত মিলিব সে সাক্ষ্যের উপরিস্থ আবরণের
সম্মুখে সাক্ষ্যসিন্দুকের উপরিস্থ পরদার পুরো
দিগে তাহা রাখিবা। [৭] এবং আহরোণ প্রতি
প্রাতঃকালে সুগন্ধি ধূপ তদুপরি দহন করিবে সে
যখন প্রদীপ পরিষ্কার করে তখন তাহার উপরে
ধূপ জ্বালাইবে। [৮] এবং আহরোণ যখন
সন্ধ্যাকালে প্রদীপ জ্বালে তখন তাহার উপরে
ধূপ জ্বালাইবে অর্থাৎ তোমারদের পুরুষানুক্র
মে য়িহুহের সম্মুখে নিত্য ধূপদহন। [৯] তাহার
উপরে তোমরা অন্য ধূপ কিম্বা অন্য হোমীয়
বস্তু কিম্বা অন্য নিবেদন করিবা না ও তাহার উ
পরে পানীয় নৈবেদ্য ঢালিবা না। [১০] এবং
আহরোণ বৎসরের মধ্যে একবার তাহার শৃ
ঙ্গের উপরে পাপঘ্ন প্রায়শ্চিত্তের রক্ত দিয়া প্রায়
শ্চিত্ত করিবে তোমারদের পুরুষানুক্রমে বৎস
রের মধ্যে সে তাহার উপরে একবার প্রায়শ্চিত্ত
করিবে তাহাই য়িহুহের কাছে অতিপবিত্র।

[১১] অপর য়িহুহ মোশহ্কে এ কথা কহি
লেন [১২] যখন তুমি য়িশ্রাএলের সন্তানের
দের সঙ্খ্যানুসারে তাহারদের সঙ্খ্যা লও তখন
তোমাকর্ত্তৃক তাহারদের গণনের সময়ে প্রতিজন
য়িহুহকে আপন প্রাণার্থক প্রায়শ্চিত্ত দিবে যে
তোমাকর্ত্তৃক তাহারদের গণনের সময়ে তাহার
দের মধ্যে কোন আঘাত না হয়। [১৩] তাহা
রা ইহা দিবে অর্থাৎ যে প্রতিজন গণনীয়েরদের
মধ্যে আইসে সে পবিত্র স্থানের শেকেলানুসারে
অর্দ্ধ শেকেল দিবে বিংশতি গেরাহ্ এক শেকেল
য়িহুহের নৈবেদ্য অর্দ্ধ শেকেল হইবে। [১৪]
যে প্রত্যেক জন গণনীয়েরদের মধ্যে আইসে
বিংশতিবৎসরবয়স্ক কিম্বা তাঁহার অধিকই বা
হউক সে য়িহুহের উদ্দেশে নৈবেদ্য দিবে। [১৫]
তোমারদের প্রাণের কারণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে য
খন ধনী য়িহুহের উদ্দেশে নৈবেদ্য দেয় তখন
সে অর্দ্ধ শেকেলহইতে অধিক দিবে না এবং দরি
দ্র তাহাহইতে ন্যূন দিবে না। [১৬] অপর
তুমি য়িশ্রাএলের সন্তানেরদিগহইতে প্রায়শ্চি
ত্তার্থক রূপা লইয়া তাহা মণ্ডলীর আবাসের ক
র্ম্মের কারণ নিরূপণ করিবা যে তাহা য়িহুহের
সম্মুখে তোমারদের প্রাণ প্রায়শ্চিত্তের জন্যে
য়িশ্রাএলের সন্তানেরদের স্মারকহওনার্থে হয়।

[১৭] অপর য়িহুহ মোশহ্কে কহিলেন [১৮]
তুমি প্রক্ষালনার্থে পিত্তলের প্রক্ষালনপাত্র ও
তাহার পায়া নির্ম্মাণ করিবা তাহা মণ্ডলীর আবা
সের ও বেদির মধ্যস্থানে রাখিবা ও তাহাতে জল
দিবা। [১৯] যেহেতুক আহরোণ ও তাহার
পুত্ত্রেরা তাহাতে আপন হাত ও আপন পা
ধুইবে। [২০] যখন তাহারা মণ্ডলীর আবাসে
তে প্রবেশ করে কিম্বা য়িহুহের উদ্দেশে সেবার
কারণ ও দহনীয় নৈবেদ্য করিবার কারণ বেদির
নিকটে আইসে তখন জলেতে আপনারদিগকে
ধুইবে যে না মরে। [২১] এমত তাহারা আপ
ন হাত ও আপন পা ধুইবে যে না মরে এই তা
হারদের কারণ অর্থাৎ তাহার ও তাহার সন্তা
নেরদের কারণ পুরুষানুক্রমে নিত্য বিধি হইবে।
[২২] অপর য়িহুহ মোশহকে কহিলেন [২৩]
তুমি উত্তম২ মসলা আপনার নিকটে লও অ
র্থাৎ পবিত্র শেকেলানুসারে নির্ম্মল গন্ধরস পাঁ
চশত শেকেল ও দারুচিনি তদর্দ্ধ অর্থাৎ আ